

অলৌকিক নয়, লৌকিক
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবীর ঘোষ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

দ্বিতীয় খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

অলৌকিক নয়, লৌকিক একদম ৭৩

সিংকি ও অলৌকিক বাবা

বিষ্ণু কুইজ

যাঁদের সৌজন্যে আলোকচিত্র পেয়েছি-

তাপসকুমার দেব

কুমার বায়

সৌগত বায় বর্মন

গোপাল দেবনাথ

জ্যোতিপ্রকাশ খান

সজল মুখার্জি

বিকাশ চক্রবর্তী

অসীম হালদার

ও

আজকাল

ভূমিকা

বিজ্ঞান লেখক মাগ্নেই বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক নন। ঐবা অনেকেই তাগা-তাবিজ ধাবণ কবেন, কুসংস্কারের কাছে ব্যক্তি জীবনে নতজানু হয়েও লেখনিতে হাজিব কবেন কুসংস্কারেব বিবন্ধে কঠিন-কঠোব শব্দবাজী। বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজমনস্কতা, শুধুমাত্র কলমেব ডগায় বা জিভেব আগায় কথাব ফুলঝুড়ি ছেলে অর্জন কবা যায় না, এটা বেঁচে থাকাব শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাত-কটিব মতই জীবনেব প্রতিমুহূর্তেব কাজ-কর্মেব মধ্যে প্রতিফলিত হওয়াব ব্যাপাব। প্রবীব ঘোষ লেখনিতে, কথায ও জীবনচর্যায় একাত্ম এক বিবল ব্যক্তিত্ব, জীবন্ত কিংবদন্তী। সুদীর্ঘ বছব নিজেকে মগ্ন বেখেছেন সাধাবণ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনস্ক কবে গড়ে তোলাব কাজে। সুকঠিন এই কাজকে বাস্তবায়িত কবতে একই সঙ্গে তুলে নিয়েছেন কলম, ছুটে যাচ্ছেন গ্রামে-গ্রামে, শহবে-শহবে, বস্তব্য বাখছেন, হাতে-কলমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, গড়ে তুলছেন আন্দোলন, মুখোমুখি হচ্ছেন চ্যালেঞ্জেব, প্রলোভনেব এবং অবশ্যই মৃত্যুব। যে দেশে সাংসদ বিক্রি হয় গরু-ছাগলেব মতই, যে দেশেব শাসকদল নির্বাচনেব খবচ চালাতে, দলেব সম্পত্তি বাডাতে প্রতিনিয়ত শোষকদেব কাছে বিক্রি হয়, যে দেশেব শাসক দলেব চুনো মস্তানবাও চাকবী-ব্যবসা না কবেই গাড়ি-বাডিব মালিক হয়ে যায়, সে দেশেবই একজন প্রবীব ঘোষ একটা প্রবন্ধ না লেখাব জন্য পনেব লক্ষ টাকাব প্রস্তাব পেয়েও পবম অবহেলায ও ঔদাসিন্যেব সঙ্গে প্রস্তাবেব মাথায় পদাঘাত কবেন। বিনিময়ে মেনে নেন জীবনেব ঝুঁকি। তাঁব এই নিরলোভ সাহসিকতা বছজনকে অবশ্যই

প্ৰেৰণা দিযেছে এবং দেবে । বহুব মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এবং তুলবে জীবনের মূল্যবোধ ।

প্ৰবীৰ ঘোষেব ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটিৰ দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰকাশিত হ'লো এমন এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত্তে যখন ধৰ্মেৰ উন্মাদনা ও সম্প্ৰদায়গত উন্মাদনা দেশেৰ শ্ৰমজীবী মানুষদেব সংগ্ৰামী প্ৰতিবাদী চেতনাকে বিশাল অজগৰেব মতোই একটু একটু কৰে গ্ৰাস কৰে চলেছে । আমবা একবিংশ শতাব্দীতে যখন পা দিতে চলেছি তখন শাসকশ্ৰেণী তাৰেব একান্ত স্বাৰ্থে আমাদেব চেতনাকে ফিৰিয়ে নিয়ে চলেছে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে । জাত-পাতেব নামে, ধৰ্মেৰ নামে লডতে নেমেছে নিপীড়িত মানুষদেব বিৰুদ্ধে নিপীড়িত মানুষবা । বঞ্চিত, নিৰম এই মানুষগুলোকে ‘মুৰগী লডাই’তে নামিয়েছে শাসক ও শোষণ শ্ৰেণী এবং তাৰেব কুপায় পালিতেবা । ভাবাবেগে অথবা নিপুণ কৌশলী প্ৰচাবেব ব্যাপকতায় যুক্তি আমাদেব গুলিয়ে যায় । আমরা বিস্মৃত হই—যে কোনও ধৰ্মেৰ, যে কোনও জাতেব, যে কোনও ভাষাভাষী কালোবাজাবি এবং শোষণকাৰী সাধাৰণ মানুষেব শত্ৰু এবং শোষক, আৰ যে কোনও ধৰ্মেৰ, যে কোনও জাতেব, যে কোনও ভাষাভাষী গৰীব শ্ৰমিক-কৃষক গৰীবই এবং শোষিত । শোষিত, নিৰ্যাতিত মানুষেব নিজেদেব মধ্যে ধৰ্ম নিয়ে ভাষা নিয়ে, জাত-পাত নিয়ে অঁকল সংঘৰ্ষ শোষক শ্ৰেণীৰ সুবিধেই কৰে । তাই শোষক শ্ৰেণী প্ৰযোজনে বাব বাব শোষিত শ্ৰেণীৰ মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কৰতে ধৰ্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, জাত-পাত ভিত্তিক উত্তেজনা ও উন্মাদনাৰ সৃষ্টি কৰে । সংৰক্ষণবাদেব তকমা ঐটে যাঁবা নিপীড়িত জনগণেব মুক্তিব কথা বলেন, তাঁবা বিভেদকাৰী, মিথ্যাচাৰী, ধান্দাবাজ ও শোষকশ্ৰেণীৰ দালাল ছাড়া কিছু নয় । নিপীড়িত শ্ৰমিক-কৃষকেব মুক্তি সংৰক্ষণেব হাত ধৰে কোনও দেশে কখনও আসেনি, আসতে পাবে না । বৰ্তমানে এদেশে সাম্প্ৰদায়িকতাব যে বিপুল উত্থান ঘটেছে, তাব কাৰণ, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ধৰ্মকে অবলম্বন কৰে এমনই এক বাজনৈতিক দৰ্শন, যে দৰ্শন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কাৰেব ওপৰ ভিত্তি কৰে দাঁড়িয়ে বযেছে । এই দৰ্শনকে পুষ্টি যোগাচ্ছে শোষক শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি বিভিন্ন বাজনৈতিক দল । এই কঠিন সময়ে একান্তভাবে প্ৰযোজন এক দীৰ্ঘস্থায়ী সুপৰিকল্পিত মতাদৰ্শগত সংগ্ৰামেব । আৰ তাবই প্ৰযোজনে একান্ত কাম্য সাধাৰণেব চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কুসংস্কাৰ মুক্ত, সমাজ সচেতন নতুন এক সাংস্কৃতিক পৰিবেশ তৈৰি কৰা । এমনই এক প্ৰযোজনেব কথা মনে বেৰেই বিজ্ঞান আন্দোলনেব নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্ৰবীৰ ঘোষ সংস্কাৰমুক্ত নতুন সমাজ গড়তে লেখনি তুলে নিয়েছেন । ধৰ্মাঙ্কতা বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িকতা বিৰোধী এবং সংস্কাৰ মুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা গ্ৰহণকাৰীদেব কাছে এই বইটি অবশ্যই একটি জোৰালো হাতিযাৰ হিসেবে গণ্য হৰে ।

গ্ৰন্থটিৰ লেখক প্ৰবীৰ ঘোষ—‘ভাৰতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ৰ প্ৰতিষ্ঠাতা এবং প্ৰধান সম্পাদক, যে প্ৰতিষ্ঠান কুসংস্কাৰ মুক্তিব আন্দোলনে সন্দেহাতীত ভাবে সঠিক, বলিষ্ঠ ও আন্তৰিক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে চলেছে । ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটিৰ নামকৰণেব মধ্যেই বযেছে বিষয় বস্তুৰ নিৰ্দেশ । বস্তুত অলৌকিকতাব প্ৰশ্নটি তিনি সমাজ, সাংস্কৃতিক, আৰ্থসামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, বাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক

থেকে বিচাব কবাব চেষ্টা কবেছেন, তাঁর জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে আমাদের আলৌকিক কবতে চেয়েছেন। আমাদের দেশে এই ধবনের ব্যাপক কাজ হয়নি বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না।

গ্রন্থে আটটি অধ্যায়। অধ্যায় শুরু আগের বয়েছে লেখকের ‘যুক্তিবাদী প্রসঙ্গ’ লেখা ‘কিছু কথা’। ‘কিছু কথা’য় বয়েছে যুক্তিবাদ নিয়ে বহু যুক্তির অবতারণার পাশাপাশি আমাদের দেশের বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন খাণ্ডা নিয়ে আলোচনা। এসেছে মুখোশধারী বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা, বস্তুবাদী বাজেনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞান সংস্থার কথা। উচ্চাভিত হয়েছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে এদের চিহ্নিত করা এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার কথা। কারণ এইসব মুখোশধারীরা চিবকালই আমাদের পবিত্রিত শত্রুদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়াবহ। পাশাপাশি বিজ্ঞান আন্দোলনকারীদের দিশা দেওয়া হয়েছে কী ভাবে তাঁরা নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে প্রত্যেকে এক একজন সংগঠক, যোদ্ধা হয়ে উঠবেন, কী ভাবে মানুষদের সাথে নিয়ে এগুবেন।

পর্ববার্তা বিভিন্ন অধ্যায়ে এসেছে ভূতে ভব, ডাইনির ভব, ঈশ্বরের ভবের নানা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সে-সব আলোচনায় উদাহরণের সূত্র ধরে বহু অসাধারণ আকর্ষণীয় সত্য ঘটনা—যাব অনেকগুলিই কাল্পনিক অ্যাডভেঞ্চারকেও টেকা মাঝে ক্ষমতা বাখে। এসেছে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার বোমাধ্বকব বহু কাহিনী। এ-সব কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা অনেকেই আকর্ষণীয় অর্থেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভুত খ্যাতির অধিকারী। এঁদের বহুসংখ্যক উল্লেখের চেষ্টা প্রবীর ঘোষের আগে অনেকেই কবেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ চেষ্টাকারীদের মধ্যে বয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহু ব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যম। প্রবীর ঘোষের নিবন্ধগুলি জয় আমাদের মত সম-মতাবলম্বীদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখায়, লড়াই করার শক্তি যোগায়, যখন-শোষণ শ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে তিনটে ফ্রন্ট খুলে যুদ্ধ চালিয়ে যায় (এক অবতাব ও জ্যোতিষী, দুই মুখোশধারী আন্দোলনকারী, তিন ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের আড়ালে থেকে প্রচাৰ-মাধ্যমকে ও গণ-মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে গণ-ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করে আমাদের কাছ থেকে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।) তখন অনেক সময়ই আমরা অন্ধকাবাস্তব বর্তমান দেখে নৈবাস্যপীড়িত হই, ভুলে যাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে, আব তাইতেই সামনের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইকে বড় বেশি ভারী মনে হয়। এই সময় বড় বেশি প্রয়োজন স্বপ্ন দেখানোর। এই স্বপ্নই আন্দোলনকারীদের উদ্বুদ্ধ করবে জনগণকে সংগঠিত কবতে। প্রবীর ঘোষের ধারাবাহিক সাফল্য আমাদের স্বপ্ন দেখায়।

গ্রন্থটিতে ডাইনী সমস্যার আলোচনার পাশাপাশি এসেছে তার সমাধানের সম্ভাব্য উপায়। আলোচনায় এসেছে তুচ্ছ-তাক, বাড-ফুক, বাটি চালান, কঞ্চি-চালান, থালা-পড়া, কুলো-পড়া, চাল-পড়ার মত নানা বিষয় ও তার গোপন বহুসংখ্যক। বিশ্বয়কর শিশু-প্রতিভা তৈরি করা যায়, বাড়ানো যায় স্মৃতি—এই বিষয় নিয়ে আলোচনা কবতে গিয়ে এসে পড়েছে মানুষের ওপর প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক

পৰিবেশেৰ প্ৰভাব প্ৰসঙ্গ । আলোচনাৰ এই অংশে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তিনি বিজ্ঞান আন্দোলনকৰ্মী এবং পাঠক-পাঠিকাদেৰ ধন্যবাদ কুড়োবেন—এই প্ৰত্যাশা বাধি । এই অংশে আমাদেৰ সঙ্গে পৰিচয় কৰিয়ে দিযেছেন বহু বিস্ময়কৰ শিশু ও কিশোৰ প্ৰতিভাৰ । বোঝাতে চেযেছেন, এদেৰ প্ৰতিভা বিকাশেৰ কাৰ্য-কাৰণ সম্পৰ্কে, প্ৰমাণ কবতে চেযেছেন এৰা কেউই অলৌকিকতাৰ প্ৰতীক নয ।

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষায় লেখক বিচৰণ কৰেছেন আটটি অধ্যায়ে, কিন্তু তাঁৰ পাণ্ডিত্য ও মনীষা কখনই সাধাৰণ পাঠক-পাঠিকাদেৰ কাছে বাধাৰ পাঁচিল হয়ে দাঁড়াযনি ।

প্ৰবীৰ ঘোষ দেশেৰ মানুষকে জানতে, তাদেৰ মনস্তত্ত্বকে জানতে, ইতিহাস, নৃত্য, সমাজনীতি, ৰাজনীতি বিষয়ক জ্ঞানকে পৰিবৰ্ধিত ও পৰিমার্জিত কবতে প্ৰচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে যে সাহায্য পেযেছেন, তাৰ চেযে বহুগুণ তিনি অৰ্জন কৰেছেন অধ্যয়ন কৰে, যাযাববেৰ মত ঘূৰে, মানুষেৰ সঙ্গে আপনজনেৰ মত মিশে । ফলশ্ৰুতিতে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শুধুমাত্ৰ সাংস্কৃতিক বিপ্লবেৰ হাতিয়াৰ নয়, তাৰ চেযেও কিছু বেশি—যুক্তিবাদীদেৰ ‘গাইড, ফ্ৰেণ্ড অ্যাণ্ড ফিলোজফাৰ’ ।

আন্তৰ মথুস্বামী

প্ৰেসিডেণ্ট

ইবাডিকেশন অফ হোয়াইট শাডি

উইডো বি-হেবিলিটেশন মূভমেণ্ট

পেট্ৰোন

সাইন্স অ্যাণ্ড ব্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া

আন্তৰ টাউন

তামিলনাডু



কিছু কথা

যুক্তিবাদ প্রসঙ্গে

যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম কথা, প্রথম সৰ্ত—আমবা সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচাৰ কবব, শুধুমাত্র তাবপবই গ্রহণ কবব বা বাতিল কবব । আমবা লক্ষ্য দাখব—আমাদেব যুক্তি বেন শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠিস্বার্থ দ্বাৰা পবিচালিত না হয় । তেমনটি হলে আমবা যুক্তিব পবিবৰ্তে গলাব জোব ও পেশীবলেব উপবই একটু বেশি বকম নিৰ্ভবশীল হয়ে পড়ব ।

কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তিব চেয়ে আবেগকে মূল্য দেয বেশি । সেই সময় একটি মানুষ কোন্ যুক্তিকে গ্রহণ কববে এবং কোন্ যুক্তিকে বৰ্জন কববে—এই বিচাবেব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব কবে ধৰ্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্ঠিস্বার্থ ইত্যাদি । এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই শোষিত মানুষদেব মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস ও ঘৃণাব বীজ বপনে পবিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্ৰেণী । এই পবিকল্পনা শোষিতদেব উন্নাদনাব নেশায় ভুলিয়ে বাখাব স্বার্থে, শোষকদেব অস্তিত্ব বক্ষাব স্বার্থে । আব তাইতেই জন্ম নেয বামজন্মভূমি বাববি মসজিদ সমস্যা, চাকবি ক্ষেত্রে সংবক্ষণ সমস্যাৰ মত সমস্যাগুলো । শোষক নিজ স্বার্থেই চায সাধাবণ মানুষ যুক্তিব দ্বাৰা নয, আবেগেব দ্বাৰাই পবিচালিত হোক ।

শোষক শ্ৰেণী কখনই

চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের
চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত
এগিয়ে নিয়ে যেতে ।

এব বাইবেও আমবা ব্যক্তিার্থে, গোষ্ঠিার্থে অনেক সময় হৃদযাবেগে আধুত হয়ে যুক্তিছাড়া যুক্তিকে অর্থাৎ কুযুক্তিকে সমর্থন কবি। যখন আমি একজন বাসকর্মী, তখন অপব কোনও বাসকর্মীর প্রতি যে কোনও কাৰণে আক্রমণেব বিকল্পে সোচ্চাব হই—তা সে আইন ভাঙাব জন্যে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলেও। যখন আমি ছাত্র, তখন আমাবই সহপাঠী বিনা টিকিটে, ট্রেনে কলেজে আসাব সময় গ্রেপ্তার হলেও বেলকর্মীদের হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত কবতে স্টেশনে হামলা চালাই। আমি কখনও প্রতিবেশীৰ মৃত্যুতে ডান্ডাবেব দায়িত্বহীনতাৰ দাবী তুলে ক্রোড়ে ফেটে পবি। আমিই আবাব হাসপাতাল-কর্মী হিসেবে ওই আক্রমণেব বিকল্পে নিৰাপত্তাব দাবীতে হাসপাতালেব কাজকর্মকে অচল কবে দিই। এই ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠি স্বার্থে পবিচালিত হয়ে কখনও আমবা বাঙালী, কখন বিহাবী, কখনও অসমী, কখনও অন্য কিছু। কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অন্যধর্মী। কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন ভাষাভাবী হওয়াব অপবাধে, ভিন্ন ধর্মীয় হওয়াব অপবাধে, ভিন্ন বাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ কবায় একে অপবেব জীবনধাবেগেব অধিকাৰ কেড়ে নিতেও দ্বিধা কবি না। যুক্তিহীন আবেগই আমাকে হত্যাকাৰী, অত্যাচাবী কবে তোলে, কুযুক্তিৰ দাস কবে তোলে।

মানুষেব ওপব পবিবেশেব প্রভাব অতি প্রবল। আমবা পবিবেশগতভাবে সাম্প্রদায়িক হয়েছি, প্রাদেশিক হয়েছি। যুক্তিৰ পবিবর্তে শুধুমাত্র কুযুক্তিৰ সঙ্গেই পবিচিত হয়েছি। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকদেব ইতিহাস পড়ে সাম্প্রদায়িক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছি। ‘হিন্দু’ ঐতিহাসিকবা ‘হিন্দু’ বাজাদেব বাজাংশ ফিবে পাওয়াব যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমেব নিদর্শন হিসেবে চিত্তিত কবেছে। ভুলে থাকতে চেয়েছি—দেশ শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিয়ে নয়, ভূ-খণ্ডেব মানুষদেব নিয়ে। কোনও দেশেব উন্নতিৰ অর্থ সেই দেশেব অধিবাসীদের উন্নতি। স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশেব বৃহত্তম জনসমষ্টিৰ প্রতি প্রেম। এই অর্থে বাজাদেব দেশপ্রেমেব সামান্যতম হৃদিশ মেলে কী ?

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকবা আকববেব বিকল্পে বাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানেব বিকল্পে হিন্দুদেব যুদ্ধ বলে প্রচাব কবতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয়। আকববেব পক্ষে হিন্দু বাজপুত সেনাব সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজাব। সেনাপতি মান সিংহও ছিলেন বাজপুত। অপব পক্ষে বাণা প্রতাপেব বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যাব পাঠান সৈন্য। সেনাপতি ছিলেন হাকিম খাঁ। এ-ছাড়া তাজ খাঁব নেতৃত্বেও ছিল আব এক পাঠান বাহিনী। অতএব দুই বাজাব এই লড়াই কোনও সময়ই মুসলমান ও হিন্দুদেব যুদ্ধ ছিল না। ছিল দুই বাজাব মধ্যকাব স্বার্থেব লড়াই।

রাণা প্রতাপের

রাজ্য ফিরে পাওয়ার

চেষ্টাকে স্বদেশ প্রেম বলার যুক্তিগ্রাহ্য কোনও
কাৰণই থাকতে পারে না। নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ

প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন
স্বদেশ প্রেমিক হবেন না ?



একই ভাবে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর
লড়াইও ছিল এক বাদশাহ এবং এক রাজার
স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র ।

ইতিহাসের নিবিখে ভাবভেব মধ্যযুগের দিকে একটু চোখ ফেঁদান যাক । তুর্কি সেনার বিকল্পে রাজপুত প্রভুদের লড়াই শুধুই দু-দলের সেনাবাহিনীবই লড়াই ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রেই । কোথাও তুর্কি সেনাদের বিকল্পে গণ-প্রতিবোধ গড়ে ওঠেনি । ভোগসর্বস্ব হিন্দু রাজাদের জন্য লড়াই কবাব কোনও প্রেবণাই প্রজাভা অনুভব কবেনি । এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস বচয়িতাবা ‘হিন্দু’ স্বার্থেই দেখতে চাননি । তাঁবা দেখাতে চাননি—মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজাভাও ছিল চূড়ান্ত ভাবে শোষিত দাবিদ্র্যতায় জর্জরিত ।

‘হিন্দু’ ঐতিহাসিকবা যেভাবে তুর্কিদের বহিবাগত বলে বর্ণনা কবেছেন, আগ্রাসকেব ভূমিকায় বসিয়েছেন সেভাবে তো তাঁবা বর্বব আর্থ উপজাতিদের চিত্রিত কবেন নি ? তুর্কিদের চেয়ে তো আর্থবা কোন অংশেই কম বহিবাগত বা কম বিধর্মী ছিল না । কয়েক সহস্রক আগে তাবাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভাবতে প্রবেশ কবেছিল। আর্থবা ভাবতীয় হতে পাবলে তুর্কিবা কেন ভাবতীয় বলে পবিচিত হবে না ? প্রাক্-আর্থ জাতি পবাজিত হয়েছিল বলেই তাদেরকে অনার্থ-কপে এমনভাবে ঐতিহাসিকবা চিত্রিত কবেছেন যে, বর্তমানে ‘অনার্থ’ শব্দটি ‘অসভ্য’-ব প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে । অথচ মহেঞ্জোদাডো, হব্বা ও নর্মদা উপত্যকাব প্রাক্ আর্থ যুগেব যে নিদর্শন পেবেছি তা ঐতিহাসিকদের মিথ্যাচাবিতাবই প্রমাণ । তাদের গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগববিন্যাস, বযন, অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য প্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যায়েব । আর্থবা প্রাক্ আর্থ মানুবদের কাছ থেকে এইসব বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ কবেছিল এ কথা চূড়ান্তভাবেই সত্য । আর্থ সভ্যতাব কোনও নিদর্শন না পাওয়াব অনুমান কবতে অসুবিধে হয় না, আর্থ সভ্যতা ছিল গ্রামীণ । তাই প্রাত্তিক উপকবণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি ।

আর্থরাই ভারতে

প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা
যেমন মিথ্যা । একইভাবে মিথ্যা ভারতের বর্তমান
সভ্য জাতিগোষ্ঠিগুলো সবই আর্থদের থেকেই সৃষ্ট ।
এই চিন্তাই আমাদের আর্থজাতির বংশধর হিসেবে
ভাবতে শিখিয়েছে প্রাক্-

আর্য জাতিকে অনার্য, অসভ্য হিসেবে চিত্রিত করতে ।

আমাদের দেশেব 'হিন্দু' জাতীয়তাবোধ পবিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং ঔবঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসকে 'হিন্দু' বিদ্বেষের এবং হিন্দুত্বের অপমানের প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছে । একই সঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষের একেব পব এক হিন্দু মন্দির লুণ্ঠনের ঘটনা বিষয়ে নীরব থেকেছে । হর্ষ তো মন্দির লুণ্ঠনের জন্য 'দেবোৎপাটননাথক' নামে এক শ্রেণীর বাজকর্মচারীবাই নিয়োগ করেছিলেন । মন্দির লুণ্ঠনের জন্য যদি মামুদ ও ঔবঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত হন, তবে হর্ষ একই কাজের জন্য কেন হিন্দু বিদ্বেষী হিসেব চিত্রিত হবেন না ?

হর্ষের মন্দির লুণ্ঠন প্রসঙ্গে আমাব এক ইতিহাসেব অধ্যাপক বন্ধু জানিয়েছিলেন, “আমাদের আলোচনা কবা উচিত শুধুমাত্র যুক্তিব উপর নির্ভর কবে নয়, বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ কবে । সে যুগে মন্দির শুধু দেবোপাসনার স্থল ছিল না, মন্দিরের গুপ্ত কক্ষে সঞ্চিত থাকত ভক্তদের দান ও শ্রেষ্ঠীদের বত্সবান্ধি । অর্থ ও বত্সবাজ্য শাসনে অপবিহার্য । বাজ্য শাসনের স্বার্থেই বত্সব আহবণের জন্য হর্ষ মন্দিরে হাত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ।”

এই যুক্তিই মামুদ বা ঔবঙ্গজেবের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না ? গোটা হিন্দু যুগব্যাপী বীর-শৈব ও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়গুলো যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির মর্চ পুঁথি ধ্বংস কবে গেছেন, আমাদের দেশেব ইতিহাসেব বইগুলো সে বিষয়ে নীরব কেন ?

হিন্দুদের জোব কবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবার জন্য মুঘল যুগেব শাসকদের 'হিন্দু' ঐতিহাসিকবা যতই তাঁদের লেখনিতে অভিযুক্ত ককন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মান্তরবেব চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত কবেন নি । এমনকি ঔবঙ্গজেবও নন । সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে বাজধর্মে দীক্ষিত কবা নিন্দনীয়ই যদি হয়, তবে নিন্দাব প্রাবনে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত সম্রাট অশোককে । নিজ ধর্মে দীক্ষিত কবতে তিনি কী না কবেছেন ? তবু তিনি মহান । তিনি ধর্মাশোক । তিনি শান্তি ও অহিংসাব প্রতীক ।

সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকবা এমন ইতিহাসই বচনা কবেছেন, যা পড়ে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ভাবেব সমস্ত কিছু গৌরবেব কৃতিত্ব হিন্দুদের, যা কিছু অগৌরবেব তাব সমস্ত কিছুব দায়ই মুসলমানদের । দেশেব এই শিক্ষা পবিরবেশেব মধ্যে মানুষ হয়ে সাধারণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব প্রতি বিদ্বেষই পোষণ করেছে । সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আচরণ পেয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েব প্রতি সন্দেহই পোষণ কবছে । ফলে একই দেশে বাস কবেও সংখ্যাগুরুদের অবিশ্বাস ও পক্ষপাত সংখ্যালঘুদের ভাবতকে আপন দেশ ভাবাব সুযোগ দিচ্ছে না । ববং ভ্রাতৃঘাতী বক্তৃক্ষয়েব মধ্য দিয়ে মৌলবাদী পবিরবেশই আবও বেশি কবে জাঁকিয়ে বসছে ।

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠী
স্বার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন
তা হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে ।
দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের বীজ কৈশোরেই ইতিহাস
পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে
সাম্প্রদায়িক রেযারেযি, রক্তপাত, লুণ্ঠন,
হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
লাভ করেই চলেছে ।

যুক্তিবাদীদের কাছে কোন যুক্তি গ্রহণীয় হবে ? নিশ্চয়ই এমন কোনও যুক্তি
গ্রহণীয় হবে না যা সাম্প্রদায়িক, শুধুমাত্র গোষ্ঠীস্বার্থে চূড়ান্ত মিথ্যাচ্যাবিতা ।
যুক্তিবাদীরা পবীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে
পৌছোয় । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ঠী স্বার্থকে সমর্থনের প্রায়ই যদি বিশাল বড়
হয়ে ওঠে, তবে আমবা দ্বিধাহীনভাবে শোষিতদের স্বার্থকেই নিজস্বার্থ জ্ঞান করব ।
কাবণ, যুক্তিবাদীরা মানবিকতাব বিকাশকামী, যুক্তিবাদীরা দেশপ্রেমী । যুক্তিবাদীদের
ধাবণায় ‘দেশ’ বলতে মাটি নয়, দেশে বলতে ভূখণ্ডের মানুষগুলো । ভূখণ্ডের
সংখ্যাগুরু মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই দেশপ্রেম । আমবা চাই সাধাবণ মানুষের মধ্যে
যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে । যাব পবিত্রিতে তাঁরা যুক্তি দিয়ে বিচাব করবে
শুধুমাত্র তাবপবই কোনও কিছুকে গ্রহণ কববেন অথবা বর্জন কববেন । যুক্তিবাদী
চিন্তাই তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেবে তাঁদের প্রতিটি বঞ্চনাব কাবণ সমাজ ব্যবস্থাব মধ্যেই
সীমাবদ্ধ ।

এই মুহূর্তে প্লেটোব একটা কথা বড় বেশি মনে পড়ছে ।

প্লেটো বলেছিলেন,
“মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালান
যায় না ।” এই ‘মহান মিথ্যে’ দিয়েই শোষিত
মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের
ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের প্রয়াসকে
প্রতিহত করার চেষ্টা চলেছে
ধারাবাহিকভাবে ।

এককালে ‘ঈশ্ববতত্ব’ মহান মিথ্যে হিসেবে যতখানি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল এখন
আর ততখানি জোরাল ভূমিকা পালন কবতে পাবছে না । অর্থনৈতিকভাবে উন্নত
দেশগুলির বাষ্ট্রশক্তিব কাছে ঈশ্ববের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে অবতাবদের হাজিব কবাব

প্রয়োজনীয়তা তাই অনেক কমেছে। বাষ্ট্র শক্তি এখন বিজ্ঞান বিবোধিতা কবতে বিজ্ঞানীদের উপবই বেশি কবে নির্ভব কবছে। এসেছে প্যাৰাসাইকোলজিষ্টেব দল, যাঁৰা বিজ্ঞানেব নামাবলী গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানেবই বিবোধিতা কবতে চায।

উদ্দেশ্য—বিজ্ঞান মনস্কতাৰ হোঁযা থেকে সাধাবণ মানুষকে দূবে বাখা।

সম্প্ৰতি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা কৰেছে, তাঁৰা পৰীক্ষা কবে দেখেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নেব মেয়ে কুলাগিনা অতিপ্ৰাকৃত ক্ষমতাৰ অধিবাবী। ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিয়ে ফিল্ম তোলা হয়েছে। নিজেব দেশে এবং বিদেশে দূৰদৰ্শনেব মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষেব সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতাৰ অধিকাবী হিসেবেই হাজিব কৰা হয়েছে। সোভিয়েত পত্ৰ-পত্ৰিকায কুলাগিনা সম্পৰ্কে বিজ্ঞান-আকাদেমিৰ সিদ্ধান্তেব কথা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশিত হওযায ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনেব অলৌকিক বিবোধী বস্তব্যেব ক্ষেত্ৰে বহু মানুষেব মধ্যেই যথেষ্ট বিকপ প্ৰতিক্ৰিযাব সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদেব যুক্তি কশ সাইদ আকাদেমি কি আব মিথ্যে বলেছে? ঔঁদেব কাছে আমৰা ভাবতীয় বিজ্ঞান আন্দোলনকাৰীৰা তো ধৰ্তব্যেব মধ্যেই পড়ি না। ভাবতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে প্ৰকাশিত ‘যুব সমীক্ষা’য কুলাগিনাকে নিয়ে একটি বহু ছবি সহ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হয়। প্ৰতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমিৰ পৰীক্ষা গ্ৰহণ ও সিদ্ধান্তেব কথা লেখা ছিল। ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিৰ সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে ‘যুব সমীক্ষা’কে এই প্ৰসঙ্গে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি আমাদেব সমিতিৰ কৰ্মপদ্ধতি। জানিয়েছি, আমাদেব সমিতিৰ একটি দল কুলাগিনাৰ অলৌকিক ক্ষমতাৰ পৰীক্ষা গ্ৰহণে ইচ্ছুক। এও জানিয়েছি, কুলাগিনাৰ ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপায়েই আমি ঘটতে সক্ষম। শেষ পংক্তিতে ছিল—আপনাদেব ভবফ থেকে সহযোগিতা না পেলে ধবে নিতে বাধ্য হবো—আপনাবা সত্য প্ৰকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস, অতীন্দ্ৰিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কাৰেব কালো দিনগুলো ফিৰিয়ে আনতে সচেষ্ট। দূতাবাস আমাদেব চিঠি পেয়েছে ফেব্ৰুযাৰি ’৯০-এ। এখনও পৰ্যন্ত কোনও বকমেব সাবা না পেয়ে আমাদেব মনে সেই সন্দেহটাই গভীৰতা পাচ্ছে—সোভিয়েত বাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞানেব বিবোধিতা কবতে বিজ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছে।

এই ধবনেব উদাহৰণ দেওয়া যায ভূবি ভূবি। শুধু সোভিয়েত দেশেই নম, পৃথিবী বহু দেশেব বাষ্ট্রশক্তিই বিজ্ঞান মনস্কতা থেকে সাধাবণ মানুষকে দূবে বাখতে বিজ্ঞানীদেরই কাজে লাগাচ্ছেন, প্যাৰাসাইকোলজি বা অতীন্দ্ৰিয় ব্যাপাব-স্যাপাব নিয়ে গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত কৰছেন। আমাদেব দেশও এব বাইবে নয।

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে দূবে সবিয়ে বাখতে বহু ধবনেব প্ৰচেষ্টায ও পবিকল্পনায হাত দিয়েছে সেই সব বাষ্ট্রশক্তি, যাৰা সাধাবণ মানুষেব চেতনাকে বেশি দূৰ পৰ্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভয পায, যাৰা জানে কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাড়িত মানুৰগুলোকে ‘মহান মিথ্যে’ব সাহায্যে অবহেলে শাসনে বাখা যাবে, শোষণ কৰা যাবে। পবিণতিতে ‘যুক্তিৰ বিকল্পে যুক্তি’কে কাজে লাগাতে বাষ্ট্র যন্ত্ৰকে সচেষ্ট হতে দেখছি।

এখন রাষ্ট্র শক্তিগুলি
টিকে থাকার পদ্ধতি পাণ্টাচ্ছে। যুক্তির
বিরুদ্ধে বিপরীত যুক্তির আক্রমণ চালিয়ে সরাসরি লড়াইতে
নামার চেয়ে যুক্তি নির্ভর কোনও আন্দোলনের পাল থেকে
হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনী
যুক্তি নির্ভর সাজান আন্দোলনকে
গতিশীল করাকে অনেক বেশি
কার্যকর মনে করছে।

তাবই প্রকাশ খাবারাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আমরা
দেখতে পাচ্ছি। ইউরোপে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু
হয়েছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধারণ মানুষকে সবিয়ে দিতে ‘যুক্তির বিরুদ্ধে
যুক্তি’কে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা ও বাশিয়া যুক্তভাবে প্রচাবে নেমেছিল নিউক্লিয়ার
বোমের বিরুদ্ধে।

ভাবতবর্ষে অসমান বিকাশের ফলে কোনও অঞ্চলে পুরোহিত তত্ত্ব প্রবল বিক্রমে
বিবাজ্য কবছে, কোথাও পবাবিদ্যা সে জায়গা দখল কবতে হাজিব কবছে কম্পিউটার
জ্যোতিষ, আন্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞান সম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্চাব নানা প্রকবণ, আবাব
কোথাও যুক্তিবাদেব সম্প্রসাবণ ঠেকাতে মুখোসধাবী যুক্তিবাদীদেব পথে নামিয়েছে।
আমাদেব দেশেব বাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবেব সঙ্গে আসবে নামিয়েছে
লটাবি, জুয়া, টেলিভিশন স্কিনে বামাযণ, মহাভাবত, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন যুগে ‘মহান মিথ্যে’
পাণ্টায়, যুক্তিবাদ কখনই একটা স্তরে
থাকতে পারে না। প্রতিটি স্তরের যুক্তিবাদেব
পাশাপাশি ‘মহান মিথ্যে’ পাণ্টায়,
পাণ্টায় কুসংস্কার।

আমাদেব দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু কবতেই কোনও কোনও
বিদেশী বাষ্ট্রশক্তি এবেব আমাদেব দেশেব বাষ্ট্রশক্তি অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে।
বাষ্ট্র শক্তিব কাছে এ এক বিপদ সংকেত। কুসংস্কার ও জাতপাতেব বিশ্বাস যতদিন
শোষিত মানুষগুলোব চিন্তাকে আচ্ছন্ন কবে বাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত
পর্যাবেব দিকে এগোতে পাবে না। শোষিত একটি গোষ্ঠীব বিরুদ্ধে আব একটি
গোষ্ঠীব অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন তাদের মধ্যে শ্রেণী
চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত কপ পারে না।

শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মত বিষয়গুলো দূরে সরে যায়। ইংবেজদেব বিকল্পে সংগ্রামে এই শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চেতনাই হিন্দু মুসলমানদেব একসঙ্গে লড়াইতে নামিয়ে ছিল। মাও সে তুং এবং 'হোনান' বিপোর্টেও দেখি শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কৃষকেবা নিজেবাই বাড়ি ও 'থানের' অধিষ্ঠিত কাঠেব দেবমূর্তিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় এবং কুসংস্কার প্রসূত জ্ঞান কবে চালা কাঠ কবে জ্বালানী বানিয়েছিল।

আমাদের দেশে 'যুক্তিবাদ' এখন আন্দোলন গড়াব স্তরে। প্রতিবোধে স্বার্থান্বেষী মহল অতি সচেতন। 'যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে যুক্তিবাদেব বিকল্পে যুক্তিবাদকে কাজে লাগাবাব পবিকল্পনা নিয়েছে তাবা। মেকি আন্দোলন সৃষ্টি কবতে সাহায্য ও সহযোগিতাব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা, বাষ্ট্রশক্তি। বিদেশী সাহায্যে বা বাষ্ট্র যন্ত্ৰেব সহযোগিতায় শুক হয়ে গেছে তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন।

জনগণেব মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একান্তভাবেই প্রয়োজন একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টাব। এবজন্য প্রয়োজন অক্ষব পবিচয়েব সুযোগ না পাওয়া তৃণমূল পর্যায়েব জনগণেব মধ্যে হাজিব হয়ে তাদেবই সঙ্গে আপনজনেব মত মিশে-গিয়ে কুসংস্কার ও তাব মূল কাবণগুলো বিষয়ে সচেতন কবা। প্রয়োজনে তাদেব সামনে হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়গুলো হাজিব কবতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশেব জনসংখ্যাব বৃহত্তব অংশই নিবক্ষব। আমাদের লেখা তাদেব মধ্যে সবাসবি কোনও প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি কবতে পাবে না। সমাজ সচেতন মানুষবা নিজেদেব তৈবি কবে নিয়ে তাদেব কাছে আহবিত জ্ঞান বিতবণ কবলে তবেই সাধাবণ বঞ্চিত মানুষদেব চেতনাব বিকাশ সম্ভব, যুক্তিবাদী চিন্তাকে জনগণেব আন্দোলনে কপান্তবিত কবা সম্ভব। এব জন্য চাই বহু সমাজ সচেতন কর্মী। কিছু কিছু মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে যতটুকু কাজ কবছেন, প্রয়োজনেব তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।

আমাদের সমিতি বহু সহযোগী ও সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনেব সাহায্যে প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে যাচ্ছে, মানুষেব মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা কবছে, সক্ষমও হচ্ছে। বিস্ময়েব সঙ্গে লক্ষ্য কবেছি কৃষক-শ্রমিক ঘবেব নিবন্ন ছেলে-মেয়েবা কী অসাধাবণ দক্ষতায় প্রাণঢালা আন্তবিকতায় মানুষেব ঘুম ভাঙতে গান বেঁধেছে, গাইছে, নাটক কবছে, আলোচনাচক্রে অন্যদেব বোঝাচ্ছে, হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাচ্ছে অনেক বাবাজী-মাতাজীদেব বুজককি। সাধাবণ মানুষদেব দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—যে-কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা তাবা দেবে। গ্রহণ কববে যে কোনও অবতাব বা জ্যোতিষীদেব চ্যালেঞ্জ। এদেব প্রত্যেকটি আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মূল্য দিতে, বক্ষা কবতে আমি ও আমাদের সমিতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমবা প্রয়োজনে প্রতিটি সহযোগী সংস্থা এই জাতীয় দায়-দায়িত্ব অতি আন্তবিকতাব সঙ্গেই গ্রহণ কবে থাকি। 'পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদেব নিয়ে স্টাডি ক্লাসেব ব্যবস্থা কবি, নিজেদেব ধ্যান-ধাবণা ও জ্ঞানকে পবিমার্জিত, পবিবর্ধিত ও স্বচ্ছ কবতে।

শুধু সহযোগী সংস্থাব ক্ষেত্রেই নয়, যে ব্যক্তি বা সংস্থা আমাদের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছেন, তাঁবাও যখনই কোনও অলৌকিক বিষয়ক ব্যাখ্যা চেয়েছেন অথবা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন—আমবা সহযোগিতা করেছি।

আমবা জানি, তবুও আমবা অনেকেবই দাবি মেটাতে পারছি না, অনেকেবই বিশাল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছি না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায মাঝে মাঝে যখনি কোনও অলৌকিক ঘটনাব কথা প্রকাশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসতে থাকে উৎসাহী, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কাছ থেকে। তাঁবা চান পত্র-পত্রিকাগুলোয় এই বিষয়ে আমাব বা আমাদের মতামত যেন জানাই। বিশেষ করে যখন কোনও পত্র-পত্রিকায আমাদের বা আমাদের সমিতিকে আক্রমণ চালিয়ে বা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন স্বাভাবিক কাবণেই আমাব এবং আমাদের সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল সর্বশ্রেণীব মানুষ প্রত্যাশাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোন—আমি নিশ্চয়ই কিছু উত্তর দেব। সহৃদয় উৎসাহী পাঠক এবং বিজ্ঞানকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীবা আমাব এবং আমাদের সমিতির উত্তরবেব প্রত্যাশায় পত্র-পত্রিকাব পববর্তী সংখ্যাগুলোতে আগ্রহেব সঙ্গে লক্ষ্য বাখেন। উত্তর প্রকাশেব প্রত্যাশিত সময় পার হয়ে গেলে নিবাব, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল মানুষগুলো আমাকে চিঠিও দেন। নীববতাব কাবণ জানতে চান। জানি, চিঠি দেন না এমন আশাহত মানুষেব সংখ্যা আবও বহুগুণ বেশি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে এই নিয়ে প্রশ্নেব মুখোমুখিও হতে হয়। মুখোমুখি প্রশ্নেব উত্তরে যা জানাই, এখানেও সমস্ত সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধেয প্রতিটি জিজ্ঞাসু পাঠকদের, মানুষদের তাই জানাচ্ছি।

অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাতে চাই, আমি জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি অথচ উত্তর দিইনি, এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি। কিন্তু বিশ্বযেব সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেগুলো প্রকাশ না করে ধাবাবাহিকভাবে আশ্চর্যজনক নীববতা পালন করে চলেছেন।

এমনকি এমন ঘটনাও
বহুবাব ঘটেছে, আমাদের বিরুদ্ধে
চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি যে পত্রিকা
প্রকাশ করেছেন, তাঁরাই কিন্তু
এই বিষয়ে আমাদের উত্তর
প্রকাশ করার সামান্যতম
নৈতিক দায়িত্বটুকুও
পালন করেননি।

সত্যতা বিচার কবাব সামান্যতম চেষ্টা না করে মিথ্যে খবর প্রকাশ কবাব প্রবণতা বহু পত্র-পত্রিকাতেই বিপদজনক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাকে বোধ করাব

দায়িত্ব কিন্তু প্রতিটি সমাজ সচেতন পাঠক-পাঠিকাদেব, শুধুমাত্র আমাদের নয় ।

আমরা যখন এইভাবে দীর্ঘস্থায়ী কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত নিব্বল মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতি ও চেতনাকে তুলে আনতে চেষ্টা করছি, সমাজ সচেতন করে তুলতে চাইছি, ঠিক তখনই আমাদের সামনে এলো বিদেশী সাহায্যের প্রলোভন । আমাদের স্পষ্টতই মনে হয়েছিল, সাহায্য পাওয়ার বিনিময়ে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে যুক্তিবাদী আন্দোলনের মৃত্যুবাণ । বিদেশী সংস্থা বা যেমন বিজ্ঞানের বিকল্পে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে, যুক্তির বিকল্পে যুক্তিকে নিয়োজিত করতে সাহায্যের বুলি হাতে ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধবতে বেবিষে পড়েছে, তেমনই কিছু সংস্থার কর্ণধার ও কিছু ব্যক্তি বিদেশী সাহায্য শিকার করতে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে । আমরা যে আমেরিকান সংস্থার সাহায্য চলে দিয়েছি অবহেলে পবন ঘূণায়, সে সাহায্য নিয়েই স্বর্গেরে নিজেদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে চলেছে এক স্বঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন পত্রিকাগোষ্ঠি ও তাদের গুরু—বিদেশী প্রেমে আনন্দমুখব মহান যুক্তিবাদী নেতা । এই পত্রিকাগোষ্ঠি সোচ্চারে ঘোষণা করেন, জেমস ব্যাণ্ডি, মার্ক প্লামার ও তাঁদের ভারতীয় এজেন্টদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে বিপ্লব আনবেন । আমেরিকা থেকে যাঁরা বিপ্লব আমদানীর কথা বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁরা এক নিশ্বাসে আবও দুটি কথা ঘোষণা করে থাকেন—অবতাব ও জ্যোতিষী বিবোধী ডঃ কোভুবেচ চ্যালেঞ্জ ‘মহান’ এবং প্রবীর ঘোষের চ্যালেঞ্জ ‘অশোভন’ । বিচিত্র ঐদেব ‘মহান’ যুক্তি । ঐদেব এই স্ববিবোধিতা ও যুক্তিহীনতার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করতে পারে । এক তীব্র ঈর্ষাকাতবতা । দুই বিদেশী সাহায্যকারীরা বিজ্ঞানের বিকল্পে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে যে যোগ্য ও অপবিহার্য মানুষদেরই বেছে নিয়েছেন, এই বিষয়ে তাবা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়েছে । এমনও হতে পারে, দুটো কাবণই কাজ করেছে ।

এই মেকী আন্দোলনকারীরা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে আগ্রহী নন । ওঁরা নিবাপদ দূর্বত্তে বসে মহানগর থেকে পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেদের পক্ষে হাওয়া তুলতে আগ্রহী । ওঁদের কাছে ‘আন্দোলন’, ‘সংগঠন’ ইত্যাদি শব্দগুলো বড় বেশি স্বার্থ-বিবোধী । তাই মূল যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিতে, একজনকে কিংবদন্তী পুষক করে তুলতে প্রতিনিয়ত ব্যাপক ও নিবিড় প্রচাৰ চালিয়েই যান । যাঁর পক্ষে এই প্রচাৰ তিনি কিন্তু একদিনের জনৈক সমাজ সচেতনতার প্রতি পবাকার্টা দেখিয়ে উচ্চাৰণ করেননি—ঈশ্বর, অবতাব, জ্যোতিষী, অলৌকিক, জন্মান্তব, কর্মফল ইত্যাদি প্রতি সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের প্রবল অন্ধ-বিশ্বাসের কাবণগুলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত বয়েছে, পালিত হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে শোষকশ্রেণী ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের স্বার্থে । শোষক শ্রেণী চায় শোষিত মানুষ তাদের প্রতিটি বঞ্চনার জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী না করে দায়ী করুক নিজেদের ভাগ্যকে, পূর্বজন্মের কর্মফলকে এবং ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়ায়কে ।

ওই কিংবদন্তীর নাযকও যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার আয়াসসাধ্য ব্যাপার-স্যাপারে

আগ্রহী ছিলেন না । নিজেব প্রয়াসকে নিয়োজিত বেখেছিলেন শুধুমাত্র বাবাজী-মাতাজীদেব চ্যালেঞ্জ জানানোব মধ্যেই ।

সাধাবণ মানুষবা ওই অসাধাবণ বিজ্ঞান পত্রিকা গোষ্ঠিব চোখে কেমন ?—তাবই একটা উদাহরণ পেশ কবছি । ‘৮৯-তে উত্তর ২৪ পবগণাব মধ্যমগ্রামে সাত-আটটি বিজ্ঞান সংস্থা মিলে একটি আলোচনা সভাব আয়োজন কবেছিলেন, শিবোনাম ছিল ‘বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?’ আমন্ত্রিত ছিলেন এই পত্রিকা গোষ্ঠি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং আমাদের সমিতি । পত্রিকাগোষ্ঠিকে বক্তব্য বাখতে আহ্বান জানাতে পর্যায়ক্রমে উঠলেন এক ডাক্তার ও এক ডক্টরেট । তাঁরা দর্শকদেব বললেন—‘বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ?’ ও-সব নিয়ে আলোচনা, এ সভায় অর্থহীন বলেই মনে কবি । কাবণ ও-সব ভাবী ভাবী কথা বললে আপনাবা কিছুই বুঝবেন না । তাব চেয়ে ববং আপনাদেব কোনও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন, উত্তর দিছি ।’

ওঁদেব নাক উচু ধুঁতাপূর্ণ বক্তব্যে দর্শকবা অপমানবোধ কবেছিলেন । আমবাও হত-চকিত হয়েছিলাম এমন চূড়ান্ত দাবিদ্বিজ্ঞানহীন, নাক তোলা বক্তব্যে । ওঁবা তবে সাক্ষবতার সুযোগ না পাওয়া মানুষদেব কী বলবেন ? তাঁদেব বাদ দিয়েই শুধু উচ্চকোটিব মানুষদেব নিয়েই কি ওঁবা বিজ্ঞান আন্দোলন গডাব স্বপ্ন দেখেন ? সেদিন ওঁদেব ধুঁতাব জবাব শ্রোতাবাই দিয়ে দিয়েছিলেন তীব্র খিঙ্কাবে ।

আবাব আব এক ধবনের সদা-সতর্ক বিজ্ঞান আন্দোলনেব শ্রোতও এদেশে লক্ষ্য কবছি । যাঁবা অবতাব বা জ্যোতিষীদেব বুজককি ফাঁস কবাব নামে মানুষেব ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত হানতে নাবাজ । তাঁদেব ধাবনায এই পথ ‘ইটকাবি’ পথ । এতে জনগণেব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে । ওঁদেব চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনেব অর্থ বিজ্ঞানেব সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধে সবচেয়ে বেশি মানুষেব কাছে পৌঁছে দেওয়াব আন্দোলন ।

আমাদেব সমিতিব দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজ সবকাবেব প্রশাসনেব । গ্রামে গ্রামে টিউব-কল, বিদ্যুৎ, ফোন, দূবদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানেব সুযোগ সুবিধে পৌঁছে দেওয়া যদি বিজ্ঞান আন্দোলনেব লক্ষ্য হয়, তবে তো বাজীব গান্ধীকেই ভাবতেব বিজ্ঞান আন্দোলনেব সবচেয়ে বড নেতা হিসেবে ওই বিজ্ঞান আন্দোলন গোষ্ঠিব পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ।

আমাদের চোখে বিজ্ঞান
আন্দোলনেব অর্থ—বিজ্ঞানমনস্কতা
গডার আন্দোলন, সাধাবণ মানুষকে
যুক্তিনিষ্ঠ করার
আন্দোলন ।

বিজ্ঞান আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেব কাছে বিজ্ঞান

আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে, অর্থের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন কবানো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

মুখোশধারী যুক্তিবাদীদের ভিড় যত বাড়বে, সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত হওয়াব সম্ভাবনা এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিপদও ততই বাড়বে। ভাবতীর্থ উপমহাদেশে কমুইনিজমের হাওয়া পৌঁছে এক শতাব্দি ধরে বইলেও, এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী মানুষ আজও দুর্লভ। যুক্তিবাদী বলে পবিচয় দিয়ে যাঁরা সমাজে বিচরণ করেন তাঁদের বেশি ভাগই বঙ্গধারী যুক্তিবাদী, তাবিজধারী যুক্তিবাদী, হিন্দু যুক্তিবাদী, মুসলমান যুক্তিবাদী, ব্রাহ্মণ যুক্তিবাদী, তপসিলী যুক্তিবাদী, বাঙালী যুক্তিবাদী, বিহারী যুক্তিবাদী, পাবলৌকিক কর্মে মুগ্ধিত-মস্তক যুক্তিবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা ও ধর্মসভা উদ্বোধন করেন, পুজো কমিটি ও বিজ্ঞান সংস্থা চোয়াবম্যানের চোয়াবটি কৃপা করে অলংকৃত করেন, জ্যোতিষ সভা ও বিজ্ঞান সভা দুয়েবই সমৃদ্ধি কামনা করে বাণী পাঠান। এইই সঙ্গে আব এক নতুন হুজুক—আধ্যাত্মিক জগতের বাজা-মহাবাজাদের দিয়ে বিজ্ঞান সভার উদ্বোধন কবানো। এইসব বাজা-মহাবাজের দল ‘অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনও বিবোধ নেই’ ইত্যাদি বলে শ্রোতাদের চিন্তাকে আবো বেশি বিভ্রান্ত ও অস্থল্ধ করে তুলছেন।

‘৮৮-ব একটি ঘটনা। স্কাই ওয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে ‘জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান’ শীর্ষক আলোচনা সভায় গেছি। সেখানে আমার বক্তব্যের সূত্রে ধরে এক স্বীকৃত মার্কসবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বললেন, ‘আমি প্রবীণবাবু সঙ্গে একমত হতে পাবলাম না। বস্তববাদে বিশ্বাসী মানুষও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতেই পাবেন।’

বহু দুখে আগে জনৈক প্রগতিশীল বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক একটি আড্ডায় বলেছিলেন, ‘ঈশ্বরে বিশ্বাস বেখেও যুক্তিবাদী হওয়া যায়।’

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতাকে বলতে শুনেছিলাম, ‘বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বা অধ্যাত্মবাদের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। ববং অধ্যাত্মবাদই পবম বিজ্ঞান।’

‘৮৩ সালে তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে সামাজিক সমস্যাব পবিপ্রেক্ষিতে ডাইনিবিদ্যা ও ডাইনি বিশ্বাসের কপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাগারের গবেষকবৃন্দ, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও বুদ্ধিজীবী বলে পবিচিত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিব। এইসব সমাজ সচেতনতার দাবিদাব ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আলোচনায় যুক্তিব পবিবর্তে একান্ত বিশ্বাসের কথাই উঠে এসেছিল। এঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেন ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী জানগুরুব। ডাইনিবিদ্যাব অপকাবিতা বিষয়ে ডাইনিদের সচেতন কবতে নানা ধবনের পবিকল্পনা গ্রহণের কথা বললেন কেউ। কাবো বা ধাবণা, এখনকাব জানগুরুদের আগেকাব দিনের জানগুরুদের মতন অতটা অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তবে জানগুরুদের ঠেকাতে তাদের বিকল্প জীবিকাব ব্যবস্থা কবা প্রয়োজন।

বুঝুন। আলোচকদের ধাবণাটাই যদি এমনতব ভ্রান্ত ও অস্থল্ধ হয়, তবে আদিবাসীবা বোগের ও মৃত্যুব কাবণ হিসেবে ডাইনিদের দোষী সাব্যস্ত কবলে সেটা খুব

একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হওয়াব দাবি বাখে কী ?

এতক্ষণ যেসব মুখোমুখি যুক্তিবাদীদের, অস্বচ্ছ চিন্তাব যুক্তিবাদীদের, ব্রাহ্ম চিন্তাব যুক্তিবাদীদের কথা বললাম, জানি না ঐদের কত জন অস্বচ্ছচিন্তাব শিকার, কতজন বিজ্ঞানের বিকল্পে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ঠিকা নিয়েছেন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও চিন্তাব স্ব-বিবোধিতা, স্বচ্ছ চিন্তাশক্তিৰ অভাব, আদর্শহীনতা এবং নেতা সাজাব যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীরা সচেতন না হলে, যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ভুল পথে চালিত করবে সदा সচেতন, যাঁরা শোষিত শ্রেণীর চেতনাকে বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ভীত, তাঁরাই কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে মেকি আন্দোলনের পালে ঝড় তুলবে।

আপনি আমি আমরা যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াব স্বপ্ন দেখি নিঃস্বাসে প্রশ্বাসে, সেই আমরা যদি নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমাদের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

আমরা অর্থাৎ বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী:বা ইচ্ছুক, সেই আমরা যদি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, গণসংগঠন ও ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাধারণ মানুষদের সামনে হাজির কবি কুসংস্কার বিবোধী আলোচনা, শিক্ষণ-শিবির, নাটক, মাইম, গান, পোস্টার ইত্যাদি, যদি হাতে কলমে ঘটিয়ে দেখাই অলৌকিক বাবাদের সব কাণ্ডকাবখানা, যদি স্পষ্ট ঘোষণা বাধি—আপনাদের এলাকায় কোনও অলৌকিক বাবাজী-মাতাজীদের লৌকিক কৌশল জানতে চাইলে আমরা অবশ্যই জানাবো। আপনাব এলাকায় কোনও অবতাব বা জ্যোতিষী তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা বা জ্যোতিষশাস্ত্রের অভাস্ততা প্রমাণ করতে চাইলে সে চ্যালেঞ্জ আমরা নেবো—তবে নিশ্চিতভাবে দেখবেন আমরা স্থানীয় মানুষদের দীর্ঘ দিনের অন্ধ বিশ্বাসকে নিশ্চয়ই নাড়া দিতে পেরেছি। কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যাব প্রশ্নে, কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব প্রয়োজনে অথবা আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে কোনও সহযোগিতাব প্রশ্নে আমি ও আমাদের সমিতি আপনাদের পাশে আছি, থাকবো। আসুন আমরা সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনের শবিক হই।

কুসংস্কার মুক্তিৰ আন্দোলনে নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিজেরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজেদের নিজেদের এলাকায় মানুষদের নিয়ে বসতে পারি সপ্তাহে বা মাসে অন্তত একটি করে দিন। সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি ডাকি না কেন দল-মত নির্বিশেষে আমাদের পাড়াব শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদেব। আলোচনায় বসাব আগে সুযোগ-থাকলে আলোচ্য বিষয় নিয়ে সাধ্যমতো পড়াশুনো করে নিলে প্রয়োজনে প্রশ্ন তুলে, অথবা নিজের পড়ে জানা মতকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনাসভাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। আব, একান্ত পড়াব সুযোগ না পেলে আলোচকদের কথা শুনে নিজেদের জ্ঞান বর্ধিত ও পবিমার্জিত করতে পারি। মনে কোনও প্রশ্ন হাজিব হলে, নিশ্চয়ই আমরা তা হাজিব করবো। না জানা বিষয় জানাব চেষ্টায় প্রশ্ন করা বিজ্ঞতাব এবং না জেনে

জানাব ভান কৰা মুখতাবই লক্ষণ । আলোচনাব বিষয়েব তো অভাব নেই—যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান আন্দোলন, ধৰ্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আত্মা, জাতিস্মৰ, প্ল্যানচেট, ভব, বিশ্বাসে বোগ মুক্তি, এমনি কত বিষয়ই পাওয়া যাবে ।

আমবা আমাদেব সীমিত সাধ্যেব মধ্যেই নিশ্চয়ই কুসংস্কাৰ বিবোধী বুলেটিন, বই, পত্ৰ-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ কবতেই পাবি, তা সে যত কৃশ কলেববেব বা হাতে লেখাই হোক না কেন । আমাদেব মধ্যে থাৰা চেষ্টা কবলে কিছু লিখতে পাবি, আসুন না তাঁৰা সাধাবণেব চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াৰ স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধৰি সংস্কাৰ মুক্তিৰ বিভিন্ন দিক নিয়ে । এই জাতীয় লেখাব বিষয়েব তো শেষ নেই । শেষ কথা তো কোনও দিনই বলা হবে না বা লেখা হবে না । যুক্তিবাদ এগুবে, প্রতিটি স্তবেব যুক্তিবাদেব পাশাপাশি ভাববাদী দৰ্শনও যুক্তিবাদকে বোখাব স্বার্থে পাল্টাবে, এগুবে নতুন নতুন বাপে ।

শত-সহস্র বছৰ ধৰে আমবা ভাববাদী সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্প ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডলেব মধ্যেই বেড়ে উঠছি । সেই পৰিমণ্ডলেব ঝাঞ্জন থেকে মুক্ত কবতে চাই যুক্তিবাদী মুক্ত-চিন্তাব এক পৰিমণ্ডল । এব জন্য সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তাব বিবোধিতা, যুক্তিবাদী চিন্তাব প্রসাৰ । এব জন্য চাই বেশি বেশি কবে ভাববাদ বিবোধী বই ও পত্ৰ-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, বচিত হোক সংগীত, নাটক, শিল্প ।

বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদেব সাধ্যমত বিজ্ঞানমনস্ক বই ও পত্ৰ-পত্রিকা প্রকাশ কবছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধাবণ মানুষকে সচেতন কৰাব পক্ষে বৰ্তমানেব এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাও প্রয়োজনেব তুলনায় যৎ-সামান্য । তবুও যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড বকমেব আশাব্যঞ্জক । আশা বাখি, নতুন চেতনাব পৰিমণ্ডল সৃষ্টিতে আৰো বেশি বেশি কবে মানুষ ও সংস্থা এগিয়ে আসবেন এবং তাঁদেব সাধ্যমত নিজেদেব ভূমিকা পালন কববেন ।

আমাদেব সমিতি এবং আমি মনে কৰি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থাৰ ওপৰ বা সেই সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বেব ওপৰ পুৰোপবি নির্ভৰশীল হয়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লবেব স্বপ্ন দেখলে তা শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে । কাবণ, ভাববাদী দৰ্শনেব ওপৰ আক্রমণ যখন তীব্রতৰ হবে তখন শোষক শ্ৰেণী-স্বার্থ বা বাস্তবশক্তি কঠিন প্রত্যাখ্যাত হানবে । এৰা আন্দোলনেব মূল উৎপাটন কবতে নেতৃত্বদানকাৰী সংস্থা ও ব্যক্তিদেবই চিহ্নিত কবে তাদেব উপৰও সৰ্বপ্রকাৰে নিষ্ঠুৰ আক্রমণ চালাবে । এই জাতীয় আক্রমণে কোনও সংস্থা বা ব্যক্তি শেষ হয়ে গেলেই যাতে আন্দোলনেব মেৰুদণ্ড ভেঙে না যায় তাবই জন্য প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকাৰী সংস্থাৰ যতদূৰ সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া একান্তই প্রয়োজন । এমনিটি হতে পাবলে, শোষক শ্ৰেণী ও বাস্তবশক্তিৰ পক্ষে আন্দোলনেব নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ কবে দেওয়াৰ প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে বাধ্য ।

এই একটি মাত্র কাৰণে আমবা সংগঠনেব তবফ থেকে কোনও মুখপত্ৰ প্রকাশ থেকে বিবত ছিলাম এতদিন । জানতাম, আমবা প্রথম থেকেই আমাদেব মুখপত্ৰ ‘যুক্তিবাদী’ প্রকাশ কবতে থাকলে আমাদেব সহযোগী, সহযোদ্ধা বহু সংগঠন ও শাখা

সংগঠন আমাদের ওপর বেশি কবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমরা ববং বিভিন্ন সংগঠন ও সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত কবেছি পত্র-পত্রিকা ও বই প্রকাশে। আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

আমাদের সমিতি যখন সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগী ও সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ কবে চলেছে, বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কার্যক্রমে, অনুসন্ধান, পবিসংখ্যান গ্রহণে ও গবেষণা কাজে, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে, নাটক কবতে সাধ্যমত সাহায্য কবার চেষ্টা কবে চলেছে, ঠিক তখনই একটি কুসংস্কার বিরোধী গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদকারী জনৈক বিজ্ঞান লেখক তাঁর বইটির ভূমিকায় সোচ্চারে ঘোষণা কবেছেন, তাঁর বইয়ের (অনুবাদ কমটিব) জনপ্রিয়তায় অনেকেই নাকি স্রেফ কিছু কামানোর ধান্দায় অথবা ব্যক্তি প্রচারের জন্য এইজাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মন দিয়েছেন।

অনুবাদকের এই ধরনের কচিহীন মন্তব্যে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যথিত হয়েছেন—আমরা জানি, আমাদের সমিতিও একইভাবে ব্যথিত। তাঁর এইজাতীয় অশালীন মন্তব্যকে উপযুক্ত ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। ওই অনুবাদক যদি মনে কবে থাকেন, কুসংস্কার বিরোধী বই লেখার ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এবং তাঁর ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠীই একচেটিয়া ‘ঠিক’ নিয়ে বেখেছেন, তবে বলতেই হয়, তিনি ভাববাদী পবিসংখ্যক বজায় রাখার ক্রীড়নক হিসেবে শোষণ শ্রেণী ও বাষ্ট্র ক্ষমতাবই সহায়তা কবেছেন। অনুবাদকের কাছে আমাদের একটি বিনীত জিজ্ঞাসা—তিনি যে গ্রন্থটি অনুবাদ কবেছিলেন, সেই মূল গ্রন্থটি অনুবাদের বহু বছর আগে থেকেই যুক্তিবাদী নির্ভর দর্শন, বচনা, শ্লোক, গ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সেইসব বচনার জনপ্রিয়তার কারণেই কি মূল গ্রন্থের লেখক গ্রন্থটি বচনা কবেছিলেন বলে অনুবাদক একান্তভাবে বিশ্বাস কবেন? বিনীতভাবে আর একটি কথা নিবেদন কবি—এই লেখক ওই অনুবাদকের দ্বারা গ্রন্থটি অনুবাদে বহু আগে থেকেই বাংলা ভাষার এক সময়কার জনপ্রিয়তম সাপ্তাহিক ‘পবিসংখ্যক’ পত্রিকায় ‘লৌকিক-অলৌকিক’ শিরোনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও লাভ কবেছিল। আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জের ‘প্লাস পয়েন্টকে’ কিছু অক্ষম ঈর্ষাকাতবরা ‘ব্যক্তি প্রচার’ অশোভন’ ইত্যাদি ভাষায় ভূষিত কবে নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে অতিমাত্রায় সচেষ্ট।

আমরা মনে কবি, এক-তরফাভাবে যুক্তিবাদী আলোচনায় সাধারণ মানুষের ওপর যতটা প্রভাব ফেলা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা যায় জ্যোতিবী, অবতার, অলৌকিক ক্ষমতাব ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবির অসাব্যতা প্রমাণ কবতে পাবলে। আমরা তাই বার বার জ্যোতিবীদের মুখোমুখি হয়েছি বেতারে, জ্যোতিব সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে, আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছি আলোচনায়, আমাদের সমিতির আয়োজিত বিতর্ক সভায় ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রণ কবে এনেছি তাবড় ধর্মবেত্তাদের, আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে শ্রোতাদের সামনে আনতে পেয়েছি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের। আমরা প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিবীদের ও

মুখোমুখি হয়েই তাদের দাবির অসাব্যতা প্রমাণ করতে চাই। এ-পথে তাঁরা কিছুতেই এগুতে চাইবেন না, যাদের আত্মপ্রত্যয়েব অভাব আছে, যাদের অনেক জায়গাই হৌচট খাওয়াব সম্ভাবনা আছে। নিজেদের খামতিকে আড়াল করতে তাই গোয়েবেলসব কাষদায় প্রচাবে নেমে পড়েন অক্ষমবা। ‘ক্ষুধিত পাষণ’-এব পাগল মেহেব আলিব মতই বেকর্ড বাজিয়েই চলেন—‘চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ সব ফালতু হ্যায’, বলে এক নাগাতে।

সাধাবণ মানুষকে কুসংস্কাব থেকে মুক্ত কবাব দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী বা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের নয়। এগিয়ে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যয়ে বুঝে নিতে হবে সত্যিই তাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসাবে কী ভূমিকা পালন কবে চলেছেন। সাধাবণ মানুষদের মধ্যে, অক্ষবজ্ঞানের সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতা গড়ে তুলতে কী পথনির্দেশ দিতে পেবেছেন শিক্ষক-অধ্যাপক, যাদের হাতে বাঘাছে শিক্ষিত কবে তোলাব ভাব, তাদের ওপর স্বভাবতই আমাদের কিছুটা বাড়তি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক যে, তাঁব ছাত্রদের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূব কবাব কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। শিক্ষা দেওয়াব অর্থ শুধু বইয়েব পড়া বোঝান নয়, কুসংস্কাব দূব কবাব শিক্ষা প্রসাবেবই অঙ্গ। আমবা যাঁরা আজ শিক্ষায় ও কর্মজীবনে কিছুটা অন্তত প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথা মনে বাখা একান্তই প্রয়োজনীয় যে, আমাদের দেশেব সংখ্যাগুরু শোষিত শিক্ষাব সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের কবেব টাকায় গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থাব সুযোগ নিয়েই আমবা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কবেছি। সেই ঋণেব কিছুটাও কি আমবা শোষিত মানুষদের শোধ দেওয়াব চেষ্টা কবাব না? সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধেব পবিচয় দেওয়াব চেষ্টাও কি আমবা কবাব না?

আমাদের দেশে কিছু নামী-দামী বিজ্ঞান সংস্থা বয়েছে—ছোট ছোট অসংখ্য বিজ্ঞান সংস্থা, যুক্তিবাদী সংস্থা ও অসংখ্য মানুষ ওইসব জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোব দিকে সঠিক পথনির্দেশেব অপেক্ষায় রয়েছে। জ্যেষ্ঠদের পথনির্দেশ যদি ভুল পথে বা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয় তবে কনিষ্ঠদের এবং সাধাবণ মানুষদের বিশ্বাস্তিবে পথে পা বাড়াবাব সম্ভাবনাও থেকে যায়। জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোব সদস্যদের উচিত সংস্থাব নেতৃত্ব এমন হাতে ন্যস্ত কবা, যাঁরা কথায় ও কাজে বিপবীত মেকতে বিচরণ কবেন না।

’৮৭-তে ভাবতবর্ষেব নানা প্রান্ত থেকে ছাবিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে মাসাধিককালব্যাপী সাবা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠাব আয়োজন কবেছিলেন। দেশের পাঁচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রায় পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম কবেছিলেন। বিজ্ঞানকে সাধাবণ মানুষেব কাছে জনপ্রিয় কবতে, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে যে সব বিষয় জাঠা বেছে নিয়েছিল সেগুলো হলো : স্বনির্ভবতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানেব নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভাবতবর্ষ, স্বাস্থ্য ও ঔষধ, পবিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র, ধর্মনিবপেক্ষতা ও শাস্তি।

না, মানুষেব কুসংস্কাব বিষয়েব কোনও স্থান ছিল না জাঠাব বিষয়গুলোব মধ্যে। বিপুল অর্থব্যয়েব এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদের কাছে এগিয়ে আসা শোষিত

অন্ধ-সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক কবাব চেষ্টা থেকে নিজেদের বিবত বেখেছিল। পশ্চিমবাংলায় কিছু কিছু জায়গায় অবতাবদের কিছু কিছু কৌশল সাধাবণ মানুষদের কাছে ফাঁস কবাব অনুষ্ঠান হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো হয়েছিল নেহাৎই হালকা চালে, সাধাবণ মানুষকে ম্যাজিক দেখাবাব মত কবে, অবসব বিনোদনের অনুষ্ঠানের মত কবে। পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসের সঙ্গে হাত ধবাবি কবে। ২ অক্টোবর মালদায় জাঠা উদ্বোধন কবলেন এমন এক বিজ্ঞানী যাব নাম আমবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠেব আসব, অবতাবেব জন্মদিন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে। ৭ অক্টোবর কলকাতাব টালাপার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠাব এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকাব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ‘শক্তি’ বিষয়ে বক্তব্য বাখতে গিয়ে শুকতেই বললেন, ‘যবে থেকে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি’। বাক্যটা শেষ হবাব আগেই সভাব গুঞ্জনে সচেতন হয়ে উঠলেন। বক্তব্য পাঠে বললেন, ‘অবশ্য আমবা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন কবে মানুষ এলো’। জাঠাব উদ্ভব কলকাতা আঞ্চলিক কমিটিব সভাপতি দাপটে বিজ্ঞান সভাব পবিচালনা কবলেন, দু’হাতের আঙুলে গোটা চাব-পাঁচেক গ্রহবত্রেব আংটি ধাবণ কবে।

এমন দ্বিচাবিতাব উদাহরণ এখানে শেষ নয়। এবাব আপনাদের যাব কথা বলছি, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বামবুদ্ধিজীবী লেখক। বস্তুবাদ প্রসঙ্গ-টসঙ্গ নিয়ে অনেক বইও লিখেছেন। এই বুদ্ধিজীবী ‘জন-বিজ্ঞান’ আন্দোলনের নেতাদের আমন্ত্রণে বক্তব্য বাখতে গিয়ে সোচ্চারে জানালেন, বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে ধর্মকে কোনও আঘাত নয়।

মাস কয়েক পবে তিনিই আবাব ‘গণ-বিজ্ঞান’ মঞ্চে উঠে ঘোষণা কবলেন, সাধাবণের কাছে ধর্মের বিজ্ঞান-মনস্কতা বিবোধিতাব স্বরূপকে তুলে ধবতে হবে, চিনিযে দিতে হবে, আঘাত হানতে হবে।

পরজীবী এইসব

বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের
পক্ষে নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিশাল বাধা হয়ে উঠতে
পারেন। কারণ পরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে
লড়াই করা সহজ, অপরিচিত শত্রু
চিরকালই ভয়াবহ।

অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদার ও জ্যোতিষীদের বিবোধিতাব স্বরূপ আমাদের জানা, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কবাও তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এইসব ভণ্ড যুক্তিবাদীদের মুখোসেব আডাল সবাতে না পাবলে তাদের অজ্ঞাত শত্রুতা, গোপন আঘাত আমাদের আন্দোলনকে বহুগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কবতে পারে।

‘৮৯-ব পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমি এবং

আমাদের সমিতি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম । অধিবেশনে আমাদের সমিতির বক্তব্য ছিল—বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পবিত্র দূষণ, জল সমস্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েও আমাদের সমিতি মনে কবে এম সঙ্গ কুসংস্কার বিবোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করা উচিত । বিজ্ঞান আন্দোলনে যদি বিজ্ঞান-মনস্কতা গভাব আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের স্থান না থাকে, তবে সেটা আব যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয় । পিপলস্ সাইন্স কংগ্রেস আন্দোলনের বিষয় হিসেবে ‘ধর্মনিবপেক্ষতা’কে স্থান দিয়েছেন । কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গভাব আন্দোলনকে প্রাশে সবিয়ে বেখে ধর্মনিবপেক্ষ চেতনা গভাব আন্দোলন, গাছেব গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়াব মতই বাতুলতা । ‘কুসংস্কার মুক্তি’ এবং ‘বিজ্ঞান-মনস্ক চেতনা’কে স্থান না দিয়ে আপনাবা যদি আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান, তবে সেটা হবে মেকি বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিকল্পে বিজ্ঞান আন্দোলন ।

আমাদের বক্তব্যেবই জেব টেনে বক্তব্য বাখলেন কেবলেব ‘শাস্ত্রীয় সাহিত্য পবিষদ’-এব প্রতিনিধি । কেবল শাস্ত্রীয় সাহিত্য পবিষদ কাগজে-কলমে ভাবতবর্ষেব বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগঠন । তাঁদের প্রতিনিধি সোচ্চাবে জানালেন—আমাবা আপনাদের সমিতির কর্মধাবা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি । আমাদের পক্ষে এখনি কুসংস্কার বিবোধী কোনও কর্মসূচী গ্রহণ কবা অসম্ভব । কাবণ এব দ্বাবা মানুষেব ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানাব সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে । আমাদের পক্ষে কাবও ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত কবাব কথা অচিন্তনীয় । আমাদের পবিষদকে হিন্দু মুসলমান, ক্রিস্চান সব ধর্মেব সভ্যদের নিয়েই চলতে হয় এবং হবে ।

পবিষদের প্রতিনিধি বুঝিয়ে দিলেন, তাঁবা বিজ্ঞান আন্দোলনের নামে অনেক কিছু কবলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গভাব বিষয়টা, সাধারণ মানুষেব চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াব বিষয়টা সম্ভরণে এড়িয়ে যেতে চান ।

বিজ্ঞান আন্দোলনকে
ঘোলা করে অনেক স্বার্থাশ্বেষী
ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন । এইসব
স্বার্থাশ্বেষী বহুরূপীদের চিহ্নিতকরণের দায়িত্ব
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মী এবং
সমাজ সচেতন সংস্থা ও মানুষদেরই শক্ত হাতে
পালন করতে হবে । কারণ এইসব বহুরূপীরা
অবতার ও জ্যোতিষীদের চেয়েও
অনেক বেশি বিপদজনক ।

আন্দোলন গভাব স্বার্থে, এগিয়ে নিয়ে যাওয়াব স্বার্থে আমাদের অনেক বেশি সং,

সতর্ক, আপোশহীন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে—এব কোনও বিকল্প নেই।

আজ হাজারে হাজারে দামাল ছেলে-মেয়েবা শহরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষদের সামনে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন অনেক তথাকথিত অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ফাঁস কবছেন অলৌকিক-বাবাদের বুজবুজি। এইসব অলৌকিক বিবোধী প্রদর্শনীগুলো ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিবোনামে আমাদের সমিতি, সহযোদ্ধা সহযোগী সংস্থাগুলো এবং খাতায় কলমে সহযোগী না হলেও সহমত পোষণকারী বহু সংস্থা পবিত্রকরণ করে থাকেন। ‘অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক’ শিবোনামেও কিছু কিছু সংগঠন কুসংস্কার বিবোধী অনুষ্ঠান করে থাকেন। কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ‘অলৌকিক নয়, নিছক ম্যাজিক’ স্লোগান থেকে আমাদের বিবত থাকতেই হবে। ‘ভূতে ধবা’, ‘ঈশ্বরে ভব’, ‘বিশ্বাসে বোগ আবোগ্য’, ‘সম্মোহন’ ইত্যাদি বী ম্যাজিক ? অলৌকিক সব কিছুব ব্যাখ্যা কি বাস্তবিকই শুধুমাত্র ম্যাজিকের সাহায্যেই দেওয়া যায় ? কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী যদি এমনটা ভেবে থাকেন তবে সেটা তার জ্ঞানাব অসম্পূর্ণতা।

আমার সম্পর্কে এক দিদি প্রাইভেট বাসকে বলেন, ‘পাবলিক বাস’। তাকে প্রাইভেট সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর নিয়ে অনেক বোঝানোর পর্বও দেখেছি, তিনি নিজের ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করেননি। কারণটা দিদির চোখে ছিল এই—ভুল সংশোধন করা মানে ছোট ভাইয়ের কাছে পবাক্য স্বীকার করে নেওয়া। তাঁর এই মিথ্যা অহমিকা বোধ এখনও তাঁকে ভুল বলিয়েই চলেছে।

এই ঘটনাটা বলার কারণ, আমাদের ভয় হয়, আমার সেই দিদিটির মত এঁরাও না অহং বোধে প্রতিনিযত ভুল করে যেতেই থাকেন। ভয় হয়, কারণ বিজ্ঞানকর্মীদের এমন মাঝাকার ভুলে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হবেন। আমরা ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিবোনামে অলৌকিক বিবোধী আলোচনাচক্র প্রদর্শনী ও শিক্ষাচক্র পবিচালনা করি। শিবোনামেই বক্তব্য স্পষ্ট। প্রতিটি আপাত-অলৌকিকই বাস্তবে লৌকিক অর্থাৎ আপাত-অলৌকিকের পিছনে কোনও কৌশল থাকতে পারে, অথবা থাকতে পারে শরীর ধর্মের কোনও বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবাংলায় একটি নামী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত এক গণ-জাদুকরের মতে অবতাব ও জ্যোতিষীদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ নাকি নেহাৎই ‘সস্তা চমক’ আমাদের নাকি চ্যালেঞ্জের ‘নেশা’ পেয়ে বসেছে।

ওই গণ-জাদুকরের প্রতি আমার ও আমাদের সমিতির একটিই জিজ্ঞাসা আপনি যখন কুসংস্কার বিবোধী কোনও অনুষ্ঠানে সোচ্চারে ঘোষণা করতে থাকেন, ‘অলৌকিক বলে কোনও কিছুই অস্তিত্ব ছিল না নেই, থাকবেও না’ তখন যদি কোনও বে-বসিক বাক্তি আপনাবই সভায় বুক ঠুকে ঘোষণা করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং প্রমাণ দিতে প্রস্তুত তখন হে মহান আন্দোলনের নেতা আপনি কী করবেন ? চ্যালেঞ্জের মত ‘সস্তা চমক’ ও ‘অশোভন’ ব্যাপার থেকে নিজেকে বিবত রাখবেন ?

একটি অপ্রিয় সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি,

**‘অক্ষম’ ও ‘ঈর্ষাকাতর’দের
কাছে ‘চ্যালেঞ্জকে ‘অশোভন’ বলে
প্রচার চালানোই অক্ষমতাকে আড়াল করার শ্রেষ্ঠ
পন্থা বলে বিবেচিত হওয়াটাই
স্বাভাবিক ।**

চ্যালেঞ্জ আমাদের সমিতির কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়ে একটি পর্যায় মাত্র । ‘চ্যালেঞ্জ’ অক্ষমদের কাছে ‘সস্তা চমক’ অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের ‘হাতিয়ার’ । ‘চ্যালেঞ্জ’কে যে সব ধান্দাবাজবা ‘নেশা’ বলে প্রচার করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে জানাই—সাধারণ মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ মুক্ত করবেই আমাদের চ্যালেঞ্জ । যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ থাকবে, ততদিন ‘নেশা’ কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জেব নেশাও থাকবে ।

তাঁদের উদ্দেশ্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদের সমিতিকে প্রেরণা দিয়েছে, সঠিক পথে এগোতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, গতিশীল রেখেছে । একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রতিবেশী বাংলাদেশের লডাকু সাচ্চা যুক্তিবাদী মানুষদের উদ্দেশ্যে যাদের লড়াইয়ের অদম্য শক্তি, যাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাকে দিয়েছে প্রেরণার চেয়েও বেশি কিছু । তবুও এব পবও অকৃতজ্ঞের মত যাদের কাছ থেকে শুধু নিয়েছি, দিতে পাবিনি চিঠির উত্তরটুকুও, তাঁদের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী । পত্র লেখক-লেখিকাদের কাছে বিনীত অনুবোধ চিঠির সঙ্গে অনুগ্রহ করে একটি জবাবী খামও পাঠাবেন ।

এমন কিছু চিঠির উত্তর দিতে পাবিনি—যাব উত্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল, যা চিঠির স্বল্প পবিসবে সম্ভব ছিল না । বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং পববর্তী খণ্ডগুলোতে তাঁদের সকলের জিজ্ঞাসা নিয়েই আলোচনা কবেছি এবং কবব ।

আমার সংগ্রামের সাথী, প্রেরণার উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন ।

প্রবীর ঘোষ

৭২/৮ দেবীনিবাস বোড

কলকাতা ৭০০ ০৭৪

ভূতের ভর

ভূতের ভব বিভিন্ন ধবন ও ব্যাখ্যা

ভূত আছে, কি নেই, এই নিয়ে তর্কেবও শেষ নেই। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ভূত নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কে মেতেছে। একদল মানুষ আছেন, যাঁরা ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ ও অবতাবদেব অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আব একদল আছেন যাঁরা প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস কবতে নাবাজ এবং স্বভাবতই ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। আবাব এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, সাধু-সন্তদেব অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থাশীল নন, ঈশ্ববেব অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দিহান, কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কাবণ এঁরা নিজেব চোখে ভূতে পাওয়া মানুষেব অদ্ভুত সব কাণ্ড কাবখানা দেখেছেন।

এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা কবে বর্তমানে ব্যাঙ্কে পদস্থ কর্মী। ঈশ্ববেব অস্তিত্বে ও অবতাবদেব অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী। জ্যোতিষীদের বলেন বুজব্বক। কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বকে অস্বীকাব কবতে পাবেন না। কাবণ, তবে তো নিজেব চোখে দেখা কাকীমাকে ভূতে পাওয়াব ঘটনাকেই অস্বীকাব কবতে হয়। ব্যাখ্যা পাওয়াব আশায় গোবিন্দবাবুই আমাকে ঘটনাটা বলেন।

সালটা সম্ভবত '৫৬। স্থান—হাসনাবাদেব হিঙ্গলগঞ্জ। গোবিন্দবাবু তখন সদ্য-কিশোব। একাম্বর্তী পবিবাব। গোবিন্দবাবুব কাকাব বিয়ে হয়েছে বছব দেডেক। কাকীমা সদ্য তব্বনী এবং অতি সুন্দবী। অনেকখানি জাযগা নিয়ে নিয়ে ছাডিয়ে ছিটিয়ে অনেক ঘব, ঠাকুবঘব, বান্নাঘব, আতুবঘব নিয়ে বাড়ির চৌহদ্দি। বাড়িব সীমানা ছাডিয়ে কিছুটা দূবে পুকুব পাডে পাযখানা। পাযখানার পাশেই একটা বিশাল পেয়াবা গাছ। গাছটায় ভূত থাকত বলে বাড়িব অনেকেই বিশ্বাস কবতেন। তাই সন্ধ্যেব পব সাধাবণত কেউই, বিশেষত ছোটবা আব মেয়েরা প্রযোজনেও পাযখানায় যেতে চাইত না। এক সন্ধ্যেব ঘটনা। কাকীমা পাযখানা থেকে ফেবাব পব অস্বাভাবিক ব্যবহার কবতে লাগলেন। ছোটদেব দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন। কথা বলছিলেন নাকী

গলায়। বাড়ি বড়বা সন্দেশ কবলেন কাকীমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই কাকীমাকে জেবা কবতে লাগলেন, 'তুই কে? কেন ধবেছিস বল?' ইত্যাদি বলে। একসময় কাকীমা বিকৃত মোটা নাকী গলায় বললেন, 'আমি মীল্‌কাস্তেব ভূত। পেয়াবা গ্যাছে থাকতাম। অনেক দিন থেকেই তোদের বাড়িই ছোট বউয়েব উপব আমায নজব ছিল। আজ সন্ধ্যা বাতে খোলা চুলে পেয়াবা তলা দিয়ে যাওয়াব সময় ধবেছি। ওকে কিছুতেই ছাড়ব না।'

পবদিন সকালে এক ওঝাকে খবব দেওয়া হল। ওঝা আসবে শুনে কাকীমা প্রচণ্ড বেগে সঙ্কলকে গাল-মন্দ কবতে লাগলেন, জিনিস-পত্তব ভাঙতে লাগলেন। শেষে বড়বা কাকীমাকে একটা থামেব সঙ্গে বেঁধে বাখলেন।

ওঝা এসে মস্তপড়া সবষে কাকীমাব গায়ে ছুঁড়ে মাবতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতেব প্রহাব। কাকীমাব তখন সম্পূর্ণ অন্যাকপ। মুখে অশ্রাব্য গালাগাল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পবে ক্লাস্ত নীলকাস্তেব ভূত কাকীমাকে ছেড়ে যেতে বাজী হল। ওঝা ভূতকে আদেশ কবল, ছেড়ে যাওয়াব প্রমাণ হিসেবে একটা পেয়াবা ডাল ভাঙতে হবে, আব একটা জল ভবা কলসী দাঁতে কবে পাঁচ হাত নিয়ে যেতে হবে।

সবাইকে তাজ্জব কবে দিয়ে বিশাল একটা লাফ দিয়ে কাকীমা একটা পেয়াবা ডাল ভেঙে ফেললেন। একটা জলভবা কলসী দাঁতে কবে পাঁচ হাত নিয়ে গেলেন। তাবপব পড়ে গিয়ে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকীমা আবাব অন্য মানুষ। চি চি কবে কথা বলছেন, দাঁডাবাব সাধ্য নেই।

এবপব অবশ্য কাকীমাব শরীব ভেঙে পড়েছিল। বেশিদিন বাঁচেননি।

এই ধবনেব ভূতে পাওয়াব কিছু ঘটনা আমি নিজেই দেখেছি। আপনাদেব মধ্যেও অনেকেই নিশ্চয়ই এই ধবনেব এবং আবও নানা ধবনেব ভূতে পাওয়াব ঘটনা নিজেব চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন। এ সব ঘটনাগুলোব পিছনে সত্ত্বিই কি ভূত বযেছে? না, অন্য কিছু? বিজ্ঞান কি বলে? এই আলোচনায আসছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানেব মতে ভূতে পাওয়া কী?

আপনারা যাদের দেখে

মনে করেন, এদের বুঝি ভূতে পেয়েছে,

আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো

প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী। এই সব মানসিক

বোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে

ফেলেন, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে

স্বাভাবিক একজন মানুষের

পক্ষে ঘটান অসম্ভব।

যে হেতু সাধারণভাবে আমরা বিভিন্ন মানসিক বোগ এবং মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিশৃঙ্খলায় জন্য ঘটা অদ্ভুত সব ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিজেদের কাছে হাজির করতে পারি না। কিছু কিছু মানসিক বোগীদের ব্যাপার-সাপার তাই আমাদের চোখে যুক্তিহীন ঠেকে। আমরা ভেবে বসি—আমি যে হেতু এর ব্যাখ্যা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝি এর ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি ভূত পাওয়া ঘটনাবই ব্যাখ্যা আছে। বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

‘ভূত পাওয়া’ বলে পরিচিত মনের

রোগকে তিনটি ভাগ ভাগ করেছে। এক :

হিস্টিরিয়া (Hysteria),

দুই : স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia),

তিন : ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac depressive)।

হিস্টিরিয়া থেকে যখন ভূত পায

প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিয়া নামের মানসিক বোগটির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখনকার দিনেব ওঝা, গুনীন বা জাদুচিকিৎসকরা সঠিক শরীর বিজ্ঞানের ধারণার অভাবে এই বোগকে কখনও ভূত পাওয়া কখনও বা ঈশ্বরের ভব বলে মনে করত।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানেব চোখে হিস্টিরিয়া বিষয়টাকে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। সাধারণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই হিস্টিরিয়া বোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাধারণভাবে এইসব মানুষের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করায চেয়ে বহুজনের বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ক কোষে সহনশীলতা যাদের কম তাযা নাগাড়ে একই কথা গুনলে, ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বাব বাব উত্তেজিত হতে থাকে, আলোড়িত হতে থাকে। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেন্জো হয়ে পড়ে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হাবিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। গোবিন্দবাবুব কাকীমাব ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটছিল।

কাকীমা পবিশেষগতভাবে মনের মধ্যে এই বিশ্বাস লালন কবতেন ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানুষ মবে ভূত হয়। ভূতেরা সাধারণত গাছে থাকে। সুন্দরী যুবতীদের

প্রতি পুরুষ-ভূতেরা খুবই আকর্ষিত হয়। সন্ধ্যার সময় খোলা-চুলের কোনও সুন্দরীকে নাগালেন মধ্যে পেলে ভূতেরা সাধাবণত তাদের শরীরে ঢুকে পড়ে। ভূতেরা নাকী গলায় কথা বলে। পুরুষ ভূত ধবলে গলাব স্বর হয় কর্কশ। মস্ত-তস্ত্রে ভূত ছাড়ান যায়। যাবা এ সব মস্ততন্ত্র জানে তাদের বলে ওঝা। ভূতের সঙ্গে ওঝার সম্পর্কে—সাপে নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওয়া মানুষটিকে খুব মাঝ-খোব করে তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড গালাগাল করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় অনেক কথাই কাকীমা তাঁর কাছে মানুষদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। শ্বশুর বাড়িতে এসে শুনেছেন পেয়াবা গাছে ভূত আছে। ঘটনাব দিন সন্ধ্যায় ভুল ববে অথবা তাড়াতাড়ি পাখানা যাওয়ার তাগিদে কাকীমা চুল না বেঁধেই পেয়াবা গাছে তলা দিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তাড়াতাড়ি পাখানায় যেতে হবে। তাবপব হয় তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা এসেছে—আমি তো চুল না বেঁধেই পেয়াবা তলা দিয়ে এসেছি। গাছে তো ভূত আছে। আমি তো সুন্দরী, আমার উপর ভূতটা ভব করেনি তো? তাবপবই চিন্তা এসেছে—নিশ্চয় ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি। আমাকে ধরেছে। ভূতের পবিচয় কী, ভূতটা কে? কাকীমা নিশ্চয়ই নীলকান্ত নামের একজনের অপঘাতে মৃত্যুর কথা শুনেছিলেন, ধবে নিলেন নীলকান্তের ভূত তাঁকে ধরেছে। তাবপব ভূতে পাওয়া মেয়েবা যে ধবনের ব্যবহার করেন বলে শুনেছিলেন, সেই ধবনের ব্যবহারই তিনি করতে শুরু করলেন।

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কাকীমা অতি ভদ্র পবিবাসের মেয়ে। ভূতে পাওয়া অবস্থায় তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিয়েছিলেন সে-সব শেখার কোনও সম্ভাবনাই তাঁর ছিল না। তবে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কি ভাবে?’

আমার উত্তর ছিল—শেখার সম্ভাবনা না থাকলেও শোনার সম্ভাবনা কাকীমার ক্ষেত্রে আব দশজনের মতই অবশ্যই ছিল। ভদ্র মানুষেরা নোংরা গালাগাল করেন না। এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও তাঁদের জীবনের চলাব পথে কাককে না কাককে নোংরা গালাগাল দিতে শুনেছেন।

কলসী দাঁতে করে

তোলা বা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড

লাফ দেওয়ার মত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ

হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। মানসিক অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সম্ভাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে—তাকে ভূতে ভর করেছে। তাঁর মধ্যে রয়েছে ভূতের অসাধারণ ক্ষমতা ও বিশাল শক্তি। ফলে সামান্য সময়ের জন্য শরীরের চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য

শক্তিকে ব্যবহার করে স্বাভাবিক অবস্থায় যা অসাধ্য, তেমন অনেক কাজ করে ফেলেন ।

হিস্টরিয়া বোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকায় হিস্টরিয়া বোগীদের নানা আচরণ ও কাজকর্ম সাধাবণ মানুষদের চোখে অদ্ভুত ঠেকে । তাঁরা এগুলোকে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা বলে ধরে নেন ।

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি হাবিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি হাবিয়েছে । এদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকরা একমত হন এরা কোনও শারীরিক আঘাত বা অন্য কোনও শারীরিক কাৰণে এইসব বোগের শিকার হয়নি । বোগের কাৰণ সম্পূর্ণ মানসিক । এরা হিস্টরিয়ায় ভুগছে । অনববত বস্ত্রপাত, হত্যা গোলা-গুলিব শব্দ রোগীদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । কিছুতেই তারা এত বস্ত্রপাত, এত হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পারছিল না । মন চাইছিল যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে । বাস্তবে যা আদৌ সম্ভব ছিল না । যুদ্ধ ছেড়ে পালানো মানেই দেশদ্রোহিতা, ধরা পড়লেই কঠোর শাস্তি । পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয়—দুয়ের সংঘাত বপাস্তবিত হয়েছিল হিস্টরিয়ায় ।

যে কোনও সমস্যায় দুই বিপরীতধর্মী চিন্তাব সংঘাতে শরীরের বিভিন্ন অংশে এই ধ্বনের অসাভ্য ঘটতে পারে । প্রতি বছরই প্রধানতঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-জাতীয় পরীক্ষার আগে মনোবোগ চিকিৎসকদের কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিৎসিত হতে আসে যারা স্মৃতি শক্তি হাবিয়ে ফেলেছে, দৃষ্টি শক্তি হাবিয়ে ফেলেছে বা যাদের ডান হাত অসাধ্য হয়ে গেছে । পরীক্ষার সময় অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখার চাপের মধ্যে রাখে । চাপ অত্যধিক হলে শরীরে আর সয না । মন বিশ্রাম নিতে চায় । আবার একই সঙ্গে ভাল ফলের জন্য মন বিশ্রামের দকন সময় নষ্ট কবতে চায় না । অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না । এ ধ্বনবে পবিস্থিতিতেই হিস্টরিয়াজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হয় । হিস্টরিয়াজনিত কাৰণে বাকবোধেব সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকাবেবা ভোগেন ।

যে সব জায়গায় গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ কৃষি নির্ভবতা ছেড়ে খনিব কাজে ও শিল্পেব কাজে লেগে পড়তে গিয়ে নতুন পবাবেশ ও পবিস্থিতিব সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক মানসিক দ্বন্দ্বেব সম্মুখীন হচ্ছে । এই মানসিক দ্বন্দ্বেব পবণতিতে ঘটছে তীব্র আলোডন । এমন পবিস্থিতিতেই মস্তিষ্ককাবেব সহনশীলতা কম থাকাব দকন, যুক্তি-বুদ্ধি কম থাকাব দকন এইসব মানুষদের মধ্যে ব্যক্তি-হিস্টরিয়াব আধিক্য হওয়াব সম্ভাবনা ।

নাম-গান কবতে কবতে আরেগে চেতনা হাবিয়ে অদ্ভুত আচরণ কবাও হিস্টরিয়াবই অভিব্যক্তি । সভ্যতাব আলো ব্যক্তি-হিস্টরিয়াব প্রকোপ কমায । কিন্তু বিশেষ পবিস্থিতিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টরিয়াজনিত কাৰণে দলে দলে অদ্ভুত সব

আচরণ করে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাত্র বাহ্যস্তর ঘণ্টায় দিল্লিতে কয়েক হাজার শিখকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় যাবা হত্যা কবেছিল, তাবা কিছুটা সময়ের জন্য অবশ্যই হিস্টিবিষাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

ধর্মাক্রান্তা থেকে অন্য
ধর্মের মানুষদের হত্যাব পিছনেও
থাকে হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া
সৃষ্টিকারকের ভূমিকায় থাকে
ধর্ম, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক
দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

‘৮৭-ব জানুয়ারিতে কলকাতার টেলিফোন অপারেটরদের মধ্যে তডিভাহতেব ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পায় যে, অটোম্যানুয়েল এক্সচেঞ্জ, অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপারেটরবাবা আন্দোলনে নেমে পড়েন। কানেক টেলিফোন বিসিভাব থেকে তাঁবাবা এমনভাবে তডিভাহত হতে থাকেন যে অনেককে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি কবাবা হয়। পরে মেডিকেল বিপোর্টে তডিভাহতেব কোনও সমর্থন মেলেনি। ববং জানাবা যাব তডিভাহতেব ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভযজ্জন্তি। এটা গণ-হিস্টিবিষাব একটি উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে আবও একটি উদাহরণ হাজিব কবাব লোভ সামলাতে পাবলাম না। কয়েক বছর আগে কলকাতা ও তাব আশেপাশে এক অদ্ভুত ধবনের বোগেব আবির্ভাব ঘটেছিল। জনতা নাম দিয়েছিল ‘বিনবিনিয়া’ বোগ। কয়েক সপ্তাহেব মধ্যে বেশ কিছু লোক এই বোগে আক্রান্ত হয়। বোগী হঠাৎ কাঁপতে শুক কবত অথবা সাবাবা শবীবে ব্যথা শুক কবত। সেই সঙ্গে আব এক উপসর্গ বোগী নাকি অনুভব কবত তাব লিঙ্গ শবীবেব ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। গণ-হিস্টিবিষাব থেকেই এই উপসর্গগুলো বোগীবাবা নিজেব মধ্যে সৃষ্টি কবেছিল।

এক ধবনের ভূতে পাওয়া বোগ স্কিটসোফ্রেনিয়া

স্কিটসোফ্রেনিয়া বোগেব বিষয়ে বোঝাব সুবিধেব জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনাব প্রয়োজন। গতিমযতা মস্তিষ্ককোষেব একটি বিশেষ ধর্ম। সবাব মস্তিষ্ককোষেব গতিমযতা সমান নয়। যাদেব গতিমযতা বেশী, তাবাবা যে কোনও বিষয চটপট বুঝতে পাবে। বহু বিষয়ে জানাব ও বোঝাব আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভাবেই বিভিন্ন ধবনের কাজকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে বাখতে পাবে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গেব চিন্তাব বা আলোচনাব নিজেব মস্তিষ্ককোষকে নিযোজিত কবতে পাবে।

সাধারণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষেব গতিময়তা বেশি। এই ধবনের মস্তিষ্ককোষেব অধিকারীদের বলা হয় প্রাণচঞ্চল বা স্যাংগুইনাস (Sanguineous)।

চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীর মানুষবা সাধারণভাবে কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে ভালবাসেন। সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। এবা আত্মস্থ বা ফ্লেমেটিক (Phlegmatic) ধবনের মস্তিষ্কেব অধিকারী।

স্ক্রিটসোফ্রেনিয়া বোগের শিকার হন সাধারণভাবে আত্মস্থ ধবনের মস্তিষ্কেব অধিকারীরা। তাবা কোনও কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তাব মূলে পৌছতে না পাবলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পাবলে, অথবা কোনও সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কবেও সমাধানের পথ না পেলে অথবা কোনও বহস্যময়তা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অতি আবেগপ্রবণতাৰ দকন বহস্যময়তাৰ মধ্যে থেকে নিজেকে বেব কবে আনতে না পাবলে তাদের মস্তিষ্ককোষেব গতিময়তা আবও কমে যায়। তাবা আবও বেশি কবে নিজেদের চিন্তাব মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবাৰ চেষ্টা কবে। মস্তিষ্কেব চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensorium) ধীবে ধীবে কর্মক্ষমতা হাবিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড হতে থাকে। এব ফলে এরা প্রথমে বাইবেব কর্মজগৎ থেকে, তাবপব নিজেব পবিবাবেব আপনজনদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন কবে নেয়। তাবপব এক সময় এবা নিজেদের সস্তা থেকেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন কবে নেয়।

পববর্তীকালে দেখা যায়, বোগীর মস্তিষ্ককোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন কবতে পাবছে না বা ছড়িয়ে দিতে পাবছে না। ফলে একটি কোষেব সঙ্গে আব একটি কোষেব সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হতে থাকে। মস্তিষ্ক কোষেব এই বিশৃঙ্খল অবস্থাৰ দকন বোগীর ব্যবহারে বাস্তববিশ্ময়তা দেখতে পাওয়া যায়। বোগীবা এই অবস্থায় অলীক বিশ্বাসেব শিকার হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি কবে অলীক বিশ্বাসও (Hallucination) পাঁচ বকমেব হত পারে। ১ দর্শনানুভূতিৰ অলীক বিশ্বাস (optical hallucination), ২ শ্রবণানুভূতিৰ অলীক বিশ্বাস (auditory hallucination), ৩ স্পর্শানুভূতিৰ অলীক বিশ্বাস (tactile hallucination), ৪ ঘ্রাণানুভূতিৰ অলীক বিশ্বাস (olfactory hallucination) ও ৫ স্বাদ গ্রহণেব বা ভিহ্বানুভূতিৰ অলীক বিশ্বাস (taste hallucination)।

গুরুব আত্মাব খপ্পবে জনৈক শিক্ষিকা

সম্প্রতি ভূতে পাওয়া একটি গুবো পবিবাব এসেছিলেন আমাদের কাছে। গৃহকর্তা ইকননিঙ্গে এম-এ, মফস্বল শহবেব একটি স্কুলেব প্রধান শিক্ষক। বয়স পঞ্চাশৰ আশে-পাশে। গৃহকর্তী বাংলা সাহিত্যেব ডক্টরেট। কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়েব প্রধান শিক্ষিকা। দুই ছেলে। বড ছেলে চাকবী কবেন। ছোট এখনও চাকবীতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা জানেন। একাধিকবার বিদেশ গিয়েছেন। এবা প্রত্যেকেই ভূতেব (১) খপ্পবে পড়ে এমনই নাভেহাল অবস্থায় পড়েছিলেন যে জীবন দুৰ্বিষহ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৭-৮ ৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেন।

বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল—এক অশবীৰী আত্মা দ্বাৰা আমাদের পাবিবাবিক শান্তি সম্পূৰ্ণ বিপর্যস্ত । কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধাৰ কৰলে আমবা চিবকৃতজ্ঞ থাকবো ।

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদের সংগঠনের জটনৈক সদস্য নেহাতই কৌতূহলেৰ বশে একটি চিঠি লিখে জানায়—বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান । হয়তো সাহায্য কৰা সম্ভব হবে ।

ইনল্যাপ্তে উত্তৰ এলো । পত্ৰ-লেখিকা ও তাঁৰ পবিবাবেৰ সকলেবই নাম প্ৰকাশে অসবিধে থাকায় আমবা আমাদের বোঝাব সুবিধেৰ জন্য ধৰে নিলাম পত্ৰ-লেখিকাৰ নাম মঞ্জু, বড় ছেলে চন্দ্ৰ, ছোট ছেলে নীলাম্ৰী, স্বামী অমবেন্দ্র ।

মঞ্জু দেবী জানালেন—‘প্ল্যানচেট’ নামে একটা বই পড়ে ১৯৮৪ সনেৰ ২৫ আগষ্ট শনিবাৰ তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট কবতে বসেন । প্ৰথমে একটি বৃত্ত ঐকে বেখাৰ বাইবেৰ দিকে A থেকে Z পৰ্যন্ত এবং বেখাৰ ভিতবেৰ দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ লিখে বৃত্তেৰ কেন্দ্ৰে একটা ধূপদানীতে ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানীকে ছুঁয়ে থেকে এক মনে কোনও আত্মাৰ কথা ভাবতে শুক কবতেন । এক সময় দেখা যেত ধূপদানীটা চলতে শুক কবেছে এবং একটি অক্ষবেৰ কাছে যাচ্ছে । অক্ষবগুলো পব পব সাজালে তেবি হচ্ছে শব্দ । শব্দ সাজিয়ে বাক্য । একটি বাক্য হতে এত দীৰ্ঘ সময় লাগছিল যে ধৈৰ্য্য বাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ।

তাই প্ল্যানচেট বইয়েৰ নিৰ্দেশমতো একদিন ওঁবা বসলেন বাইটিং প্যাড ও কলম নিয়ে । প্ৰথম কলম ধৰেছিলেন মঞ্জু দেবী । প্ৰথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসাৰ পব এক সময় হাতেৰ কলম একটু একটু কৰে কাঁপতে শুক করল । মঞ্জু দেবীই প্ৰশ্ন কবলেন, ‘আপনি কে ? উত্তবে লেখা হল ববীন্দ্রনাথ । আবও কিছু প্ৰশ্নোত্তবেৰ পব একে একে প্ৰত্যেকেই কলম ধৰেন । প্ৰত্যেকেৰ ক্ষেত্ৰে বিভিন্ন আত্মাৰা এসে বাইটিং প্যাডে লিখে তাৰেৰ উপস্থিতিৰ কথা জানিয়ে যায় । আত্মা আনাৰ জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীৰভাবে চিন্তা কবতে হত বটে, কিন্তু একবাৰ আত্মা এসে গেলে ছডমুড কৰে লেখা বেব হত । প্ৰথম দিন ভোব বাত পৰ্যন্ত কলম চলতে থাকে তাবপব থেকে প্ৰতিদিনই গভীৰ বাত পৰ্যন্ত চলতো আত্মা আনাৰ খেলা । এ এক অদ্ভুত নেশা ।

এমনিভাবে যখন আত্মা আনাৰ ব্যাপাৰ প্ৰচণ্ড নেশাৰ মত পেয়ে বসেছে সেই সময় ‘৮৫-ৰ জানুয়াৰীৰ এক বাতে ছোট ছেলে নীলাম্ৰী নিজেব ভিতব বিভিন্ন আত্মাৰ কথা শুনতে পান । ‘৮৫-ৰ ৫ মাৰ্চ থেকে মঞ্জু দেবীও একটি আত্মাৰ কথা শুনতে পান । আত্মাটি নিজেৰে তাব গুৰুদেব বলে পবিচয় দেব । সেই আত্মাৰ বিভিন্ন কথা ও নিৰ্দেশ আজ পৰ্যন্ত প্ৰায় প্ৰতিটি মুহূৰ্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী, সেই সঙ্গে আত্মাৰ স্পষ্ট স্পৰ্শও অনুভব কবছেন, আত্মাটি তাঁৰ সঙ্গে চুড়ান্ত অল্লীলতাও কবছে । মঞ্জু দেবী এক ত্ৰি বিখ্যাত ধৰ্মগুৰুৰ শিষ্যা । গুৰুদেব মাৰা যান ১৯৮৪-ৰ ২১ এপ্ৰিল । মঞ্জু দেবী অম্মাদেব সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই ‘৮৭ ।

চিঠিটি আমাৰ কাছে সদস্যই নিয়ে আসে । আমাকে অনুবোধ কৰে এই বিষয়ে কিছু কবতে ।

আমাৰ কথা মতে ১৯ জুলাই ববিবাৰ সন্ধ্যায় পবিবাবেৰ সকলকে নিয়ে মঞ্জু

দেবীকে আসতে অনুবোধ করেন সদস্যটি।

এলেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর স্বামী। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পাবলাম প্ল্যানচেটের আসবে চাবজনের কলমেই কোনও না কোনও সময় বিভিন্ন আত্মা আসেছেন। আত্মাদের মধ্যে নেপোলিয়ন, ববীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার, আলেকজান্ডার থেকে স্বকপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জু দেবীর স্বামীর সঙ্গে বা বড় ছেলে চন্দ্রর সঙ্গে কোনদিনই কোন আত্মাই কথা বলেনি। অর্থাৎ তাঁরা আত্মার কথা শুনতে পাননি। আত্মার কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী ও তাঁর ছোট ছেলে নীলাদ্রী, আত্মার স্পর্শ পেয়েছেন শুধু মঞ্জু দেবী। বড়ই অলীল সে স্পর্শ।

পরের দিনই আমার সঙ্গে দুই ছেলে দেখা কবলেন! কথা বললাম। সকলের সঙেগ কথা বলাব পব বুঝলাম, চাবজনই ‘প্ল্যানচেট’ বইটা পড়ে প্ল্যানচেটের সাহায্যে সত্যিই মৃতের আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস কবতে শুরু কবেছিলেন। তাবই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনের অজ্ঞাতে চাবজনকে দিয়েই বিভিন্ন মৃতের নাম ও নানা কথা লিখিয়েছে। ছোট ছেলে নীলাদ্রী সবচেয়ে বেশিবার মিডিয়াম হিসেবে কলম ধরাব জন্য প্ল্যানচেট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু কবেন—আমার হাত দিয়ে কেন আত্মাদের লেখা বেব হচ্ছে? এই রহস্যেব সমাধানের চেষ্টা কবতে গিয়ে বাব বাবই চিন্তাশুলো এক সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে। বহস্যেব জাল খোলেনি। বুদ্ধিমান নীলাদ্রী নিজেরই নিজের অজ্ঞান্তে স্কিটসোফ্রেনিয়াব বোগী হয়ে পড়েছেন। ফলে শ্রবণানুভূতিব অলীক বিশ্বাসেব শিকার হয়ে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু কবেছেন।

মঞ্জুদেবী সাহিত্যে ডক্টরেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা। দীক্ষা নেওয়ার পরবর্তীকালে কিছু কিছু নারীব প্রতি গুরুদেবের আসক্তিব কথা শুনেছিলেন। গুরুদেবে ছিলেন অতি সুন্দরন। মঞ্জুদেবীও এককালে সুন্দরী ছিলেন। প্ল্যানচেটের আসবে ধূপদানীর চলা দেখে মঞ্জুদেবী ধরে নিয়েছিলেন, দেহাতীত আত্মাই এমনটা ঘটছে। এক সময় ধূপদানী ছেড়ে কলমেব ডগাতেও বিভিন্ন আত্মাকে বিচরণ কবতে দেখেছেন। গুরুদেবেব আত্মা হাজিব হতেই অনেক গোলমাল দেখা দিয়েছে। গুরুদেবের নারী আসক্তিব যে সব কাহিনী শুনেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীব মনে হয়েছিল—গুরুদেবের আত্মা আমার আত্মানে হাজিব হওয়াব পব আমার প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়বেন না তো? তাঁব নারী পিপাসা মিটে না থাকলে এমন সুযোগ কী ছেড়ে দেবেন? আমাকেই ভোগ কবতে চাইবেন না তো?

এই সব চিন্তাই এক সময় স্থিব বিশ্বাস হয়ে গেড়ে বসেছে—গুরুদেব এই সুযোগে নিজের কদর্য ইচ্ছেগুলোকে চবিতার্থ কবে চলেছেন, আমার শরীবকে ভোগ কবে চলেছেন।

প্ল্যানচেটের আসবে অংশ নেওয়াব অতি আবেগপ্রবণতা ও বিশ্বাস থেকেই এক সময় মঞ্জুদেবীব মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতিব অলীক বিশ্বাস।

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম। ওঁরা এলেন। ওঁরা যেমন ভাবে কাগজ-কলম নিয়ে প্ল্যানচেটের আসবে বসতেন তেমন ভাবেই একটা আসব বসলাম। দুজনেব অনুমতি নিয়ে সে দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক,

মঞ্জুদেবী তাঁর সন্দেহের কথাটি স্বভাবতই প্রকাশ কবলেন। বললেন, আপনি ওকে সম্মোহন করে লিখতে বাধ্য করছেন না তো ?

মা'য়েব এমনতর কথার নীলাদ্রীও ইগোতে আঘাত কবল। নীলাদ্রী খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। কিছু তপ্ত কথা বলে ক্ষিপ্ত নীলাদ্রী ঘর ছেড়ে বেবিয়ে গেলেন। মঞ্জুদেবীও মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি গঁথে দেওয়ার জন্য নীলাদ্রীকে ঠাণ্ডা করে আবার এনে তথাকথিত প্ল্যানচেষ্টার আসরে বসালাম। আমাদের অনুবোধে নীলাদ্রী কলমও ধবলেন। এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কলমেব উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মঞ্জু। বিশ্বাস করলেন এ সব সত্যিই আত্মাবই লেখা। গুরুদেবের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবাবকে আর বিবস্ত্র কববেন না।

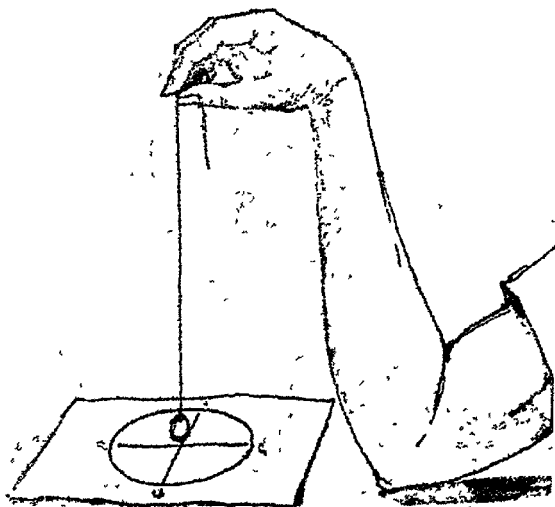
মৃত্যুর আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছু সম্পর্ক অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, গুরুদেবের আত্মা আজই তাঁদের ছেড়ে যাবেন।

গত দু'দিন আমার সঙ্গে গুরুদেবের আত্মার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ফলে নীলাদ্রীর মস্তিষ্ক কোষে আমার দ্বারা সঞ্চারিত দৃঢ় ধারণাই নীলাদ্রীকে দিয়ে লিখিয়েছে—‘হ্যাঁ, বেশ চলে যাব’ এই সব কথাগুলো।

সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবের জন্য যে লেখাগুলো এতদিন আত্মা এসেছে বিশ্বাসে লেখা হয়েছে, যে কথাগুলো এতদিন আত্মা বলছে বিশ্বাসে শোনা গেছে, সেই সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবকে কাজে লাগানোর ফলেই আজকের নীলাদ্রী আত্মার বিদায় নেওয়ার কথা লিখলেন।

অবচেতন মনের প্রভাবের একটা পরীক্ষা হয়েই যাক

সচেতন মনের ওপর অবচেতন মনের প্রভাব হাতে কলমে পরীক্ষা কবতে চাইলে আসুন আমার সঙ্গে। একটা সাদা খাতা যোগাড় করে ফেলুন। খাতাটা বাঁধানো হলে ভালো হয়। খাতা না পেলে একটা সাদা কাগজ নিয়েই না হয় আমবা কাজটা শুরু কবি। এবার একটা কলম, একটা আংটি ও সুতো। খাতায় বা কাগজে ইঞ্চি চারেক ব্যাসের একটা মোটামুটি বৃত্ত ঐকে ফেলুন। ব্যাস অবশ্য চাবের বদলে দুই বা ছয় ইঞ্চি হলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। এবার গোটা বৃত্ত জুড়ে পঁচিশি ছুঁয়ে ঐকে ফেলুন একটা যোগ চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন। সরল রেখা দুটির নাম দেওয়া যাক AB ও CD। এখন আসুন, আমরা আংটিতে বেঁধে ফেলি সুতো। আংটিটায় কোনও পাথর বসান থাকলে সুতো আমবা বাঁধবো পাথরের বিপরীত দিকে।



অবচেতন মনের পবীক্ষা

এবাব আমবা বৃত্ত আঁকা খাতা বা কাগজটা টেবিলে পেতে নিজেবা চেযাব টেনে বসে পড়ি আসুন। কনুইটা টেবিলে বেখে তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে আংটি বাঁধা সুতোটাকে এমনভাবে ধকন যাতে আংটিটা ঝুলে থাকে যোগ-চিহ্নেব কেন্দ্রে।

এবাব শুক হবে আসল মজা। আর মজাটা জমাতে প্ল্যানচেটেব আসবের মতই চাই একটা শাস্ত পবিবেশ। এমন শাস্ত পবিবেশ পেতে প্রথম দিন শুধু আপনি একাই বসুন না একটা ঘবে, দবজা বন্ধ কবে।

আপনি গভীবভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা A B রেখা ধবে A ও B-ব দিকে দোল খাচ্ছে। ভাবতে থাকুন, গভীবভাবে ভাবতে থাকুন। ভাবনাব সঙ্গে একাত্ম হতে প্রয়োজনে দৃষ্টিকে A B সবলরেখা ধবে A ও B লেখাব দিকে নিয়ে যান, মনে মনে বলতে থাকুন—আংটিটা A B ধবে দুলছে, পেণ্ডুলামেব মত দুলছে। না বেশিক্ষণ আপনাকে ভাবতে হবে না। দু-চাব মিনিটেব মধ্যেই দেখতে পাবেন স্থিৰ আংটি গতি পাচ্ছে, A B রেখা ধবে আংটি পেণ্ডুলামেব মত দুলে চলেছে।

আপনি এক সময় ভাবতে শুক ককন—আংটি আবার স্থিৰ হয়ে যাচ্ছে, আবার গতি

ভূতের কাণ্ড-কাবখানাগুলো বড়ই অদ্ভুত বকমেব। শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া নিজে থেকে ফড়ফড় করে ছিড়ে যাচ্ছে। শরীরেব বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে আঁচড়ের দাগ। চুলগুলো নিজের থেকেই ছিড়ে যাচ্ছে। যখন তখন ঘবেব মধ্যে ঢিল এসে পড়ছে। খাবাব খেতে গলেই খাবাবে এসে পড়ছে চুল, ইটের টুকরো ইত্যাদি। এমনকি জল খেতে গলেও পবিস্কাব গ্লাসে বহস্যময়ভাবে হাজিব হচ্ছে চুল।

ভূতুড়ে উপদ্রবেব শুক '৮৭-ব জানুয়াবিতে। ইতিমধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক অনেকই কাছেই টিংকুকে নিয়ে গেছেন চন্দন। কোনও ফল হয়নি।

কদমতলাব ঠাকুববাডিতে টিংকুকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠাকুববাডি থেকে জানান হয়—একটি ছেলেব প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কবেছিল। তাবই আত্মা টিংকুকে ধবেছে। কাবও সাধ্য নেই টিংকুকে সেই আত্মাব হাত থেকে বক্ষা কবে।

কদমতলা থেকে ফিরে আসাব দিন থেকে শুক হয় আব এক নতুন উপসর্গ। সেইদিনই হাত থেকে চূড়ি, আংটি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাবপব থেকে বাড়িব বহু জিনিসই এমনি হঠাৎ কবেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য টিংকুব ভিতব থেকে ভূতটি বলে দিত কোথায় সে জিনিসগুলো ফেলেছে।

চন্দনেব সমস্যা সমাধানেব জন্য তাব পবেব ববিবাব সকালেই গেলাম তাদেব বাড়ি। না বাড়ি নয়, বেল লাইনেব পাশে জবব-দখল কবা জায়গায় সাবি সাবি ছাপড়াব বেড়াব কুঁড়ে। তাবই একটায় চন্দনবা থাকেন। চন্দনবা বলতে—চন্দন, টিংকু, মা, বাবা, তিন বোন, দাদা ও দুই ভাই নিয়ে দশজন।

সেদিন আমাব সঙ্গী ছিল আমাব ছেলে পিনাকী ও আমাদেব সমিতিব সদস্য মানিক মিত্র। চন্দনেব কুঁড়েব কাছে এক ঝাঁক তরুণ অপেক্ষা কবছিলেন। প্রত্যেকেই চন্দনেব বন্ধু বা পবিচিত। আমাকে দেখে প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। তাঁবা প্রত্যেকেই নাকি টিংকুব অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডেব প্রতক্ষদর্শী। ওদেব সকলেব সামনেই নাকি টিংকুব শাড়ি আপনা থেকেই সশব্দে ছিড়ে গেছে। গায়েব গহনা অদৃশ্য হয়েছ।

কুঁড়েব সামনে একটা সজনে গাছ। তাব উপর একটা কাক এসে বসতেই কয়েকজন তরুণ গভীরতব সন্দেহ প্রকাশ কবলেন—এটা আদৌ কাক নয়। কাকেব কপ ধবে টিংকুব উপব ভব কবা অতৃপ্ত আত্মা। আমি কেন এসেছি, এটা অতৃপ্ত সর্বত্রগামী আত্মাব অজানা নয়। তাই কৌতূহল মোটাতে আমাকে দেখতেই টিংকুকে ছেড়ে বর্তমানে কাকরূপে আবির্ভূত হয়েছ।

ঘবে ঢুকলাম। টিংকু ও চন্দনেব সঙ্গে আলাদা আলাদা কবে কথা বললাম। জানলাম কিছু কথা। চাব বছব আগে নিজেদেব আলাপেই দুজনেব বিয়ে। চন্দন সে সময় এ-পাডায়, ও-পাডা আবৃত্তি কবতেন। টিংকু ঠুব আবৃত্তি ও সুন্দব কথাবার্তায আকর্ষিত হয়েছিলেন।

টিংকুব বাড়িব অবস্থা বেশ ভাল। বাবা ব্যবসায়ী। ব্যবসাব কল্যাণে গাড়ি-বাড়ি সবই আছে। দু'মেয়েব মধ্যে টিংকুই ছোট। বড় বোনেব এখনও বিয়ে হয়নি। টিংকু লেখা পডায় কোনওদিনই উৎসাহ বোধ কবে না। তাই স্কুলেব গণ্ডিটা পার হওয়াব আগেই গোটা আঠাবো বসন্ত বিদায় নিয়েছে। বাড়িব তীব্র অমতে বিয়ে, তবু বাবা

গয়না, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিবেছিলেন।

চন্দন বেশিদূর পড়াশুনো করেননি। হাওডাব একটা কাবখানায় কাজ করেন। বছরখানেক হল কাবখানা বন্ধ। কাবখানায় তালা ঝুলবাব পব থেকে প্রতিদিনই আর্থিক সমস্যা তীব্রতব আকাব ধাবণ কবছে। নগদ টাকাব ঠুঁজি শেষ। স্ত্রীব গয়নায় হাত দিতে হযেছে। ইতিমধ্যে ভূতব সমস্যা। ভূত তাডাতে তান্ত্রিকদেব পিছনেই এ পর্যন্ত খবচ হযেছে হাজাব সাতেক। বর্তমানে জমি-বাড়ি বিক্রিব দালানী কবাব চেষ্টা কবছেন। বাজনৈতিক ছাপ না থাকায় এ লাইনেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না।

গত বছব টিংকুব গৰ্ভস্থ প্রথম সন্তান আকস্মিকভাবে নষ্ট হযে যায়। টিংকু আবাব গৰ্ভবতী। চাব মাস চলছে। ভূতব উপদ্রবও শুক হযেছে টিংকু দ্বিতীয়বাব গৰ্ভবতী হওয়াব পব।

এই দাবিদ্র্যতাব মধ্যেও টিংকুব চেহাবাব ভিতব যথেষ্ট চটক বযেছে। আড্ডাব মেজাজে গল্প-সল্প কবতে কবতে জেনে নিলাম, টিংকু তাঁব বাপেব বাড়ি থাকলে ভূতব উপদ্রবও বন্ধ থাকে।

টিংকুব ভূতব কাণ্ড দেখতে বেশ কিছুটা সময় ওব সঙ্গে ছিলাম। ঘবে শুধু আমি আব টিংকু। এবই মধ্যে ফ্যা-স্ কবে শাড়ি ছেঁডাব আওয়াজ পেলাম। শাড়িব ছেঁডা জায়গাটা দেখালেন টিংকু। কিন্তু টিংকুব হাতগুলো পূবো সময় আমাব সামনে ছিল না। তাই টিংকুব হাত যে তাঁব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে শাড়ি ছেঁডেনি, অলৌকিকভাবে ছিড়েছে—এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আমাব পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবপব অনেকটা সময় টিংকুব হাত দুটো আমাব দৃষ্টিব সামনে ছড়িয়ে বেখে বসলাম। শাড়ি আব ছিড়লো না। আব শাড়ি না ছেঁডায় টিংকু অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। বললেন, ‘আমাব ননদকে খাবাব জল আনতে বলুন। আমি জল খেতে গেলেই দেখবেন জলে ঢুল পড়ে আমাকে জল খেতেও দেবে না।’

আমাব কৌতূহল হলো-‘বললাম, ‘বেশ তো, আপনাব ননদকে খাবাব জল আনতে বলুন।’

টিংকু ননদকে ডাকতেই পাশেব ঘব থেকে উকি দিল একটি কিশোরী। এক গ্লাস খাবাব জল চাইতে সিলেব গ্লাসে জল নিয়ে এলো। আমি গ্লাসেব জলটা পৰীক্ষা কবে এগিয়ে দিলাম টিংকুব দিকে। জলে চুমুক দিতে গিয়েই ‘থু-থু’ কবে উঠলেন টিংকু। গ্লাসেব জল থেকে গোটা দু-চাব ঢুল ভুলে ধবলেন ডান হাতেব দু-আঙুলে।

‘এই দেখুন ঢুল’। টিংকু আমাব দিকে বহস্যময় হাসলেন।

আবাব কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনলাম। জল পৰীক্ষা কবলাম। টিংকুব হাতে ভুলে দিলাম। টিংকু খেতে গিয়ে একই ভাবে ‘থু-থু’ কবে দু-আঙুল ভুলে ধবলেন ঢুল।

এইভাবে বাব বাব কিশোরীটিকে দিয়ে জল আনাছিলাম আব ভুলে দিছিলাম টিংকুব হাতে। মোট দশ দফা জল ভুলে দিযেছিলাম টিংকুব হাতে সাতবাবই জলে পাওয়া গিযেছিল ঢুল। তিনবাব পাওয়া যায়নি। সাতবাব কিশোরীটিব হাত থেকে জল নেবাব সময় টিংকুব দিকে পিছন ফিবতে হযেছিল। ওই সময়টুকুব টিংকুব সূযোগ ছিল নিজেব ঢুল ছিড়ে আঙুলেব ফাঁকে লুকিয়ে রাখাব। তিনবাব আমি জলেব গ্লাস

নিযেছিলাম টিংকুব দিকে পিছন না ফিৰে। এই তিনবাব টিংকুব পক্ষে আমাব চোখ এডিয়ে চুল ছেঁড়া সম্ভব ছিল না। এবং ওই তিনবাবই জলে চুল পডেনি।

ভূতৰ বহস্যটা পৰিষ্কাৰ হলো। মানসিক বোগটাও নিৰ্ণয় কৰা গেল—ম্যানিয়াক ডিপ্ৰেসিভ বা অবদমিত বিষন্নতা। টিংকু অতি গৰীব পৰিবাব থেকে বিবাহ সূত্ৰে এই পৰিবাবে এলে বৰ্তমান দাবিদ্যো নিশ্চয়ই তাঁকে অবদমিত বিষন্নতাৰ শিকাৰ হতে হতো না। টিংকু বিয়েৰ আগে পৰ্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যৰ মধ্যে থেকেও বিয়েৰ পৰে ভালবাসাৰ মানুহটিৰ জন্য নিম্ন আয়েৰ পৰিবাবেৰ সকলৈৰ সঙ্গেই মানিয়ে নিযেছিলৈন। কিন্তু স্বামীৰ বন্ধ কাবখানা কৰে খুলবে সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা, আগত সম্ভানেৰ আৰ্থিক দায়িত্বৰ চিন্তা এবং প্ৰতিদিনেৰ খাওয়া পৰা জোটানোৰ তীব্ৰ সমস্যা একসঙ্গে মিলে-মিশে টিংকুব চিন্তাকে অহবহ জৰ্জৰিত কৰছিল। পৰিণামে অবদমিত বিষন্নতাৰ বোগী হযে নিজেৰ অজান্তে অদ্ভুত সব আচৰণ কৰে প্ৰতিদিনেৰ সমস্যা ও চিন্তা থেকে মুক্ত হতে চেযেছে।

শাডি-ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা, গায়ে আঁচড় দেওয়া, খাবাবে চুল ফেলা সব কিছু নিজেই কৰেছে নিজেৰ অজ্ঞাতে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

জীবন-ধাৰণেৰ নূনতম প্ৰয়োজন না মেটাৰ ব্যৰ্থতাই যেখানে বোগেৰ আসল কাৰণ, সেখানে শুধুমাত্ৰ মানসিক চিকিৎসাৰ সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া অসম্ভব। আমাদেৰ সমিতিৰ এক সভাৰ সহৃদয় সাহায্যে মেয়েটিৰ স্বামীকে একটা কাজে লাগাবাৰ পৰ মেয়েটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিৰিয়ে আনতে পেৰেছিলাম সামান্য চেষ্টাতেই।

অবদমিত বিষন্নতা নানা কাৰণে একটু একটু কৰে গড়ে ওঠে। কয়েকটি উদাহৰণ দিলে বিষয়টা স্বচ্ছতা পাবে আশা কৰি।

গ্রামে ফিবলেই ফিৰে আসে ভূতটা

আমাদেৰ অফিসেৰই এক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মীৰ বাড়ি উড়িষ্যাৰ এক গ্রামে। একদিন সে আমাকে এসে জানাল, কিছু দিন হলো ওব স্ত্ৰীকে ভূতে পেযেছে। অনেক ওঝা, তান্ত্ৰিক, গুণিন দেখিযেছে। প্ৰতি ক্ষেত্ৰেই এবা দেখাৰ পৰ খুব সামান্য সময়ৰেব জন্য ভাল থাকে, অৰ্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হয়নি। সহকৰ্মীটিকে বললাম, স্ত্ৰীকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে। নিযেও এলো।

ওব স্ত্ৰীকে দেখে মনে হল, স্বামীৰ সঙ্গে বয়সেৰ পাৰ্থক্য কুড়ি বছৰেৰ কম নয়। বউটিৰ বয়স বছৰ পঁচিশ। ফৰ্সা বঙ, দেখতে স্বামীৰ তুলনায অনেক ভাল। দেশেৰ বাড়িতে আব থাকে ওব দুই ভাসুব, এক দেওব, তাদেৰ তিন বউ, তাদেৰ ছেলে-মেয়ে ও নিজেৰ দুই মেয়ে, এক ননদ ও স্বাশুড়ী। বিবট সংসাৰে প্ৰধান আয় ক্ষেত্ৰেৰ চাষ-বাস। স্বামী বছৰে দুবাৰ ফসল তোলাৰ সময় যায়। তখন যা স্বামীৰ সঙ্গ পায়। হাত-খবচ হিসেবে স্বামী কিছু দেয় না। টাকাৰ প্ৰয়োজন হলে যৌথ-পৰিবালেৰ কস্ত্ৰী মা অথবা বড় জায়েদেৰ কাছ হাত পাততে হয়।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

প্রথম ভূত দেখাব ঘটনাটা এই বকম একদিন সন্ধ্যাব সময় নন্দেব সঙ্গে মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিবছিল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল। অথচ আশে-পাশে দুর্গন্ধ ছড়াবাব মতো কিছুই চোখে পড়েনি। সেই বাতে খেতে বসে ভাতে গোকব মাংসেব গন্ধ পায বউটি। খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তে হল। গা-গুলিয়ে বমি। সেই বাতেই এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। জানলাব দিকে তাকিয়ে চিৎকাব কবে ওঠে। বীভৎস একটা প্রেতমূর্তি জানলা দিয়ে উকি মেবে ওকেই দেখছিল। পবেব দিনই ওঝা আসে। মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে। কিন্তু কাজ হয় না। এখন সব সময় একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে। খেতে বসলেই পাচ্ছে গোকব মাংসেব গন্ধ। আব মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তিটি দর্শন দিয়ে যাচ্ছে।

বউটিব মুখ থেকেই জানতে পারি তাব মা ও বোনকেও এক সময় ভূতে ধবেছিল। ওঝাবাই সাবিয়েছে। বউটিব অক্ষব জ্ঞান নেই। গোকব মাংসেব গন্ধ কোনও দিনও শুঁকে দেখেনি। প্রতিদিন অন্য তিন বউয়েব তুলনায় অনেক বেশি পবিশ্রম কবতে হয় ওকে। তাতেব স্বামীবা দেশেই থাকে, দেখাশুনা কবে পবিবাবেব। অথচ বেচাবী বউটিকে কোন সাহায্য কবাবই কেউ নেই। ববং মাঝে মধ্যে অন্য কোনও বউয়েব সঙ্গে ঝগড়া হলে কর্তামাও আমাব সহকর্মীব বউটিব বিকল্পপক্ষে যোগ দেন।

সব মিলিয়ে বউটিব কথাব বাংলা কবলে এইবকম দাঁডায় অন্য জায়েব স্বামীবা যে চাষ কবে ঘবে ফসল তোলে। আমাব বব কী কবে ৭ টাকা না ঢাললে সবাই পব হয়। তা আমাব উনি একটি টাকাও কশ্বিনকালে উপুড়হস্ত কবেন না। কিছু বললেই বলেন, দুই মেয়েব বিয়েব জন্য জমাছি।

বুঝলাম, অবদমিত বিবগ্নতাই মহিলাটিব মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কবেছে, যাব ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ। মহিলাটি গোকব মাংসেব গন্ধেব সঙ্গে পবিচিত না হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস কবে নিয়েছেন তাঁব নাকে আসা গন্ধটি গোকবই।

সহকর্মীটিকে তাঁব জীব এই অবস্থাব কাবণগুলো বোঝালাম। জানালাম চিবকালেব জন্য জীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ বাখতে চাইলে জী-কন্যাদেব কাছে এনে বাখতে হবে, তাতেব দেখাশুনো কবতে হবে, জীব সুবিধে-অসুবিধে তাব পাশে দাঁডাতে হবে।

সহকর্মীটিব টাকাব প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতাব নিষিদ্ধ এলাকা সোনাগাছিতে ওড়িশা থেকে আসা কিছু লোকেদেব নিয়ে সামান্য টাকায মেস কবে থাকে। চড়া সুদে সহকর্মী ও পবিচিতদেব টাকা ধাব দেয। দেশেব সংসাে সাধাবণত টাকা পাঠায় না। কাবণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশেব চাষেব জমিতে আমাবও ভাগ আছে। চাষ কবে যা আসে তাতেই আমাব পবিবাবেব তিনটে প্রাণীব ভাল মতই চলে যাওয়া উচিত। মেয়েমানুষেব হাতে কাঁচা টাকা থাকা ভাল নয়, আব দবকাবই বা কী? শাশুড়ি, নন্দ, জায়েদেব সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকা-ঠুকি হবেই। ও সব কিছু নয়। মেয়েদেব ও-সব কথায় কান দিতে নেই।

হয় তো সহকর্মীটি এই মানসিকতাব মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর নেশাতেই আমাব যুক্তিগুলো ঠেলে সবিয়ে দিতে চাইছে। জানে আমাব যুক্তিকে মেনে নেওয়াব অর্থই খবচ বাড়ানো।

তবু শেষ পর্যন্ত আমাব অনুবোধে বউকে কলকাতায় মাস চারেকেব জন্য এনে

বেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত করে তাব মস্তিষ্ক কোষে ধাবণা সঞ্চরবেব মাধ্যমে অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনেব হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বউটি আমাকেও অনুবোধ কৰেছিল, আমি যেন ওব স্বামীকে বলে অন্য পাডায বাড়ি ভাড়া নিতে বলি। পাডাটা বড় খাবাপ। নষ্ট মেয়েবা খিস্তি-খেউড কৰে, ওদেব এভাতে দিন-বাত ঘবেই বন্দী থাকতে হয়।

অনুবোধ কৰেছিলাম। খবচেব কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁয়ে আমাব অনুবোধ উডিয়ে দিল। পবিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবাব দেডমাসেব মধ্যেই বউটি আবাব অবদমিত বিবগ্নতাব শিকাব হয়েছিল। সহকর্মীটিই আমাকে খবব দেয, ‘বউকে আবাব ভূতে ধৰেছে চিঠি এসেছে। কৰে আপনি ওকে দেখতে পাববেন জানালে, বউকে সেই সময় নিয়ে আসবো।’

বলেছিলাম, ‘আমাকে মাপ কবতে হবে ভাই। আমাব অত নষ্ট কবাব মত সময় নেই যে, তুমি দফায় দফায় বউটিকে অসুস্থ কবাবে, আব আমি ঠিক কবব। তুমি যদি তোমাব বউ ও মেয়েদেব এখানে এনে স্থায়ীভাবে রাখ, তবেই শুধু ওকে স্থায়ীভাবে সুস্থ কৰা সম্ভব এবং তা কববও।’

‘সহকর্মীটি আমাব কথায় অর্থ-খবচেব গন্ধ পেয়েছিল, স্ত্রীকে আব আনেনি।

যে ভূত দমদম কাঁপিয়ে ছিল

অতৃপ্ত বাসনা থেকেও আসে অবদমিত বিবগ্নতা। কোনও অদম্য বাসনা যখন অপূর্ণ থেকে যায়, তখন সেই বাসনাব তীব্রতা প্রতিনিয়ত মস্তিষ্ককোষকে উত্তেজিত কবতে থাকে, এই মস্তিষ্ককোষগুলোব উপব অতিগীডন চলতে থাকাব ফলে এক সময় মস্তিষ্ক কোষেব ক্রিয়াকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে।

অতৃপ্ত প্রেম অনেক সময়ই যে অবদমিত বিবগ্নতাব সৃষ্টি কৰে, তাব থেকেও ভূতে ধবাব তথাকথিত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে।

এমনই একটা সত্য ঘটনা আপনাদেব সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদের নাম গোপন কৰে।

১২ জানুয়ারি ’৯০-এব সন্ধ্যায় আমাদের সমিতিব এক সদস্য মৈনাক খবব দিলেন—সত্য গাঙ্গুলীব বাড়িতে কয়েক দিন ধৰে অভূত সব ভূতুড়ে ব্যাপাব ঘটে চলেছে। সত্য গতকাল বাতে মৈনাকেব সঙ্গে দেখা কৰে এই বিপদ থেকে উদ্ধাবেব জন্য আমাব সাহায্য প্রার্থনা কবন।

সত্য এক বিখ্যাত মনোবোগ চিকিৎসকেবই ভাইপো, আমাব সঙ্গে তেমন কোন পূর্ব পবিচয় না থাকলেও ওই মনোবোগ চিকিৎসক আমাব পবিচিত ও শ্রদ্ধেয়।

ঘটনাব যে বিববণ মৈনাকেব কাছ থেকে শুনলাম তা হল এই বকম—

ঘৰে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তৰ পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ সবাব সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাড়িব অনেকেবই পোশাক-আশাকে

হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাবলা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোব শুক গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ৯ তাবিখ থেকে। পবিবাবেব সকলেবই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুপবিচিত। গতকাল রাতে বাড়ির কাজেব মেয়ে বেণু হঠাৎ চেতনা হাবিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। সত্যব বউদি দেখে দৌড়ে গিয়ে পিঠে একটা চড মাৰতে মেয়েটি চেতনা ফিৰে পায়। তাবপবই কেমন যেন একটা ঘোৰেব মধ্যে ফ্যালফ্যাল কৰে তাকিয়ে থাকে। সত্য ঔদেব পাবিবাবিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। প্রতিষ্ঠিত ওই চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন 'এটা ঠিক আমাব কেস নয, আপনি ববং প্রবীৰদাকে ডাকুন।' তাবপবই সত্য আমাকে আনাব জন্য মৈনাকেব স্ববৰ্ণাপন্ন হন।

সে বাতেই গেলাম সত্যদেব বাড়িতে। সত্যবা থাকেন দোতলায়।

বাড়িব প্রত্যেকেব সঙ্গে কথা বললাম। বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, বউদি মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন বেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজেব মেয়ে বেণু।

মা'ব বয়েস ৬৫-ব কাছাকাছি। ভুতুড়ে কাণ্ডেব বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন, স্পষ্টতই জানালেন, 'না, কাকব দুষ্টুমি বা কেউ মানসিক ভাবে নিজেব অজান্তে এইসব ঘটনা ঘটছে বলে বিশ্বাস কবি না।' জানালেন, নিজেব চোখে দেখেছেন ঠোঙায় বেখে দেওয়া জয়নগবেব মোযাব মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোযাকে অদৃশ্য হতে। সেই মোযাই আবাব ফিৰে এসেছে সকলেব চোখেব সামনে শূন্য থেকে। গত পবশু ঔবা পবিবাবেব অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে আমাদের সকলেব চোখেব সামনে মোযাটা এসে পডলো। মোযাটাব কিছুটা অংশই দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ধাবাল দাঁত দিয়ে মোযাটা কাটা হয়েছে।

আজই সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনাব যা বর্ণনা দিলেন, সে আবও আকর্ষণীয়। ঘবে টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, বেণু ও মালা। হঠাৎই বেণুব হাত থেকে লোহাব বালটা নিজে থেকে খুলে এসে পডলো মেঝেতে। লোহাব বালটা কালই বেণুকে পবানো হয়েছিল ভূতেব হাত থেকে বাঁচাতে। এই ঘটনা দেখাব পব প্রত্যেকেই এতই ভয পেয়ে গিয়েছিলেন যে চাব মহিলাই চিত্তব পইতে ধবে বসেছিলেন এবং পইতে ধবেই চিত্ত কবছিলেন গায়ত্ৰী জপ। আজই তিনবাব বেণুব কানেব দুল আপনা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছে।

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা। তাব মধ্যে আকর্ষণীয় হলো, বাথকম বন্ধ কবে স্নান কবছেন, হঠাৎ মাথাব উপব এসে পডলো কিছু ব্যবহৃত চামেব পাতা ও ডিমেব খোসা। কাল সন্ধ্যায় দবজা ভেজিয়ে দিয়ে ছেলেকে পডাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কিছু এসে প্রচণ্ড জোৰে তাঁব পিঠে আছড়ে পডলো। তাকিয়ে দেখেন শ্যাম্পুব শিশি। শিশিটা থাকে বাইবেব বাবান্দাব ব্যাকে। সেখান থেকে কী কবে বন্ধ ঘবে এটা এসে আছড়ে পডলো, তাব যুক্তিগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা তিনি পাননি।

বেখাব বয়স পঁচিশেব কাছাকাছি। তিনিও অনেক ঘটনাব প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানালেন। তাব মধ্যে আমাব কাছে যেটা আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল, সেটা হলো, বাম্নাঘবে আটা মেখে বেখেছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন গ্যাসটা জ্বালিয়ে চাটুটা চাপাবেন বলে, হঠাৎ দেখলেন আটাব তালটা নিজেব থেকে ছিটকে এসে পডলো বাম্নাঘবেব দেওয়ালে। না, সে সময় বাম্নাঘবে আব কেউই ছিলেন না। বাম্নাঘবেব বাইবে, কিছুটা

তফাতে বাবান্দায় বসে কাঁচা-আনাজ কাটছিল বেণু। না, বেণুব পক্ষে কোনও ভাবেই নাকি বেখাব চোখ এড়িয়ে বাগ্নাঘবে ঢুকে আটা ছুঁতে মাঝা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আরও একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন বেখা। সেখানে বেখা ছাড়া বেণু কেন, কারোবই উপস্থিতি ছিল না।

এবারও ঘটনাগুলি বাগ্নাঘব। গ্যাসেব টেবিলেব ওপব একটা ঠোঙায বাখা ছিল কয়েকটা বিস্কুট। ইঠাৎ চোখেব সামনে ঠোঙাব মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা থেকে বেড়িয়ে এসে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে বাগ্নাঘবেব জানালাব শিক গলে বেড়িয়ে গেল।

ছন্দা'ব বয়স বছর বোল। ওব দেখা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায় ঘটেছে। ববীক্সসঙ্গীত গাইছিল হারমোনিয়ম বাজিয়ে। হারমোনিয়মেব উপব ছিল কয়েকটা স্বববিতান। ঘবে আব কেউ নেই। ইঠাৎ লোড়শেডিং। সেই মুহূর্তে তাব গায়েব উপব আছড়ে পড়লো হারমনিয়ামেব উপব বাখা স্বববিতানগুলো। আতঙ্কে ছন্দা চেষ্টায়ে উঠলো, ‘কে-বে?’ অমনি গালেব উপব এসে পড়লো একটা বিশাল চড়।

বেণু'ব বয়স বছর বোল। ওব কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে ঘটনাগুলোব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সেগুলো হলো, নিজেব হাতেব থেকে লোহাব চুড়ি একটু একটু কবে বেবিযে আসছে—দেখেছে, কানেব দুলা ইঠাৎ অদৃশ্য হয়েছ—অনুভব কবেছে। গত পবশ্ব এক সময় জামা পাণ্টাতে গিয়ে দেখে অস্তর্বাসেব বাম স্তনবৃন্তেব কাছটা গোল কবে কাটা। অথচ অস্তর্বাসটা পড়াব সময়ও ছিল গোটা।

বেখাব এক বাঙ্কবী গীতা থাকেন, মধ্যমগ্রামে। বেখাদেব সঙ্গে সম্পর্ক পবিবাবেব একজনেব মতই। মাসেব অর্ধেক দিনই কাটে বেখাদেব বাড়িতে। গীতা'ব সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। তিনি গত পবশ্বব একটা ঘটনা বললেন। একটা ‘দেশ’ সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েছিল মেঝেতে। ইঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুরু কবলো। থামল অন্তত হাত চাবেক গিয়ে। না, হাওয়ায উড়ে যাওয়াব কোনও প্রব্বই আসে না। শীতেব সন্ধ্যা। ঘবেব প্রতিটি জানলা বন্ধ, বাইবেব প্রকৃতি স্তব্ধ। ঘবে ফ্যানও চলছিল না। গত কালকেব ঘটনাও কম বোমাঞ্চকব নয়। কাল সন্ধ্যায় ঘবে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখতে পেলেন একটা ধোঁয়াব কুণ্ডলী ঘবেব মেঝেতে তৈবি হতে শুরু কবলো। আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুণ্ডলীটা একটা বেডাল হয়ে গিয়ে ঘব থেকে বেবিযে গেল।

ভূতেব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কাপড় কাটা, বাড়িব প্রায় সকলেবই পোশাক, গবর্ম-পোশাক ভূতের কোপে পড়ে কাটা পড়েছে। আমি গোটা চল্লিশেক পোশাক পবীক্ষা কবেছি। প্রত্যেকটাই প্রায় এক স্কোয়াব ইঞ্চিব মত জায়গা নিয়ে থাকালো কিছু দিয়ে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা। কাটাগুলোবও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবলাম। ব্লাউজ, ক্রোক, টপ্ মেয়েদেব কামিজের স্তনবৃন্তেব কাছে কাটা। চিপ্তেব পাজামাব লিঙ্গস্থানেব কাছে কাটা, তবে এই কাটাটা একটু বড়—চাব স্কোয়াব ইঞ্চিব মত জায়গা জুড়ে।

ওঁদেব সঙ্গেই কথা বলে জানতে পাবলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও বেথাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁব গুরুদেবের কাছে, গুরুদেব জানিয়েছেন—বাড়িওয়ালা এক তান্ত্রিকের সাহায্যে ওঁদেব পিছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছে। ভূত তাড়ানো যাবে। তবে যাগযজ্ঞের খবর খুব একটা কম হবে না। এই বিষয়ে কথা বলাব জন্য মা ও বড়দাকে নিয়ে আগামী শনিবার যেতে বলেছেন। বাড়িওয়ালা এ বাড়িতে থাকেন না। থাকেন বৃহত্তর কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে। আব এ বাড়িটা বৃহত্তর কলকাতার উত্তর প্রান্তে, দমদমে।

বাড়ির তিন ছেলের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভূতুড়ে ঘটনার সাক্ষী। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটাব সময় তাঁরা ছাড়াও বাড়ির কেউ না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন।

পূর্বো বিষয়টা নিয়ে ভালোমত আবার নাড়াচাড়া করলে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ জন মহিলা স্পষ্টতই দাবি করছেন, তাঁরা এক বা একাধিক ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটতে দেখেছেন, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই একাই উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাগুলো ঘটাব সময় আব কেউই সেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভূতুড়ে ঘটনা।

এবার এঁদের কথাগুলো ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এঁদের মধ্যে সম্ভবত একজন ইচ্ছে করে অথবা নিজেব অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটানো। বাকি চারজন আস্তবিকভাবেই বিশ্বাস করে নিয়েছেন—এ বাড়িতে ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে। এই একান্ত বিশ্বাস থেকে তাঁরা হয়তো ধোঁয়াব কুণ্ডলী জাতীয় কিছু দেখেছেন, ‘দেশ’ সাপ্তাহিক যেন নড়েছে বলে মনে করেছেন, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই নিজেদেরই ভূতুড়ে ঘটনার একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার লোভে কাল্পনিক গল্পে ফেঁদেছেন। সাধারণভাবে মানুষের কোনও বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহির করার মধ্য দিয়ে লোকেদের কাছে গুরুত্ব পাওয়ার একটা লোভ থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত তেমনই কিছু ঘটেছে।

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয়, শুকতে একজন মস্তিষ্ক কোবের বিশৃঙ্খলাব দরুন নিজেব অজান্তে ভূতুড়ে সব কাণ্ড-কাবখানা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং এই মানসিক বোগই সংক্রামিত হয়েছে আবো এক বা একাধিক মহিলার মধ্যে।

উপায় একটা আছে, তবে সময়সাপেক্ষ। যে পাঁচজন মহিলা এককভাবে ভূতুড়ে কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি করছে ও করছেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে সত্যি বলান।

নিত্য ও সত্যকে বললাম, “আপনারা সহযোগিতা করলে আজ থেকেই কাজ শুরু করতে পারি। তবে আজই ভূতের অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, বেথা, ছন্দা, বেণু ও গীতাকে সম্মোহন করে বাস্তববিকই ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কিভাবে ঘটেছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা রাখি, অবশ্যই আসল-সত্যটুকু ওঁদেব কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব। কী করে ঘটেছে জানতে পাবলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে আব যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হবে না। আজ আমি একজনকে সম্মোহন করবো। এমন হতে পারে বাকি চারজনকে সম্মোহন করতে আবও চারটে দিন আমাকে আসতে হবে।”

প্রথম যাকে সম্মোহন কবাব জন্য বেছে নিলাম, সে বেণু। বেণুব গায়েব বঙ মাজা, মোটামুটি দেখতে, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, বেণুকে সম্মোহন কবতে বেণুব সহযোগিতাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বেণুর অনুমতি নিয়েই ঘবে বাখলাম আমাদের সমিতির সদস্য মৈনাক, বঘু ও পিনাকীকে। উদ্দেশ্য, ওদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি।

বেণুকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওব চিন্তায় ধাবণা সম্ভাব কবতে লাগলাম। শুক কবেছিলাম এই বলে, “তোমাব ঘুম আসছে। একটু একটু কবে চোখের পাতাগুলো ভাবি হয়ে আসছে। ঘুম আসছে।” সম্মোহন প্রসঙ্গে ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ বইয়ের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তাই এখানে সম্মোহন বিষয়ে আবাব বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। এক সময় বেণুব বন্ধ চোখের পাতাব দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত। চোখের পাতাব নিচে মণি দুটো এখন স্থিৰ।

টেপ-বেকর্ডাবটা চালু কবে দিলাম। শুক কবলাম প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল বেণু।

আমি—তোমাকে বাড়িব সকলে ভালবাসে ? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই পছন্দ কবে না ?

বেণু—বাড়িব সকলেই ভালবাসে।

আমি—আমি তোমাকে একটা কবে নাম বলছি, তুমি বলে যাবে তাবা ভালবাসে কি না ? দিদা ?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—নিত্যদা ?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—বউদি ?

বেণু উত্তর না দিয়ে চুপ কবে বইল। আবাব জিজ্ঞেস কবলাম—বউদি ?

বেণু—হ্যাঁ, ভালইবাসে।

বুঝলাম, বেণু বউদিকে তেমন পছন্দ কবে না।

আমি—বেখাদি ?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—ছন্দা ?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—সত্যদা ?

বেণু—ভালবাসে।

আমি—চিন্তদা ?

বেণু—চিন্তদা, চিন্তদা, চিন্তদা সুজাতাকে ভালবাসে।

আমি—তুমি চিন্তদাকে ভালবাস ?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিন্তদাকে খুব ভালবাস ?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমি চিন্তদাব-পাজামাটাব ওই বকম জায়গাটা কাটলে কেন ?

বেণু—বেশ কবেছি।

আমি—বেশ মজাই হয়েছে। চিন্তাদাব উপর একচোট শোখ খুলে নিয়েছে। তুমি কি দিয়ে ওদের সব জামা-কাপড়গুলো কেটেছো? ব্রেড দিয়ে?

বেণু—না, কাঁচি দিয়ে।

আমি—ওবা কেউ তোমাকে সন্দেহ করেনি?

বেণু—না।

আমি—তুমি আজ সন্ধ্যায় লোডশেডিং-এর সময় ছন্দাকে চড মেবেছিলে?

বেণু—হ্যাঁ।

আমি—তুমিই মোয়া সবিয়ে পবে খাওয়া মোয়াটা ফেলেছিলে?

হ্যাঁ, মাখা আটা রান্না ঘবেব দেওয়ালে কে ঝুঁড়েছিল?

বেণু—আমি।

আমি—বাথকমে বউদিব মাখায চায়েব পাতা ঝুঁড়ে মেবেছিলে?

বেণু—না।

আমি—তবে, কি কবে বন্ধ বাথকমে বউদিব মাখায চায়েব পাতা পড়লো?

বেণু—আমাব মনে হয় বউদি নিজেই কবেছে। ও খুব মিথ্যেবাদী।

বেণু—আব বউদিকে শ্যাম্পুব কৌটো ঝুঁড়ে মাবা?

বেণু—গুটা আমিই কবেছিলাম।

আমি—বউদি বলছিলেন ঘব বন্ধ ছিল।

বেণু—মিথ্যে কথা।

আমি—তোমাব হাত থেকে লোহার চুড়ি একটু একটু কবে নিজে থেকেই বেবিযে আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন? ব্যাপাবটা কী বলতো।

বেণু—আমিই চুড়িটা খুলে মেবেতে ফেলে দিয়ে বলেছিলাম—আবে আবে চুড়িটা নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেড়িয়ে এলো। ওবা সকলেই টিভি দেখছিল। আমাব কথায মেঝেব দিকে তাকায। চুড়ি পড়ে থাকতে সঙ্কলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি—ওদের ভয় দেখাতে তোমাব ভালো লাগছে?

বেণু—মজা লাগছে।

বেণুব সঙ্গে অনেক কথাই হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয়নি চিন্তকে ওব ভালো লাগে। চিন্তকে ঘিবে ও অনেক কথাই বলেছিল, যাব কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা শুধু চিন্ত ও বেণুই জানে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি বেণুব অভ্যন্তরীণ প্রেম, তাব অবদমিত যৌন আবেগ মস্তিষ্ককোষের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কবেছিল, তাবই পবিগতিতে বিভিন্নজনের এবং নিজের পোশাকেব যৌনস্থান ঢাকা পড়াব জায়গাগুলোয কাঁচি চালিয়েছিল।

এটুকু জানান বোধহয় অগ্রাসঙ্গিক হবে না, বেণুকে সামাল দিতেই ভুতুড়ে ব্যাপাব-সাপাব বন্ধ হয়ে যায়। এই একই সঙ্গে আবে জানাই, ওই পবিবাবেব ঘাঁবা এককভাবে ভূতদশী ছিলেন, তাঁবাও পববর্তী পর্যায়েব আমাব সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আগেব ভূত দেখাব দাবিগুলোকে হয় এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নয় স্বীকার কবেছেন বলাব সময় কিছু বড় চড়িয়ে ফেলেছিলেন।

বহু ভূতুড়ে ঘটনার
 অনুসন্ধান করেছে। বহু
 ক্ষেত্রেই দেখেছি, অনেকের মিথ্যা
 ভাষণে, অতি সাধারণ ব্যাপার পল্লবিত
 হয়ে বিশাল ভূতুড়ে ঘটনার রূপ নিয়েছে। এই
 জাতীয় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর
 দাবিদারেরা হয় অন্যের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে
 গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় মিথ্যে বলেছে,
 নতুবা নিজেদের বিশ্বাসকে অন্যের
 কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে
 মিথ্যে বলেছে। আজ পর্যন্ত
 পাওয়া কয়েক শো ভূতুড়ে
 ঘটনার প্রতিটি সমাধান
 করেই এ কথা বলছি।

অদ্ভুত জল ভূত

এগারো বছরের বন্ধুকে চোখেব চটপটে ছেলে অমিতকে (প্রযোজনের তাগিদে নামটা পাস্টালাম) ঘিবে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অদ্ভুত ভূতুড়ে ঘটনা।

অমিত গুপ্ত কলকাতার এক অতি বিখ্যাত স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। থাকে উত্তর কলকাতায়। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতাবাসী। নিজেদের বাড়ি। বনেদী পবিবাব। বাপ-ঠাকুরদার খেলাব সাজ-সবঞ্জামের ব্যবসা। এক নামে খেলাব জগতের সকলেই দোকান ও দোকানের মালিককে চেনেন।

অমিতকে ঘিবে ভূতুড়ে বহস্যের কাণ্ডটা জানতে পাবি ১৫ মার্চ। ‘আজকাল’ পত্রিকার দপ্তরে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পৃথগ গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি।

শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু,
 সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা,
 সবিনয় নিবেদন,

আমার পুত্র (নামটা দিলাম না) স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাকে কেন্দ্র করে কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে—যা আমার স্ত্রীর বয়ানে লিপিবদ্ধ। বয়ানটি

আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঙ্গে দিনাম। ঘটনাগুলোকে আমার যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পাচ্ছে না। আবার তাকে অস্বীকার করে সত্য প্রতিষ্ঠা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বাড়িতে এ নিয়ে স্বাভাবিক কাবণেই অশান্তি। এই পরিস্থিতিতে আমি ও আমার স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীণ ঘোষের শরণাপন্ন হতে চাই। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি ও সাহায্য আমার পবিবাবে শান্তি আনবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনার ও প্রবীণবাবুর সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। নমস্কাব।

ঠিকানা

স্বাক্ষর

আমাদের সুবিধের জন্য ধরে নিচ্ছি অমিতের বাবাব নাম সুদীপ, মা অনিতা। অনিতাব তিন পৃষ্ঠাব বয়ান পড়ে যা জ্ঞানতে পাবলাম, তাব সংক্ষিপ্তসাব—৬ থেকে ৯ মার্চ চাবদিন বাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ভিতবেব উঠোনে, দবজাব ঠিক সামনেই দেখা যেতে লাগল কিছুটা করে জল পড়ে থাকছে। ১০ তাবিখ বাত ৮টা নাগাদ ঘবেব আলো নিভিয়ে পর্দা সবিয়ে খাটে বসেছিলেন সৈকতেব মা অনিতা ও বাবা সুদীপ। সামান্য সময়ের জন্য নিজেবা কথা বলতে বলতে বাইবে নজব বাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন বাবান্দায় চোখ পড়ল তখন ওঁবা বিশ্বযেব সঙ্গে দেখলেন উঠোনে পড়ে আছে কিছুটা পাযখানা। ১১ তাবিখ সকাল ৯টা থেকেই শুক হলো ভূতেব (?) তীব্র অভ্যাচাব। অমিতের ঠাকুমা পূজো কবছিলেন। হঠাৎ ভিতবেব উঠোনে চোখ পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল। তাবপব থেকে সাবা দিন বাতে প্রায় চল্লিশাব জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘবে, বিছানায়, টেলিভিশনেব ওপবে। এই শুক, এবপব প্রতিটি দিনই সকাল থেকে বাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূতের তাণ্ডব।

অনিতাব জবানবন্দীতে, “চেযাবে বসে অমিত পডছে, পাশেই বিছানা। কলমেব ঢাকনাটা ভুলতে বিছানাব দিকে হাত বাডাতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলমেব জলেব মত জল পড়ে অমিতের জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।”

অমিতদের ঠিক পাশেই অমিতের মামাব বাড়ি। ভূতের হাত থেকে বাঁচাতে অমিতকে মামাব বাড়িতে বাখা হয়। সেখানেও ভূত অমিতকে বেহাই দেখনি। সেখানেও শুক হয় ভূতের উপদ্রব। নানা জায়গায় বহস্যজনকভাবে জলেব আবির্ভাব হতে থাকে। অমিত বাথকমে ঢুকে দবজাটা বন্ধ কবেছে সবে, হঠাৎ ওব মাথাব উপব কে যেন হুড-হুড কবে জল ঢেলে দিল। অথচ বাথকমেব একটি মাত্র জানলাও তখন ছিল বন্ধ।

এবপব অমিতকে আবার নিজেব বাড়িতেই ফিবিযে আনা হয়। বাড়িতে অনববত চলতেই থাকে ভূতের জল নিয়ে নানা বহস্যময় খেলা। সেদিনই বাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটা নাগাদ গৃহ-শিক্ষক অমিতকে পড়াছিলেন। গৃহ-শিক্ষকের সামনেই অমিতের চেযাবে হঠাৎ একগাদা জলেব আবির্ভাব। সেই বাতেই বাড়ির ও পাডাব লোকজন অমিতদের ভিতবেব উঠোনে দাঁড়িয়ে জল-ভূতের বিষয় নিয়েই আলোচনা কবছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়িতে দু’জন তান্ত্রিক দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র পূজো হয়েছে। এক ব্রাহ্মণ আট ঘণ্টা ধবে যজ্ঞও কবেছেন ভূত তাড়াতে। খবচ হয়েছে প্রচুব; কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। এই আলোচনায় সুদীপবাবু জানান, বাড়িটাই বিক্রি কবে দেওয়াব সিদ্ধান্ত

নিষেছেন। এতদিনেব বাস ভুলে চলে যাবেন, সিদ্ধান্তটা প্রতিবেশীদের পছন্দ হয়নি। কয়েকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে আমার সাহায্য নেওয়ার কথা জানান। অমিত আলোচনা শুনছিল। ও শাবীকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব কবছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবু নজবে পড়ে। অমিতকে এক মগ জল এগিয়ে দিয়ে বলেন, “শবীব খাবাপ লাগছে? চোখে মুখে জলের ছিটে দে, ভাল লাগবে।” অমিত জলের ছিটে দিয়ে সবে ঘুবেছে, অমনি কে যেন ওব মাথায় ওপব ঝপঝপ কবে জল ঢেলে দিল। সাবা শবীব ভিজ্ঞে একশা। অবাক কাণ্ড! অথচ ওপবেও কেউ ছিলেন না। সেই মুহূর্তে সুদীপ ও অনিতা একমত হলেন—আব নয়, প্রবীববাবু যদি কিছু কবতে পাবেন ভাল, নতুবা যে কোনও দামে বাড়িটা বিক্রি কবে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয় কিনে নেবেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই ঘটনাব আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। সুদীপ, অনিতাব মতামতের বিরোধিতা কবতে একজনও এগিয়ে এলেন না।

সুদীপের চিঠি ও অনিতাব লিপিবদ্ধ বযান পড়ে ঠিক কবলাম আজ এবং এখনই অমিতদের বাড়ি যাব। ‘আজকাল’-এব গাড়িতেই বেড়িয়ে পডলাম। সঙ্গী হলেন দুই চিত্র-সাংবাদিক ভাস্কব পাল, অশোক চন্দ এবং আমার দেহবন্ধী বন্ধিম বৈবাগী।

অমিত, ওব মা, বাবা জেরু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের ধাবণা, ঘটনাগুলোব পিছনে বয়েছে ভূতের হাত। গত কাল গীতা ও চণ্ডীপাঠ কবে গেছেন হাওডাব দুই পণ্ডিত। তাতে অবস্থাব কিছুই পবিবর্তন ঘটেনি। ভূতের আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাড়িব জল-পড়া চেযাব, বিছানা, মেঝে, টেলিভিশন, উঠোন, এমনকি মামাব বাড়িব বাথকমটি পর্যন্ত। বাথকমেব চাব দেওয়াল, ছাদ ও দবজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথকমে বাইবে থেকে জল ছুঁড়ে দেওয়া অসম্ভব। অতএব?

ঠিক কবলাম অমিতকে সম্মোহিত কবব। তাব আগে অমিতের সঙ্গে এটা এটা নিয়ে গল্প শুক কবে দিলাম। অমিত আমার নাম শুনেছে। আমার সম্বন্ধে অনেক খবব জানে। এও জানতে পারলাম আমার ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি পড়ে ফেলেছে। গল্পেব বই পডতে ভালবাসে, বিশেষ কবে গোয়েন্দা কাহিনী ও অ্যাডভেঞ্চার। নিজেবও অ্যাডভেঞ্চার কবতে ভালবাসে।

আমিও আমার ওই বয়েসেব গল্প শোনাচ্ছিলাম। কেমনভাবে মাযেব চোখ এড়িয়ে গল্পেব বই পডতে নানা ধবনেব পবিকল্পনা কবতাম, মা কেমন সব সময় ‘পড-পড’ কবে আমার পিছনে টিক্ টিক্ কবে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প। পবীক্ষাব রেকর্ডাণ্ট তেমন জুতসই হত না, আব তাই নিয়ে মা এমন বকাবকা কবতেন যে কি বলবো। একবাব মাকে খুব ভয পাইয়ে দিয়েছিলাম। মা মাবছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিংকাব কবে এমন নেতিয়ে পড়েছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মাবতে মাবতে আমাকে বুঝিবা মেবেই ফেলেছেন। তখন মা’ব সেকি কান্না।

আমবা দুজনে গল্প কবছিলাম। শ্রোতা আমার তিন সঙ্গী। ইতিমধ্যে ছবি তোলাব কাজও চলছিল। যখন বুঝলাম আমাদের দুজনেব মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তখন বললাম, “সম্মোহন তো আমার বইয়ে পড়েছ, নিজেব চোখে কখনও দেখেছ?”

অমিত নাফিয়ে উঠলো, “আমাকে সম্মোহন কববে ?”

বললাম, “বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুয়ে পড় ।” অমিত শুয়ে পড়লো । বললাম, “এক মনে আমার কথাগুলো শোন ।” আমি মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ‘suggestion’ দিচ্ছিলাম, সহজ কথায় বলতে পাবি, ওব মস্তিষ্ককোষে কিছু ধারণা সঞ্চাব কবছিলাম । মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল । ঘবে দর্শক বলতে আমার তিন নঙ্গী । সম্মোহিত অমিত আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল । আমার বিশ্বস্ত টেপ-বেকর্ডাবটা অমিতের বালিশের পাশে শুয়ে এক মনে নিজের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল । প্রশ্নগুলোর কয়েকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি ।

আমি—কে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন ?

অমিত—বাবা ।

আমি—জেঠু ভালবাসেন ?

অমিত—ই ।

আমি—ঠাকুমা ।

অমিত—হ ।

আমি—দাদু ?

অমিত—ই ।

আমি—মা ?

অমিত—মাও ভালবাসে, তবে খুব বকে, খুব মাবে ।

আমি—তোমার স্কুলের বেজান্ট কেমন হচ্ছে ?

অমিত—মোটামুটি ।

আমি—আগে আবও ভাল হতো ?

অমিত—ই্যা ।

আমি—তোমার মা যে এত বকেন, মাবেন, তোমার বাগ হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় না ?

অমিত—হয় ।

আমি—আমার মত দুষ্টমি কবে মাকে ভব পাইয়ে দাও না কেন ?

অমিত—তাই তো দিচ্ছি ।

আমি—কেমন কবে ?

অমিত—জল ভূত তৈরি কবে ।

আমি—জল নুকিয়ে বাখছ কোথায় ?

অমিত—বেলুনে ।

আমি—আব কাটাচ্ছে বুকি সেপটিপিন নিয়ে ?

অমিত—ঠিক ধবেছেন ।

আমি—বেলুন লুকোতে শিখলে কী কবে ? তুমি তো দেখছি দরুণ ম্যাজিসিয়ান ।

অমিত—আমানের স্কুলে সাইদ ক্লাব আছে । সিনিয়র স্টুডেন্টরা অলৌকিক-সাবাদের বক্তৃৎকি ফাঁদ কবে দেখায় বিভিন্ন জায়গায় নানা অনুষ্ঠানে ।

ওদেব কাছ থেকে আমবা জুনিয়াব স্টুডেন্টবাও অনেক খেলা শিখেছি।

জল ভূতের বহস্য ফাঁস হওয়াব পৰেও একটু কাজ বাকি ছিল। ছেলেটিকে সাময়িকভাবে তাব মানসিক বিষণ্ণতা থেকে ফিৰিয়ে এনেছিলাম। অনিতাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম—স্নেহশীল মায়েব সন্তানেব ভবিষ্যৎ গডাব ব্যাপাবে অতি উৎকণ্ঠা বা অতি আগ্রহেব ফল সব সময় ভাল হয় না, যেমনটি হয়নি অমিতেব ক্ষেত্রে।

সুদীপ ও অনিতাব কাছে জল-ভূতের বহস্য উন্মোচন কৰে বুঝিয়ে ছিলাম, কেন অমিত এমনটা কবল, তাব কাবণগুলো। স্থায়ীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিৰিয়ে আনতে অমিতেব প্রয়োজন মায়েব সহানুভূতি, ভালবাসা। সেই সঙ্গে সুদীপ ও অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতের বহস্যেব কথা তাঁবা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা যেন অমিতকে জানতে না দেন, কাবও কাছেই যেন অমিতেব এই দুষ্টুমিব বিষয়ে মুখ খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনাৰ মুখে ঠেলে না দেন।

অমিতেব মা, বাবাব অনুবোধেই ‘আজকাল’-এব পাতায় জল ভূতের বহস্য প্রকাশ কৰা হয় নি, কাবণ পত্ৰিকাৰ প্ৰতিবেদন অমিতেব নাম গোপন কৰা সম্ভব ছিল না, অমিতেব নাম প্রকাশ কৰে ওকে মানসিক চাপেব মধ্যেও ফেলা ছিল একান্তই অমানবিক।

গুৰুদেবেব আত্মা

এবাবেব ঘটনাৰ নাযিকা এক বেতাৰ সঙ্গীত-শিল্পী। ’৮৮-ব শীতের এক সন্ধ্যায় স্বামীৰ সঙ্গে এলেন। স্বামী একটি আধা-সবকাবী প্ৰতিষ্ঠানে উচু পদে কাজ কৰেন। নাম ধৰা যাক চঞ্চল আদিত্য। স্ত্ৰী অপৰ্ণা। চঞ্চল ছোট্ট-খাট্ট চেহাৰাব, বিবল দাড়ি-গোফেৰ, শাস্ত-শিষ্ট মানুষ। গায়েব বঙ ফৰ্সা। চুল আঁচডানো সুবোধ-বালক ধাঁচেব। বয়স বছৰ পঞ্চাশ। যে চুলগুলো সাদা হয়ে আছে, সেগুলোতে কলপ দিলে সম্ভবত তিবিশ বলেও চালান যায়। অপৰ্ণা পাঁচ ফুট চাব ইঞ্চিৰ সুঠাম চেহাৰাব বমণীয় বমণী। দৃষ্টিতে ও চোখেব কোলে বিষণ্ণতাৰ ছাপ লক্ষ্য কৰলেই ধৰা পৰে। দেহ-সৌন্দৰ্যে বহু সদ্য-যুবতীদেবও ঈৰ্ষা জাগাবাব ক্ষমতা বাখেন। দুই সন্তানেব মা। বড ছেলে বি এস সি দ্বিতীয় বৰ্ষেব ছাত্ৰ। ছোট উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

দুজনেব সঙ্গে আলাদা কৰে কথা বললাম। চঞ্চল কথা-প্ৰসঙ্গে জানালেন, পুজো-আৰ্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, , সং-সঙ্গ, সং-চিন্তা, সং-জীবন, সংযম ইত্যাদিকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন। স্ত্ৰীৰ সঙ্গে যৌন সম্পৰ্ক খাবাপ নয়। তবে যৌন জীবনকে তিনি গুৰুত্ব দিতে নাবাজ। স্বামী-স্ত্ৰী সম্পৰ্ক হওয়া উচিত আত্মিক, শাৰীৰিক নয়। বছৰ তিনেক আগে চঞ্চল স্ত্ৰীকে নিয়ে যান তাঁব গুৰুদেবেব কাছে। অপৰ্ণাৰ সেই প্ৰথম চঞ্চলেব গুৰু দৰ্শন। গুৰু জ্যোতিষ চৰ্চাও কৰেন। গুৰুদেবেব ইচ্ছেতেই অপৰ্ণা দীক্ষা নেন। চঞ্চল ছাড়াও অপৰ্ণা মাঝে-মাঝে গুৰুদেবেব আশ্ৰমে যেতেন, গান শোনাতেন। দু’বছৰ আগে গুৰুদেব দেহ বাখেন। তাবপৰ থেকেই অপৰ্ণা প্ৰায় গুৰুদেবেব আত্মাকে দেখতে পাচ্ছেন। গুৰুদেবেব আত্মাব কথা শুনতে পাচ্ছেন। গত এক বছৰ তিন মাসে

দুজন মনোবোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে অপর্ণাৰ চিকিৎসা কৰিয়েছেন। সামান্যতম উন্নতিও লক্ষ্য কৰা যায়নি। বৰং আত্মাৰ আবিৰ্ভাব বৰ্তমানে অত্যাচাৰে দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণা কথায় কথায়, গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানালেন। চঞ্চলেৰ পূজা-আৰ্চা, জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সংযম ইত্যাদি পুৰুষত্বহীনতা থেকেই এসেছে। অতিমাত্রায় কামশীতল এবং সংগমকালে বীৰ্য ধৰে বাখাব ক্ষমতা অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী। নিজেৰ অক্ষমতাৰ জন্যই অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ। ঔব সন্দেহ থেকে সংসাৰ বাঁচাতে জলসায় গাওয়া বন্ধ কৰতে হয়েছে। বেওয়াজেৰ সঙ্গে সংগত কৰাব তবলটী পৰ্যন্ত নিজেৰ ইচ্ছে ঠিক কৰতে পাৰিনি। যাটব উৰ্ধে এক বৃদ্ধকে বিপদ সত্তাবনা নেই বিবেচনা কৰে চঞ্চল তবলটী বেখেছেন।

চঞ্চলেৰ কাছে বেশ কয়েকবাৰ গুৰুদেবৰ কথা শুনেছেন অপর্ণা। কিন্তু একবাবেৰে জানোও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰেননি, বৰং সত্যি বলতে কি পূজা-আৰ্চা জ্যোতিষী, গুৰু, এ সবেৰ উপৰ এক বিতৃষ্ণাই তীব্ৰতৰ হ'ছিল চঞ্চলেৰ কাপুৰুষতা ও হীনমন্যতা দেখে দেখে। তবু সংসাৰে সুখ ও শান্তি বজায় রাখতে এই সমস্ত কিছুৰ সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিজেকে সম্পূৰ্ণ গুটিয়ে নিয়ে শ্বশুৰ, শাশুড়ি, স্বামী, পুত্ৰদেব সেবাৰ মধোই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাৰ জন্য নিজেৰ সঙ্গেই নিজে সংগ্ৰাম কৰছিলেন অপর্ণা। কিন্তু যে দিন চঞ্চলেৰ গুৰুদেব আনন্দময়কে দেখন, সেদিন কিছুটা চমকে গিয়েছিলেন অপর্ণা। ঐকেই এত শ্ৰদ্ধা কৰেন চঞ্চল ? আনন্দময় অপর্ণাৰ চেয়ে দু-চাৰ বছৰেৰে ছোটই হ'বন। আনন্দময় চালাক-চতুৰ সুদৰ্শন যুবক। মেয়েবা নাকি ছেলেদেব চাউনি দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পাৰেন। অপর্ণাও পেৰেছিলেন। বুঝেছিলেন আনন্দময় অপর্ণাৰ মজেছেন, অপর্ণাকেও মজাতে চান। কিছুটা বেপৰোয়া আনন্দ পেতে কিছুটা চঞ্চলেৰ উপৰ প্ৰতিশোধ তুলতে চঞ্চলকে না জানিয়েই অপর্ণা গুৰুদেবৰ আশ্ৰমে গিয়েছেন। গুৰুদেবৰ সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটু একটু কৰে বাডছে সেই সময়ই তিনি দেহ বাখলেন। না, চূড়ান্ত দেহ মিলনেৰ ইচ্ছে থাকলেও তেমন সুযোগ ঘটাব আগেই আনন্দময়েৰ জীৱনে শেষদিন ঘনিয়ে আসে। তাৰপৰ থেকেই আনন্দময়েৰ অতৃপ্ত আত্মা অপর্ণাৰ সঙ্গে মিলিত হওয়াৰ ইচ্ছা যোৰাঘৰি কৰে। অপর্ণাৰ শৰীৰেৰ বিভিন্ন স্থানে হাত দেয়। ঘূমেৰ মध्ये অনেক দিন নাকি মৈথুনেৰ চেষ্টা কৰেছে।

অতৃপ্ত যৌন-বাসনাৰ থেকেই অপর্ণাৰ বিষগ্নতা। অপর্ণাৰ আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্যে যখন পুৰুষৰা স্বাভাবিক কাৰণেই আকৰ্ষিত, তখন অপর্ণাৰ জীৱনে এসেছেন এক নীতিবাগীশ যৌনসুখদানে অক্ষম সন্দিগ্ধ পুৰুষ। অপর্ণা যখন নিজেৰ জীৱনেৰে গুটিয়ে নিয়ে সংসাৰেৰ কাজেই নিজেৰ সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাৰ চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে মাৰতে চেয়েছে, তখনই জীৱনে এসেছে চঞ্চলেৰ গুৰুদেব। গুৰুদেব অপর্ণাৰ সুপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে আৰাৰ জাগিয়ে তুলেছেন। অপর্ণাৰ অতৃপ্ত বাসনা যখন দাঁউ দাঁউ কৰে জ্বলে উঠেছে, তখনই বাসনাৰ আগুনে জল ঢেলে দিল গুৰুদেবৰ মৃত্যু। এই মৃত্যু অপর্ণাৰ জীৱনে নিয়ে এসেছে হতাশা ও বিষগ্নতাৰ জমাট অন্ধকাৰ। অপর্ণাৰ জীৱনে গুৰুদেব মৰীচিকাৰ মতই এসেছেন, অপর্ণাৰ পিপাসাকে বাডিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহপ্ৰবণ স্বামীৰ দৃষ্টি এডিয়ে জীৱনকে ভোগ কৰাৰ একমাত্র উপায়, একমাত্র নাযক ছিলেন গুৰুদেব। এখন কী হ'বে ? আৰাৰ সেই স্বামী নামক এক মেরুদণ্ডহীন মানুষেৰ

ইচ্ছেব কাছে নিজেকে তুলে দিতে হবে ? বলি দিতে হবে নিজের সদ্য নতুন কবে জেগে ওঠা যৌবনকে ? গুরুদেবের মৃত্যু অপর্ণার হতাশাকে, বিষণ্ণতাকে বাড়িয়েই তুলেছে, জাগিয়ে তুলেছে এইসব প্রশ্নকে । যুবে ফিবে এসেছে গুরুদেবের চিন্তা । গুরুদেবের চিন্তা মস্তিষ্কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে বেখেছে যে, অন্য কোনও জীবনধর্মী চিন্তা সেখানে স্থান পায়নি । একটু একটু করে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অপবাপব শর্তাধীন প্রতিফলনগুলো বা conditioned reflexগুলো স্তিমিত হতে থাকে, দুর্বল হতে থাকে । অপর্ণা বিষণ্ণতা বোগের শিকার হয়ে পবেন । উপসর্গ হিসেবে অলীক শ্রবণ, অলীক দর্শন ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ।

স্বাধীভাবে অপর্ণাকে সুস্থ করে তোলাব জন্য অপর্ণার স্বামী চঞ্চলের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কেন এব আগে চিকিৎসকরা অপর্ণাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । স্বামী হিসেবে তিনি চিকিৎসকের ও ওষুধের হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ করে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন । কিন্তু এভাবে স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলা বা অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব । সহবাসে বীৰ্যক্ষয়ের জন্য দেহ-মনের ক্ষতি হয় এমন ভাবটা যে একান্তভাবেই ভুল ও বিজ্ঞান-বিরোধী এই সত্যটুকু বোঝাতেই তাঁর সঙ্গে দুটি দিন বসতে হয়েছিল । বুঝিয়ে ছিলাম, একটা বিডাল পুষলে, তাকেও খেতে দিতে হয় । না দিলে এব-ওব হেঁসেলে মুখ দেবে, এটাই স্বাভাবিক । যাকে জীবনসঙ্গিনী করে এনেছেন, তিনি পুতুল নন, বক্ত-মাংসের মানবী । তাঁকে যৌবনের স্বাভাবিক খোবাকটুকু না দিলে তিনি যদি অন্যের হেঁসেলে নজব দেন. তবে ভাব সম্পূর্ণ দায় আপনাবই । আপনাব ভিক্টোবিয়ান যুগের যৌনশুচিতাব ধ্যান-ধ্যাবণাগুলো পাল্টান । যদি আপনি নিজেকে পাল্টাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র তবেই আমি আপনাব স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিবিযে আনাব চেষ্টা কবতে পাবি । নতুবা কয়েকদিনের জন্য তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে আমি শ্রম দিতে নাবাজ ।

চঞ্চল আন্তবিকভাবে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছিলেন । আমি সাহায্য করেছিলাম মাত্র । চঞ্চল স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীব দৈহিক সম্পর্কের জীবনে ফিবেছিলেন । আমিও আমাব কথা বেখেছিলাম । অপর্ণা বর্তমানে সুখী স্ত্রী ।

একটি আত্মাব অভিশাপ ও ক্যাবাটে মাস্টার

’৮-৭-ব ১ জুলাই, প্রচণ্ড গবমে ক্লাস্ত শবীবটা নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগদ বাড়ি ফিবে দেখি লোডশেডিং-যেব মধ্যে বৈঠকখানায় চাব তকণ আমাবই অপেক্ষায় বসে । দুজন এসেছেন একটি সাইন্স ক্লাব থেকে, গুঁদের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে । তৃতীয় তকণ ববীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে । চতুর্থজন ববীন্দ্রনাথের সঙ্গী । দুই তকণের সঙ্গে প্রযোজনীয় কথা সেবে বিদায় দেওয়াব পব ববীন্দ্রনাথের দিকে মন দিলাম । ববীন্দ্রনাথের ডাক-নাম ববি । বয়েস জানাল একুশ । অনুমান কবলাম লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চিয মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ

কে জি। পবনে সাদা টেবিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাসানে আধুনিকতাব ছোঁয়া, উকব পাশে কালো সুতোয় মোটা কবে লেখা Ashihara Kai-Kan (Karate)। হাফ-হাতা গেঞ্জির জন্য বাহুব যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউন্ডের মত পেশীব আভাস। ববিব চোখের দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা এক জোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওব মানসিক ভাবসাম্যেব অভাবেব ইঙ্গিত বহন কবছিল।

ববি কথা শুক কবল এইভাবে, “আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মবে যাব। আত্মহত্যা কবা ছাড়া আমাব কোনও উপায় নেই।”

বললাম, “আমাব দ্বাৰা তোমাকে যদি বাঁচান সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমাব সব কথাই শুনব, তাব আগে বলতো, আমাব ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন?”

“জুন সংখ্যা ‘অপবাব’ পত্রিকায আপনাব একটা ইন্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমাব মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পাবেন, তবে সে আপনি। আমি অপবাব পত্রিকায অফিস থেকেই আপনাব ঠিকানা সংগ্রহ কবেছি।”

ইতিমধ্যে আমাদেব জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ ববি ও ববিব বন্ধুব দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, “বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে।”

ববি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “না, না, তা নয়, আপনি যদি আমাব বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমাব মানসিক অবস্থা আপনাব সামনে খুলে দেখাতে পাবতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাঁচাব তাগিদেই আমি আপনাব ঠিকানাব জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকায অফিসে দৌড়েছি।”

“যাই হোক তুমি যখন আমাব কাছে এসেছ, তোমাব সব কথাই শুনবো এবং সাধ্যমত সমস্ত বকমেব সাহায্য কবব। ততক্ষণ ববং আমবা চা খেতে খেতে তোমাদেব বাড়িব কথা শুনি।”

একটু একটু কবে ওব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চাব বছবেব ভাই পুকাই ও ববিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধবনেব বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়েব বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীৰ সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি কবে উঠতে পাবেননি। থাকেন কলকাতাব বেলেঘাটা অঞ্চলে ‘আলোছায়া’ সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

ববি ‘আসিহাবা কাইকান ক্যাবাটে অবগানাইজেশন’-এব ফুলবাগান ব্রাঞ্চেব নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অবগানাইজেশনেব প্রধান কার্যালয়। প্রধান পবিচালক ভাবতীয় ক্যাবাটেব জীবন্ত প্রবাদ পুরুষ দাদি বালসাবা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চেটা এল’ পার্কে। এখানে ববি ক্যাবাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, ববি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিযাব ব্রাউন বেন্ট। এবাবই ব্ল্যাক বেন্ট পবীক্ষা দেওয়াব কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতাব জন্য পবীক্ষা দিতে পাবেনি।

কলকাতা এবং কলকাতাব বাইবে এমনকি বাংলাব বাইবেও বহু ক্যাবাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ববি। কখনও দাদি বালসাবাব সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী ‘৮৬-ব সবস্বতী পূজোব দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘেব মাঠে। সেদিন কনুইয়েব

আঘাতে ববি আটটা ববফেব স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদের মুগ্ধ কবেছিল, ভালবাসা আদায় কবেছিল। দুটো বিশাল ববফেব চাই কেটে তৈরি হয়েছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

ববি এবাব আসল ঘটনায় ফিবল। বলতে শুক কবল, ‘মাস’দুয়েক আগেব ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলেব ২৫, শনিবাব। খবব পেলাম ববি নামে একটা ছেলে ট্রেনেব তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা কবেছে। খববটা পেয়ে যখন দেখতে হাজিব হলাম তখন দেৱী হয়ে গেছে, পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।

“পবদিন ববিবাব, সকালে ক্লাবে ক্যাবাটে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি এলাম ন’ট, নাগাদ। আমাদেব বাড়িতে এক উঠোন ঘিবে কয়েক ঘব ভাড়াটে। ক্যাবাটেব ব্যাগ নিয়ে ঢুকলাম পাশেব কার্তিক কাকুব ঘবে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প কবতে কবতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালেব বেলে কাটা পডাব কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা কবেছে, নাম ছিল ববি। ওই ববিব বদলে আমি ববি গেলেই ভাল হত।

“ওই ববিব বদলে আমি ববি মবলে ভাল হত, এই কথাটা ঘুরে ফিরে বাব কয়েক প্রকাশ কবতে হঠাৎই কাকু আমাব চোখেব দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব মবাব শখ হয়েছে, নাৰে ?

“কাকুব ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে কেটে কেটে আমাব মাথায ঢুকে গেল। মাথাব সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকুব চোখে দিকে তাকিয়ে গা শিবশিব কবে উঠল। মুহূর্তে আমাব সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। খবখব কবে কাঁপছিলাম। দু-পায়েব উপব নিজেব শবীবকে ধরে বাখতে পাবছিলাম না। এক সময় দেখলাম হাতেব বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝর কবে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল। ঘবেব চৌকাঠ পেকলেই এক চিলতে বাবান্দা। কোনও মতে বাবান্দায় গিয়ে হাজিব হতেই হড হড কবে বমি কবে ফেললাম। আমাব চোখেব সামনে ছয়-সাত বছর আগে দেখা একটা দৃশ্য ছায়াছবিব মত ভেসে উঠল।

“আশি বা একাশি সালেব বর্ষাকালেব সকাল। আনন্দ পালিত বোডেব ব্রিজটাৰ ওপব দিযে আসছিলাম বাজাব করে। অনেক তলায় বেল লাইনেব মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পবপবই ট্রেন চলাচল কবে, একটু দূৰে লাইনেব ধাবে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পডলাম। লোকটা আত্মহত্যা কবে না তো ?

“মিনিটখানেক অপেক্ষা কবতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনেব উপব গলা দিয়ে দু’হাত দিয়ে লাইন আঁকড়ে বইল।

“তীব্র সিটি বাজিয়ে ব্রেক কসল ট্রেনটা। দু-পাশেব চাকা থেকে আগুনেব ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটাৰ উপব দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শবীরটা পাথবেব টুকবোব ঢাল বেয়ে নেমে এল। গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামবাটাও লোকটাৰ দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায় কী নোট করে সিটি বাজিয়ে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টেব দবজা জানলা দিযে উকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এবাব আমি কাটা মুণ্ডটাকে দেখতে পেলাম। দু-পাশেব

এমন একটা বোমাধুকব ভূতুড়ে ব্যাপাব নেহাৎই মাঠে মাঝা যাবে ?

শেষ চেষ্টা হিসেবে জলে ডোবার আগে খড়কুটো ধবাব মত ধবলাম কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার নম্বব ওয়ান শ্রী সুবিমল দাশগুপ্তকে । স্মার্ট চেহারা অসাধারণ বকবাকে চোখে অধিকারী সুবিমলবাবুকে পুলিশ ভূতের বিষয়ে জিজ্ঞেস কবলাম, “আপনাদের গোয়েন্দাবা নাকি হাজাব মাথা ঘামিয়েও এই ভৌতিক বহিস্যেব কিনাবা কবতে পাবেননি ? এখন একটা শাস্তি-স্বস্ত্যযনের কথা ভাবছেন ?”

সপ্রতিভ কঠে শ্রী দাশগুপ্ত উত্তব দিলেন, “ওই ভূতের ব্যাপাবটা পূবোপূবি মিথ্যে । এমন কোন ঘটনাই আদপে ঘটেনি, সুতবাং আমাদের দপ্তরের মাথা ঘামাবাবও কোন প্রল্লই ওঠে না ।”

এবপব যোগাযোগ কবি ট্যান্ড্রি-ড্রাইভাবস ইউনিয়নের সঙ্গে । সাধাবণ সম্পাদক শিশিব বায় জানান, তাঁরা অনেকই ঘটনাটা শুনেছেন, কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন । অনেকে অবশ্য ঐ পথ বর্জন কবে চলেছেন ।

আমাব কাছে যেটা বিশ্ববকব মনে হয়েছে সেটা হল, এমন একটা বিদঘুটে মিথ্যে খবব আনন্দবাজাবের মত নামী-দামী পত্রিকা এত শুকত্ব দিয়ে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপাল কী কবে ? অদ্ভুতুড়ে খববটি দেখে বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদকের কাবোও কি একবাবের জন্যেও মনে হয়নি, খববটির সত্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে ?

এক সত্যি ভূতের কাহিনী ও এক বিজ্ঞানী

ভূত নেই নেই কবে যাঁবা চোঁচাচ্ছেন, যাঁবা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলছেন, “মৃত্যুব পবেই মানুষের সব শেষ”, “আত্মা মোটেই অমব নয়,” তাঁদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েই একটি ভূতের “সত্যি কাহিনী” প্রকাশিত হলো “পুলিশ ফাইল” নামেব একটি মাসিক পত্রিকায় । পুলিশ ফাইল পত্রিকাব সম্পাদক মোটেই এলে-বেলে লোক নন, দস্তব মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনীশ দেব । ভৌতিক ঘটনাটির নায়ক দেবেন, নাথিকা অনুবাবাব ছবিও সম্পাদক প্রকাশ কবেছিলেন, সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন দেবেনেব পূবো ঠিকানা ।

ঘটনাটা ছোট্ট কবে জানাচ্ছি ।

দেবেন থাকেন ‘কলকাতাব কাশীপূবের ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেনে । দেবেনেব বাবা বামদেববাবু পূবসভার কেরানী । দেবেন বয়সে তরুণ । বিয়ে কবে ১২ জুন ১৯৮৫ । স্ত্রীব অনুবাবা ভুবনেশ্বের কাছী লেনেব বাসিন্দা ছিলেন । বাবাব নাম জগদেব নাবায়ণ ।

বিয়ের পর দিন ১৩ জুন প্রথম ভৌতিক ঘটনাটা ঘটল । ফুলশয্যাব বাতে দেবেন অনুবাবাকে একা পেয়ে অনুবাবার গলা এবং শবীরের নানা অংশে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে বক্তাক্ত কবে তুলল । সেই সঙ্গে ভয় দেখিয়ে বলল, “তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন বাঁচতে পাববে না । আমি তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাবা” আবও একটা অদ্ভুত ব্যাপাব

হল, দেবেন যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন তা দেবেনের গলাব স্বব ছিল না, মেয়েৰ কণ্ঠস্বব বেবিযে আসছিল ।

অনুবাধা ভযে দিষ্টদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকাব কবতে কবতে ঘব থেকে বেবিযে আসে । চিৎকাবে অনুবাধাব শাশুড়ী ও ননদেব ঘুম ভেঙে গিযেছিল ।

শাশুড়ীব কাছে এসে ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বলে অনুবাধা অজ্ঞান হয়ে পড়েন । অনুবাধাকে শুইযে দিয়ে দেবেনেব মা বাবা ও দুই বোন ফুলশয্যাব ঘবে ঢুকে দেখেন দেবেন ঘুমোচ্ছে । ঘুম থেকে তুলে দেবেনকে কামডানোব কাবণ জিজ্ঞেস কবায দেবেন বিস্ময় প্রকাশ কবে বলে, এমন কিছু সে কবেইনি । সকলে এবাব এলেন অনুবাধাব কাছে । ঘুমন্ত অনুবাধাব ক্ষত থেকে আববণ সবাতেই আব এক বিস্ময় ? কোথায়ই বা ক্ষত ? কোথায়ই বা বস্ত্র ?

দ্বিতীয় বাতে অনুবাধাকে একা পেযে দেবেন আবাব আক্রমণ চালাল । কামড়ে নাক আব দুটো কান কেটে নিল ।

অনুবাধাব চিৎকাবে এ বাতে দেবেনেব বাড়িব লোক ছাড়া প্রতিবেশীবাও ছুটে এলেন । অনুবাধাকে নীলবতন হাসপাতালে ভর্তি কবা হল । কাশীপুব থানায় খবব গেল । পবদিন সকালে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টব পঙ্কজকুমাৰ লাহা তদন্ত কবতে হাসপাতালে গেলেন । সেই সময় অনুবাধাব নাক কান আব বুৰে ব্যান্ডেজ ঝাধা । ডাক্তাব ভট্টাচার্য জানালেন বেশি বস্ত্রপাতেব জন্য অনুবাধাব ঝাচাব আশা নেই ।

শ্রীলাহা এবাব এলেন কাশীপুৰে দেবেনেব বাড়িতে । দেবেন জানালেন, তিনি এইসব ঘটনাব কিছুই জানেন না । শ্রীলাহা দেবেনকে নিয়ে গেলেন মৃত্যুব প্রহব গোনা অনুবাধাব কাছে । কিন্তু কী আশ্চর্য ? হাসপাতালে অনুবাধাকে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ সুস্থ এবং অক্ষত অবস্থায় । নাক কানেব অংশ যে কযেক ঘণ্টা আগে কামড়ে কেটে নেওয়া হয়েছিল, তাব সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া গেল না অনুবাধাব শবীৰে ।

খবব পেযে অনুবাধাব বাবা এসেছিলেন ভূবনেশ্বৰ থেকে । সন্দেহ প্রকাশ কবলেন দেবেনেব উপব ভূতে ভব কবেছে । পবেব দিন সকালে তিনি উত্তবপাড়া থেকে তান্ত্রিক অঘোব স্যানালকে নিয়ে এলেন । দেবেনেব বাড়িতে ঢোকাব মুখে বিশাল ভীড । পুলিশ এসেছেন । এসেছেন ডাক্তাবও । জানতে পাবলেন গতবাতে অনুবাধা শুযেছিলেন শাশুড়ীব ঘবে । শ্বাশুড়ী নাকি গলা টিপে মেবে ফেলেছেন । ডাক্তাব পবীক্ষা কবে জানিযেছেন অনুবাধা মৃত ।

অঘোব তান্ত্রিক জানালেন এসবই এক ভূতেব কাবসাজি । পুলিশ ‘লাশ’ না নিয়ে গিযে যদি তাঁকে পূজো কবায জন্য কিছুটা সময় দেন, তবে তিনি অনুবাধাকে ঝাঁচিযে দিতে পাববেন; সেই সঙ্গে এই পবিবাবেব সকলকে চিবকালেব জন্য ঐ ভূতেব হাত থেকে ঝাচাতে পাববেন ।

পুলিশেব অনুমতি মিলল । দ্রুত পূজোব আযোজন কবা হল । অঘোব তান্ত্রিক যজ্ঞ শুরু কবতেই দেবেন মেয়েব গলায চিৎকাব কবতে লাগল, “আমাকে ছেড়ে দাও । আমাকে মেব না ।” শেষ পর্যন্ত জানা গেল শাকিলা নামেব একটি মেযে ‘৮৫-ব ৮ জানুযাবি আত্মহত্যা কবেছিল । তাবই আত্মা এইসব কাণ্ড ঘটিযেছিল । একসময় মৃত অনুবাধা সবাইকে আশ্চর্য কবে উঠে বসল ।

অনুবাধাকে মৃত ঘোষণা কবা ডাক্তাব অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, অলৌকিক আজও

ঘটে। মন্ত্ৰশক্তিতে মৃতকেও বাঁচান যায়।

কাহিনীৰ শেষে লেখা বয়েছে “এ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্য।”

কাহিনীৰ শুকতেই লেখা ছিল “পুলিশ ফাইল থেকে”, অর্থাৎ, পুলিশ ফাইল থেকেই এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

লেখাটি সাধাৰণ মানুষেৰ মध्ये এমন গভীৰভাবে প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰেছিল যে, বেশ কিছু চিঠি এই প্ৰসঙ্গে আমি পেয়েছিলাম। প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই পত্ৰ লেখক-লেখিকাৰা জানতে চেয়েছিলেন আমি এই “সত্য ঘটনা”কে স্বীকাৰ কৰি কি না এবং সেই সঙ্গে স্বীকাৰ কৰি কিনা ভূতৰ অস্তিত্বকে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান আন্দোলনেৰ সঙ্গে যুক্ত অনেকেও লেখাটি পড়ে, বিভ্রান্ত হয়ে এই বিষয়ে আমাৰ মতামত ও ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। যুক্তিবাদীদেৰ মনেও বিভ্ৰান্তি দেখা দেওযাৰ কাৰণ ১। পত্ৰিকাটিৰ সম্পাদক পৰিচিত বিজ্ঞান পেশাৰ মানুষ। ২। ঘটনাটি পুলিস ফাইল থেকেই নেওযা বলে ঘোষণাৰ জানান হয়ছে। ৩। কাহিনীৰ শেষাংশে বলা হয়ছে—“ঘটনাটি অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্য।” ৪। ঘটনাৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ দেবেন এবং অনুবাধাৰ ফটোও ছাপা হয়ছে।

ভূতে পাওযা প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই হয় মানসিক বোগ, নয় তো অভিনয়। মস্তিষ্ক-কোষ থেকেই আমাদেৰ চিন্তাৰ উৎপত্তি। একনাগাড়ে ভূতৰ কথা ভাবতে ভাবতে অথবা কোনও বিশেষ মুহূৰ্ত্তে ভূতে ভব কৰেছে ভেবে কোনও কোনও আবেগপ্ৰবণ মানুষেৰ মস্তিষ্ক-কোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যাকে চলতি কথায় বলতে পাৰি মাথাৰ গোলমাল। এই সময় মানসিক বোগী ‘তাৰ উপৰ ভূতে ভব কৰেছে’ এই একান্ত বিশ্বাসে অদ্ভুত সব ব্যবহাৰ কৰে। ভূতে পাওযা যদি মানসিক বোগ না হয় তবে অবশ্যই ধৰে নেওযা যায় বোগী বা বোগিণী ভূতে পাওযাৰ অভিনয় কৰছে। এখানে অনীশ দেবেৰ পত্ৰিকাৰ লেখক অমৰজ্যোতি মুখোপাধ্যায়েৰ ‘সত্য কাহিনী’টিতে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, বিজ্ঞানে যাৰ ব্যাখ্যা মেলে না। কাটা নাক কান জুড়ে যাচ্ছে, ক্ষত চিহ্ন মিলিয়ে যাচ্ছে, মৃত জীবিত হচ্ছে ইত্যাদি।

আমাৰ মনে হয়েছিল-এৰ একটাই ব্যাখ্যা হয়, সম্পাদক ও লেখক আমাদেৰ প্ৰত্যেককে প্ৰভাবিত কৰেছেন। সত্য কাহিনীৰ নামে আগাগোড়া মিথ্যে কাহিনী বলে গেছেন। কিছু বিজ্ঞানকৰ্মীৰ তাও সন্দেহ ছিল এমন একজন পৰিচিত বিজ্ঞান পেশাৰ মানুষ ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কি পাত্ৰ-পাত্ৰীৰ নাম ঠিকানা ছবি ছাপিয়ে থানাৰ সাব-ইন্সপেক্টৰেৰ নাম, হাসপাতালেৰ নাম, ঘটনাৰ তাৰিখ উল্লেখ কৰে পুৰোপৰি মিথ্যে লিখবেন ? বহস্য থাকলে তা হয় তো অন্য কোনও জাৰ্ঘ্য।

ষ্ট্ৰিট ভাইবেষ্টবিতে শ্যামল মুখাৰ্জি লেনেৰ নাম খুজতে গিয়ে প্ৰথম ধাক্কা খেলাম। এমন নাম কোথাও নেই। ঠিক কবলাম ঠিকানা যখন পেলাম না, এবাৰ কাশীপুৰ থানা থেকে খোজ কৰা শুক কৰি। দেখি তাঁৰা এই ঘটনা সম্পৰ্কে কতটা আলোকপাত কৰতে পাবেন। ঠিকানাটাৰ হৃদিশও ওদেৰ কাছ থেকেই পাওযা যাবে।

প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰে ভাব তুলে দিলাম আমাদেৰ সমিতিৰ এক তৰুণ বিজ্ঞান কৰ্মীৰ হাতে। তাৰ হাত দিয়েই ‘ভাৰতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ৰ বাইটিং প্যাডে কাশীপুৰ পুলিস ষ্টেশনেৰ অফিসাৰ ইনচাৰ্জকে উদ্দেশ্য কৰে লেখা এৰাটি চিঠি

পাঠাই। সঙ্গে পুলিশ ফাইলের তথাকথিত সত্যি ভূতের কাহিনীটির ফটো কপিও। চিঠিতে জানাই ‘পুলিশ ফাইল’ পত্রিকার জুন ১৯৮৮ সংখ্যায় একটি ভূতুড়ে ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৬ নং শ্যামল মুখার্জী লেন কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে বলা হয়েছে। পত্রিকাটির ফটো কপি আপনার পডাব জন্য পাঠালাম।

আমাদের সমিতি নানা অলৌকিক ঘটনার সত্যানুসন্ধান করে থাকে। আপনার এলাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার বিষয়ে আমবা অনুসন্धानে উৎসাহী। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সমিতির সদস্যকে পাঠান হলো। তাঁকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা কবলে বাধিত হবো। চিঠির তাবিখ ছিল ৫।৬।৮৮।

পরের দিনই বিজ্ঞানকর্মীটি কাশীপুর থানায় যোগাযোগ কবে, চিঠিটি দেয় এবং প্রধানত তিনটি বিষয়ে জানতে চায় ১। শ্যামল মুখার্জী লেন নামের কোনও ঠিকানা আদৌ এই থানা এলাকায় আছে কি না? ২। ঘটনাকাল ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমার লাহা নামের কোনও সাব-ইন্সপেক্টর আদৌ কাশীপুর পুলিশ স্টেশনে কাজ কবতেন কি না? ৩। জুন ১৯৮৫-তে এই ধবনের কোনও ঘটনা থানার ডাইবিতে বা অন্য কোনও নথিতে আছে কি না?

৯ জুন আমাকে লেখা এক চিঠিতে থানার অফিসার ইন-চার্জ স্পষ্ট ভাষায় যা জানালেন, তাব সংক্ষেপ-সাব—১। কাশীপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনে এমন কোনও ঠিকানা নেই। ২। ১৯৮৫ সালে পঙ্কজকুমার লাহা নামের কোনও সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন না। ৩। এই ঘটনার কোনও তথ্য আমাদের পুলিশ স্টেশনের নথিতে নেই।

আমি বিস্মিত হলাম। কী চূড়ান্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে চালবাব চেষ্টা কবেছেন সম্পাদক ও লেখক। এব পবও কি আমার দেখা উচিত, সম্পাদকের ও লেখকের তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু বলাব আছে কি না? একাধিক দিন আমি এবং ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির একাধিক সদস্য সম্পাদক অনীশ দেবের বাড়ি গিয়েছি। ওই বাড়িই পুলিশ ফাইল পত্রিকার অফিস। কোনও দিনই অনীশ দেবের দেখা পাইনি। আমাদের আসাব উদ্দেশ্য প্রতিবাবই অফিসের জনৈক কর্মীকে জানান হয়েছে। জানিয়ে ছিলাম, দেবেন-অনুবাধাব ‘সত্যি কাহিনী’ বওপব আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধান এবং কাশীপুর থানাব লিখিত উত্তব বলছে লেখাটির সঙ্গে বাস্তব সত্যেব কোনও সম্পর্ক নেই। এটা স্রেফ গল্পকথা। এই বিষয়ে অনীশবাবুব কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও প্রমাণ থাকলে তিনি প্রমাণ সহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে যোগাযোগ কবলে বাধিত হবো।

অনীশ দেব আমার সঙ্গে দেখা কবেননি। পবিবর্তে ১৮ জুন তাবিখে লেখা তাঁব একটি পোস্ট কার্ড পাই। তাতে শুকতে লেখা, “আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে পাবিনি বলে দুঃখিত।” মাঝখানে এক জায়গায় লেখা, “আমবা লেখাটি গল্পকথা হিসেবেই প্রকাশ কবেছি।” শেষ অংশে লেখা, “‘পুলিশ ফাইল’ আপাতত আমবা বন্ধ কবে দিয়েছি। ফলে আগামী সংখ্যাতে যে কোনও ক্রটি স্বীকার কবব সে সুযোগও নেই। সুতবাং এজন্য দুঃখপ্রকাশ কবছি। আপনাব পবিচালনায় যুক্তিবাদী আন্দোলনের

সাক্ষ্য কামনা করে শেষ কবছি ।।”

চিঠিটা অনীশ দেবের ডিগবাজীর সাক্ষ্য হিসেবে সময়ে বেখে দিয়েছি। এব পবেও অনীশবাবুৰ কাছে কয়েকটি জিঞ্জাসা আমাৰ থেকেই গেল। অনীশবাবু, সতিই কি ‘গল্পকথা’ হিসেবেই লেখাটি প্রকাশ কবেছিলেন ? তবে আবার ‘সতি কাহিনী’ প্রমাণেৰ জন্য ভূবি ভূবি বাক্যি খবচ কবলেন কেন ? কেনই বা কাল্পনিক দুটি চবিত্বেৰ ফটোগ্রাফ প্রকাশ কবলেন ? ফটোগ্রাফ দুটি তবে কাব ? অনীশবাবু, আপনাৰ কথাই যদি সতি হয়, অর্থাৎ কাহিনীটা ‘গল্পকথা’ই হয়, তবে ত্রুটি স্বীকাৰেৰ প্রশ্ন আসছে কেন ? আপনাৰ কথাই আপনাৰ মিথ্যাচাবিতাকে ধবিয়ে দিচ্ছে না কি ?

অনীশবাবু, আপনাকে শেষ প্রশ্ন, সতিই কি আপনি যুক্তিবাদী আন্দোলনেৰ সাক্ষ্য কামনা কবেন ? যুক্তিবাদী আন্দোলনেৰ সাক্ষ্য মানেই আপনাৰ মতো অপ-বিজ্ঞানেৰ ধাবক-বাহক ও মিথ্যাচাবীদেৰ কফিনে শেষ পবেক ঠোকা ।

বেলঘবিয়াৰ গ্রীন পার্কে ভূতুড়ে বাড়িতে ঘড়ি ভেসে বেডায় শূন্যে

‘৮৭-ব আগস্টেৰ দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলঘবিয়াৰ গ্রীন পার্কেৰ একটি বাড়ি ঘিৰে বহস্যজনক অনেক কাণ্ড-কাবখানা নাকি ঘটতে থাকে। খাবাৰ-দাবাৰ উটে যাচ্ছে, হাতা, খুন্তি, থালা, বাসন এমনকি বাড়িৰ দেওয়াল ঘড়িটি পর্যন্ত নাকি উড়ে বেডাচ্ছে। ভূতুড়ে কাণ্ডেৰ প্রত্যক্ষদর্শী মেলা। প্রতিদিন ভূত্বেৰ নাচন দেখতে শযে শযে মানুষ ভীড জমাতে লাগলেন।

আমাদেৰ সমিতিৰ সেই সময়কাৰ সহ-সম্পাদক বিজয় সেনগুপ্ত ১৭ আগস্ট গেলেন একটি নিবীহ প্রস্তাব নিয়ে। গ্যাডাৰ ছেলেবা তখন বাড়ি ঘিৰে ব্যাবিকেড তৈবি কবেছেন। তাৰ বাইবে বিশাল জনতা ভূতুড়ে বাড়িৰ দিকে তাকিয়ে। আমাদেৰ সমিতিৰ নাম করে ভিতবে ঢোকাৰ অনুমতি পেলেন বিজয়। বাড়িৰ মালিক দিলীপ ঘোষ বাড়িতেই ছিলেন। বয়স ষাণ্ঠতাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। বাড়িৰ প্ল্যান তৈবি কবেন। দুই বিঘে। সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছে।

বিজয় ভূত্বেৰ কাণ্ড-কাবখানাৰ কথা দিলীপবাবুৰ কাছ থেকে যা শুনলেন, তা আগে শোনা ঘটনাৰই পুনরাবৃত্তি। ইতিমধ্যে তাল্লিক্বেৰ পিছনে অনেক টাকাও নাকি বেকাৰ খরচা কবেছেন দিলীপবাবু।

বিজয় আমাদেৰ সমিতিৰ তবফ থেকে প্রস্তাব দিলেন, সমিতিৰ সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষ এখানে একনাগাড়ে তিন দিন তিন বাত থাকবেন, এবমধ্যে কোনও ভৌতিক ঘটনা ঘটলে আমাদেৰ সমিতিৰ তবফ থেকে প্রবীৰ ঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজাৰ টাকা। ভূত্বেৰ উপদ্রব না হলে বাড়ি ভূত মুক্ত কবাৰ জন্য আপনি আমাদেৰ সমিতিকে দেবেন মাত্র পাঁচ হাজাৰ। যুক্তিবাদী সমিতিৰ তিনজন সদস্য প্রবীৰবাবুৰ সঙ্গী হবেন।

প্রস্তাবে দিলীপবাবু চম্কালােন, বললেন, “না, না, আজ থেকে ভূত্বেৰ উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেছে তো।”

অগত্যা বিজয়কে বিদায় নিতে হলো, নীচে নামতে উৎসুক দর্শকবা জ্ঞানতে

চাইলেন, যুক্তিবাদী সমিতির এ বাড়ির ভূত তাড়াতে নামছে না কি ? বিজয় জানানেন, যুক্তিবাদী সমিতির নামেই ভূতের উপদ্রব বন্ধ হওয়ার কাহিনী। দিল্লী পবাবুর উদ্দেশ্যে ক্রুদ্ধ জনতাৰ গালাগাল ও ধিক্কার শুনতে শুনতে বিজয় বিনাম নিযেছিলেন।

নিউ জলপাইগুড়িতে ভূতের হানা

মাসকয়েক আগেৰ ঘটনা, নিউ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনিয়াল যুবতী কপাকে ভূতে ধৰেছে, অতিপ্রাকৃতিক যত ঘটনা ঘটে চলেছে কপাদেব বাড়িতে। মুহূর্তে খবৰ এতই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে ঘটনাটাব বহস্য অনুসন্ধানে নিউ জলপাইগুড়ি ফাঁডিকে নামতে হয়। শোনা যায় বাব্ব, কৌটো, শিশি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তৰ আপনা থেকেই ছিটকে ছিটকে যেখানে সেখানে এসে পড়ছিল।

আমাদেব সমিতির সহযোগী সংস্থা শিলিগুড়িব নবোদয় বিজ্ঞান পৰিষদেব পক্ষে প্রলয় চৌধুরী, পঙ্কজ বসু, বিশ্বদীপ বায় মুহূৰী সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়েন। ঘটনাৰ বিবৰণ জানতে কপাব বাবা এ কে ব্যানার্জি, মা বেখা, কপা, কপাব বন্ধু কমলেশ বায়, পাশেব কোয়ার্টাবেব পৰিমল চন্দ্র পাল এবং আবঙ কয়েকজনেব সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলেন ও সি বাজকুমার ঘোষেব সঙ্গেও।

ঘটনাৰ সকলেব বিবৰণগুলো পৰপৰ সাজানোতে যে চিত্রটা ভেসে উঠল সেটা হল এই—কপাদেব বাড়িতে কমলেশ ও তাব বন্ধু-বান্ধবীদেব হৈ-হুল্লোড়ে বিবৰণ পৰিমলবাবু প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। সে চুবাশি সালেব ঘটনা। প্রতিবাদ জানাবাব পৰ থেকে পৰিমল বাবুর কোয়ার্টাবেব উঠোনে বোতল, টিন ইত্যাদি পড়তে থাকে। পৰিমলবাবু কাউকে হাতে-নাতে ধবতে না পাবলেও এগুলোকে মানুষেবই কীর্তি অনুমান কৰে ও এপ্রিল ফাঁডিতে লিখিত অভিযোগ কৰেন। আশে-পাশেব কিছু মানুষজন কপা-কমলেশদেব সঙ্গেহ কবতে থাকেন। ব্যানার্জি পৰিবাব অবশ্য দৃঢ়তাৰ সঙ্গে এসব অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে বলেন, ব্যাপাবটা হয় তো কোনও মানুষেবই কাজ নয়।

ভূতের উপদ্রব বন্ধ হয়। '৮৮-এব সেপ্টেম্বৰেব শুকতেই পৰিমলবাবুর সঙ্গে ব্যানার্জি পৰিবাবেব সম্পর্কেব অবনতি ঘটে এবং ভূতের উপদ্রবও শুক হয়। ৪ সেপ্টেম্বৰ পৰিমলবাবু পুলিশেব কাছে অভিযোগ দায়েব কৰেন। ভূত তাব পৰে পৰেই উপদ্রব বন্ধ বাখে। আবাব শুক '৮৯-এব সেপ্টেম্বৰে। ২৫ সেপ্টেম্বৰ পৰিমলবাবু আবাব ফাঁডিতে দৌড়লেন। আশে-পাশেব জনমতও পৰিমলবাবুর বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনাৰ পিছনে ভূতের বদলে মানুষেবই হাত আছে বলে সন্দিগ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। অবস্থা ঘোবাল হচ্ছে দেখে পুলিশ অনুসন্ধানে নামে। আব এই সময়ই শুক হয় ব্যানার্জি বাবুদেব বাড়িতেও ভূতের নানা উপদ্রব। সঙ্গে বাড়তি বোঝা—কপাব উপব ভূতের ভব। ভূত তাড়াতে ওঝা আসে, ঝাড়ফুকও চলে। ভূত বিদায় নেয়।

স্থানীয় মানুষ ও নবোদয় বিজ্ঞান পবিষদ কিন্তু অনুমান কবে জনবোশ ও পুলিশেব হাত থেকে বাঁচতেই ব্যানার্জিবাবুব বাড়িতে এবং কাপাব উপব ভূতের অত্যাচাৰ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

দমদমের কাচ-ভাঙা হুলাবাজ-ভূত

তামাম পাঠকদের অবাক কবে দিয়ে ২৭ নভেম্বর '৯০ 'গণশক্তি'র প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলম জুড়ে বিশাল ছবি সহ এক অদ্ভুত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এই বিশাল জায়গা খবচ কবাব পবও সপ্তম পৃষ্ঠাব পাঁচ কলম জুড়ে প্রকাশিত হলো শেষাংশ। পাঠকদের অবগতিব জন্য খববটি তুলে দিলাম।

প্রতিবেশীবা অবাক, গৃহস্থানী চিন্তিত

দমদমের একটি বাড়িতে আপনা থেকেই ভাঙছে কাচের সামগ্রী

কলকাতা, ২৬শে নভেম্বর—দমদম এলাকাব এক বাড়িতে বাস্ব, টিউব, আয়না সহ যাবতীয় কাচের সামগ্রী আপনা থেকেই ভাঙতে শুক কবেছে। ঐ তিনতলা বাড়িটিব দোতলাব একটি ছোট্ট ঘবে এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায় দেড়মাস ধবে। এই আশ্চর্য ঘটনাব কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ ইতিমধ্যেই সত্তবটি বাস্ব, ষোলটি টিউবলাইট, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে ঠুড়িয়ে গেছে। বাড়িব গৃহকর্তা নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাই কেবল ঘটনাটিবই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

এই অদ্ভুত ঘটনাটিব সূত্রপাত গত ১৮ই অক্টোবর বাতে। সেদিন প্রথম ওই ঘবটিব বাসিন্দা স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র খেয়েদেয়ে শুয়েছেন। হঠাৎ দুম কবে আওয়াজ। ঘব অন্ধকাব। আব টুকরো কাচের মাটিতে পড়াব শব্দ। দেশলাই ঘবে আলো জ্বালিয়ে ভদ্রলোক অবাক। নাইট ল্যাম্পটি ভেঙে টুকরো হয়ে পড়ে গেছে। শুধু হোল্ডাবে বাস্বের ক্যাপ ও ফিলামেন্টটি আটকে আছে। যাই হোক এটি নানা কাবণে ঘটে থাকে তাই কেউই বিশেষ আমল দেননি। পবদিন নতুন একটি বাস্ব কিনে লাগানো হয়। সেদিন বাতেও কিছুক্ষণ জ্বলাব পব হঠাৎই একই বকমভাবে বিক্ষোবিত হয়ে বাস্বটি ভেঙে গেল। পবপব দু'দিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে পবদিন ভদ্রলোক একজন স্থানীয় ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে ডাকলেন। ঘবে ডি সি বিদ্যুৎ সবববাহ হয়। মিস্ত্রীব পরামর্শে সুইচ বক্স পালটানো হলো কাবণ বক্সটি নাকি আলাগা হয়ে গেছে এবং সেকাবণেই যত বিপত্তি। বক্স পালটানোব পবও একই ঘটনাব পুনবাবৃত্তি চলতেই লাগলো। অর্থাৎ দুটো তিনটি কবে ছোট বাস্ব প্রতিদিন ফেটে যায়। এভাবে দিন দশেকের মধ্যে প্রায় কুড়িটি বাস্ব ভেঙে যাওয়াব পব তিনি বাস্ব লাগানোই বক্স কবে দিলেন। এবাবে

আক্রমণ শুরু হল টিউব লাইটের ওপর। পব পব তিনটি টিউবলাইট ভেঙে যাওয়াব পব ডি সি লাইনের একজন দক্ষ মিস্ট্রিকে ডেকে আনা হয়। তাঁর পবামর্শে টিউবের চোক বদলানো হয়। কিন্তু অবস্থার কোন পবিবর্তন হলো না। এব মধ্যে পাড়াব কিছু লোকজন ভুতুড়ে বাড়ি বলে বাড়িটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে শুরু কবলেন এবং তাঁদের ও বাড়িওয়ালার চাপে ভদ্রলোক জনৈক ওঝাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে বাধ্য হন। ওঝা প্রচুর মস্ত্র পড়ে কিছু লেবু ও লস্কা ঘবেব বিভিন্ন জায়গায় বুনিযে দিয়ে যান। কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না। ববং পববর্তী ঘটনাগুলি বিচাব কবলে বলা যায় যে ওঝাব মস্ত্র পড়াব পব তাণ্ডব আবও বৃদ্ধি পেল। এবপব একদিন লোডশেডিং চলাকালীন বাড়িতে ডিমলাইট বা কেবোসিনের ব্যতি জ্বলছিলো। হঠাৎ চিমলীব কাঁচটি শব্দ কবে ফেটে গেল। দেওয়ালের একটি ছোট বুক-শেলফ শব্দ করে লাগানো ছিল। শেলফটিতে দুটি কাচের ঢাকনা ছিল। হঠাৎ একদিন দুপুববেলায় দুটি কাচের ঢাকনাই কিছু সময়ের ব্যবধানে ভেঙে গেল। ঘবেব মেঝেতে একটি কাচের কাপ-ডিস বোঝাই ছোট আলমাবি ছিল। একদিন রাত্রিবেলা গোটা আলমারিটা আছাড় খেযে পড়ে গেল এবং তাব ভেতবের সমস্ত কাচের জিনিসপত্র ভেঙে চুবমাব হয়ে গেল। কাচের উপব এই অদৃশ্য শক্তিব আক্রমণ ইদানীং চবম আকাব ধাবণ কবেছে। সেই ঘবে তিনটি বড় আলমাবি আছে। দুটি কাচবিহীন। একটিতে কাচের আযনা ছিল। গোটা আলমাবিই জিনিসপত্রে ঠাসা। এই ভাবি আলমাবিতে হঠাৎ একদিন দুপুববেলায় দেখা গেল আলমাবিব কাচে, ভেতবদিক থেকে গোল হয়ে একটি গর্ত হয়ে গেল এবং কাচ ঝুঁড়ো হয়ে পড়তে শুরু কবলো। এব বিচক্ষণ পবে গোটা আলমাবি মাটি থেকে উঠে উলটে পড়ে গেল। কাচের আযনাটির উপবদিকটি ভেঙে গেলো। যাই হোক আলমাবিটিকে যথাস্থানে আবাব বসানো হলো। এবপব দু'দিন আলমাবিটি পড়ে গেছে এবং শেষবাবে সমস্ত কাচের অংশটিই ঝুঁড়িয়ে গেছে। যদিও আলমাবিটি প্রায় দশ বছর ধবে ওই জায়গাতেই ববেছে এবং কোনভাবেই সেটিকে ভাবসাম্যবিহীন অবস্থা বলা যায় না। এখন ঘবটির মধ্যে আব কোন কাচের সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় নেই। অবশ্য চশমার কাচ এখনও ভাঙেনি। প্রায় দেডমাসব্যাপী এই অদ্ভুত ঘটনায় সন্তবটি বাধ, ষোলটি টিউব, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র ভেঙে ঝুঁড়িয়ে গেছে। এবং প্রথম দিকেব ঘটনাব থেকে এখনকাব ঘটনাব সংখ্যা এবং জোব অনেক বেশি। যেমন প্রথম দিকে বাধগুলি কুটো হয়ে যাচ্ছিল এখন ভেঙে ঝুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ ঘবেব পাখাটি অস্বাভাবিক ভাবে দুলতে শুরু কবে। যদিও সেসময় কোন হাওয়া বইছিলো না এবং পাখাটিও চলছিলো না। দুর্ঘটনা এভাবে এবপব পাখাটি খুলে বাখা হয়। এব মধ্যে অনেক দক্ষ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিযাব ঘবটি দেখে গেছেন। গোটা ঘবে ওয্যাবিং বা সবববাহ লাইনের পবিবর্তন কবে নতুন তাব লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্রের পরীক্ষা কবে দেখা গেছে যে বৈদ্যুতিক সংযোগে কোন আপাত-গুণগোল নেই। ঘবে বেডিও বা টেপবের্ডাবে কোন সমস্যা নেই। বাসিন্দা তিনজনের শবীবেও কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নেই। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো একসাথে কোন জিনিস ভাঙছে না। একটি একটি কবে কাচের জিনিস ফেটে যাচ্ছে। বাধ ভাঙাব ফ্রেমে আলোব জোবটা প্রথমে বেড়ে যাচ্ছে এবং তাবপবে বাধ ফেটে যাচ্ছে। প্রথম দিকে

কাচগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাঙছিলো। এখন মিহি ঝুঁড়ো হয়ে ভাঙছে।

ঘবটি দোতলায় অবস্থিত। এর নিচে ও উপরে দুটি একই আয়তনের ঘব রয়েছে। ঘবটির দু'পাশেও ঘব রয়েছে। এই সমস্ত ঘবগুলিতে এই ধরনের কোন অসুবিধা নেই। ঘরটির সুইচ বোর্ড থেকে লাইন টেনে বাবান্দায় আলো জ্বালানো হচ্ছে, সে আলো একবারও ভেঙে যায়নি। এমনকি ঘবের দবজায় পবীক্ষামূলক ভাবে একটি বাস জ্বালানো হয়েছিলো সেটিও এখন পর্যন্ত অক্ষত। প্রকৃতপক্ষে এই আলোটিই বাসিন্দাদের বাত্রিবেলাব একমাত্র সহায়। এযাবৎ এই ধরনের কোন ঘটনাই শুধু সে বাড়ি কেন গোটা অঞ্চলের কোন বাড়িতেই দেখা যায়নি। ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে দেখাব জন্য একটি বাস এবং একখণ্ড কাচ সে ঘবে রাখা হয় এবং দেড়ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি ভেঙে চূবমাব হয়ে যায়। এই অদ্ভুত বহস্যের খবর ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মহলেই কিছু পবিমাণে পৌঁছেছে এবং সকলেই এই বহস্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে বিভিন্ন পবীক্ষাও শুরু করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের তৎপৰতায় এই ঘটনাব সঠিক ব্যাখ্যা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দেড়মাস ধরে ঘবটির তিন বাসিন্দা এক অদ্ভুত উত্তেজনা ও মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কিছু ব্যক্তি ঘটনাটিকে ভুতুড়ে বলে চিহ্নিত করে তাঁদের উপর নানা বকম চাপ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁরা একমুহুর্তের জন্যও মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ করেননি এবং তাঁরা স্থিৰনিশ্চিত যে, ঘটনাটির সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই বেব হবে।”

‘গণশক্তি’র সংবাদ সূত্র ধরে পবেব দিনই দমদমেব ভুতুড়ে বাড়িব বড়সড় এক খবর ছাপল ‘দি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকা। এতে দু-চাৰটি নতুন তথ্য পবিবেশিত হলো। অমিয়শংকৰ বায় একজন সক্রিয় সি পি আই (এম) সদস্য। থাকেন দক্ষিণ দমদমেব একটি ব্রিতল বাড়িব এক ঘবেব ফ্ল্যাটে। গত ১৮ অক্টোবৰ ঘটনাব শুরু। অমিয়বাবু গিৰেছিলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে সম্বৰ্ধনা জানাতে। সে বাতে বাস ফাটা দিয়ে কাচ ভাঙার শুরু।

ইতিমধ্যে ২৮, ২৯ এবং ৩০ তাৰিখেও গণশক্তি পত্রিকায় এই ঘটনা ছবিসহ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকাৰে প্রকাশিত হলো। ডঃ এস. পি. গণটৌধুবী, ডঃ দিলীপ বসু, ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য, ডঃ তাৰাশঙ্কৰ ব্যানার্জিব মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভুতুড়ে কাণ্ডকাৰখানাব বহস্য ভেদ কবতে কাচ-হস্তা ঘবটিতে পবীক্ষা চালিয়েছেন বলে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে কখনও প্রকাশিত হলো—তাঁরা কাৰণ খুঁজে বেব কবতে পাবেননি, কখনও প্রকাশিত হলো—ঘবে পবীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য কৰেছেন।

ইতিমধ্যে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট নাগৰিক ও বাস্তবনৈতিক নেতা বহস্য উন্মোচনে আমাব সাহায্য চাইলেন। ২৭ নভেম্বৰ আমাদেব সমিতিব পক্ষ থেকে ঘবটি দেখতে যাব জানাই। সেদিন সন্ধ্যায় ঘবটি ও তাব আশপাশেব পবিবেশেব উপব পরীক্ষা চালাই।

কাচ ভাঙে কিসে? অবধাবিতভাবে এটাই ছিল আমাব কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কাচ ভাঙতে পাবে অনেক কারণে। কাৰণগুলো একটু দেখাযাক : (১) উচ্চ শব্দ-তবঙ্গেব আঘাতে। (২) বিশেষ বাসায়নিক পদার্থ কাচে লাগিয়ে বাখলে। (৩) কাচের তাপমাত্রাব হঠাৎ প্রচণ্ড বকম পবিবৰ্তন ঘটলে। (৪) আঘাত করলে। (৫) কোয়ার্জ

(কাচ-কাটা পাথৰ) দিবে ঝাঁচড কাটলে।

কাচেৰ বাহুৰ ভাঙতে পাবে কী কী কাৰণে, একটু দেখা যাক (১) কোন কাৰণে যদি বৈদ্যুতিক লাইনে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহিত হতে থাকে তবে অনেক সময় বাহু ফেটে যায়। (২) জ্বলন্ত গবম বাহুৰে ঠাণ্ডা জলেৰ ছিটে দিলে বাহু ফাটবে। (৩) আঘাত কৰে বাহু ফাটানো সম্ভব। তবে ওভাৰ-ভোল্টেজে বা অনেকক্ষণ ধৰে জ্বলে থাকা নিয়নে ঠাণ্ডা জল ছিটোলে নিয়ন ফাটবে না।

কাচগুলো কেমনভাবে ভাঙছে, এটা বোঝাব জন্য ভাঙা কাচেৰ টুকৰোগুলো পৰীক্ষা কৰা প্রয়োজন। কাচ ভেঙে যাওয়াৰ আগে-পৰে কাচগুলো ঘাঁবা দেখেছেন তাঁদেৰ সঙ্গে কথা বলাও একইভাবে প্রয়োজনীয়।

অমিয়বাবুৰ দমদম স্টেশনেৰ লাগোয়া কালীকৃষ্ণ শেঠ লেনেৰ ৯১/৬ নম্বৰ বাড়িৰ দোতলাৰ একটি ঘৰ নিযে থাকেন। ঘৰে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম দৰজাৰ ওপৰে তথাকথিত ‘লাকি নাম্বাৰ’ ৭৮৬ লেখা। আনুমানিক ১০ ফুট বাই ৮ ফুট ঘৰেৰ মধ্যেই অমিয়বাবুৰ পূৰো সংসাৰ।

অমিয়বাবু সকালেই খবৰ পেয়েছিলেন সম্ভাৰ যাৰো। পৰিচয় দিতেই আপ্যায়িত



কবলেন। অমিয়বাবু দক্ষিণ দমদম পূবসভাব হিসেববক্ষকেব চাকবি কবেন। স্ত্রী তৃপ্তি বায় দমদমেব প্রাচ্য বাণীমন্দিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান। ছেলে সৌম্য দমদমেব কে কে হিন্দু আকাডেমীৰ ছাত্র, এবাব মাধ্যমিক পৰীক্ষা দেবে। অমিয়বাবু সক্রিয় বাজ্জনৈতিক কর্মী। সি পি আই (এম)-এব স্থানীয় কমিটিব সদস্য। তৃপ্তি দেবীৰ হাতে গ্রন্থবল্লেব আংটি। দেখলেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন ধবেই ব্যবহাব কবছেন। ছেলে সৌম্য বাড়ি ছিল না। শুনলাম, পড়াশুনোব অসুবিধে হছিল বলে তাকে এক আত্মীয়েব বাড়িতে বাখা হয়েছে কাল বিকেল থেকে।

অমিয়বাবুব বাড়িব অবস্থান দেখে নিশ্চিত ছিলাম—কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রে শব্দতবঙ্গেব কোনও ভূমিকা নেই। অনেক সময় বিমানবন্দবেব খুব কাছেব বাড়িব কাছেব শার্সি বা জিনিস-পত্তব ভাঙে বিমানেব তীব্র শব্দ-তবঙ্গেব আঘাতে। অমিয়শঙ্কবাবুব এই ঘবটি বিমান বন্দবেব কাছে নয। বিমানেব শব্দ এখানে বাসেব শব্দেব চেয়েও মৃদু। কাছেই বেললাইন। কিন্তু ট্রেনেব শব্দে ঘব কাঁপে না, কাঁপে না সূক্ষ্ম ভাবসাম্যেব গুপব দাঁড় কবিযে দেওয়া পাতলা কাচেব শিশি—পৰীক্ষা কবে দেখেছি। বাড়িব ধাবে-কাছে কোনও কাবখানা নেই, যেখান থেকে তীব্র শব্দতবঙ্গ তৈবি হতে পারে। অতএব শব্দতবঙ্গকে ভাঙাব কাবণ হিসেবে বাদ দিতেই হয়।

বাসায়নিক পদার্থ যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কাচে দিলে কিছু সময় পরে কাচ ফাটতে পারে। এ-ক্ষেত্রে অ্যাসিড প্রয়োগেব জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি মানুষেব উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

অমিয়শঙ্কবাবুব ঘবেব বাস্বেব কাচ ওভাব-ভোট্টেজ্বেব দক্ষন ভাঙতে পারে। কিন্তু ৭১ বাব ওভাব ভোট্টেজে ভাঙা সম্ভব নয। কাবণ ইতিমধ্যে ভোট্টেজ বহুবাব মাপা হয়েছ। বহু বৈদ্যুতিক মিত্রি, সংস্থা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভোট্টেজ্বেব বিষয়ে পৰীক্ষা কবেছেন। লাইন-লিকেজ কি না, সে বিষয়েও পৰীক্ষা চালান হয়েছ। ভোট্টেজে কোনও অস্বাভাবিকতা বা লাইনে কোনও লিকেজ পাওয়া যায়নি। গোটা ঘবেব ওয়্যাবিং কবা হয়েছ নতুন কবে। ভোট্টেজ পৰীক্ষা কবে দেখেছি, ১৭৫। অতএব অমিয়বাবুব ঘবেব ওয়্যাবিং নতুন কবাব পবও কাচেব বাস্বে ফাটািব জন্য বাড়তি ভোট্টেজ্বে আদৌ দায়ী কবা চলে না। কিন্তু অমিয়বাবুব দাবি মত নতুন ওয়্যাবিং-এব পবও বাস্বে ফেটেছে। আবও একটা তথ্য অমিয়বাবু জানালেন, এই ঘবেব লাইন থেকে তাব টেনে বাইবেব বাবান্দায় বাস্বে জালালে তা ভাঙছে না। বৈদ্যুতিক লাইনেব ক্রটিতে বাস্বে ফাটলে সেই ক্রটিপূর্ণ লাইন থেকে টানা বাইবেব বাস্বেও ফাটেবে। একই লাইন থেকে টানা সম্ভেও ঘবেব বাস্বে ফাটেছে, বাইবেব বাস্বে নয, এমনটা হতে পারে বাস্বে ফাটানোব পিছনে মানুষেব হাত থাকলে। ঘব স্যাত-স্যাতে বা দূষিত গ্যাসে পূর্ণ নয। যথেষ্ট খোলামেলা।

বিদ্যুতেব গোলমালে বাস্বে ফাটতে পারে, কিন্তু বুক-কেস, আলমাবিব কাচ বিদ্যুতেব গোলমালে ফাটািব কোনও সম্ভাবনা নেই। চিমনি, আঘনা এবং অন্যান্য কাচেব জিনিস ফাটািব ক্ষেত্রেও বিদ্যুতেব ক্রটিকে কোনওভাবেই দায়ী কবা যায় না। কাঠেব আলমাবি নাকি আপনা থেকেই চাববার পড়ে গেছে। সিলিং ফ্যান আপনা থেকে দুলেছে। ঘবে তখন কোনও জোবালো হাওয়া ছিল না। ফ্যানও ঘুবছিল না। বিদ্যুতেব গোলমালে

এমন কিছু ঘটনা সম্ভব ছিল না। কাঠেব আলমাৰিতে ভাবসাম্যেব কোনও অভাব ছিল না। পরীক্ষা কৰে দেখেছি। আবও লক্ষ্যণীয়, যবে একটি বড় সিলেব আলমাৰি ছিল। সিলেব আলমাৰি কিন্তু একবাবও পডেনি। কাৰণ একজনেব পক্ষে সিলেব আলমাৰি ঠেলে ফেলে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। ছোট কাঠেব আলমাৰি ফেলা যথেষ্ট সহজসাধ্য। ফ্যান দোলাতে, আলমাৰি ফেলতে একান্তভাবে প্রয়োজন মানুষেব। যে ফ্যান দোলাবে, আলমাৰি ফেলে দেবে।

আলমাৰিৰ কাচ ভেঙেছে অদ্ভুতভাবে। একদিকেব পাল্লা কাঠেব। অন্য দিকেব পাল্লায় ওপৰে-নীচে দুটি কাচ। হঠাৎ একদিন বাডিৰ লোকদেব চোখে পড়লো, ওপৰেব কাচে একটা বৃত্তাকাব দাগ। দাগেব আশেপাশে কয়েকটা আঁচড়। দিনদুয়েক পৰেই তলাব কাচেও গোল দাগ দেখা গেল। দাগেব আশেপাশে কিছু আঁচড়। তাবপৰ হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপৰেব কাচটা ভেঙে পড়েছে। দু-একদিন পৰেই ভাঙলো নীচেব কাচটা। এ-কথাগুলো অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীৰ কাছ থেকেই শোনা।

আলমাৰিৰ কাচেব কয়েকটা টুকৰো হাতে নিয়ে সামান্য নজৰ দিতেই বুঝলাম আলমাৰিৰ কাচ সবাসবি আঘাত কৰে ভাঙা নয়। প্রথমে কোয়ার্জ (কাচ-কাটা পাথৰ) দিয়ে গোল দাগ ফেলা হয়েছে এবং আঁচড় কাটা হয়েছে। তাবপৰ একসময় সুযোগ বুঝে সামান্য আঘাত কৰা হয়েছে। ফলে কাচ টুকৰো টুকৰো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। টুকৰোগুলোব ভাঙা অংশেব কিছুটায় কোয়ার্জে কাটাৰ চিহ্ন স্পষ্ট। বাকি অংশ আঘাত কৰে ভাঙাৰ ফলে চলটা উঠে গেছে।

ওপৰে দেওয়ালে টাঙানো ছোট্ট বুক-কেসটাৰ পাশাপাশি দুটো কাচ লাগান ছিল। কাচগুলো দু'দিকে সবান যায়। ওগুলোব ভাঙা টুকৰো দেখিনি। শুনেছি প্রথমে একপাশেব কাচ ভেঙে পড়েছিল। তাবপৰ অন্য পাশেব। দেখিনি, তাই বোঝা সম্ভব ছিল না ওই কাচ ভাঙাৰ ক্ষেত্রেও 'কাচ-কাটা পাথৰ' ব্যবহাৰ কৰা হয়েছিল অথবা সবাসবি আঘাত কৰা হয়েছিল অথবা বাসায়নিক পদার্থ ব্যবহাৰ কৰা হয়েছিল।

অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীৰ সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ১৮ অক্টোবৰ বাতে প্রথম বাধটা ফাটাৰ ক্ষেত্রেই শুধু তাঁৰা প্রত্যক্ষদৰ্শী। যবে ঢোকাব মুহূর্তে বাধটা বিৰাট শব্দ কৰে ফেটে গিয়েছিল। আব কোনও একটি দুৰ্ঘটনাৰও তাঁৰা প্রত্যক্ষদৰ্শী নন। সিলিং ফ্যান দুলেছে—অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবী দেখেছেন। কিন্তু ছেলেব চিৎকাৰে যবে ঢুকে দেখেছেন। আলমাৰি পডতে তাঁৰা দু'জনেব কেউই দেখেননি। দেখেছেন পডাৰ পৰ। যবে তখন ছিল ছেলে সৌম্য।

দু'জনে ঘটনাগুলো নিজেব চোখে ঘটতে দেখেছেন বললেও অবশ্য তাঁদেব কথাকে অশ্রান্ত সত্যি ধৰে নিয়ে বিচাৰ কৰতে বসতাম না। কাৰণ মানুষেব বাডিৰে বলাব প্রবণতা, প্রত্যক্ষদৰ্শী বলে জাহিৰ কৰাৰ প্রবণতা থেকে মিথ্যে বলাব বিষয়ে যথেষ্ট অবগত। আমি জেৰা কৰাৰ মত কৰে প্রশ্নেব ঝড় তুলিনি। নানা কথাৰ ফাঁকে ফাঁকে আমাৰ প্রয়োজনীয় উত্তৰগুলো বেব কৰে নিচ্ছিলাম। সম্ভবত অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবী সচেতন ছিলেন না, আমি ঠিক কী জানতে চাইছি।

যবে বৰ্তমানে কোনও কাচেব জিনিস নেই বাধ ছাড়া। পরীক্ষা কৰতে কোনও কাচেব জিনিস নিয়ে যাইনি। গুনলাম, কাচেব জিনিস বাখলে নাকি আপ ঘটনা থেকে

দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেঙে যায়। একটি বাস্ব অবশ্য গতকাল বিকেল থেকে অক্ষত অবস্থায় ঘবে বিবাজ কবছে। বাস্বটি নাকি যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়েছে। এও শুনলাম যাদবপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিজ্ঞানী কাচ ভাঙার বহস্য অনুসন্ধানে নেমেছেন। কিন্তু এ কথাৰ মধ্য দিয়েও একটা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ পেল—কাল সন্ধে থেকে সৌম্য বাড়িতে নেই, কাল সন্ধে থেকে আজ বাত পর্যন্ত বাস্বটি ভাঙেনি।

অমিয়বাবু ও তৃপ্তি দেবীকে ভবসা দিলাম, কোনও চিন্তা নেই। ভাঙার কাৰণ ধবতে পেৰেছি বলে আশা কৰছি। আপনাবা যদি সহযোগিতা কৰেন, তাহলে আগামী ববিবাব থেকেই কাচ ভাঙা বন্ধ কবতে পাববো।

পবিপূৰ্ণ সহযোগিতাব আশ্বাস পেলাম। বললাম, ববিবাব সকাল দশটায় আসবো। আলমাবি ও বুক-শেলফের সমস্ত কাচ সেদিন আবাব লাগাবাব ব্যবস্থা কৰুন। ঘণ্টা-ছযেক থাকব। নিশ্চিন্তে থাকুন, সে-সমযের মধ্যে কিছুই ভাঙবে না।

কেন ভাঙছে ? দু'জনের প্রশ্নের উত্তবেই জানালাম, সে-দিনই ছ-ঘণ্টা পাব কবে দিয়ে তাবপব জানাবো।

অমিয়বাবু জানালেন, শনিবাবই সব কাচ লাগিয়ে বাখবেন। বললাম, তেমনটি কববেন না। শনিবাব কাচ ভাঙতেই পাবে। এমনকি সব কাচই। কাচের মিত্তিকে এনে মাপ দিয়ে কাচ কাটিয়ে বাখুন। ববিবাব আমাব সামনে লাগান হবে। মিত্তিকে বলবেন দশটায় আসতে।

ঘব থেকে বেবতেই উপস্থিত সাংবাদিকবা ঘিবে ধবলেন। জানতে চাইলেন, ভাঙাব কাৰণ ধবতে পেৰেছি কি না। জানালাম, আগামী ববিবাব সকাল দশটায়-আমাদের সমিতিব তবফ থেকে কযেকজন আসছি। আমাদের সামনে আবাব নতুন কবে ভেঙে যাওয়া সব কাচ লাগানো হবে। ছ'ঘণ্টা থাকবো। এতদিন পর্যন্ত ঘবেব কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভাঙছিল। কিন্তু আশা কবছি সে-দিন ওই দীৰ্ঘ ছ'ঘণ্টাব মধ্যেও কোনও কাচই ভাঙবে না। বিকেল চাবটেব সময় জানাব কেন ভাঙছিল। এব আগে আব কিছু জানাচ্ছি না। সাংবাদিকবা এ প্রশ্নও কবছেন, ববিবাব কেন ? কেন এই চাবদিন সময় চেযে নিচ্ছেন ? কেন কালই বন্ধ কবতে আসবেন না ?

বললাম, আগামীকাল ববিবাব হলে আগামী কালই আসতাম। ছুটিব দিন ছাড়া আমাব এবং আমাদের সমিতিব অনেকেব পক্ষেই দীৰ্ঘ ছ-আট ঘণ্টা সময় বেব কবা খুবই অসুবিধেজনক।

পবেব দিন গণশক্তিব প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমাদের সমিতিব পক্ষে আমাব 'কাচ ভাঙা বহস্যময বাড়িতে যাওয়াব কথা' এবং 'কযেক দিনের মধ্যেই বহস্য উন্মোচিত হবে' বলে আশা প্রকাশ কবাব কথা প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে আমাদের সমিতিব কিছু সদস্য অমিয়বাবুব প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললো। কথা বললো সৌম্যের স্কুলের কিছু ছাত্রের সঙ্গে। গণশক্তিব প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—প্রতিবেশীদের চাপেই অমিয়বাবু ওঝা ডেকেছিলেন। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, এমন চাপ তাদের দিক থেকে কখনই দেওয়া হয়নি। সৌম্যের বিষয়েও প্রতিবেশী বা ছাত্রদের খাবণা 'মোটাই ভাল নয়।

শনিবার সন্ধ্যায় অমিয়বাবুব বাড়ি হাজিব হলাম, কাচ লাগাবাব ব্যবস্থা হয়েছে কি না জানতে। বাড়িতে ছিলেন শুধু তৃপ্তি দেবী। জানালেন, মিস্ত্রি মাপ নিয়ে গেছে। কাল দশটার মধ্যে ওবা চলে আসবে। আপনার সামনেই কাচ লাগান হবে। আপনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন এবং ববিবাব আসবেন শুনে সৌম্য আপনাকে দেখবে বলে দাফন বায়না ধবেছে। আসলে আপনার কথা তো অনেক পড়েছে, তাই আপনাকে দেখতে চায়। আপনি কিভাবে কাচ ভাঙা বন্ধ কবেন, সেটা নিজের চোখে দেখাব লোভ সামলাতে পাবছে না। বললাম, বেশ তো, ওকে নিয়েই আসুন।

তৃপ্তি দেবী জানালেন, দূবদর্শন থেকে একজন এসেছিলেন। ববিবাব কিছু ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে জানিয়েছি, সে-দিন প্রবীববাবু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এ-বাড়িতে একটা পবীক্ষা চালাবেন। অতএব প্রবীববাবুব সঙ্গে কথা না বলে, তাঁব অসুবিধে হবে কিনা না জেনে ওইদিন আপনাদেব ছবি তোলাব অনুমতি দিতে পাবছি না।

১ ডিসেম্বব শনিবাব বসুমতী পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবব পবিবেশিত হয় ২ ডিসেম্বব কাচভাঙা ঘবে কাচেব জিনিসপত্র বাখা হবে এবং সেই সঙ্গে আলমাবিব ভেঙে যাওয়া কাচও নতুনভাবে লাগান হবে। সমিতিব প্রতিনিধিবা ঐদিন ঘবে ৬ ঘণ্টা ধবে অপেক্ষা কববেন, ইত্যাদি।

২ ডিসেম্বব ববিবাব সকালে The Telegraph পত্রিকাব প্রায় আধ পৃষ্ঠা ধবে প্রকাশিত হলো একটি সচিত্র প্রতিবেদন “POLTERGEIST”। প্রতিবেদক প্রণয় শর্মা প্রতিবেদনটিতে জানালেন, “ইতিমধ্যে সবকাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থাব তবফ থেকে বিজ্ঞানীবা ঘবটি দেখতে গিয়েছিল ও পবীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পাবেননি।

“কিন্তু গত কয়েকদিনেব মধ্যে পবিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পবিবর্তিত হয়েছে, সাইন্স অ্যাণ্ড ব্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনেব প্রবীব ঘোষেব দৃশ্যপটে আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে। এই যুক্তিবাদী ওই পবিবাবেব সদস্যদেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি ২ ডিসেম্ববেব মধ্যে বহস্যভেদ কববেন। তিনি শ্রীবায়কে বাধ টিউবলাইটসহ সমস্ত কাচেব সামগ্রী তাঁব উপস্থিতিব দিন লাগাতে বলেছেন।”

২ ডিসেম্বব ববিবাব সকাল দশটায় অমিয়বাবুব ফ্ল্যাটে হাজিব হলাম আমি ও আমাদের সমিতিব কিছু সদস্য। আজই প্রথম দিনেব আলোয ঘবটি দেখলাম। অমিয়বাবুব ঘবেব সবজায় পাশেই কালো কালি দিয়ে কাঁচা হাতেব কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকেব উপস্থিতিতে আলমাবি ও বুক-কেসেব সব কাচ লাগান হলো। তবে কাচ লাগাবাব আগে প্রতিটি কাচ ভালোমত স্পিষিট দিয়ে মুছে নিয়েছিলাম। ঘবেব বাধ ও টিউবলাইট জ্বলে দেওয়া হল। ঘবেব বাধেব হোস্তাব থেকে দডি দিয়ে একটা আয়না ঝুলিয়ে বাখা হয়। যে আলমাবি উটে পড়েছে বলে দাবি কবা হয়েছে, সেই আলমাবিব মাথায় বাখা হয় কেবসিন ল্যাম্পেব একটি চিমনি। তাবপব চলে অপেক্ষা। ঘবে সাংবাদিকবা, অমিয়বাবু ও সৌম্য ছাড়া মাঝে-মাঝে ছিলেন তৃপ্তি দেবী ও অমিয়বাবুব পবিচিত কেউ কেউ। ভি ডি ও-তে ছবি তোলা

হয়েছে ‘আজকাল’ পত্রিকাৰ ভবক থেকে। সৌম্যেৰ ডান বাহতে একগাদা তাগা-তবিজ্ঞ ঝোলান। শেকড় ঝোলান ছিল বাববাব উটে পৰা কাঠেৰ আলমাবিতে। অমিয়বাবু আন্তৰিক আতিথেয়তা দেখিয়ে আমাদেব দফায় দফায় চা, সিগাৰেট ও বসগোলা খাইয়েছেন। যবে আমাদেব সমিতিৰ পক্ষে ছিলেন জ্যোতি মুখার্জি, কমল বিশ্বাস, আশিস মুখার্জি, দেবু হালদাব ও জাদুকৰ শুভেন্দু পালিত। ওদেব ওপৰ দায়িত্ব ছিল প্রতিটি কাচেৰ জিনিসেৰ ওপৰ লক্ষ্য বাখা। সমিতিৰ সভ্য ছাড়া যাবাই ঘবে উপস্থিত থাকবেন তাঁদেব কাৰো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা বা আঘাতে যেন কোনও কাচেৰ জিনিস ভেঙে না যায় অথবা কোনও আসবাব উটে না পড়ে, এদিকে নজৰ রাখাৰ দায়িত্বও ছিল ওদেব ওপৰ। সাৰা ঘবে ছুডিয়ে বাখা কাচেৰ সামগ্ৰীৰ কোনও একটিকে ঠাসা ভিডেৰ সুযোগে স্বেচ্ছা আঘাত হেনে ভেঙে ফেলা বা কোনও জিনিস উটে ফেলে দেওয়া এমন কোন কঠিন কাজ নয়। ববং তাৰ চেয়ে অনেক বেশি কঠিন নজৰ বাখা। এই ঘটনাৰ পিছনে মানুহেৰ হাত থাকলে, সেই হাতেৰ মালিক কে হতে পাবেন, এ বিষয়ে যুক্তিগুলো সাজালেই অনুমান কৰা যায়, এটা যেমন সত্য, তেমনই সত্য অনুমানেৰ হুদিশ পেয়ে ঘটনাৰ নায়কে বাচাতে আমাদেব ধোকা দিতে আজ অন্য কেউ কাচ ভঙ্গকাৰীৰ ভূমিকা নিতে পাবে। আব এটা মাথায় বেখেই দু’দিন আগে নজৰদাবিৰ দায়িত্ব যাঁদেব দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেব নিয়ে ক্লান্ত কৰেছি। ব্ল্যাক-বোর্ডে বহস্যময় ঘৰটিৰ কোথায় কি আছে এবং কোথায় কোথায় কাচ লাগান হবে, কাচেৰ সামগ্ৰী বাখা হবে তাৰ ছবি ঐকে কে কেমনভাবে নজৰ বাখবেন, তা বুঝিয়েছি। নজৰদাবদেব কেউ কিছু সময়েৰ জন্য বাইবে গেলে পৰিবৰ্ত হিঁসেৰে দায়িত্ব নেবাৰ জন্য কয়েকজনকে ‘বিজাৰ্ড’ বেখেছি। বাইবে দৰ্শকেদেব মধ্যে মিশে থাকা সমিতিৰ সদস্যদেব পৰিচলনা কৰাৰ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শশাংক মণ্ডলকে। নিৰ্ধাৰিত সময় অতিবাহিত হওয়াৰ পৰ উপস্থিত সাংবাদিকেদেব কাছে সমিতিৰ পক্ষ থেকে কাচ ভাঙাৰ বহস্যেৰ আবৰণ সবালাম। বললাম কাচ ভাঙে কী কী কাৰণে। জানালাম, এ ঘবেৰ কাচ শব্দ-ভবঙ্গে ভাঙছিল না। এমন সিদ্ধান্তে আসাৰ পক্ষে যুক্তিগুলো হাজিৰ কবলাম। ওভাৰ-ভোল্টেজে ঘবেৰ যে কোনও কাচেৰ জিনিস ভাঙা, আলমাবি বাববাব উটে দেওয়া, চালু না হওয়া সিলিং ফ্যান দোল খাওয়ানো অসম্ভব। ওভাৰ-ভোল্টেজেৰ দকন কাচেৰ বাষ্প প্ৰথম দু-একবাৰ ভাঙলেও ভাঙতে পাবে। কিন্তু প্রতিটি বাষ্প ও টিউবলাইট যে ওভাৰ-ভোল্টেজে ভাঙছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভোল্টেজ পৰীক্ষা কৰা হয়েছে, লাইন পাল্টান হয়েছে। অথচ লাইন পাল্টানোৰ পৰও বাষ্প ও নিয়ন ফেটেছে। অথচ লক্ষ্য কৰন, এই একই লাইন থেকে তাৰ টেনে বাষ্প বাইবে সবাব চোখেৰ সামনে বাখলে ও জ্বালালে ফাটেছে না। বিদ্যুৎ লাইনে গোলমাল থাকলে, এক্ষেত্রে বাইবেৰ বাষ্পও ফাটতো।

তীব্ৰ শব্দেৰ প্ৰভাবে কাচ ভাঙাৰ সম্ভাবনা এখানে শূন্য। আশে-পাশে কল-কাৰখানা বেল ও বিমানেৰ এমন কোনও তীব্ৰ শব্দ সৃষ্টি হয় না, যাৰ দকন কাচ ভাঙতে পাবে। বাসায়নিক পদাৰ্থেৰ সাহায্যে কাচ ভাঙা সম্ভব হতে পাবে, কিন্তু আপনাৰা ভাঙা কাচেৰ টুকৰোগুলো একটু লক্ষ্য কৰন।

‘বৰ্তমান’ পত্রিকাৰ বার্তা-সম্পাদক ৰূপকুমাৰ বসুৰ হাত থেকে তাঁৰ সংগৃহীত

দুটুকবো কাচ নিয়ে সাংবাদিকদের দেখালাম। কাচগুলো দেখলেই বোঝা যায় এই কাচগুলো ভাঙার আগে কিছু দিয়ে অনেকটা কেটে বাখা হয়েছিল। বাকিটা ভেঙেছে আঘাতে, চলটা ওঠা দেখলেই বোঝা যায়। এই যে টুকবোগুলো দেখালাম, এগুলো কাঠের আলমাবিব ভাঙা কাচের টুকবো। আলমাবিব কাচ ভেঙেছে একটু অদ্ভুত ভাবে। আলমাবিব এক দিকেব পাল্লায় ওপবে-নীচে কাচ লাগান দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপবেব কাচে একটা স্পষ্ট গোল দাগ কাটা, তার আশে-পাশে কয়েকটা আঁচড়। তারপৰ একদিন তলাব কাচেও একই ধবনের দাগ দেখা গেল। একদিন দেখা গেল ওপবেব গোল দাগেব অংশটা ভেঙে পড়েছে। তলাব কাচটাও একদিন ওভাবেই ভাঙলো—কাচের মাঝখানে একটা বড় গোল ফুটো। কাচের ওপব কী দিয়ে দাগ কাটা যায়? কোয়ার্জ (কাচকাটা পাথর) পাথর দিয়ে কাটা যায়। এই শহরে অনেক জায়গাতেই কাচকাটা পাথর বিক্রি কবেন কিছু ভিন্ প্রদেশী মহিলাবা। এক টাকা থেকে দু-টাকা দাম। এমনকি দমদম স্টেশন চত্ববেই ওই পাথর বিক্রি হয়। ফটোব দোকানে কাচ কাটার জন্য ছোট একটুকবো কাঠের আগায় হীবে লাগান থাকে। অমন একটা কাঁচ-কাটার যন্ত্র যোগাড় কবা এমন কিছুই কঠিন নয়। কোয়ার্জ জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে কাচে গোল কবে দাগ কেটে বাখলে কাচের অনেকটাই কেটে যাবে। তারপৰ সুযোগ বুঝে বৃন্তব মাঝে একটি আঘাত কবলেই কাচ ভেঙে যাবে বৃন্তব আকাবে। আলমাবিব কাচ ভাঙার ক্ষেত্রে কোয়ার্জ জাতীয় পাথরই ব্যবহৃত হয়েছিল।

কথাব মাঝখানে প্রতিবাদ কবলেন উত্তেজিত অমিয়বাবু, আপনি এভাবে কাচ কেটে দেখাতে পাববেন?

বললাম, নিশ্চয়ই পাববো। আপনি অনুমতি দিলে করে দেখাতে পাবি।

না, অনুমতি দেননি অমিয়বাবু। ববং বললেন, বুক কেসেব কাচ তো গোল হয়ে ভাঙছিল না? ওটা কী ব্যাখ্যা দেবেন?

বলেছিলাম, ভাঙা কাচগুলোর একটা অংশ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। জোবালো আঘাত কবলে আঘাতস্থলের কাচ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে।

অমিয়বাবুব আত্মীয় বলে পবিচিত্ত এক ভদ্রলোক জোবালোভাবে আমার বক্তব্যেব প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, কাচগুলো কেউ আঘাত দিয়ে ভাঙাব সময় তাব পক্ষে আদৌ কি এমন ক্যালকুলেশন কবে আঘাত কবা সম্ভব যাব দকন গুঁড়ো হয়ে যাবে? আপনাব এই থিয়োবি আদৌ মানতে পাবছি না।

অমিয়বাবু মুখ খুললেন, আপনি এই বকম গুঁড়ো কবে ভেঙে দেখাতে পাববেন?

বললাম, আমি আপনাদের দু'জনের কথালই উত্তর দেব। অমিয়বাবুব আত্মীয়কে বললাম, আঘাতে কাচটা সাত টুকবো হয়ে ভাঙলে আপনি প্রশ্ন কবতেন, কাচটা ঠিক সাতটুকবো হয়ে ভাঙলো কেন? কেন দুটুকবো বা পাঁচ টুকবো নয়? এ-ভাবে ক্যালকুলেশন কবে কি ভাঙা সম্ভব? ভাঙাব সময় কেউ ক্যালকুলেশন কবে, ভাঙে না, এক্ষেত্রেও ক্যালকুলেশন কবে ভাঙেনি। মেবেছে এবং ভেঙেছে। আব অমিয়বাবুব উত্তবে জানাচ্ছি, উনি অনুমতি দিলে ওইভাবে গুঁড়ো-গুঁড়ো কবেই ভেঙে দেখিয়ে দিতে পাবি।

অমিয়বাবু আব এগোলেন না। তবে ক্ষুব্ধ কঠে প্রশ্ন কবলেন, আব আলমাবিবটা;

পডল কী করে ?

ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল । তাই পড়েছে ।

একজনের পক্ষে ঠেলে ফেলে দেওয়া আদৌ সম্ভব ? আপনি ফেলতে পাবেন ? বললাম, আমি তো পাববোই, এখানে উপস্থিত আমাদের সমিতির যাকে সবচেয়ে দুর্বল বলে আপনার মনে হয়, তাকেই ডেকে নিল, দেখবেন সেও ফেলে দেবে ।

আব বাস্তুগুলো ফাটছিল কী করে ? অমিয়বাবু প্রশ্ন কবলেন ।

এখানেও মানুষের হাত ছিল । ফাটান হচ্ছিল বলেই ফাটছিল ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অমিয়বাবু জানানেন তাঁর ধারণা বাস্তু থেকে কোনও একটা অজ্ঞাত বশ্মি বেড়িয়ে এসে আলমারি উল্টে দিয়েছে, কাচগুলো ভেঙেছে । সৌম্যেবও বক্তব্য ছিল ওই ধরনের । সৌম্যেব কথা মত ও দেখেছে বাস্তু থেকে একটা হলদে বশ্মি বেবিযে এসে আলমারিতে আঘাত করেছে ।

ফ্যান দোলাব ব্যাখ্যাও চেয়েছিল অমিয়বাবুব ঘনিষ্ঠ একজন । জানিয়েছি ফ্যান দোলালেই দোলে । কেউ দুলিয়ে দিয়েছিল ।

কে এমনটা করেছে ? আমাদের এ ঘরে থাকি মাত্র তিনজন । ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমবাই । সুতবাং আপনার কথা মেনে নিলে এটাই দাঁড়ায় আমাব জ্বী বা ছেলে কেউ এ-সব করেছে । আমাব জ্বী কী পাগল যে ধুম-ধুম কবে জিনিস-পত্তব ভাঙবে । আমাব ছেলেও যদি ভেঙে থাকে, তবে একবাবও কি আমবা দেখতাম না । অমিয়বাবু বললেন ।

বললাম, গত বুধবার প্রথম সাক্ষাৎকারে আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন ম্যাগেলাকে সম্বর্ধনা দেবার দিন সন্ধ্যায় ঘবে ঢোকার সময় বাস্তুটা দুম্ কবে ফেটে যেতে দেখেছিলেন, তাবপব আব একটি ঘটনাও আপনি নিজেব সামনে ঘটতে দেখেননি । দেখেছেন ঘট্টে যাওযাব পব । আপনার জ্বীব সঙ্গেও আলাদা কবে কথা বলেছি । উনিও কোনও ঘটনা নিজেব চোখে ঘটতে দেখেননি, দেখেছেন ঘট্টে যাওযাব পব । ঘটনাগুলো ঘটাব একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু আপনার ছেলে । আজও সাংবাদিকদের সামনে বহুবার বলেছেন, কাচের জিনিস ঘবে বাখলে আধ-ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে । গতকাল সন্ধ্যে এসে বউদিব (তৃপ্তি দেবী)কাছ থেকে জানতে পাবি, কোনও এক জ্যোতিষী না বাবাজী কি একটা জিনিস দিয়ে বলেছেন, সৌম্যেব ওপব কাব্ব একটা কোপদৃষ্টি পড়েছে । তাইতেই এইসব অঘটন । কিছুটা ঠুব কথা মতই এ-বাড়ি থেকে সৌম্যকে দূবে বাখতে গত মঙ্গলবার বিকেলে সাতগাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেন । তৃপ্তি দেবীকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, সৌম্যকে পাঠাবাব পব আব কোনও কাচের জিনিস কি ভেঙেছিল ? তিনি জানিয়েছিলেন, ঘবে বর্তমানে ভাঙাব মত কোনও কাচের জিনিস নেই, তাই ভাঙাবই প্রশ্ন নেই । কাচের জিনিস বাখলে ভাঙবে, এতদিন ধবে যা ঘটছে, তাতে এটা ধবে নেওয়াই যায় । আবাব সত্যি এমনও হতে পাবে, এই জ্যোতিষী যা বলেছেন, তাই সত্যি । সৌম্য এ-ঘবে উপস্থিত হলে ওব শবীব থেকে কোনও বশ্মি বিচ্ছুবিত হয়ে আবাব অঘটন ঘটতে থাকবে । তৃপ্তি দেবীবও ইচ্ছে ছিল, আমাদের এই ছ'ঘন্টা পবীক্ষা চালাবাব সময় সৌম্য উপস্থিত থাকুক । সৌম্যকে আনতে বলেছিলেন । ও এই ছ'ঘন্টা ছিল, কিন্তু তবু কাচ ভাঙেনি ।

আসলে কাচগুলো মানুষই ভাঙছিল। আজ সে ভাঙাব সুযোগ পায়নি। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে যুক্তি এ-কথাই বলে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছেন অমিষবাবু পবিবাবেই কেউ। প্রশ্ন উঠেছে, কেন ভাঙবে? আপনাদের দুটি তথাকথিত ভুতুড়ে ঘটনা বলছি। শুনলে ভাঙাব কাবণেই কিছুটা হদিশ পেতে পারেন।

‘জল-ভূত’ ও ‘পোশাককাটা-ভূত’-এর ঘটনা দুটির উল্লেখ করে বললাম, জলভূতের সৃষ্টি করে বালকাটি তাব মায়েব কড়া শাসনের প্রতিশোধ তুলতে চেয়েছিল, শাস্তি দিতে চেয়েছিল। আর পোশাককাটা ভূতের সৃষ্টি হয়েছিল বাড়ির কাজের কিশোরী মেয়েটির হতাশা থেকে। কিশোরীটির কথা মত বাড়ির ছোট ছেলেকে সে ভালবাসে। ছোটছেলে তাকে আদব-টাদব করে বটে, কিন্তু ভালবাসে অন্য একটি মেয়েকে। কিশোরীটির ইচ্ছে হয়, ছোটছেলের মুখোশ খুলে দেয় তাব প্রেমিকাব কাছে। কিশোরীটি বিশ্বাস করে, মুখোশ খুলতে গেলে লাভ হবে না কিছুই। বড়জোব ছোটছেলের সঙ্গে তাঁব প্রেমিকাব বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু তাতে ছোটছেলে তাকে আদৌ বিয়ে করবে না। বরং ঘটনাটা জানাজানি হলে যে কোনও একটা অপবাদ দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিশোরীটি মেয়েদের পোশাক আর ছোটছেলের পাজামাব ওপব আক্ৰোশ মিটিয়েছে তাব অবদমিত যৌন আবেগ, ক্রোধ, ঈর্ষা ও হতাশা থেকে। অনেক সময়ই কিশোর-কিশোরীদের ক্ষোভ, হতাশা, অবদমিত আবেগই রূপ পেতে পারে এই ধরনের নানা কাণ্ড-কাবখানা ঘটিয়ে বড়দের উত্যাঙ্ক করার মধ্যে।

এখানে কে নিশ্চিতভাবে ঘটনা ঘটালে, তা বলার মত কোনও অকাটি প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বটে, কিন্তু যুক্তিগুলো পবপব সাজালে মনে হয় ঘটনাগুলো ঘটানোব সম্ভাবনা কিশোরীটিরই সবচেয়ে বেশি। কিশোর বয়সে বা যৌবন সন্ধিক্ষণে শারীরিক ও মানসিক পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্নতাব সমস্যা, একাকিত্বের সমস্যাও এর মধ্যে অন্যতম। কিশোরীটি সেই সমস্যাতে পীড়িত হতেই পারে। তাবই হয়তো বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বড়দের পীড়িত করার চেষ্টায়। এ-ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনাও বয়েছে। অমিষবাবু বাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা তাঁব স্কুল নিয়ে। বাবা মা’ব স্নেহ থেকে, তাঁদের কাছে পাওয়া থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা বয়ে গেছে। যখন বাবা ঘবে থাকেন, তখনও তাঁকে ঘিবে থাকে অন্য মানুষেবাই। ব্যস্ত বাজনীতিবিদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক জীবন, এ-কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি এক ঘবেব ছোট্ট ফ্ল্যাটে মা-বাবাব অনুপস্থিতির একাকিত্ব যেমন সৌম্যকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারে, তেমনই বহুজনের ভিড়ে বড় বেশি একা কবেই বাব বাব নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে সৌম্য। ঘরে পড়াশুনোব মত পবিবেশের অভাব তাকে একটু একটু করে লেখাপড়ার জগৎ থেকে দূরে ঠেলে সবিয়ে দিতে পারে। অনুষ্ঙ্গ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে পড়ে বহুজগতের পবিবেশ। ওব ক্ষোভ, হতাশা থেকে বড়দের উত্যাঙ্ক করার জন্য ও এমনটা কবতেই পারে।

অমিষবাবু সবাসবি প্রায় চ্যালেঞ্জ জানালেন, স্বীকার কবছি কাচ আধ ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টাব মধ্যে ভাঙতো। আজ ছ’ঘণ্টা পর্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু আপনাবা চলে যাবাব পব আবাবও ভাঙতে পারে। আমাব ছেলেকে ঘবে রাখবো না। অন্য কোথায পাঠিয়ে



আলমাবিব কাচ পবীক্ষা কবছেন লেখক
হাটে বসে অমিত্যশংকর বায়

দেবো। কিন্তু তাবপৰও যে ভাঙবে না, সে গ্যাৰাণ্টি আপনি দিতে পাববেন ?

বললাম, আপনাব চ্যালেঞ্জ আমাদেব সমিতি গ্ৰহণ কৰছে। কিন্তু ঘবে কেউই থাকবে না। ঘব 'সিল' কৰে দেবো। ছ'দিন, ছ'সপ্তাহ, ছ'মাস—যতদিন সিল থাকবে কিছু ভাঙবে না, উল্টোবে না। আপনি কি এই সৰ্তে বাজী হবেন ?

না, বাজি উনি হননি।

পৰেব দিন 'The Telegraph', 'আজকাল', 'বৰ্তমান', 'বসুমতী' পত্ৰিকায যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমাদেব সমিতি কৰ্তৃক কাচ ভাঙা বহস্যভেদেব খবৰ প্ৰকাশিত হয়।

খবৰটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। ৫ ডিসেম্বৰেব গণশক্তিতে আৰাব একটি খবৰ প্ৰকাশিত হয়। তাতে জানান হয় অমিয়শংকৰ বায় জানিয়েছেন “ববিবাব প্ৰায় জোব কৰেই প্ৰবীৰ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এ সম্পৰ্কে পৰীক্ষা কৰতে ঘবে ঢোকে। সঙ্গে কয়েকটি সংবাদপত্ৰেব প্ৰতিনিধিদেবও ডেকে নিয়ে আসেন। পৰেব দিন সংবাদপত্ৰে তাঁৰ ভাষ্য পড়ে বিস্মিত।”

অৰ্থাৎ আমি কিছু সংবাদপত্ৰেব প্ৰতিনিধিদেব নিয়ে প্ৰায় জোব কৰে তাঁৰ ঘবে ঢুকে দীৰ্ঘ ছ-সাত ঘণ্টা ধৰে পৰীক্ষা চালিয়েছিলাম। এবং সাংবাদিকদেব কী বলেছি, তিনি জানতেন না। পৰেব দিন সংবাদপত্ৰ পাঠে প্ৰথম জানলেন এবং বিস্মিত হলেন। এত মিথ্যা ভাষণেব আগে অমিয়বাবুব খেয়াল কৰা উচিত ছিল, ওইদিন 'আজকাল' পত্ৰিকা ডি ডি ও তে যতটা সময় ধৰে বেখেছে, তা অমিয়বাবুব মিথ্যাচাৰিতাব মুখোশ খোলাব পক্ষে যথেষ্টব চেয়ে বেশি। এটা অবশ্য অমিয়বাবুব বোধহয় জানা ছিল না, তাঁদেব সঙ্গে একাধিক দিন আমাব যে সব কথাবাতা হয়েছে, তাব অনেকটাই ক্যাসেটবন্দী কৰে বেখেছি। জানা থাকলে এমন আদ্যন্ত মিথ্যাভাষণ থেকে নিশ্চয়ই সংযত হতেন—মুখোশ খুলে পডাব ভয়ে।

জানি না, অমিয়বাবুব এই ধৰনেব মিথ্যাচাৰিতাব সঙ্গে সৌম্য পৰিচিত কি না ? দীৰ্ঘ বছৰ কাছাকাছি থেকে বাবাকে দেখাব দৰুন বাবাব এই দুৰ্বলতাব কথা সৌম্যেব অজানা না থাকতেই পাবে। দেখা দিতে পাবে বাবাব প্ৰতি শ্ৰদ্ধাহীনতা, ক্ষুদ্ৰতা ইত্যাদি। পাশাপাশি বাবাব এই ধৰনেব মিথ্যাচাৰিতা ছেলেকে অন্যভাবেও প্ৰভাবিত কৰতে পাবে।

হতাশা, ঈৰ্ষা, অবদমিত

আবেগ, ক্ৰোধ, শ্ৰদ্ধাহীনতা

ইত্যাদি থেকে এই ধৰনেব হুলাবাজ ভূত

সৃষ্টিৰ বহু ঘটনা মনোরোগ চিকিৎসকদেব

অভিজ্ঞতাৰ ঝুলিতে রয়েছে। এমন অবস্থায় মা-বাবাৰ

উচিত ভালবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে সম্ভানেব পাশে

দাঁড়ানো। ঠুনকো সম্মানবোধেব দ্বাৰা

পরিচালিত হয়ে কেউ সম্মানের ভ্রান্তিকে,
অন্যায়কে আড়াল করতে চাইলে সে তৈরি
হয়ে উঠতে পারে আর এক
'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'।

এটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ৯ ডিসেম্বর '৯০ 'আজকাল' পত্রিকা
বাবিবাসব'-এর দুটি বড়িন পৃষ্ঠা ছিল 'মানুষ ভূত' নিয়ে। অমিয়বাবুব মিথ্যাচারিতাব
খোশ খোলাব পক্ষে পৃষ্ঠা দুটিব ভূমিকা ছিল যথেষ্টব চেয়েও বেশি।



তিন

যে ভুতুড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলাম

ভূত আনলেন বিজয়া ঘোষ

এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় আৰ কোনও দিন পড়িনি । দৰ্শকদেব একাংশ আমাদেব সমিতিব আযোজিত অনুষ্ঠানে আমাকেই এমন তীব্র আক্ৰমণ চালাবে, এটা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না । আমাদেব বাবাসত শাখাব ছেলেদেব যথেষ্ট লডাকু বলেই জানি । কিন্তু এই মুহূৰ্তে ওদেব যথেষ্ট বিভ্রান্ত বলে মনে হলো । বাবাসত শাখাব সম্পাদক গুভাশিষ ইন্দু কয়েকজন সঙ্গীসহ দ্রুত পাষে মঞ্চে উঠে এলেন । পবিস্থিতিকে সামাল দিতে মাইকেব মাউথপিস নিজেব হাতে তুলে নিলেন । মেঘেব মতো ভাবী গলায বলে চললেন, “আপনাবা এত উত্তেজিত হবেন না। যাঁবা যুক্তিবাদী সমিতিব অনুষ্ঠানে এসেছেন তাঁদেব প্রত্যেকেব কাছে আমবা নিশ্চয়ই ন্যূনতম যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রত্যাশা কবতে পাৰি । আপনাবা দেখলেন, আপনাবা গুনলেন একটু আগে বিজয়া দেবী প্রবীৰবাবুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তিনি প্ল্যানচেট কবে আত্মা এনে সবাব সামনে প্রমাণ কববেন প্ল্যানচেট, দেহাতীত আত্মা ও ভূতেব বাস্তব অস্তিত্ব আছে । বিজয়া দেবীৰ এই চ্যালেঞ্জেব উত্তবে প্রবীৰবাবু এখুনি আপনাদেব সামনে স্পষ্টতই ঘোষণা কবেছেন, তাঁব একটা চ্যালেঞ্জ আছে, পৃথিবীৰ যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ দিতে পাবলে প্রবীৰবাবু তাঁকে দেবেন ৫০ হাজাব টাকা এবং সেই সঙ্গে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব কেন্দ্ৰ সহ প্রতিটি শাখা ভেঙে ফেলা হবে । কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে চাইলে তাঁকে কয়েকটি পূৰ্বশৰ্ত পালন কবতে হবে । শৰ্ত এক . চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাৰীকে ৫ হাজাব টাকা ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব কাছে অথবা প্রবীৰ ঘোষেব কাছে জামানত হিসেবে দিতে হবে । শৰ্ত দুই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাৰীকে অবশ্যই জানাতে হবে তিনি ঠিক কী ঘটনা অলৌকিক উপাষে ঘটাতে চাইছেন । অভএব এখন চ্যালেঞ্জেব বিষয়টা পুৰোপুৰি নির্ভর কবছে বিজয়া দেবীৰ ওপৰ । তিনি জামানত হিসেবে ৫ হাজাব টাকা ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব বাবাসত শাখাতেও জমা দিতে পাবেন । টাকা জমা দেওযাব এক মাসেব মধ্যে আমবা

অলৌকিক নয়, লৌকিক

এই বিধান সিনেমা হলেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কবাব ব্যবস্থা কববো।”

শুভাশিসেব কথা অসাধারণ গোলমাল ভেদ কবে সাধাবশেষ মধ্যে কতখানি পৌঁছেছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। আব কথাগুলো কানে ঢুকলেও সেগুলো মনে নিতে যে গোলমালের নাযকবা বাজি নন, তা তাদের ঘুসি পাকিয়ে হাত ছোঁড়া, স্টেজের দিকে ধেয়ে আসা এবং আমাকে ও আমার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে কিষ্টিং গালি-বর্ষণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ঠুন্দের দাবি আমাকে এখনি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কবতে হবে।

এই ধবনের কোনও চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক মোকাবিলা কবতে যাওয়া নিঃসন্দেহে ঝুঁকিব। অলৌকিক যে সব ঘটনা বিভিন্ন তথাকথিত অবতাববা ঘটিয়ে দেখান, সে গুলোকে দুভাগ ভাগ কবা যায় ১। কৌশলের সাহায্যে ২। শবীর বৃত্তির সাহায্যে।

বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বা গুছিয়ে বলাব চেষ্টা কবছি। একজন অবতাব বা ধর্মগুরু যখন নাড়িব গতি স্তব্ব কবেও বেঁচে থাকেন, জীবন্ত সমাধিতে থেকে প্রমাণ কবতে চান যোগবলে বেঁচে থাকাব জন্য অস্ত্রিজেনেব প্রয়োজন হয় না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে শূন্যে ভেসে থাকেন, মন্ত্র শক্তিতে যজ্ঞেব আগুন জ্বালান, শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি কবেন, মনেব কথা পড়ে ফেলেন, তখন সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি কবেন শ্রেফ কৌশলের সাহায্যে। আবাব একজন বোগী যখন কোনও ধর্মগুরুব পা ধোযা জল খেয়ে বা তাবিজ-কবজ নিয়ে অথবা জল-পড়া তেল-পড়া খেয়ে বোগ মুক্ত হল, তখন কিন্তু সেগুলোব মধ্যে থাকে না কৌশলের সামান্যতম ছোঁযা। এইসব ধর্মগুরু, অবতাব বা ওঝাবা বোগমুক্তিব ক্ষেত্রে কোনও ম্যাজিক কৌশলের সাহায্য নেন না। শুধুমাত্র বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই যে কত বকম বোগ সাবান যায় সে বিষয়ে ভালোমতো জানা না থাকলে মনে হতেই পাবে অলৌকিক ক্ষমতাই বোগ মুক্তিব কাবণ। বোগ সৃষ্টি বা নিবাময়েব ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধেব গুরুত্ব অপবিসীম। আমাদের বহু বোগেব উৎপত্তি ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকর্ষা থেকে। মানসিক কাবণে যে সব অসুখ হতে পাবে তাব মধ্যে বয়েছে শবীরেব বিভিন্ন স্থানেব ব্যথা, মাথাব ব্যথা, হাডে ব্যথা, স্পণ্ডলাইটিস, স্পন্ডালোসিস, অবব্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটেব গোলমান, পেটেব আলসাব, কাশি, ব্রোঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ব্র্যাডপ্রেসাব, অবসাদ, ক্লাস্তি ইত্যাদি। যখন এইসব বোগ মানসিক কাবণে হয়, তখন বোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে মূল্যহীন ঔষধ, ক্যাপসুল ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রযোণ কবেই বহুক্ষেত্রে বোগীদের বোগ মুক্ত কবা সম্ভব হয়। এই ধবনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে প্লাসিবো (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। উপরে বর্ণিত বোগে পীড়িত কেউ যদি পবম বিশ্বাসে কোনও ধর্মগুরু বা তান্ত্রিকজাতীয় কাবো কাছে আবোগেব প্রার্থনা জানিয়ে পবম আশ্বাস লাভ কবেন, “যা, তুই ভালো হয়ে যাবি” জাতীয় কথাব মাধ্যমে, তবে অনেক সময় দেখা যায় বোগী বোগমুক্তও হয়ে যাচ্ছেন—এই একই কাবণে জল-পড়া তেল-পড়া, তাবিজ কবজেও অনেক সময় দেখা যায় বোগ সাবছে। এই জাতীয় বোগমুক্তিব গিছনে কখনই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাজ কবে না, কাজ কবে ধর্মগুরু, তান্ত্রিক বা ওঝাদেব প্রতি বোগীদের অন্ধ বিশ্বাস। প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছি।

আবার মস্তিষ্ক কোষের বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা হিস্টিবিয়া বোগীবা বিভিন্ন ধবনের অঙ্ক-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও সংবেদনশীলতার জন্য এমন অনেক কিছু ঘটিয়ে দেন, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ শাবীরবৃত্তি বিষয়ে অজ্ঞতার দরুন ভুতে ভব বা ঈশ্বরে ভব বলে ধরে নেন, ফলে বহু ক্ষেত্রেই হিস্টিবিয়া বোগীবা পূজিত হয় বা নির্দিত হয় ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে। সাধারণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতিব আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের মানুষদের মধ্যেই এই ধবনের হিস্টিবিয়া বোগীবা সংখ্যা বেশি। সাধারণভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের মস্তিষ্ককোষের স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম। যুক্তি দিয়ে বিচার কবে গ্রহণ কবাব ক্ষমতা অতি সীমিত। বহুজনের বিশ্বাসকে মেনে নিতে অভ্যস্ত। মস্তিষ্ককোষের সহনশীলতা যাদের কম তাবা এক নাগাড়ে একই ধবনের কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। একান্ত ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভুতে বিশ্বাসের ফলে বোগী ভাবতে থাকে তাব শবীরে ঈশ্বরের বা ভূতের আবির্ভাব হয়েছে, ফলে বোগী ঈশ্বরের বা ভূতের প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ কবতে থাকে।

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মস্তিষ্ক কোষের অধিকারীদের কেউ কেউ নিজের অজ্ঞান্তে স্ব-নির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে অন্যের ব্যাখ্যাব চিহ্ন নিজের শবীরে গ্রহণ কবেন। মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শবীর বৃত্তিব এই অস্বাভাবিকতাকেই অনেকে অলৌকিক ঘটনা বলে ধরে নেন। এ বিষয়েও আগে দীর্ঘ আলোচনা কবেছি।

তাই অনেক সময় তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা দেখাব সঙ্গে সঙ্গে কৌশল ধবে ফেলা এবং একই ঘটনা ঘটিয়ে দেখান সম্ভব নাও হতে পারে। দু-পাঁচদিন দেবী হতেই পারে। শুধুমাত্র এই কাবণে, কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইলে তাঁকে জানাতে বলি তিনি কী ঘটিয়ে দেখাবেন। তিনি যদি বলেন, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন বা শূন্য ভেসে থেকে দেখাবেন, সে ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তিনি এ সব অলৌকিক ক্ষমতাব সাহায্যেই যদি দেখান তবে আমাব পক্ষে তাঁব লৌকিক কৌশল ধবে ফেলাব কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কী ঘটিয়ে দেখাবেন জানা থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাব সময়ের ব্যবধানের মধ্যে সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কবাব সুযোগ আমি পেতে পাবি এবং সেই ভাবনা-চিন্তাব ফসল হিসেবেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের পবাজিত কবা আমাব পক্ষে সম্ভব।

এই মুহূর্তে দর্শকদের একাংশ যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থিত দর্শকদের প্রবোচিত কবছেন এবং সভায় একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা কবছেন সেটা আমাদের সমিতির সভ্যদের দিয়ে জোব কবে বন্ধ কবতে চাইলে একটা অসুবিধে হতেই পারে। দর্শকদের মধ্যে অনেক মহিলা আছেন। গোলমালের সূচনা হলে তাঁদের অবস্থাটা কী হতে পারে সেটাও যেমন ভাবাব বিষয়, তেমনই ভাবাব বিষয় হলো বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে গুণগোল শুরু হলে আমবা দ্রুত গুণগোল বন্ধ কবতে না পাবলে তাব পবিগতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে? একটা দুর্ঘটনা আমাদের সমিতির সম্মানকে অনেকটাই নষ্ট কবে দিতে পারে। আর বেশি ভাবাব মত সময় ছিল না। ঘোষণা কবলাম, “আপনাদের দাবীর প্রতি সম্মান জানাতে আমি এই মুহূর্তেই বিজয়া দেবীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবছি।”

গোটা প্রেক্ষাগৃহ উল্লাসে যেন ফেটে পড়লো। এবাব মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বিজয়া ঘোষের দিকে ফিবিলাম, “আপনি কী ধবনের অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে চাইছেন?”

মাউথপিস মুখে বন্দী করে বিজয়া দেবী শুক কবলেন, “এতক্ষণ আপনি আপনার বক্তব্যে বললেন, ধর্মশাস্ত্রগুলোতে আত্মার বিষয়ে বলা হয়েছে, আত্মা মানে চিন্তা, চেতনা বা মন। বিজ্ঞান বলছে মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্ক কোষেবই অ্যাকশন, মস্তিষ্ক কোষের অ্যাকশন ততো দিনই থাকবে যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে। মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক কোষেবও অ্যাকশন শেষ হয়, অর্থাৎ আত্মাও মাঝা যায়। আপনি এতক্ষণ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কবতে চাইলেন আত্মা মবণশীল। আমি উপস্থিত দর্শকদের সামনে আপনাকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবো আত্মা অমব। প্রমাণ কবে দেবো



বিজয়া ঘোষ

বিজ্ঞানের যেখানে শেষ সেখান থেকেই আধ্যাত্মবাদের শুরু।”

বিজ্ঞানদেবীর কথা শুনতে শুনতে আমি তাঁকেও লক্ষ্য কবছিলাম। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো। ওজন সম্ভবত পাঁচাত্তর কেজির কম নয়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বগু ফর্সা। গুঁহিয়ে কথা বলতে পাবেন। কথাবার্তায় আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ স্পষ্ট। সম্ভবত বাবাসতের কাছাকাছিই থাকেন, তাই প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর জঙ্গী ভক্ত সমাবেশ ঘটাতে পাবেছেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বাবাসত শাখার বিলি কবা প্রচাপপত্রের ও পোস্টারের দৌলতে জানতেন আমার কাছে পবাজিত অবতাব ও জ্যোতিষীদের নাম। আজ ২৬ মার্চ ’৮৯। গত মাসখানেক ধরে অবতাব গৌতম ভাবতীর সঙ্গে আমার গোলমালের খবরটা পেশাদার অলৌকিক মাতাজী বিজয়া দেবীর অজানা থাকার কথা নয়, বিশেষত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন এই নিয়ে যথেষ্ট হৈ-চৈ চলছে। এত কিছু জানার পবেও তিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর এই এগিয়ে আসার মধ্যে যথেষ্ট পবিকল্পনার ছাপ রয়েছে। তিনি ভাল মতই জানেন, ভাববার মত যথেষ্ট সময় সুযোগ না দিলে পৃথিবীর সেবা জাদুকবকেও পবাজিত কবা যায় জাদু-কৌশল দিয়েই। এটা জানেন বলেই তাঁর লোকজন দিয়ে এমন একটা পবাবেশ সৃষ্টি কবেছেন, যাতে বাধ্য হই এই মুহূর্তে তাঁর মুখোমুখি হতে। স্বাভাবিক কারণেই আমি নিশ্চয়ই এমন একটা অসম্ভব ঝুঁকি নিতে বাজি হবো না, এটাও বিজয়া দেবীর জানা। বাজি না হলে গুণ্ডগোল পাকিয়ে আমাদের আলোচনাচক্র ও অলৌকিক বিবেচী বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিরের কাজ ভণ্ডুল কবে দিতে পাবলে এটাই বিশাল কবে প্রচাপ কবা যাবে—বিজয়া ঘোষের চ্যালেঞ্জের মুখে প্রবীর ঘোষের পলায়ন, ফলে ক্ষুদ্র দর্শকদের হামলায় যুক্তিবাদী সভা পণ্ড।

বিজয়া দেবীর কথা শেষ হতেই প্রচুর হাততালি পড়লো। প্রশ্ন কবলাম, “আপনি কোথায় থাকেন?”

“বাবাসতের বালুবিয়ায়।”

“আপনি এব আগে কখনও আত্মা এনেছেন?” প্রশ্ন কবলাম।

বিজয়া দেবী তাঁর ডান হাতের মাউথপিসটা মুখের কাছে এনে শ্রোতা ও দর্শকদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আমি প্ল্যানচেট কবে আত্মা আনি। অনেকেই আমার কাছে আসেন তাঁদের প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ কবাব ইচ্ছে। মৃত্যুর আগে যে কথা জেনে নেওয়া হয়নি তেমন অনেক কথাই জেনে নিতে চান অনেকে। অনেকে জানতে চান, তাঁদের প্রিয়জনের আত্মা এখন কেমন আছে। অনেকে শুধুমাত্র প্রিয়জনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ কবাব সুযোগটুকু পেতেই আকুল হয়ে ছুটে আসেন।”

জিজ্ঞেস কবলাম, “এব জন্য আপনি কি কোন পারিশ্রমিক নেন?”

“না, না, আমি কিছুই দাবী কবি না। ভালবেসে যে যা দেন, তাই নিই।” বিজয়া দেবী জানালেন।

সম্প্রতি আনন্দবাজারে প্রকাশিত আচার্য গৌতম ভাবতীর সাক্ষাৎকাব্যটির কথা মনে পড়লো। গৌতম ভাবতীও বিজয়া দেবীর মতোই বলেছিলেন ভক্তবা ভালোবেসে যে যা দেন, তাই গ্রহণ কবেন। কেউ দু’হাজার টাকা দিলেও নেন, কেউ পঁচিশ হাজার দিলেও।

বললাম, “আপনি কি বাস্তবিকই এই হল ভর্তি দর্শকদের সামনেই আত্মা এনে দেখাবেন ?

“নিশ্চয়ই ।”

“শুনেছি ভূতেরা ভীড়-টিড পছন্দ করে না । যাঁরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনেন বলে দাবী করেন, তাঁরাই আমাকে এ ধরনের কথা বলেছেন । যাই হোক, প্ল্যানচেটে আত্মা না হয় আনলেন, কিন্তু আত্মা যে বাস্তবিকই এসেছে, তা আমবা বুঝবো কী করে ?”

“আপনার যে কোনও প্রশ্নের উত্তর আত্মা দেবে । আত্মা সৃষ্টিদেহী, সর্বত্রগামী, তাই যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ।”

“এই মধ্যেই তো দেখাবেন, কী কী ব্যবস্থা কবতে হবে বলুন, আমাদের সমিতির ছেলেরা ”

আমাকে কথাটা শেষ কবতে না দিয়েই বিজয়া দেবী বললেন, “যা যা প্রয়োজন সবই নিয়ে এসেছি ।”

একটুকুশেষ মধ্যে মধ্যে একটা ছোট এবং চওড়া বেঞ্চ উঠে এলো । বেঞ্চটাকে সামনে রেখে চেঁচাবে বসলেন বিজয়া দেবী । বেঞ্চের উপর পাতলেন বিশাল একটা সাদা কাগজ ও তাব উপর তিন-কোনা প্ল্যানচেট টেবিল । ত্রিভুজ আকৃতির প্ল্যানচেট টেবিলের তিনটি দিকের দৈর্ঘ্যই আনুমানিক ৬ ইঞ্চি করে । তলায় পাখাব বদলে তিনটি লোহার বল লাগানো । প্ল্যানচেট টেবিলের এক কোণে একটা ফুটো । ফুটোয় একটা ডট পেন গুঁজে দিলেন বিজয়া দেবী । পেনের মুখ বইল কাগজ ছুঁয়ে ।

মাথাটাকে বাব কয়েক জোবে জোবে নেড়ে বিজয়া দেবী প্ল্যানচেট টেবিল দু’হাতে ছুঁয়ে স্থির হয়ে বইলেন । মিনিট তিন চাব । প্ল্যানচেট টেবিল খবখব করে বাব কয়েক কঁপে উঠেই গতি পেল, কাগজের উপর দ্রুত ওঠানামা কবলো ।

কাগজটা তাঁরই এক ভক্তের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “আত্মার লেখাটা সমস্ত দর্শকদের দেখান ।”

ভক্ত দু’হাতে কাগজটা মেলে ধরলেন দর্শকদের দিকে । বড় বড় হবহে লেখা বয়েছে, অববিন্দ বিশ্বাস । চিৎকার ও হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল । এক উৎসাহী দর্শক মধ্যে উঠে এলেন । বিজয়া দেবীকে প্রশ্ন কবলেন, “বলুন তো আমার পেশা কী ?”

বিজয়া দেবী তৎপর হলেন । নতুন একটা কাগজে অববিন্দের আত্মা লিখলো “সাংবাদিক” । বিজয়া দেবী এবাব প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন কবলেন, “উত্তর ঠিক হয়েছে ?”

প্রশ্নকর্তা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ ।”

আব এক প্রশ্ন প্রচণ্ড হাততালিসহ চিৎকার ।

এবাব আবও কয়েকজন মধ্যে উঠে এলেন । উদ্দেশ্য প্রশ্ন কবা । আমার সমিতির সদস্যদের দু-একজনও বিজয়া দেবীর দিকে এগিয়ে এসেছে । তাঁদেরও উদ্দেশ্য সম্ভবত বিজয়া দেবীকে কঠিন কিছু প্রশ্ন কবে আমাকে সাহায্য কবা । অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমার মুঠোবন্দী মাউথপিসকে কাজে লাগলাম, “আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুবোধ, আপনাবা কেউ মধ্যে ওঠাব চেষ্টা কববেন না, বা বিজয়া দেবীকে কোনও প্রশ্ন কবাব চেষ্টা কববেন না । আপনাদের কাবও প্রশ্নের সঠিক উত্তর

ভুতুড়ে চিকিৎসা

ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব ও ভুতুড়ে অস্ত্রোপচার

৩১ আগস্ট, ৮৬, ববিবাবেব সকাল। আব পাঁচটা ববিবাবেব সবালের মতই বৈঠকখানায় তখন গাদা-গাদা চায়েব কাপ আব বাশি বাশি সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে আড্ডা জমে উঠেছে। এমন সময় আমাব ভাববা সুশোভন বায়টোখুবী এসে কোনও ভণিতা না কবেই একটা দাকণ উদ্ভেজক খবব দিল—অতি সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার এসেছেন কলকাতায়, বোগীকে অজ্ঞান না কবে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার কবে বোগ সাবিযে দিচ্ছেন। ওব পবিচিত একজন অস্ত্রোপচার কবিযে ভাল হয়ে গেছেন। অস্ত্রোপচারেব দাগটি পর্যন্ত নেই। খবচ পড়েছে পাঁচ হাজার টাকা। সুশোভনেব আমাকে খববটা দেওয়ার কাবণ, যদি এই অলৌকিক বহস্য উন্মোচন কবতে পাবি।

আমাব কাছে কলকাতায় ম্যানিলাব অলৌকিক চিকিৎসকেব উপস্থিতিব খববটা অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়। সুশোভন যাকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তার বলে অবহিত কবল তিনি এবং তাঁব মত ক্ষমতাবান চিকিৎসকবা নিজেদেব পবিচয় দেন ‘ফেইথ হিলাব’ বলে। যে ফেইথ হিলাবদেব নিয়ে পৃথিবী জুড়ে হৈ-চৈ, তাঁদেবই একজন এই মুহূর্তে কলকাতাব বুকো প্রতিদিন বহু বোগীব ওপব অলৌকিক (?) অস্ত্রোপচার কবে চলেছেন—কথাগুলো আমি ঠিক বিশ্বাস কবে উঠতে পাবিনি। গোটা ব্যাপারটাই ব্যাস্ভেজ ভূতের মতোই গুজব নযতো ? খববটা আমাব কাছে অভাবনীয় এই জন্যে, মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমাব কিছু বন্ধুব কাছে বলেছিলাম, “ফেইথ হিলাবদেব হিলিং ব্যাপারটা এখনও কিছুটা বহস্যময় বযে গেছে। তাঁদেব অস্ত্রোপচারেব ক্ষেত্রে কৌশলটা ঠিক কী ধবনেব এটা এখনও বিজ্ঞানীদেব কাছে পবিষ্কার নয। যদিও James Randi তাঁব ‘Flim-Flam’ বইতে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কবেছেন, তবু তাঁব লেখাতে দুটি দুর্বল দিক বযেছে। এক তিনি নিজে ফেইথ হিলাবদেব মুখোমুখি হননি, দুই তাঁব বর্ণিত কৌশলেব সাহায্যে একজন ফেইথ হিলাবেব পক্ষে একটা অপারেশন টেবিলে দাঁড়িয়ে অন্যেব চোখেব সামনে পবপব একাধিক- অপারেশন অসম্ভব।

অথচ আমি ম্যানিলা থেকে অলৌকিক অস্ত্রোপচাৰ কবিয়ে আসা তিনজনেব সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে ফেইথ হিলাবৰা স্থান ভাগ না কৰে অপাবেশন টেবিলে এক নাগাড়ে দশ থেকে কুড়ি জনেৰ ওপৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰেন। যদি কিছু টাকা যোগাড কৰতে পবতাম, ফেইথ হিলিং বহস্যভেদেব একটা চেষ্টা কবতাম, ম্যানিলায় গিয়ে নিজেব ওপৰ ফেইথ হিলিং কবিয়ে।”

সেখানে উপস্থিত এক বন্ধু তখনই জানায়, সে আমাৰ ম্যানিলায় যাতায়াতেব খবচ বহন কৰতে বাজি আছে। বাকি ছিল কয়েক দিন হোটেলৈ থাকা ও ফেইথ হিলিং-এব খবচ বহন কৰাব ব্যাপাৰ। গত তিন সপ্তাহ ধৰে টাকা যোগাড কৰা এবং ফিলিপিন-এ যাওয়াব প্ৰাথমিক প্ৰস্তুতি চলছিল। ঠিক এই সময় কলকাতায় ফেইথ হিলাবেব উপস্থিতি—এ যেন ‘মেঘ না চাইতেই জল’। খবচটা আমাৰ কাছে অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত এবং উল্লসিত হবাব মত।

সুশোভনকে অনুবোধ কবলাম ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাৰে ভাল হওয়া ওব পবিচিত্ত লোকটিব কাছ থেকে অলৌকিক ডাক্তাবেৰ ঠিকানাটা অবশ্যই এক দিনেব মধ্যে যোগাড কৰে দিতে।

সুশোভন অবশ্য শেষ পৰ্যন্ত ঠিকানা দেয়নি, তবে আমাবই এক বন্ধু দেবু দাস-এব কাছে ২ সেণ্টেম্বৰ মঙ্গলবাৰ খবৰ পেলাম, ওব পবিচিত্ত এক তৰুণ তমনাশ দাস ফেইথ হিলাবেব বিসেপশনিষ্ট-এব কাজ কৰছে।

দেবুৰ কাছ থেকে ঠিকানা ও একটা পবিচয়পত্ৰ নিয়ে সেই বাতেই তমনাশেব বাড়ি গিয়ে দেখা কবলাম। স্মাৰ্ট, ফৰ্সা, সুদৰ্শন তৰুণ। হোটেল ম্যানেজমেণ্টেব পৰীক্ষা দিয়ে বসে আছে।

আমি দেবু’ৰ বন্ধু, লেখালেখি কবি এবং অলৌকিক বিষয়ে খুবই আগ্ৰহী জেনে আমাৰ প্ৰতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন তমনাশ। জানালাম, “গলব্লাডাব, হাট আব ফ্যাবেনজাইটিস নিয়ে জেববাৰ হয়ে আছি। ফেইথ হিলাবেব সাহায্য চাই। সেই সঙ্গে এই অলৌকিক চিকিৎসা বিষয়ে পত্ৰিকায কিছু লিখতে চাই।”

তমনাশ জানালেন, “কয়েকজন সাংবাদিক বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ তবফ থেকে ইতিমধ্যে আমাৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰেছিলেন। তাঁদেব প্ৰত্যেকেই হাত জোড কৰে জানিয়েছি ক্ষমা কববেন। আমবা প্ৰচাৰ চাই না। প্ৰচাৰ ছাড়াই যে বিপুল সংখ্যক বোগী আসছেন, তাব ভিড সামাল দিতেই হিমসিম খাচ্ছি, অতএব মাপ কববেন। তবে আপনাৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য কবব। এ জন্য আপনাকে দিতে হবে পাঁচ হাজাৰ টাকা ক্যাশ।”

“হাঁবা চিকিৎসা কৰাতে আসছেন তাঁবা কেমন ফল পাচ্ছেন?”—জিজ্ঞেস কবলাম।

“মিবাকল বেজাণ্ট।” কয়েকজন বোগীৰ নাম ও তাদেৰ আৰোগ্যলাভেব গল্প বলতে বলতে আমাৰ মত একজন উৎসাহী শ্ৰোতাকে দেখাবাব জন্য ঘৰেব ভিতৰে গিয়ে নিয়ে এলেন কয়েকটা বঙিন ফটোগ্ৰাফ। তমনাশেব উপৰ ফেইথ হিলিং চলাকালীন তোলা ছবি।

বললাম, “আপনাৰ ছবি দিয়ে আপনাৰ ফেইথ হিলিং-এব অভিজ্ঞতাৰ কথাই



জোস মার্কাদো

ফেইথ হিলাব Jose Mercado এবাব ঝাঁব উপব অস্ত্রোপচাব কবলেন তিনি বেশ মোটাসোটা মানুষ। পেটে নাকি টিউমাৰ। কিছুটা তেল আর জল পেটে ছড়িয়ে কিছুক্ষণ ধৰে মালিশ ও প্রার্থনা চলল। একসময় “বোগীব পেটের উপব মার্কাদো নিজেব হাত দুটো পাশাপাশি বাখলেন। তাবপর মুহূর্তে ঝাঁ হাত দিয়ে পেটে চাপ দিয়ে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিলেন বোগীব পেটে। বেবিষে এল বক্ত। সহকাৰী তুলো দিয়ে বক্তগুলো মুছতে লাগলেন। মার্কাদো পেট থেকে হাত বেব কবলেন। হাতে ধবা বয়েছে টিউমাৰ। সহকাৰী বক্তধাবা মুছিয়ে দিতেই কোন্ জাদুবলে অস্ত্রোপচাবের চিহ্ন অদৃশ্য হল। পেট দেখলে বোঝাব উপায় নেই কখনও এখানে অস্ত্রোপচাব হয়েছিল।”

দূৰদৰ্শনেব ভাষ্যকাব স্কট অতি তৎপবতাব সঙ্গে টিউমাৰটি মার্কাদোব হাত থেকে তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছুটা বক্তান্ত তুলো।

মেযেটিব গ্ৰোথ এবং বক্তান্ত তুলো পৰীক্ষাব জন্য পাঠান হয় Guy's Hospital London-এব ডিপার্টমেন্ট অফ ফৰেনসিক মেডিসিনে। মেযেটিব গলাব গ্ৰোথ বাযপসি কবে জানা যায দেহাংশটি একটি পূৰ্ববযস্ক যুবতীব স্তনেব অংশ এবং বক্তেব নমুনা মানুষেব নয়।

পুরুষ মানুষটিব টিউমাৰ ও বক্তান্ত তুলো পৰীক্ষাব জন্য পাঠান হয়েছিল লন্ডন হসপিটাল মেডিকেল কলেজেব বিশেষজ্ঞ ডাক্তাব P J. Lincoln-এব কাছে। পৰীক্ষাব পর লিংকন মত দেন তথাকথিত টিউমাৰটি আসলে মূৰগীব দেহাংশ এবং বক্তেব নমুনা গরুব।

দেহাংশ ও বক্ত নমুনাব পৰীক্ষাব ফল স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেয এগুলো রোগিনী ও

বোগীর দেহাংশ বা বস্তু আদৌ নয়। অর্থাৎ বোগীর দেহে কোনও অস্ত্রোপচাবই কবা হয়নি এবং অস্ত্রোপচাব কবে বাব কবে আনা হয়নি কোনও দেহাংশ। তবে এতগুলো অনুসন্ধিসু চোখ ও টি ভি ক্যামেরা যা দেখল সেটা কী? বোগীবা যা অনুভব কবলেন তাব কী কোনই গুরুত্ব নেই?

এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না—ফেইথ হিলাব প্রত্যাবক। কাবণ, পবীক্ষা গ্রহণকাবীদের পক্ষে দেহাংশ ও বস্তুর নমুনা পাণ্টে দেবাব সুযোগ ছিল। যেহেতু সবকাবীভাবে কোনও ফরেনসিক বিভাগ অস্ত্রোপচাবের সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ ও বস্তুর নমুনা সংগ্রহ কবে তা সিল কবে পবীক্ষাব দায়িত্বগ্রহণ কবেননি, তাই সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ফেইথ হিলাবদের কাছে যে সব বোগী চিকিৎসা কবিযেছেন তাঁদের কিছু ঠিকানা যোগাড কবেন গ্রানোডা টিভি প্রোডাকশন। ফেইথ হিলিং-এর পব বর্তমানে তাঁবা কেমন আছেন, এই তথ্য সংগ্রহই ছিল গ্রানোডাব উদ্দেশ্য। ঠিকানা পবিবর্তনের জন্য অনেকব সঙ্গে যোগাযোগ কবা সম্ভব হয়নি। যাদের মতামত সংগ্রহ কবা গিয়েছিল তাঁদের বেশিব ভাগই জানান ফেইথ হিলিং-এব পব অনেকটা সুস্থ অনুভব কবেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আবাব উপসর্গগুলো ফিবে এসেছে। বাকি বোগীবা জানান—এখন সামান্য ভ্রল অনুভব কবেছেন ("felt a little better")।

দুই ফেইথ হিলাব David Elizalde এবং Helen Elizalde-এব অলৌকিক অস্ত্রোপচাবের উপব B B C একটা অনুষ্ঠান প্রচাব কবে। অনুষ্ঠানটিব পবিচালক ডেভিড ও হেলেনকে জালিয়াত, ধোকাবাজ এবং প্রত্যাবক বলে বর্ণনা কবেন। কাবণ, মানুষেব দেহে অস্ত্রোপচাব কবে তাঁবা যা বেব কবেছিলেন, পবীক্ষাব ফলে তা শুযোবেব দেহাংশ বলে B B C জানান। এই ক্ষেত্রেও বস্তুর নমুনা পবীক্ষা কবে জানা যায়—মানুষেব বস্তু নয়। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি সংগৃহীত নমুনাই পবীক্ষিত হয়েছিল। কাবণ এটাও আগেব মতই সবকাবি পবীক্ষা ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ বে-সবকাবী উদ্যোগে পবীক্ষা।

ফেইথ হিলিং ব্যাপাবটার মধ্যে একটা ধোকাবাজি আছে এ কথা একাধিকবাব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবলেও ওঁবা কী কৌশলে নিজেদের হাতেব আঙুলগুলো বোগীব শবীবে ঢুকিয়ে দেন এবং কী কৌশলেই বা তৎক্ষণাৎ বস্তুর আমদানী কবেন, কেমন কবেই বা আসে অস্ত্রোপচাবে বিচ্ছিন্ন কবা দেহাংশ, এসব প্রশ্নেব উত্তব কিন্তু কেউই যুক্তিপূর্ণভাবে হাজিব কবতে পাবেননি।

ফেইথ হিলাবদের ফেইথ হিলিং-এব কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা কবে যিনি যথেষ্ট আলোডন সৃষ্টি কবতে পেবেছেন তিনি আমেরিকাব যুক্তবাত্তেব যুক্তিবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব James Randi। তিনি তাঁব 'FLIM FLAM' বইতে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ফেইথ হিলববা অস্ত্রোপচাবেব আগে নিজেব বুডো আঙুলে একটা নকল বুডো আঙুলেব খাপ পবে নেয। নকল আঙুলেব খাপে লুকোনো থাকে বস্তু এবং ফেইথ হিলাবেব সহকাবীব তুলোয জডানো থাকে মাংস।

ব্যভিব লেখাটা পড়ে আমাব মনে হয়েছিল ফেইথ হিলিং-এব গোপন কৌশল বলে তিনি যা বর্ণনা কবেছেন তাতে কিছু ফাঁক-ফোকব বযেছে। এক এভাবে দর্শকদের

সামনে পৰপৰ একাধিক বোগীৰ ওপৰ অস্ত্রোপচাব কৰা অসম্ভব। কাৰণ বৃডো আঙুলেৰ খাপে লুকিয়ে বাখা বস্ত্ৰেৰ পৰিমাণ অতি সীমিত হতে বাধ্য। দুই টিভি ক্যামেৰাৰ ক্লোজ-আপ এবং হাত দুয়েক দূৰে দাঁড়িয়ে থাকা পৰীক্ষক বা দৰ্শকদেব নকল আঙুলেৰ সাহায্যে ঠকান খুব একটা সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।

জেমস ব্যাণ্ডিৰ অবশ্য এই বিষয়ে কিছু ভ্ৰান্তি হতেই পাবে, কাৰণ তিনি নিজে ফেইথ হিলাৰদেব মুখোমুখি হওঁয়াৰ সুযোগ পাননি। ব্যাণ্ডি ফিলিপাইনে গিয়ে ফেইথ হিলাৰদেব উপৰ অনুসন্ধান চালাতে চেয়ে ফিলিপাইন সবকাৰেব কাংছ ভিসা প্ৰাৰ্থনা কৰেন। ফেইথ হিলাৰদেব উপৰ অনুসন্ধানৰ নামে তাঁদেব কোনও বকমে অসম্মান জানালে ফিলিপিনবাসীদেব কাছে তা ধৰ্মীয় আঘাত বলে বিবেচিত হতে পাবে, এই অজুহাতে ফিলিপাইন সবকাৰ জেমস ব্যাণ্ডিকে ভিসা দেননি বলে ব্যাণ্ডি স্বয়ং অভিযোগ তুলেছেন।

ফেইথ হিলাৰদেব অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত কৰতে যে সব বই আজ পৰ্যন্ত প্ৰকাশিত হৈছে তাৰ মধ্যে বিশ্বৰ জনপ্ৰিয়তম বইটি সম্ভবত “Argo Surgeon of the Rusty Knife”। লেখক John Fuller। Argo ছদ্মনামেৰ আডালে অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতাবান ফেইথ হিলাৰটিৰ নাম Jose Pedro de Freitas।

অ্যাৰিগো আৰ দশজন ফেইথ হিলাৰেব মতই সাদা পোশাক পৰে গ্ল্যাভস ছাড়াই বোগীদেব উপৰ খালি হাতে দ্ৰুত অস্ত্রোপচাব কৰেন, তৰে অস্ত্রোপচাবেৰ আগে একটা ছুবিৰ বাঁট দিয়ে বোগীৰ চামডাটাকে একটু ঘষে নেন। অস্ত্রোপচাব শেষে সেলাই না কৰেই একটু হাত ঘষে কটিটা আৰাব জুড়ে দেন। তাৰপৰ অতি-জডান হাতেৰ লেখায় যে প্ৰেসক্ৰিপশন লেখেন, সেটি নাকি তিনি তাঁব নিজেৰ বিবেচনামাফিক লেখেন না। এক মৃত জাৰ্মান ডাক্তাৰ Dr Fritz-এৰ আত্মা নাকি অ্যাৰিগোৰ বাঁ কানে ফিসফিস কৰে যে ওষুধেৰ কথা বলেন অ্যাৰিগো তাই লেখেন।

অ্যাৰিগোৰ প্ৰেসক্ৰিপশনেৰ লেখা এতই জডানো যে শহৰেৰ একটা মাত্ৰ ফাৰ্মেসিই সেই লেখা পাঠোদ্ধাৰ কৰতে পাবে। ফাৰ্মেসিৰ মালিক অ্যাৰিগোৰ ভাই।

জন ফাউলাৰ তাঁব বইটিৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰেছিলেন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ বিখ্যাত ধনকুৰেৰ বিজ্ঞানী ও অলৌকিকবাদেৰ ধাবক-বাহক ডঃ আণ্ড্ৰুজা পুহাবিক প্ৰযোজিত অ্যাৰিগোৰ ওপৰ তোলা একটা ফিল্ম দেখে।

অ্যাৰিগোৰ ফেইথ হিলাৰ ছাড়া আৰ যে “impossibilities” দেখে ডঃ পুহাবিক বিহুল হৈছিলেন তা হলো অ্যাৰিগোৰ একটা মুদ্ৰাদোষ। অ্যাৰিগো কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই নিজেৰ চোখে ছুবি ঢুকিয়ে দেন, যেটা ডঃ পুহাবিকেৰ মতে কোনও মানুষেৰ পক্ষে সম্পূৰ্ণ অসম্ভব। এ এক অলৌকিক ক্ষমতাবই প্ৰকাশ।

ডঃ পুহাবিকেৰ এই বক্তব্যেৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে ইতালিৰ Piero Angela এক পদ্ধতিতে বাবৰাৰ চোখে ছুবি ঢুকিয়ে প্ৰমাণ কৰেছেন, এই ধৰনেৰ কোনও কিছু ঘটালে সেটা অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতাৰ সাক্ষ্য বহন কৰে না। এটা একটা কষ্টসাধ্য অনুশীলনেৰ ফল মাত্ৰ।

আব যাই হোক, এটা কিন্তু স্বীকাৰ কৰতেই হৰে ‘ফেইথ হিলাৰ’ নামক অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতাবান (?) কিছু চিকিৎসক তাঁদেৰ অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পৃথিবীৰ প্ৰতিটি উন্নত দেশে প্ৰচণ্ড বকমেৰ হৈ-ঠে ফেলে দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশেৰ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী



অ্যাবিগো

পত্রিকায় ঐদেব নিয়ে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও ইতালীর মানুষ তাঁদের দেশের টিভিতে ফেইথ হিলাবদের অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে শিহবিত হয়েছেন, এই তথ্যটা আমার জ্ঞান। জানি না আবও রুতগুলো দেশ ফেইথ হিলাবকে টিভি ক্যামেরায় বন্দী করেছেন।

সম্পূর্ণ কষ্টহীন ও ঝুঁকিহীন ভাবে আবেগ্যালাভের আশায় প্রতি বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান এবং ইউরোপ ও আরবের বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নানা বকমের দুর্ব্যবস্থা বোগ সাবাত ম্যানিলায় যান। এইসব দেশের মত এত বিশাল সংখ্যায় না হলেও ভাবতবর্ষ থেকে, এমনকি আমাদের কলকাতা শহর থেকেই প্রতি বছর কিছু লোক চিকিৎসিত হতে ম্যানিলায় যান। এই লক্ষ লক্ষ আবেগ্যাকামী বিদেশীদের কল্যাণে ম্যানিলায় গড়ে উঠেছে জমজমাট হোটেল ব্যবসা। আমদানী হচ্ছে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা।

চিকিৎসার জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না ফেইথ হিলাব। শুধু নাম তালিকাভুক্ত করার সময় '৮৬-তে ভারতীয় টাকায় আড়াইশো টাকার মত জমা দিতে হতো। সাধারণভাবে চিকিৎসা চলে বোগের গুরুত্ব অনুসারে তিন থেকে সাত দিন। প্রতিদিনই বোগী বদ্বিত বস্ত্র শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বেব করে দেন ফেইথ হিলাব। চিকিৎসা শেষে বোগী ব কাছে দেশের গরীবদের সাহায্যার্থে সাধারণত ৫০০ ডলার সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ফিলিপিনস্ ফেইথ হিলাবদের লীলাক্ষেত্র হলেও, এরা মাঝে-মাঝে অন্য কোনও দেশের ধনকুবেরের সঙ্গে আর্থিক চুক্তি করে সেই দেশে দু-এক মাসের জন্য পাড়ি দেন অলৌকিক চিকিৎসার পসবা নিয়ে।

তেমন বমবমা প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ব্রাজিল এবং পেকব কয়েকজন আধ্যাত্মিক নেতা অলৌকিক ক্ষমতা পেয়ে ফেইথ হিলিং শুরু করেছেন।

পাঁচ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই ‘ভাবতীয় যুক্তিবাদী সমিতি’র (বর্তমান নাম—ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) কয়েকজন সদস্য পালা করে হোটেল লিটনেব উপর নজর রাখতে লাগলেন। সন্ধ্যের মধ্যে খবর পেলাম ওই ৪৬ নম্বর ঘরে অসম, অ গ প -র জনৈক নেতাও নাকি প্রায় পুরো সময়ই ছিলেন। মিস্টার ও মিসেস গ্যারল্ডো আছেন ৪৪ নম্বর ঘরে। এছাড়া আর এমন কিছু খবর পেলাম যাব ফলে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমাকে অস্ত্রোপচাৰ কবাব পৰ সেই বক্তব্য নমুনা সংগ্রহ কবাব চেষ্টা কবাটা অত্যধিক ঝুঁকিৰ ব্যাপাবে হবে। কথাটা বোধহয় ভুল বললাম। বরং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আমবা বিশ্বাস কৰেছিলাম ওদেব বিৰুদ্ধে কিছু কবতে গেলে হোটেল লিটনেব বাইৰে আমাদেব জীবিত দেহ আৰ কোন দিনই বেব হবে না।

ছয় তাৰিখ বাবোটা থেকে আমি লিটন থেকে না বেব হওয়া পর্যন্ত আৰ কয়েকজন অতিৰিক্ত যুক্তিবাদী সদস্যকে লিটনে নজর রাখাৰ জন্য নিয়োগ কবাব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ঐবা কেউই বিপদে খুব একটা ঘাবড়ে যাওয়াৰ মত নন।

সেদিন দুপৰ সাড়ে এগাবোটায ফোন কবলাম কলকাতা পুলিষেৰ তৎকালীন যুগ্ম-কমিশনাৰ সুবিমল দাশগুপ্তকে। ফেইথ হিলাবদেব বহুসময় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে জানালাম, বর্তমানে আমাদেব এই শহৰেৰ লিটন হোটোলে বিশ্বখ্যাত এক ফেইথ হিলাৰ অবস্থান কৰছেন। আজ আড়াইটেৰ সময় আমি তাঁৰ একটা সাক্ষাৎকাৰ নেব, তাবপৰ আমাব উপৰ অপাবেশন কবাব। ইনিই সম্ভবত প্রথম ফিলিপিনো ফেইথ হিলাৰ যিনি ভাবতে এলেন।

সুবিমলবাবু জিজ্ঞেস কবলেন, “এই বিষয়ে তোমাৰ মত কী ? সত্যিই কি ঐবা খালি হাতে অপাবেশন কবেন ?”

বললাম, “আমাৰ ধাবণা পুরোটাই একটা বিশাল ধাপ্পা। আমি আশা বাখি ওদেব কৌশলটা ধবতে পাৰব। এই বিষয়ে আপনাৰ একটু সাহায্য চাই বলেই ফোন কবা। আমাকে অপাবেশন কবাব পৰ আমাব শৰীৰ থেকে যে বক্তব্য বেব হবে তাৰ নমুনা আপনি ফরেনসিক টেস্টেৰ জন্য সংগ্রহ কবলে বাধিত হবো। কাৰণ এই বিপোটাই পাৰে ঐ দীর্ঘদিনেৰ এক সন্দেহেৰ ও বিতর্কেৰ অবসান ঘটাতে।”

ও প্রান্ত থেকে উত্তৰ এল, “মোস্ট ইন্টারেস্টিং। নিশ্চয়ই যাব। ক’টায় তোমাৰ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ?”

“দুটো তিৰিশে, হোটেল লিটনে। একটি অনুবোধ, প্লেন ড্রেসে যাবেন।”

“তুমি ঠিক দুটোয লালবাজাবে চলে এসো।”

আড়াইটেৰ আগেই হোটেল লিটনে পৌঁছলাম। সুবিমলবাবু সবকাৰী অ্যামবাসেডাৰ আৰ দেহবক্ষীদের আমবা ত্যাগ কবলাম। গ্লোব সিনেমা হলেব কাছে। হোটোলে ঢুকলাম আমবা পাঁচজন। আমি, সুবিমল দাশগুপ্ত, ভাবতীয় যুক্তিবাদী সমিতিৰ দুই সভ্য প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় জ্ঞান মল্লিক, চিত্র-সাংবাদিক সৌগত বায় বর্মন এবং দর্শক হিসেবে আমাব অফিসেৰ এক সহকর্মী।

প্রথমে হানা দিলাম ৪৪ নম্বর ঘবে। নক্ কবতেই দরজা খুললেন মিস্টার গ্যালাৰ্ডো। পবিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলাম। ভাঙা ভাঙা ইংবিজিতে মিস্টার গ্যালাৰ্ডো জানালেন,

“আপনার কথা মিস্টার তমনাশেব কাছে শুনেছি। আপনি আসায খুশি হয়েছি, দয়া করে ৪৬ নম্বর কমে মিস্টার আগবওয়ালের সঙ্গে আগে দেখা ককন। একটু পবেই আমি আসছি। মিস্টার আগবওয়ালের সামনে ছাড়া আমি কোনও ইষ্টাবডিউ দিতে অক্ষম।”

৪৬ নম্বর কমে অনেককেই পেলাম। বামচন্দ্র আগবওয়াল, অলোক খৈতান, তমনাশ দাস এবং অসম অ গ প নেতা বলে পবিচয় দেওয়া জনৈক বসন্ত শৰ্মাকে। তমনাশই ঔদেব সঙ্গে পবিচয় কবিযে দিলেন।

আমাব চাব সঙ্গীৰ সঙ্গে ঔদেব পবিচয় কবিযে দিলাম। শুধু সুবিমল দাশগুপ্তব বেলায মিথ্যে বললাম, “মিস্টার দাশগুপ্ত, আমাব কাজিন ব্রাদার।”

আমাবা সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে খুব দ্রুত খোলামেলা আলোচনায় মেতে উঠলাম। আগবওয়াল এবং অলোক খৈতান দুজনেই ভালই বাংলা বলেন।

একসময় আমাব প্রশ্নেব উত্তবে মিস্টার আগবওয়াল জানালেন, “আমাব এক আত্মীয়েব একটা চোখ অন্ধ হয়ে যায। ম্যানিলায গিয়ে ফেইথ হিলিং কবিযে সে আবাব দৃষ্টি ফিবে পেযেছে। তখনই আমাব মাথায় একটা চিন্তা ঢোকে। বডলোকেবা



শ্রী ও শ্রীমতী গ্যালাৰ্ডোব দু'পাশে শ্রীআগবওয়াল ও লেখক

না হয় বোগ সাবাতো ম্যানিলায় যেতে পারে, কিন্তু গবীবদেব কঠিন অসুখ হলে তাবা কী কববে ? ভাবলাম দেশেব সাধাবণ মানুষদেব জন্য না হয় কিছু খবচা কবলামই । আমাব আত্মীয়েব কাছ থেকে ডাক্তাবেব ঠিকানা নিয়ে ‘ফেইথ হিলিং কবতে যাচ্ছি’ জানিয়ে ভিসা কবে ম্যানিলায় চলে গেলাম । ওখানে মিস্টাব গ্যালার্ডোব সঙ্গে দেখা কবে আমাব পবিকল্পনা জানাই । উনি খুবই ভাল লোক, আধ্যাত্মিক জগতেব লোক তো । আমাব কথায় ভাবতে আসতে বাজি হলেন ।

“৭ আগস্ট মিস্টাব অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডো কলকাতায় আসেন । এই হোটেলেরি ওঠেন । আমাদেব চেনা-শুনা ও পবিচিতদেব মধ্যে অনেকেই ফেইথ হিলিং-এব সুযোগ নিতে শুরু কবেন । এখানে ববো দিন থাকাব পব ২০ আগস্ট আমি আব অশোক ঙ্গদেব নিয়ে গৌহাটী যাই । ওখানে ঙ্গবা পাঁচ দিন ছিলেন । এত ভিড হচ্ছিল যে, নাওয়া-খাওয়াব সময়টুকু পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না । একদিন তো ২০০ বোগী নাম লিখিয়ে ছিলেন । টাকা বোজগাবেব খান্দা থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম । তা যখন নয় তখন নিজেদেব জান বাঁচাতে পালিয়ে এলাম । ২৭ তাবিখ থেকে আবাব কলকাতায় । ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকাব পবিকল্পনা বয়েছে । তাবপব হয় তো ঙ্গদেব নিয়ে দিল্লি যেতে পারি ।”

আগবওয়াল এই কথাব মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চাইলেন মিস্টাব গ্যালার্ডোকে এদেশে নিয়ে আসাব উদ্দেশ্য টাকা বোজগাব নয়, নেহাৎই সেবা । তাই আসামেব বিশাল টাকাব হাতছানিও তিনি অক্লেশে ছেড়ে আসতে পেবেছেন । ভাবত সবকাবেব স্ববাস্ট্ব দণ্ডব থেকে মিস্টাব অ্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডোকে ১৮।৮।৮৬-তে ইস্যু কবা পাবমিটেব একটি প্রতিলিপি আমাব হাতে এসেছে যাতে দেখেছি তাঁদেব ২০ আগস্ট-’৮৬ থেকে ২৭ আগস্ট ’৮৬ পর্যন্ত আসামে থাকাব অনুমতি দেওয়া হযেছে । অতএব বোজগাবেব খান্দা থাকলেও ২৭ আগস্টেব পব মিস্টাব ও মিসেস গ্যালার্ডোব আসামে থাকা সম্ভব ছিল না ।

আগবওয়ালকে প্রশ্ন কবলাম, “আপনি একটু আগে বলছিলেন দেশেব গবীব মানুষদেব সেবাব জন্য মিস্টাব গ্যালার্ডোকে নিয়ে এসেছেন । তবে বোগীদেব কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে নিচ্ছেন কেন ?”

আমাব প্রশ্ন শুনে প্রথমটায় আগবওয়াল সামান্য গুটিয়ে গিয়ে পবে সামলে নিয়ে বললেন, “যে বিশাল খবচ কবে ঐদেব এনেছি তাতে খবচেব কিছুটা অংশ না ভুলতে পাবলে তো মবে যাব দাদা । হোটেল খবচই মেটাচ্ছি বোজ আট-হাজার টাকা । তাব উপব এই হোটেলের মালিকেব পাঠান দুজন কবে বোগী প্রতিদিন বিনে পয়সায় দেখে দিচ্ছি ।”

হাসলাম, বললাম, “আপনি তো প্রত্যেক বোগীকে দিয়েই একটা ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম ফিল-আপ কবাচ্ছেন । আমাকে ফর্মেব ফাইলটা একটু দেবেন । কিছু বোগীব ঠিকানা নেব । একটা সার্ভে কবে দেখতে চাই তাঁবা ফেইথ হিলিং কবিযে কেমন ফল পেয়েছেন ।”

অলোক দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালেন, “ফাইলটা কালই হাবিযে গেছে ।”

কথায় কথায় মিনিট কুড়ি বোধহয় পার হযেছে, একজন তকণ ভেজান দবজা ঠেলে

ঘবে ঢুকে তমনাশকে ইশাবায় ডেকে বেবিয়ে গেলেন। তমনাশও বেবোলেন। মিনিট দুয়েক পবেই তমনাশ ডাকলেন আগবওয়ালকে। তাব মিনিট দুয়েক পবেই আগবওয়াল আমাকে বাইবে ডাকলেন। বাইবে এসে দেখি কবিডোবে তমনাশ, আগবওয়াল ও যে ছেলোট দবজা নক্ কবেছিল সে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই যেন কিছুটা অস্বস্তি ও চিন্তাব মধ্যে বয়েছেন।

আগরওয়াল আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস কবলেন, “আপনাব সঙ্গে কি সাদা পোশাকে পুলিশ কমিশনাব বা জয়েন্ট কমিশনাব বয়েছেন?”

“কেন বলুন তো?”

“না, খবর পেলাম কি, গ্লোব হলেব কাছে ওই জাতীয় পদেব কাবো একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পবা বডিগার্ড গাড়িতেই বয়েছে। কমিশনাব বা জয়েন্ট কমিশনাব যিনিই এসে থাকুন তিনি যখন বডিগার্ড সঙ্গে নেননি তখন প্লেন ড্রেসেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। আমাদের মনে হচ্ছে তিনি আপনাব সঙ্গে আছেন।”

“হ্যাঁ, মিস্টাব দাশগুপেব সঙ্গে যে আলাপ কবিযে দিলাম, তিনিই জয়েন্ট কমিশনাব। তবে আপনাব কোনও চিন্তাব কাবণ নেই। উনিও আমাব মতই ফেইথ হিলাবদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে জানতে ও দেখতে উৎসাহী। আমি আজ ইন্টারভিউ নেব এবং অপাবেশন কবাব শুনে সঙ্গী হয়েছেন।”

ইনফরমাব ছেলোট বিদায় নিল। আমি, আগবওয়াল ও তমনাশ ঘবে ঢুকলাম। যে ঘটনাটা একটু আগে ঘটল সেটা সবাব সামনে বলে পবিবেশটাকে হালকা কবতে চাইলাম।

সুবিমলবাবুও হাসতে হাসতে আগরওয়ালকে বললেন, “আমি কিন্তু এখানে এসেছি পৃথিবী বিখ্যাত ফেইথ হিলিং নিজেব চোখে দেখতে বলে। পুলিশেব তকমা ঐটে কাবো মনে অস্বস্তি সৃষ্টি কবতে চাই না বলেই এই পোশাকে আসা। সুযোগ পেলে আমাব কপালেব একটা ব্যথা আপনাদেব হিলিং-এ সাবে কিনা একটু পবীক্ষা কবে দেখতে পাবি।”

এবপব আমাদের আগেব মত খোলামেলা কথাবার্তা আব জমল না। মিনিটদশেক পবে দবজা খুলে মিস্টাব ও মিসেস গ্যালার্ডো আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, “আসুন।”

আমবা হোটেলেব কনফাৰেন্স কমে এলাম। কমেব একপাশে একটা লম্বা টেবিলে প্লাস্টিকেব নীল চাদর বিছানো। টেবিলেব কাছে দাঁড়ালেন মিস্টাব গ্যালার্ডো, পাশে মিসেস। কবমর্দন কবে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানালাম। দেখলাম মিস্টাব গ্যালার্ডোব প্রতিটি আঙুলেব নখই নিখুঁত কাটা।

আমাব প্রথম প্রশ্নটা ছিল, “ফেইথ হিলিং-এব সাহায্যে যে কোনও বোগীকে কি বোগমুক্ত কবা সম্ভব?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,” গ্যালার্ডো উত্তর দিলেন।

“প্রতিটি ফেইথ হিলিং-এব ক্ষেত্রেই কী অপাবেশন কবাব প্রয়োজন হয়?”

“না, না। শবীবেব ভিভব থেকে কোনও দেহাংশ বিচ্ছিন্ন কবে বেব কবতে হলেই শুধু ‘ওপন’ কবাব প্রয়োজন হয়। অবশ্য হিলিং করাব সময় যে কোনও বোগের ক্ষেত্রেই বোগীর শরীর থেকে ‘ডেভিল ব্লাড’ বেব কবে দিই। সেটাকেও যদি

অপারেশন বলতে চান, তো বলতে পারেন।”

“একজন বোগীকে হিলিং কবতে কত সময় লাগে?”

“দেড থেকে তিন মিনিট।”

“আপনি এই ফেইথ হিলিং কোথা থেকে শিখলেন?”

আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টার গ্যালার্ডো। বললেন, “এ তো শেখা যায় না। আব আমিও তো চিকিৎসা কবি না। ‘গড’ই বোগীদের চিকিৎসা করেন। আমি গডের হাতের যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বর যাদের মাধ্যমে বোগীদের নিবাময় কবান তাঁদের নির্বাচন করেন তিনি নিজেই।”

“যাঁবা আপনার কাছে আবোগ্যেব আশায় আসেন, তাঁবা সকলেই কি বোগ মুক্ত হন?”

“সাববেই, এমন গ্যাভান্টি আমি কাউকেই দিচ্ছি না। আবোগ্য নির্ভব কবে বোগীদের ওপব। বোগীব যদি ঈশ্ববে বিশ্বাস থাকে, যদি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস থাকে এবং এক মনে ঈশ্ববেব কাছে নিজেব আবোগ্য কামনা কবে তবে নিশ্চয়ই সাববে। তবে এটা কয়েকদিনে সাববে, কি কয়েক সপ্তাহে অথবা কয়েক মাসে, তা সম্পূর্ণই নির্ভব কবে বোগীব বিশ্বাস ও প্রার্থনার ওপব।”

মিসেস গ্যালার্ডোকে এবাব প্রশ্ন কবলাম, “আপনিও ফেইথ হিল্যাব?”

মিসেস গ্যালার্ডো দু’পাশে মাথা ঝাঁকালেন, “না, না, আমি ঈশ্ববেব সেই কৃপা পাইনি। স্বামীকে সাহায্য কবি মাত্র।”

মিস্টার গ্যালার্ডোকে এবাব প্রশ্ন কবলাম, “আপনি নিশ্চয়ই পৃথিবীব অনেক দেশ ঘুরেছেন?”

“হ্যাঁ।”

“বিদেশে কোথাও কি কোনও বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক আপনার চিকিৎসা পদ্ধতিব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন? অথবা ফেইথ হিলিংকে বুজককী বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন?”

“Psychic (অতীন্দ্রিয়) কোনও কিছুবই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ফেইথ হিলিং-এব বিষয়ে আমাকে কয়েক জায়গায় এই ধবনের প্রশ্নেব মুখোমুখি হতে হয়েছে। যাঁবাই এই ধবনের প্রশ্ন কবেছেন বলেছি, দুঃখিত, ব্যাখ্যা আমাব জানা নেই। তাঁদের অনুবোধ কবেছি ব্যাখ্যা চেয়ে আমাব মেডিটেশন ও কনসেনট্রেশনে বিশ্ব সৃষ্টি কববেন না।

“আবও একটা কথা কী জানেন মিস্টার ঘোষ, বিজ্ঞান এগিয়েছে বলে ঈশ্বর মিথ্যে হয়ে যায়নি। পৃথিবীব বহু দেশেব টেলিভিশন কোম্পানী ফেইথ হিলিং-এব উপব ছবি তুলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেক উল্টোপাল্টা অভিযোগও তুলেছে। ওদের অভিযোগ, অস্ত্রোপচারেব সময় যে বস্ত্র ও দেহাংশ ওবা সংগ্রহ কবেছিল সেগুলো পবীক্ষা কবিযে নাকি দেখছে ওসব মানুষেব দেহাংশ বা বস্ত্র নয়। কিন্তু পৃথিবীব কোনও যুক্তিবাদী মানুষেব কাছেই অভিযোগগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন কবেনি। কাবণ পবীক্ষাব আগে সংগৃহীত নমুনা পাণ্টে দেওয়াব সব বকম সুযোগই পবীক্ষকদের ছিল। এই সুযোগ যে তাঁবা গ্রহণ কবেননি, তাব গ্যাভান্টি কে দেবে?”

“একটু সহজ করে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আপনাব ওপব অস্ত্রোপচাব কবলাম। আপনি সেই অস্ত্রোপচাবেব ছবি তুলে বাখলেন। আমাকে দিয়ে আজই যে অস্ত্রোপচাব কবিয়েছেন, তাব স্বপক্ষে আবও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ কবে বাখলেন। ধকন, আপনি ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস কবেন না। যেহেতু আপনি বিশ্বাস কবেন না, তাই আপনি চান অন্যেবাও যাতে আমাব হিলিংকে অবিশ্বাস কবে, আমাকে প্রতাবক ভাবে। আমাকে প্রতাবক প্রমাণ কবতে আপনি এক টুকরো তুলোষ মাছেব বস্ত্র মাখিয়ে কোনও হাসপাতাল বা ল্যাব-এ পবীক্ষা কবতে দিলেন। তাঁবা পবীক্ষা কবে লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন তুলোষ সংগৃহীত বস্ত্র মাছেব। আপনি এব পব যদি কোনও নামী-দামী পত্রিকায় চাউস প্রবন্ধ লিখে আমাকে প্রতাবক আখ্যা দেন এবং প্রমাণ হিসেবে আপনাব শবীবে আমি অস্ত্রোপচাব কবছি এমন ছবি ছাপেন, বস্ত্র পবীক্ষাব বিপোর্ট ছাপেন, তাতে কিছু যুক্তিহীন মানুষ হয় তো বিভ্রান্ত হতে পাবেন, কিন্তু কোনও যুক্তিবাদী মানুষই আপনাব কথা কে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন না। কারণ এ ক্ষেত্রে নমুনা পল্টাবাব সুযোগ আপনাব ছিল, এবং আপনাব সততাৰ বিষয়টি একেবারেই বিশ্বাসেব উপব নির্ভব কবে দাঁড়িয়ে থাকে।

“প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আপনাব প্রমাণকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, আপনাব কথায় আস্থা বাখতেন, যদি বস্ত্রেব নমুনা পুলিশ দপ্তব থেকে সংগৃহীত ও সবকাবি ফরেনসিক দপ্তব থেকে পবীক্ষিত হতো। যে সব টিভি কোম্পানী বা ওই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আমাদেব বিকল্পে অভিযোগ তুলেছেন, আসলে তাঁবাই মিথ্যাচাবী, সন্তায় বাজিমাং কবতে চেয়েছেন। তাই সংগৃহীত নমুনা পাণ্টে দেওয়াব সুযোগও নিজেদেব হাতে বেখেছিলেন।

আমেবিকা যুক্তিস্বাদ্বেব যুক্তিবাদী বলে বিজ্ঞাপিত জাদুকব জেমস ব্যান্টি তাঁব লেখা একটা বইতে এক উদ্ভট তথ্য সবববাহ কবেছেন। বলেছেন—ফেইথ হিলাববা নাকি নিজেদেব বুডো আঙুলে একটা নকল বুডো আঙুলেব খাপ পবে থাকে। ওই খাপেব মধ্যে নুকোনো থাকে বস্ত্র। তাবপব তিনি আমাদেব ঠগ, জালিয়াত ইত্যাদি বলে চৈচিয়েছেন। আপনি আমাব দু’হাত দেখুন। কোথাও বুডো আঙুলেব খাপ দেখতে পাচ্ছেন?” হাত দুটো এগিয়ে দিলেন মিস্টাব গ্যালার্ডো।

“এই মুহূর্তে আপনি শুবে পড়ুন, আপনাব শবীব থেকে এখনই ডেভিল ব্রাড বার কবে দিচ্ছি, দেখতে পাবেন কোনও কৌশল নেই।” বললেন মিস্টাব গ্যালার্ডো।

আমি আশ্বস্ত কবলাম, “আপনাকে অবিশ্বাস কবাব মত কোনও কিছুই ঘটেনি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, আপনাবা সাংবাদিকদেব এডাতে চাইছেন কেন? এতে ফেইথ হিলিং-এব সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোব সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?”

“এই বিষয়ে বলতে পাববেন মিস্টাব আগবওয়াল।”

আগবওয়ালকে প্রশ্নটা কবতে বললেন, “খাঁবা সন্দেহ কবতে চান করুন, তাঁদেব মিথ্যে সন্দেহে আমাদেব কিছুই আসে যায় না।”

“আমাকে কেন তবে সাক্ষাৎকাব নেওয়াব অনুমতি দিলেন?”

“আপনাব কথা স্বতন্ত্র। আপনাব ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস আছে, নিজেবও চিকিৎসা কবাবেন, তমনাশেব বেফাবেদেব লোক, তাই আপনাব অনুবোধ ঠেলতে

পারিনি। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি খবরের কাগজে আমাদের সম্বন্ধে এক লাইনও না লেখেন তো খুবই উপকাৰ হয়। খবর পড়ে যখন ভিড বাডবে তখন ভিড সামলাবে কে? সবাইই উপকাৰ কবতে ইচ্ছে তো হয়, কিন্তু আমাদের খাটাব ক্ষমতাবও একটা সীমা আছে।” বললেন মিস্টার আগরওয়াল।

“পেশেন্টদের মধ্যে বাঙালী কেমন আসছেন?”

আগরওয়াল বললেন, “খুব কম। দিনে দু-একজন। কিছু মনে কববেন না, পাঁচ হাজার টাকা খবচ কবাব মত বাঙালী খুব কমই আছেন।”

মিস্টার গ্যালাৰ্ডোকে এবাব জিজ্ঞেস কবলাম, “আপনাব বয়েস কত?”

“আমি তেতাল্লিশ, মিসেস উনচল্লিশ।”

“ফিলিপিন্স-এ কতজন ফেইথ হিলাব আছেন?”

“প্রথম শ্রেণীৰ ফেইথ হিলাবের সংখ্যা আমাকে নিয়ে দশ জন। এছাড়াও দ্বিতীয় শ্রেণীৰ জনা চল্লিশ ফেইথ হিলাব আছেন।”

বললাম, “শুনেছি প্রথম শ্রেণীৰ ফেইথ হিলাবদের বাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যধিক?”

“সব দেশের স্পিবিচুয়ালিস্টবাই এই ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। আপনাদের দেশও



লেখকের গলায় অস্ত্রোপচাব কবে গ্যালাৰ্ডো বের কবলেন কালচেলাল থকথকে কিছু

তাৰ বাইৰে নয়।” বললেন, মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডো।

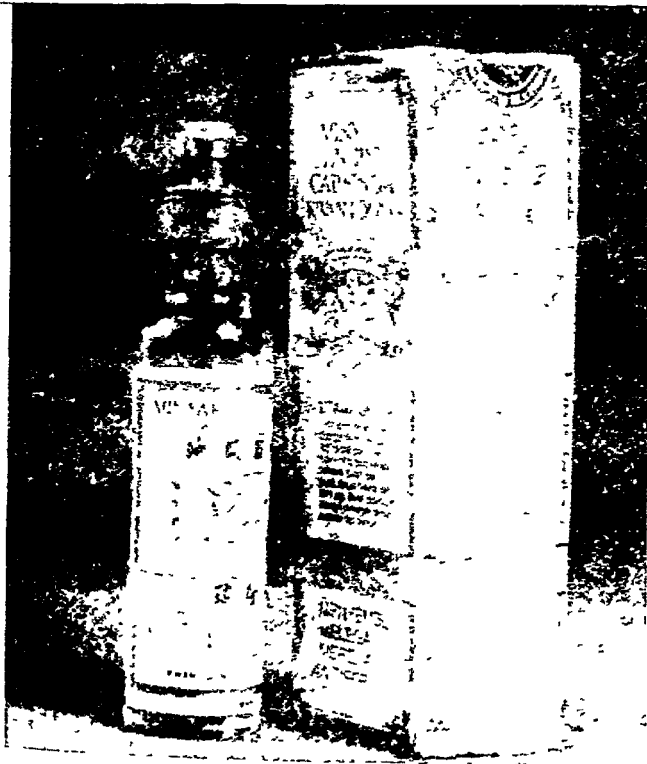
আমাদেৰ কথাবাতৰাৰ মাঝে ছবি তুলে যাছিল জ্ঞান ও সৌগত। মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডো বললেন, “লেখাটা প্ৰকাশিত হওযাব পৰ একটা কপি মিস্টাৰ আগবওয়ালকে দিয়া কৰে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।”

“নিশ্চয়ই দেব।”

“এৰাৰ আপনাৰ শাৰীৰিক সমস্যাটা বলুন।”

বললাম, “সমস্যা তিনটি। গলাৰ ফ্যাবেনজাইটিস, হাৰ্টেও কিছু অসুবিধে বয়েছে, একটা ষ্ট্ৰোক হয়েছিল, গলব্লাডাৰেৰ আশেপাশে মাঝে-মধ্যে খুব ব্যথা হয়।”

গ্যালাৰ্ডোৰ আহ্বানে অপাৰেশন টেবিলে খালি গায়ে শুয়ে পড়লাম। এখন আমাৰ টেবিলেৰ এক পাশে দেওয়ালেৰ দিকে পিঠ কৰে মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডো। মাথাৰ দিকে এক গাদা তুলো হাতে মিসেস গ্যালাৰ্ডো। মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডোৰ বা পাশে একটা টুলেৰ উপৰ



বামজাতীয় স্বচ্ছ তবল ওষুধ

বয়েছে এক বালতি জল আর একটা বড় সাদা তোয়ালে। ডানপাশে আর একটা খালি বালতি। আমার সামনে ছোট-খাট একটা ভিড়। ঐদেব অনেকেই বোগী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন। আমাদের সমিতির এক নজরদার সভাকেও দেখতে পেলাম।

মিস্টার গ্যালার্ডো আমার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কিছুটা মেলে দিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তাবপব কিছুটা জল ও একটা বামজাতীয় স্বচ্ছ তবল ওষুধ নিয়ে আমার পেটে, বুকে ও গলায় আধ-মিনিটের মত মালিশ করলেন। হাত দুটো এবার জলের বালতিতে ডুবিয়ে আমার গলাব বাঁ পাশে গ্যালার্ডো তাঁব দু-হাতের আঙুল চেপে ধবে হঠাৎ আঙুলগুলো কচলাতে লাগলেন। চট্‌চট্‌ করে একবকম আওয়াজ হচ্ছিল। অনুভব করলাম আমার গলা বেয়ে তবল কিছু নেমে যাচ্ছে। বুঝলাম বস্ত্র। মিস্টার গ্যালার্ডো তাঁব ডান হাতটা আমার চোখের সামনে ধরলেন। কালচে লাল থকথকে কিছু। হাতের থকথকে ময়লা ডান পাশের বালতিতে ফেলে হাতটা জলের বালতিতে ডুবিয়ে ধুয়ে নিলেন। পাশের তোয়ালেতে হাতটা মুছে নিলেন। ইতিমধ্যে গড়িয়ে পড়া বস্ত্রধারাব কিছুটা মিসেস গ্যালার্ডো পবম মমতায় তাঁব হাতের তুলো দিয়ে মুছে দিলেন।



পেটে অস্ত্রোপচারের মুহূর্তে

এবপব একে একে খালি হাতে আমাব গলব্লাডাব ও হাটে অস্ত্রোপচাব কবলেন গ্যালাৰ্ডো। অস্ত্রোপচাব শেষে একটা ঘটনা ঘটল। মিসেস গ্যালাৰ্ডো তুলো হাতে এগিয়ে এলেন বস্ত্ৰ মুছিয়ে দিতে। এটাই সঠিক মুহূৰ্ত। শোষা অবস্থাতেই আমি ঊঁব হাতের তুলো থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে পেট থেকে গডিয়ে পড়া বস্ত্ৰ নিলাম। দ্রুত এগিয়ে এলেন সুবিমল দাশগুপ্ত। আমাব হাত থেকে তুলোটা নিয়ে একটা টেস্ট টিউবে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ কবে টেস্ট টিউবটা পকেটে পুৰলেন। সকলের দৃষ্টি যখন পুরোপুৰি এই ঘটনার দিকে তখন সাধ্যমত তৎপৰতাৰ সঙ্গে প্যাণ্টের ডান পকেট থেকে কমালটা বেব কবে পেট থেকে গডিয়ে পড়া বস্ত্ৰের কিছুটা মুছে নিয়ে কমালটা আৰাব পকেটেই চালান কবে দিলাম।

কিছুটা থতমত গ্যালাৰ্ডো আমাব গলাষ, বুকো ও পেটেব সামান্য উপবে জল ও বাম-জাতীয় স্বচ্ছ তেল আধ মিনিটেব মত মালিশ কবে ছেড়ে দিলেন।

উঠে বসে শাট গায়ে গলাতেই মিস্টাব গ্যালাৰ্ডো বললেন, “এখন কেমন লাগছে?”

“ভাল, অনেকটা ভাল। এখন আমাব শৰীৰ ঘিৰে বাম ঘষাব মত একটা ঝাঁজালো ঝিবঝিৰে ভাব।”



বুকে অস্ত্রোপচাবেব পৰ

“কাল আব পবন্তু আব দুদিন আসুন। বাব-তিনেক হিলিং কবালে আশা কবি অনেক তাডাতাডি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবেন।” বললেন, মিস্টার গ্যালার্ডো।

আমি ঘড়ি দেখলাম। আমার উপর মোট তিনটে অস্ত্রোপচাবে সময় লেগেছে পাঁচ মিনিট।

আমি ওঠাব পব সুবিমলবাবু শুলেন। ঠুঁব কপালে ব্যথা। আবও দ্রুততর গতিতে হাত চালাতে লাগলেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব বোমেও পি গ্যালার্ডো। এবপব আমবা আবও চাবজন বোগীব উপব অস্ত্রোপচাব দেখলাম ও ছবি তুললাম। কয়েকজন বোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম অলোক খৈতান সতিই এমন বহস্যময় চিকিৎসাব যোগ্য ব্যবস্থাপক। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে নিখুঁৎ টিমওয়ার্ক মাৰফৎ মুখ খুলতে বাবণ কবে দিয়েছেন। একজন মাত্র মহিলাব কাছ থেকে বহু কষ্টে তাঁব ঠিকানা যোগাড কবতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই ঠিকানাও সেদিন যোগাড কবেছিলাম লিটন হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূবে, হোটেলের চাব দেওয়ালের ভিতব তিনিও কোনও অজ্ঞাত কাবণে আমাদের যথেষ্ট ভীতিব চোখে দেখছিলেন। মহিলাটি তাঁব নাম বলেছিলেন অঞ্জলি সেন। বোগী তাঁবই ছেলে। দেখে মনে হল খুবই কল্প এবং কিছুটা জডবুদ্ধিসম্পন্ন।

আমবা বিদায় নেওয়াব আগে অলোক আমাকে বললেন, “কাজটা ঠিক কবলেন না। মিস্টার গ্যালার্ডো আপনাদের বলতে বলেছিলেন, শযতানেব বস্ত্ৰ পকেটে নিয়ে ঘোবা ঠিক নয়, এতে অপঘাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ডেভিল ব্লাড মিস্টার গ্যালার্ডোব হাতে তুলে দিলেই বোধহয় ভাল কববেন।”

বুঝলাম প্রচ্ছন্ন হুমকী। হেসে ‘গুডবাই’ জানিয়ে বিদায় নিলাম আমবা।

পবেব দিন ৭ তারিখ ববিবাব বিকেল চাবটেব সময় আবাব হোটেল লিটনে গেলাম। এই সময় সুবিমলবাবুবও থাকাব কথা। গিয়ে তাঁব দেখাও পেলাম। হোটেলের উপব নজব বাখা সমিতিব কিছু সভ্যদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা খববের ভিত্তিতে বুঝেছিলাম জল অনেক দূব গড়িয়েছে। যে খববগুলো জানান প্রযোজনীয় মনে হলো সুবিমলবাবুকে সেগুলি দিলাম। গ্যালার্ডো আমাব ও সুবিমলবাবুব উপব হিলিং কবলেন। আজ গ্যালার্ডো, অলোক এবং আগবওয়াল আমাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই প্রশ্ন করলেন, “ফেইথ হিলিং সম্পর্কে আপনাব মতামত কী?”

বললাম, “সতিই বিশ্বয়কব।”

তৃতীয় দিন, সোমবাব ৮ সেপ্টেম্বর, সকাল থেকে পবপব কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল।

সকাল ৭টা ৫০। এক তরুণ আমাব ফ্ল্যাটে এলেন বিশাল এক মোটব-বাইকে আবোহী হয়ে। ঐকে আমি হোটেল লিটনেব কনফারেন্স কমে দেখেছি। বসতে বলে জিজ্ঞেস কবলাম, “আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই?”

নিজেব কোনও পবিচয় বা আমাব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরুণটি সবাসবি আমাকেই প্রশ্ন কবলেন, “ব্লাড টেস্টে কী পেলেন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।”

“এই কথা জিজ্ঞেস কবতে আমাব কাছে এসেছেন? আপনাব তৎপরতাব প্রশংসা

না কৰে পাবছি না। এত ভাড়াভাড়া আমাব বাডিতে আপনাদেব আশা কৰিনি। ব্লাড স্যাম্পেল যাব কাছে, শ্ৰম্ভটা সেই সুবিমল দাশগুপ্তকেই কবা উচিত ছিল আপনাব।”

অফিসে যেতেই আমাব ঘৰে দেখা কবতে এলো জ্ঞান। জানাল, আজ অফিস আসতে গণেশচন্দ্র এভিনিউয়েব বাডি থেকে বেবিযে ফুটপাথ ছেড়ে বাস্তায় নামতেই একটা মোটৰ পিছন থেকে এসে ওকে চাপা দেওয়াৰ চেষ্টা কৰে। এ ধবনেব ভাবাব কাৰণ, মোটৰটাকে দেখেই জ্ঞানেব মনে পড়েছে সকাল থেকে বাব কয়েক বাডিৰ ঝুল

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

PERMIT

No.15012/534/86-P.IV.

(Under paragraphs 3 and 4 of the Foreigners
(Restricted areas) Order, 1963).

Mr. Romeo P. Gallardo and his wife Mrs. Rosita J. Gallardo, Filipino nationals, holder of Passport Nos. C-954726 and D-328308 respectively are hereby permitted to enter the restricted areas via the shortest route and to reside in the said areas for purpose of meeting friends at Gauhati, Tinsukia and Dibrugarh in Assam from 20th August, 1986 to 27th August, 1986.

2. They shall, while residing in the said areas, comply with the conditions specified below.

3. Mr. Romeo P. Gallardo and Mrs. Rosita J. Gallardo shall not remain in the said areas after the 27th August, 1986.

(T.O. KHANNA)
Under Secretary to the Govt. of India

Place: New Delhi.

Dated: 13-8-1986.

(T.O. KHANNA)
Under Secretary
गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs



Checked
by the post
11/8/86
22/8/86

গৌহাটি ও তিনসুকিয়ায় থাকাব পাবমিটেব প্রতিলিপি

বাবান্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখাব সময় এই গাড়টাকে উণ্টো ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল এবং গাড়িটা বং সাইডে ড্রাইভ কৰে জ্ঞানের ঠিক পিছনে নিয়ে আসা হয়। গাড়ি কোনও হৰ্ন দেয়নি। গাড়িব শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়েই ফুটপাতে লাফিয়ে পড়ে জ্ঞান। গাড়িটাও দ্রুত পালিয়ে যায়। নম্বৰ দেখাব কোনও সুযোগ পায়নি।

সকালে আমাব বাড়িব ঘটনা এবং জ্ঞান মল্লিকের ঘটনা ফোনে লালবাজাবে সুবিমল দাশগুপ্তকে জানাই। সুবিমলবাবু আমাকে বললেন আজ যেন কোনও বকমভাবেই ফেইথ হিলিং না কবাই। দুপুরেব মধ্যে হোটেলে নজব বাখাব দায়িত্বে থাকা সমিতিব দুই সভ্য খবৰ দিলেন, আজ একটা বড বকমেব অঘটন ঘটতে পাবে, আমি যেন সাবধান হই।

বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় হোটেলের বাইবে জ্ঞান আব সৌগত বায় বৰ্মনকে পেলাম। দুজন আমাকে দেখে স্বস্তি পেল। ওদেব কাছে খবৰ পেলাম দুজনকেই নাকি আজ বিভিন্ন জায়গায় অনুসৰণ কৰা হয়েছে। আমবা তিনজনে হোটেলের কনফাৰেন্স কমে ঢুকলাম। ভিতৰে যথেষ্ট ভিড। আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন মিস্টাৰ অলোক খৈতান। বললেন, “আজ একটু দেবি হচ্ছে। আপনি আজও হিলিং কৰাবেন তো?”

বললাম, “সেই জন্যেই তো আসা।”

অলোক বললেন, “একটু অপেক্ষা কবতে হবে। মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডোব আজ মেডিটেশন ঠিক মত হচ্ছে না বলেই এই দেবি।”

ভিডেব মধ্যে আমাদের সমিতিব দু’জন সভ্যকেও দেখতে পেলাম।

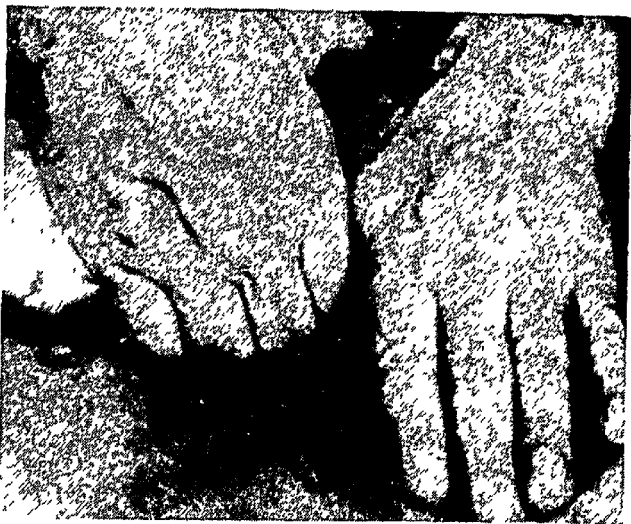
আমবা তিনজন হোটেলের বাইবে এলাম। ঠিক কবলাম ওয়াই এম সি এ-তে বসে কথা বলব। এখানেও আমাদের পিছনে টিকটিকি। কুলবাবান্দায় বসে ওমলেট আব চা খেতে খেতে আমবা ঠিক কবলাম আজ আব হিলিং কবাব না, কাবণ আজ হোটেল যেন বড বেশি সন্দেহজনক চৰিত্ৰেব আনাগোনা। শুধু বিদায় নিয়ে আসব ওদেব কাছ থেকে। হোটলে ঢোকাব মুখেই অলোকেব সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, “দাদা, আজ দুপুৰে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কেব ডিবেষ্টেবব সঙ্গে আপনি দেখা কবেছেন খবৰ পেলাম। ডিবেষ্টেব সাহেবেব ব্লাড বিপোর্ট কী বলছে?”

“আমাব শৰীৰ থেকে আমাবই বস্তু বেব হবে। সুতবাং তাব বিপোর্ট কী, এ নিয়ে আপনাদেব কেন এত মাথা ঘামাবাব প্রয়োজন হলো বুঝতে পাৰছি না। দেখা কবেছি সে খবৰ জানতে পাবলেন, আব তিনি কী বলেছেন, সে খবৰ জানতে পাবলেন না?”

আমাব কাছ থেকে এই ধবনেব কিছু উদ্ভবই বোধহয় প্রত্যাশা কৰেছিলেন। আমাব কথা শোনাব পৰেও বিনম্রী হাসি হেসে বললেন, “আজ মিস্টাৰ গ্যালাৰ্ডো কাৰো হিলিং কৰবেন না। আপনি ববং কাল ড্রাসুন।”

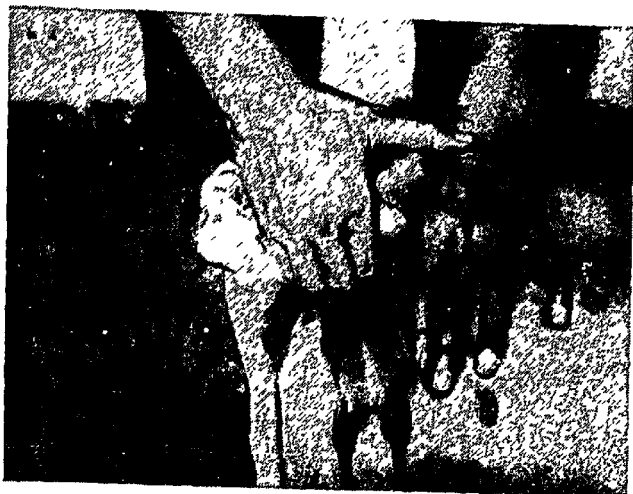
একটি পত্ৰিকা অফিস থেকে সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ যোগাযোগ কবলাম সুবিমলবাবুৰ সঙ্গে। পৰবৰ্তী ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল কৰে বাখলাম। সব শুনে সুবিমলবাবু বললেন, “ফবেনসিক বিপোর্ট পেতে একটু দেবি হবে। তোমাব কমালৈব দাগ দেখে ব্লাড ব্যাঙ্কেব ডিবেষ্টেব সত্যেনবাবু কী বললেন?”

“বললেন, দাগ দেখে আমাব মনে হচ্ছে এটা কোনও মানুষেব বস্তুেব নম। এই ধবনেব কমালৈব সামান্য দাগ পত্ৰীক্ষা কৰে বলাব মত আধুনিক যন্ত্ৰপাতি আমাদের



গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের তোলা ফেইথ হিলিং-এর ছবি

পিনাকীব শরীবে লেখকের কব্জা ফেইথ হিলিং-এর ছবি





গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনের তোলা ফেইথ হিলিং-এব ছবি

পিনাকীব শরীরে লেখকের কব্জা ফেইথ হিলিং-এব ছবি



এনেছিলাম আসলে সেটা ছিল তুলোব ভাঁজে লুকোন। গ্যালাৰ্ডো অবশ্যই আমাবই কাযদায় প্রতিবাবই অস্ত্রোপচাবেব আগে কখনও পোশাকেব আডাল থেকে কখনও বা পাশেব তোয়ালেব ভাঁজ থেকে নকল বস্ত্র ঠাসা বেলুন তুলে নিয়েছেন এবং জাদুব পৰিভাষায় যাকে বলে ‘পামিং’ সেই ‘পামিং’ কবেই বেলুন লুকিয়ে বেখেছেন দৰ্শকদেব এবং ক্যামেবাব চোখ এডিয়ে তাবপব যা কবেছেন তাব বৰ্ণনাতো আমাব কবা অস্ত্রোপচাবেব পদ্ধতিতেই দিয়েছি।

পোশাকেব আডালে বিশেষ কৌশলে অনেক জাদুকবেবা অনেক কিছুই লুকিয়ে বাখেন। একে ম্যাজিকেব পৰিভাষায় বলে ‘লোড নেওয়া’। পোশাকেব আডালে এ-ভাবেই জাদুকবেবা লুকিয়ে বাখেন পায়বা, খবগোশ, এমনি আবো কত না জিনিস-পদ্মব।

ঘটনাটা এখানেই শেষ কবা যেত, কিন্তু এবপব আবও দু-একটা ঘটনাৰ উল্লেখ না কবে পাৰছি না। প্রথম ঘটনাটি ঘটল ২৮ সেপ্টেম্বৰ ১৯৮৬ ববিবাব দুপূব ২-১৫ মিনিটে। অলোক খৈতান আমাব বাড়িতে এলেন। জানতে চাইলেন, ফেইথ হিলিং বিষয়ে আমাব অভিমত কী।

বললাম, পূবো ব্যাপাৰটাই ধাপ্পা। পিনাকীৰ ওপব আমাব খালি হাতে অস্ত্রোপচাবেব (ফেইথ হিলিং-এব) ছবিও দেখালাম অলোককে। ধাপ্পাটা কেমনভাবে দেওয়া হয় সেটাও বোঝালাম।

সব শোনাৰ পবে অলোক আমাকে জানালেন, এবাব আমি গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায পূবোপুবি পবিকল্পনা মাফিক চলতে না পাবায় ঊঁদেব অনেক আৰ্থিক ক্ষতি হয়েছে। আমি সহযোগিতা কবলে অলোক খৈতান ও বামচন্দ্র আগবওয়াল পববৰ্তী পর্যায়ে ম্যানিলা থেকে দু-জন ফেইথ হিলাৰ নিয়ে আসবেন এবং কলকাতায় এক মাস ধবে দু-জনকে দিয়ে ফেইথ হিলিং কবাবেন। আমি সহযোগিতা কবলে প্রতিদিন তিনজন বোগীৰ দেওয়া ফিস আমি পাব। অৰ্থাৎ প্রতিদিন ১৫ হাজাৰ টাকা। এক মাসে ৪,৫০,০০০ টাকা। এছাড়া আমাকে ম্যানিলায় নিয়েও যাবেন যখন অলোক বা বামচন্দ্র ম্যানিলায় ফেইথ হিলাবেব সঙ্গে চুক্তি কবতে যাবেন। আলোচনা চালিয়ে গেলাম—প্রস্তাবটা আব কত দূব পর্যন্ত ওঠে জানতে। শেষ পর্যন্ত অলোক আমাকে প্রতিদিন দশ জন বোগীৰ দেওয়া টাকা দেবেন বলে সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিলেন, অৰ্থাৎ প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা। তিবিশ দিনে ১৫,০০,০০০ টাকা। আমাব কথায-বার্তায় অলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েই অনেক খোলামেলা কথা বললেন, তিনি জানতেন না তাঁব ও আমাব কথাগুলো টেপ বেকৰ্ডাবে টেপ হয়ে যাচ্ছে।

২৯ তাবিখ অলোক আমাব অফিসে ফোন কবেন আমাব মতামত জানতে। তাঁকে জানাই, ‘পৃথিবীতে চিবকালই কিছু বোকা লোক থাকে যাঁবা অৰ্থেব কাছে নিজেদেব বিক্রি কবেন না। আমিও এই ধবনেবই একজন বোকা লোক বলেই ধবে নিন। আমি পত্রিকায আপনাদেব ফেইথ হিলিং নিয়ে লিখছি। আমাকে বিপদে ফেলাব চেষ্টা কববেন না। গতকাল আপনাৰ সঙ্গে আমাব যা কথা হয়েছিল তা সবই টেপ কবেছি। ইতিমধ্যে ক্যাসেটেব কয়েকটা কপি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ হাতে চলে গেছে। আমার কোনও বিপদ হলে তাঁবা ক্যাসেটগুলো হাজিৰ কববেন। টাকাব জোবে এদেব সকলকেই আপনি কিনে নেবেন ভেবে থাকলে ভুল কববেন, কাৰণ এঁদেব পবিচয়



পিনাকীব দেহ অস্ত্রোপচাৰ কৰে মাংসেৰ টুকৰো বেৰ কবছেন লেখক
বক্ত-ভবা বেলুন অস্ত্রোপচাবেৰ মুহূৰ্তে আঙুলেৰ ফাঁকে যে-ভাবে লুকিয়ে বেখেছিলেন লেখক



আপনি কোনও দিনই পাবেন না, আমি ছাড়া আর কেউই জানেন না কার কার কাছে ক্যাসেটের কপি আছে।”

অলোক আমার উপর একটা চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে শিলেন। বললেন, “আপনি কোন পত্রিকায় ছাপবেন? দেখুন আপনার লেখা ছাপান আমি বন্ধ করতে পারি কিনা।”

এর কয়েক দিন পরেই সৌগতের তোলা ফেইথ হিলিং-এর কিছু নোগেটিভ ‘পরিবর্তন’ পত্রিকা অফিসের নোগেটিভ লাইব্রেরি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল।

১৪ নভেম্বর মহাজাতি দলনের দোতলায় ‘বর্তমান ফিলিপাইন’ বিবকে এক আলোচনা চক্রে এবং ১৪ নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফোরাম অফ নাইটিভিক ভ্যালুজ’ আয়োজিত এক অলৌকিক-বিরোধী আলোচনা চক্রে ফিলিপিনো ফেইথ হিলারের রচনা নোগেটিভ-এর রহস্যময় অন্তর্ধান বিষয়ে শ্রোতাদের অবগত করি। ১৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অলোক খেতানের নহযোগিতা প্রার্থনার ঘটনা, উপস্থিত শ্রোতাদের জানিয়ে এই সংগ্রামে প্রয়োজনে আমার ও আমাদের সমিতির পাশে তাদের দাঁড়াতে আহ্বান জানাই।

২৪ ডিসেম্বর ‘৮৬ বৎসর আমার শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় সংগ্রহ করা রক্তের ফারেনসিক রিপোর্ট দেখতে পেলাম। তাতে পরিকার বলা আছে, রক্তের নমুনাটি পুস্তর। রিপোর্টটির কিছুটা অংশ তলার নিম্ন—

Result of Examination

Ruminant animals blood was detected in the stains on ‘A’ (cotton) (Vide the enclosed original report No. 9053/MLR dt. 16.12.86 of the Serologist Govt. of India).

Sd/- S. K Basu
22.12.86

ফেইথ হিলার ও ভাদুতর পি নি-নরকার (জুনিয়র)

১৯৮৭-৮৮ ১০ আগস্ট অভ্যন্তরীণ পত্রিকায় ‘টিটিং ফাঁক’ নিরিখে ‘ছবি-কাঁচি ছাড়া অপারেশন’ শিরোনামে ভাদুতর পি নি-নরকার (জুনিয়র)-এর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মধ্যে তীব্র বিতর্কিত সৃষ্টি হয়। হিন্দুরকার ‘ফেইথ হিলার’কে ‘স্পেশাল ডাক্তার’ নামে অবহিত করে তাঁর প্রতিবেদনে জানান, রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় স্পেশাল ডাক্তার তার নিজের আঙুলের ফাঁকে একটা আলপিন চুকিয়ে নিজেব শরীর থেকে রক্ত বের করে। সাধারণ দর্শক স্পেশাল ডাক্তারের শরীর থেকে বের হওয়া রক্তকেই রোগীর শরীর থেকে অস্ত্রোপচারের জন্য বেরিয়ে আনা রক্ত বলে ভুল করেন। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তই রোগীর সেই লেগে থাকা রক্তের নমুনা ফারেনসিক পরীক্ষা করে স্পেশাল ডাক্তারের অস্ত্রোপচার দ্বারা কি না ধরতে গিয়ে ঠকে গিয়েছিল। কারণ ফারেনসিক রিপোর্টে লেখা গেল রক্তটা মানুষেরই।

হিন্দুরকারের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার এক মাস আগে ২০ জুলাই ‘৮৭-এ অনন্দবাজার পত্রিকায় ‘কলকাতার কড়তা’ বলমে ‘লৌকিক — অলৌকিক’ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়, তাতে জানান হয়েছিল :

অজ্ঞান না কবে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যাথাহীন অস্ত্রোপচাবে বোগ সাবানোব কৌশল জানা আছে বলে দাবি করেন ‘ফেইথ হিলাব’ বা। সেই ফেইথ হিলাব’-দেব নিয়ে সাবা পৃথিবী জুড়ে চলছে বীতিমতো হৈচৈ। সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে বোমিও পি গ্যালাৰ্ডো আব তাঁব স্ত্রী বোজিও গ্যালাৰ্ডো অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে আসব জমিয়ে বসেছিলেন। ঠুঁবা দুজনে মিলে নাকি দিনে দুশজন পর্যন্ত বোগীব বোগমুক্তি ঘটাইছিলেন। একেকজনের অস্ত্রোপচাবে সময় লাগছিল মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিট। আব ফি মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। অস্ত্রোপচাব শেষে বোগীব দেহে সামান্যতম দাগও নাকি ঝুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউ। বেশ চলছিল এসব অবিস্থাস্য কাজকর্ম। এমন সময়ে আসবে এলেন ‘ব্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া’ব সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষ। নিজেব আসল পবিচয় লুকিয়ে তিনি উঠলেন গ্যালাৰ্ডোব অপাবেশন টেবিলে। অপাবেশনের পুরো দৃশ্যটা ভিডিও ক্যামেবায় ধবে বাখলেন তাঁব দুই সঙ্গী। আব অস্ত্রোপচাবেব পব প্রবীৰবাবু নিজেব শবীবে লেগে থাকা বস্ত্র তুলোয় মুছে, তা তুলে দিলেন দুঁদে পুলিস অফিসাব সুবিমল দাশগুপ্তেব জিম্মায়। বস্ত্রান্ত তুলো ‘সীল’ কবা হল ফবেনসিক পবীক্ষাব জন্য। ব্যাপাব-স্যাপাব দেখে গ্যালাৰ্ডো দম্পতি তডিঘডি কলকাতা থেকে তল্লিতল্লা গুটিয়ে পালালেন ম্যানিলায়। ইতিমধ্যে ফবেনসিক বিপোর্টে মিলেছে এক গুৰুত্বপূর্ণ তথ্য। বস্ত্ৰেব নমুনা মানুষেব নয়। পশুব। যুক্তিবাদী প্রবীৰবাবু বিভিন্ন সমাবেশে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন অলৌকিক বলে প্রচাবিত লোক ঠকানো ‘ফেইথ হিলিং’ বা ‘সাইকিক সার্জাবি’-ব লৌকিক কৌশল। আব এ কাজে প্রবীৰ ঘোষকে চিঠিপত্রে প্রায়শই উৎসাহ জোগাচ্ছেন অলৌকিক-বিবোধী জনপ্রিয় মার্কিন লেখক জেমস ব্যাভি।

বিশ্রান্তিৰ কাবণ তিনটি। প্রথমতঃ প্রতিদিন একশো থেকে দুশোজন বোগীব শবীবে অস্ত্রোপচাব কবাব ক্ষেত্রে নিজেব শবীবেব বস্ত্রকে বোগীব শবীবেব বস্ত্র বলে বিশ্বাস স্থাপন কবাতো কম কবেও যে পবিমাণ বস্ত্র নিজেব শবীৰ থেকে বেব কবা প্রয়োজন সেই পবিমাণ বস্ত্র বেব কবাব পবও স্পেশাল ডাক্তাবেব পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না ? বিশেষত স্পেশাল ডাক্তাব যেহেতু প্রতিদিনই এই সংখ্যক বোগীদেব শবীবে অস্ত্রোপচাব কবে চলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আঙুলেব ফাঁকেব অংশে শবীবেব ভিতব আলপিন ফুটিয়ে অত বিপুল বস্ত্র বেব কবা আদৌ বাস্তবসম্মত চিন্তাব ফসল নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ কলকাতাব গোয়েন্দা দপ্তব যে বস্ত্ৰেব নমুনা অস্ত্রোপচাবকালীন সংগ্রহ কবেছিল তাব ফবেনসিক বিপোর্ট বিষয়ে শ্রীসবকাব বলছেন—বস্ত্ৰেব নমুনা ছিল মানুষেবই। আমাব বস্ত্রব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছ—ফবেনসিক বিপোর্ট ছিল বস্ত্ৰেব নমুনা পশুব। আমাদেব দুজনেব পবস্পববিবোধী কথায় উভয় পত্রিকাব পাঠকবা বিশ্রান্ত হয়েছেন। ফবেনসিক বিপোর্ট বিষয়ে আমাদেব দুজনেব মধ্যে একজন কেউ নিশ্চয়ই ভুল বা মিথ্যে তথ্য পবিবেশন কবেছি।

জানতাম, আমাব উপব মিথ্যা সন্দেহেব বোঝা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু আমাব ক্ষেত্রে নয়,

আমাদের সমিতির সত্যতা বিষয়টিও আসতে বাধ্য, যা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ব্যাহত করবে। এক্ষেত্রে আমার পক্ষে নীকতা পালন বিশ্রান্তিই বাড়াবে মাত্র। তাই বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বার্থে, যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্বার্থেই শ্রীসরকারের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে বাধ্য হলাম।

বিশ্রান্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে পেরেছি। তাঁদের প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল—আমাদের দুজনের মধ্যে কে সত্য কথা বলছি। আমার বক্তব্য যদি সত্যিই হয়, তবে মুখ খুলছি না কেন? বহু চিঠির ভিতর থেকে এখানে দেবদর্শন চক্রবর্তী, তথাগত চট্টোপাধ্যায় ও আদুতা মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত চিঠিটির উল্লেখ করছি। চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন :

আমরা যৌথভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার ‘সম্পাদক সমীপে’ বিভাগে এবং আজকাল পত্রিকার ‘প্রিয় সম্পাদক’ বিভাগে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠি দুটির প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠানো। এই বিষয়ে আপনার মতামত আমরা প্রকাশ্যে জানতে আগ্রহী, আপনি নীরব থাকলে আমরা অবশ্যই ধরে নেবো, আপনি মিথ্যা প্রচারণার সুযোগ নিয়ে যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক একজন ধূর্ত ভণ্ড ও প্রতারক। এই একই ধরনের চিঠি আমরা জাদুকের পি সি সবকার (জুনিয়র)—কেও পাঠিয়েছি। আশা রাখি, আমাদের এই সত্যকে জানার যুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে আপনারা দুজনেই স্বাগত জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

যে দুটি চিঠি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি—

‘প্রিয় সম্পাদক’

৩১ আগস্ট ১৯৮৭

আজকাল

৯৬, বাজা রামমোহন সরণি

কলকাতা-৭০০ ০০৯

জাদুকের পি সি সবকার (জুনিয়র) ‘চিটিং ফাঁক’-এর নামে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করছেন, সেগুলোর বিশ্বাস্যতা সন্দেহ বর্ষণে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। জাদুকের সরকারকে বিনীত অনুরোধ, জাদু নিয়ে থাকুন, জাদু নিয়ে লিখুন, কিন্তু রাতারাতি বিজ্ঞানমনস্ক সাজতে যাবেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সাজা যায় না, হতে হয়।

জাদুকের সরকার একজন অলৌকিকত্বের ধারক-বাহক। তাঁর কথায়—আমার মতো আত্মা ভিনিষটা সম্পূর্ণ বাস্তব, কিন্তু চলতি বিজ্ঞান এখনও তাকে ঠিক মতো সমঝে উঠতে পারেনি। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন, “ভূত সম্পর্কে আমরা জানি না বুঝি না বলে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা কেউই কিছু উড়িয়ে দেননি।” আরো সুন্দর কথাও তাঁর কলমে আমরা পড়েছি—“আজকে যেটাকে ভৌতিক ভাবছি, আগামী দিনে সেটা হয়ত পরিষ্কার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে।”

এই তিনটি উক্তি তোলা হয়েছে, ‘কিশোর মন’ পত্রিকায় “অমর আত্মার কাহিনী” রচনা থেকে।

জাদুকের সরকারের এইসব বিজ্ঞান-বিরোধী কথাই এখানে শেষ নয়। তিনি নিজেও নাকি এক ভূতের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন।

জাদুকর সরকার ঈশ্বরের
অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ; অলৌকিকত্বে
বিশ্বাসী । তারও বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁরই
বহু লেখায় । তাঁর মত এমন একজন বিজ্ঞান-বিরোধী
শিবিরের মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে
বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষে প্রচার
চালাতে দেখলে শক্তিত হই ।

শক্কা আবো বাডে যখন দেখি ভেজাল ধবতে গিয়ে তিনি নিজেই ভেজাল দিচ্ছেন ।
২০শে আগস্টেব লেখায় যাদেব তিনি “স্পেশাল ডাক্তার” বলেছেন, তাঁদের প্রকৃত
টার্মটা তাঁব জানা ছিল না বলেই কি তাঁদের ওই নামে অবহিত কবেছেন ?
এনসাইক্লোপিডিয়ায় চোখ বুলালে তিনি ‘ফেইথ হিলাব’দের কথা নিশ্চয়ই পেতেন ।
তিনি কি জানেন পৃথিবীর বহু দেশ ফেইথ-হিলাবদের নিয়ে তথ্যচিত্রও তুলেছে ?
ফেইথ হিলাবরা ঠিক সেই ধরনের চিটিংবাক্ত নয়, অতিসবলীকরণ কবে যে ভাবে
জাদুকর সবকাব তাঁদের চিত্রিত কবেছেন ।

জাদুকর সবকাবের মতে, নিজেব আঙুলে আলপিন ফুটিয়ে স্পেশাল ডাক্তার
অপারেশনের বস্ত্র বাব কবেন । এই পদ্ধতিতে কোন বকমভাবেই এক নাগাড়ে মাত্র
পাঁচজন বোগীর উপবও অস্ত্রোপচাব চালান সম্ভব নয় ; অথচ ফেইথ হিলাবরা দিনে
একশোব উপবও অপারেশন কবে থাকেন । শ্রীসবকাবকে বিনীত অনুবোধ, কোন বিষয়
না জেনে সে সম্পর্কে অন্যকে জানাবাব বাসনা সংযত ককন ।

জাদুকর পি সি সবকাবের যে বস্ত্রবোব সাব অনুসন্ধানের জন্য মূলত আমাদেব এই
চিঠি লেখা, তা হলো, শ্রীসবকাব তাঁব লেখাটিতে জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশেব
গোবেন্দা বিভাগ বোগীর দেহে লেগে থাকা বস্ত্রেব নমুনাব ফরেনসিক পবীক্ষা কবে
দেখেছেন, এটি মানুষেব রক্ত । -

২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায ‘কলকাতাব কডচা’য ‘লৌকিক-অলৌকিক’ নামে
একটি ফিচাব প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে বলা হয়েছিল, ব্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন
অফ ইন্ডিয়াব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ নিজেব পবিচয় গোপন কবে, খালি হাতে ব্যথাহীন
অস্ত্রোপচাবেব জন্য ফেইথ হিলাব গাল্যার্ডেব অপারেশন টেবিলে ওঠেন ।
অস্ত্রোপচাবেব পব প্রবীকবাবুব শবীব থেকে বেবিবে আসা বস্ত্র সংগ্রহ করেন পুলিশ
অফিসাব সুবিয়ল দাশগুপ্ত । ফরেনসিক পবীক্ষায় দেখা যায় বস্ত্রেব নমুনা পশুব ।
ব্যাপাব দেখে গ্রেপ্তার এড়াতে গ্যালার্ডো দম্পতি কাববাব গুটিয়ে পালিয়েছেন
ম্যানিলায় ।

ফেইথ হিলাবদের ফরেনসিক বিপোর্ট নিয়ে যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষ ও জাদুকর পি সি
সরকাব (জুনিয়র)-এব মধ্যে যে কেউ একজন ভুল বা মিথ্যে খবর পবিবেশন
কবেছেন । যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লক্ষ লক্ষ মানুষেব কাছে শ্রীঘোষেব বিজ্ঞানসম্মত

যুক্তিগুলি জাদুকৰ সবকাৰেব অতীন্দ্ৰিয় বিষয়গুলিৰ ব্যাখ্যাৰ চেয়ে অনেক বেশি গ্ৰহণযোগ্য মনে হয়। যুক্তিবাদী মানুহ হিসেবে আমবা প্ৰকৃত সত্যেব মুখোমুখি হতে চাই। এ ব্যাপাবে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা কবলে বাধিত হবো।

স্বাক্ষৰ : দেবদৰ্শন চক্ৰবৰ্তী
(বাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ)

স্বাক্ষৰ . তথাগত চট্টোপাধ্যায়
(অর্থনীতি বিভাগ)

স্বাক্ষৰ আদৃতা মুখোপাধ্যায়
(ইংৰাজী বিভাগ)
প্ৰেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা।

সম্পাদক সমীপেশ্ব
আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকা
৬, প্ৰফুল্ল সবকাৰ ষ্ট্ৰীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

৩১ আগষ্ট ১৯৮৭

২০ শে জুলাই আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকায় ‘কলকাতাৰ’ কডচা’য় ‘লৌকিক-অলৌকিক’ নামে একটি ফিচাব প্ৰকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ৱাশনালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াৰ সম্পাদক প্ৰবীৰ ঘোষ নিজেৰ পৰিচয় গোপন কৰে খালি হাতে ব্যতাহীন অস্ত্ৰোপচাবেৰ জন্য ফেইথ হিলাৰ গ্যালাৰ্ডেৰ অপাবেশন টেবিলে ওঠেন। অস্ত্ৰোপচাবেৰ পৰ প্ৰবীৰ ঘোষেৰ শবীৰ থেকে বেরিয়ে আসা বস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে ফৰেনসিক পৰীক্ষায় পাঠান পুলিছ অফিসাৰ সুবিমল দাশগুপ্ত। ফৰেনসিক পৰীক্ষায় দেখা যায় বস্ত্ৰেৰ নমুনা মানুষেৰ নয়, পশুৰ।

২০ আগষ্ট ‘আজকাল’ পত্ৰিকাৰ ‘চিটিং-ফাঁক’ কলমে ফেইথ হিলাৰেৰ উপৰে ‘ছবি কাঁচি ছাড়া অপাবেশন’ শীৰ্ষক একটি লেখা প্ৰকাশিত হয়। লেখক জাদুকৰ পি সি সবকাৰ (জুনিয়ৰ)। শ্ৰীসবকাৰ জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিছেৰ গোয়েন্দা বিভাগ বোগীব দেহে লেগে থাকা বস্ত্ৰেৰ নমুনাৰ ফৰেনসিক পৰীক্ষা কৰে দেখেছেন, এটি মানুষেৰ বস্ত্ৰ।

দুই পত্ৰিকাৰ দুই বিপৰীত বক্তব্যে আমরা বিভ্রান্ত। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পত্ৰিকা দুটি এবং শ্ৰী ঘোষ ও শ্ৰী সবকাৰেৰ সহযোগিতা কামনা কৰি।

প্ৰেসিডেন্সি কলেজেৰ পক্ষে
আদৃতা মুখোপাধ্যায় (ইংৰাজী বিভাগ)
তথাগত চট্টোপাধ্যায় (অর্থনীতি বিভাগ)
দেবদৰ্শন চক্ৰবৰ্তী (বাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ)

আবাবও বলি এই জাতীয় বক্তব্যেৰ প্ৰচুৰ চিঠি আমি পেয়েছি। এব উত্তৰে অতি স্পষ্ট কৰে বক্তব্য বাখাব একান্ত প্ৰয়োজনীয়তা অনুভব কৰে জাঃগিছ

১। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর কলকাতায় আসা ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব বা ‘স্পেশাল ডাক্তার’-এর অস্ত্রোপচাৰ কবাব সময় একবারই মাত্র বক্তৃতা সংগ্রহ করেছিলেন।

২। বক্তৃতা সংগ্রহ করেছিলেন সেই সময়কার কলকাতা পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার সুবিমল দাশগুপ্ত।

৩। আমার শরীরে অস্ত্রোপচাৰকালে বেবিয়ে আসা বক্তৃতা সুবিমল দাশগুপ্ত সংগ্রহ করেছিলেন।

৪। বক্তৃতা নমুনার ফরেনসিক পবীক্ষার ফল আগেই তুলে দিয়েছি। তাতে স্পষ্টতই জানান হয়েছে বক্তৃতা নমুনা ছিল পশুৰ।

৫। পি সি সৰকাৰ (জুনিয়ৰ)-এর ‘আজকাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত ফেইথ হিলাব সম্পর্কিত লেখাটির বিষয়ে সুবিমল দাশগুপ্ত অবহিত হয়েছিলেন। এবং শ্রীসৰকাৰের বক্তৃতা-স্কন্ধ হয়েছিলেন এবং একই সঙ্গে আন্তৰিকভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত জানাই, ফিলিপিন বেতাৰ ও দুৰদৰ্শন থেকে ফেইথ হিলাব প্রসঙ্গে আমাকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচাৰিত হয় ১৯৯০ সালে।

পৰলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার

‘পৰিবৰ্তন’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারি সংখ্যায় যে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল সেটির শিরোনাম হলো—পৰলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার মৃত্যুপথযাত্রী বোগীকেও বাঁচিয়ে তুলছেন। লেখক—আনন্দস্বৰূপ ভাটনাগৰ। মূল প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক ‘হিন্দুস্থান’-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে অনুবাদ করে লেখাটি প্রকাশ করে ‘পৰিবৰ্তন’। অনুবাদক কমা শৰ্মা।

প্রতিবেদনটি শুক হয়েছিল এইভাবে।

যিনি বোগাক্রান্ত হন, তিনি সাধাবণত চিকিৎসাৰ জন্য ডাক্তারের কাছে যান। কেউ পছন্দ করেন অ্যালোপ্যাথি। কেউ হোমিওপ্যাথি কেউবা কবিবাজি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে আকুপাংচাৰ করে বোগ উপশমের কথা।

কিন্তু পৰলোক থেকে ডাক্তার এসে বোগ নিবাস্য কৰছেন এ খবর নতুন। বিদেশেও হ্যাঁবি এডওয়ার্ড একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে হাজাৰ হাজাৰ মৃত্যুপথযাত্রী বোগীকে বাঁচিয়েছেন।

কী তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি ? বোগী বোগীগীদেবই বা প্রতিক্রিয়া কী ? তাৰই বিস্তৃত প্রতিবেদন।

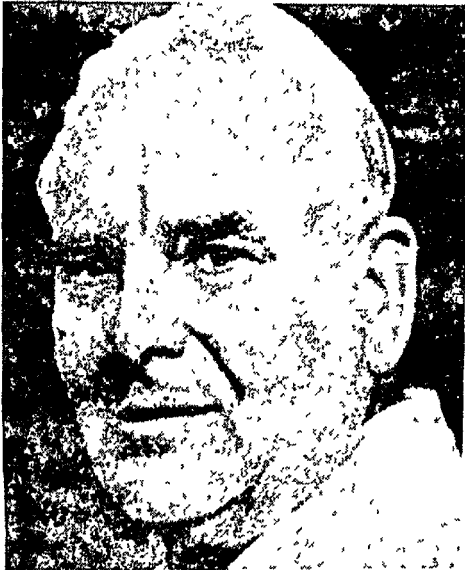
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছিল -

“পৰলোক সম্বন্ধে খাৰণা”

বাস্তবে যে ব্যক্তি ইহলোকে সাৰা জীবন ডাক্তারী করে গেছেন পৰলোকে গিয়েও তাঁর সে ইচ্ছা থেকে যায়। আমাদের চিন্তাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আধাৰ এবং ঠিক সেভাবেই আমরা নিজস্ব কার্যকলাপ অনুধাবন কৰি। সে চিন্তাচ্ছন্নতাই মৃত্যুৰ পৰও

আমাদের সঙ্গে থেকে যায় । অধিকাংশ লোকেব পবলোক সম্বন্ধে ভুল ধারণা বয়েছে । তাঁরা ভাবেন সৃষ্টলোকে হয়ত ভূত-প্রেত বয়েছে বা মৃত্যুব পব আত্মা খুব তাড়াতাড়ি অন্যত্র দেহধাবণ কবে । কিন্তু বাস্তবে তা নয় । সৃষ্টলোকতত্ত্ব এবং তাতে জীবনের গতিবিধি একটি স্বতন্ত্র বিষয় । মূলত একথা বলা যেতে পারে যে এ জগতেব শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র আত্মাগণ যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকাব, যোগী, কলাকাব প্রভৃতি আপন সাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁদেরই ভেতব থাকেন সে সব পবোপকাবী আত্মা, যাঁরা ভূ-পৃথিবীতে নেমে এসে নানাবকম ভাবে মানুষেব সাহায্য কবেন । পবলোকপ্রাপ্ত ডাক্তাববাও বোগীব সেবায় বত থাকতে চান । উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তাঁরা কোন সুপাত্রেব মাধ্যমে লোক সেবা কবেন । বাবা উদব হৃদয় ও ধার্মিক স্বভাবসম্পন্ন তাদেরই মাধ্যমে তাঁরা বোগীব অসাধ্য বোগ উপশম কবেন ।

১৯৩৫-এব কথা । হ্যাবি এডওয়ার্ডকে তাঁব এক বন্ধু একটি চার্চে নিয়ে যান । সেখানে এক আত্মাব মাধ্যমে তাঁকে বলা হয় যে, তাঁব মধ্যে বোগ উপশম কবাব প্রতিভা বয়েছে । একই ভাবে অন্য চার্চেও সেই মাধ্যম দ্বাবা তাঁকে একই কথা বলা হয় । তাই তিনি ভাবলেন, একটু চেষ্টা কবে দেখাই যাক না । সে সময় তাঁবই এক বান্ধবীব বন্ধু ইংলণ্ডেব ক্রম্পটন হাসপাতালে মবণাপন্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন ।



হ্যাবি এডওয়ার্ড

তিনি ক্ষয় বোগাক্রান্ত ছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্ফীতি হওয়াতে ভেতবেব নাড়ি ফেটে বক্তস্রাব হচ্ছিল। সেখানেই হ্যারি এডওয়ার্ড তাঁব সম্পূর্ণ নীবোগ হওয়ার কামনা কবে মন একাগ্র কবলেন। এক সপ্তাহ পব যখন তিনি তাঁব বাস্তুবীব সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি বললেন, তাঁব বন্ধুব হৃদপিণ্ডের স্ফীতি এখন আব নেই। বক্তস্রাবও বন্ধ হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন এবং সেইভাবেই বোগীব বোগ উপশম কবাব চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন পব সেই বোগী সুস্থ হয়ে পুনবায় নিজেব কাজে যোগ দেন।

একদিন হ্যাবি এডওয়ার্ড নিজেব ছাপাই ও স্টেশনাবি দোকানে অন্যান্য দিনেব মত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা দোকানেব ভেতবে এসে বললেন, কে যেন তাকে এই দোকানে ঢোকাব জন্য প্রেবণা দিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন। তিনি বললেন, তাঁব স্বামী লন্ডনে একটি হাসপাতালে বন্ধ ক্যানসাবে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। হাসপাতালেব ডাক্তাবেবা তাঁব নীবোগ হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবেন। যেকটা দিন তিনি বেঁচে আছেন, সে কটা দিন তিনি বাড়িতে ফিবে গিয়ে যেন হাসিখুশিতে বাকী জীবনটা কাটান—এ উপদেশ দিবেছেন।

বিদেহী আত্মাব দ্বাবা প্রতিকাব

সেই মহিলাব মনোকষ্টে হ্যাবি এডওয়ার্ড অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁব স্বামীব চিকিৎসা তিনি বিদেহী ডাক্তাবেব মাধ্যমে কবেন। কিন্তু এ কথা বলা যত সহজ ছিল, বন্ধ ক্যানসাব আক্রান্ত বোগীব বোগ উপশম কবা ততই সন্দেহজনক মনে হতে লাগল। বাতে তিনি মন একাগ্র কবে সেই বিদেহী আত্মাব কাছে তাঁব নীবোগ হওয়ার প্রার্থনা কবলেন। কিছুদিনেব মধ্যেই সে বোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ কবে কাজে মনোনিবেশ কবলেন। কিছুদিন পব মহিলাটি তাঁব স্বামীকে নিবে গেলেন হাসপাতালে পবীক্ষা কবাবাব জন্য এবং তিনি ডাক্তাবেদেব জানালেন, যে দিন থেকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিবেছেন সেদিন থেকেই কোন প্রকাব পথ্য গ্রহণ কবেননি। ডাক্তাবেবা অবিস্বাসেব হাসি হেসে বললেন, তাঁদেব নির্ধারিত গুণুধেব গুণেই তিনি সুস্থতা লাভ কবেছেন।

এইভাবে হ্যাবি এডওয়ার্ড তাঁব জীবনেব প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অত্যন্ত অচিন্তনীয় ভাবে সফলতা পেয়ে গেলেন তাঁব স্পিবিচুয়াল হিলিং—এব মাধ্যমে। একে অ্যাবসেন্ট হিলিং বলা হয়। অতঃপব তিনি নিজেব সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন যে তাঁব ভেতব বোগ উপশম কবাব ক্ষমতা বযেছে। একদিন একটি মেয়ে মধ্যবাত্রে তাঁব ঘবে এসে জানালেন যে তাব বোন জ্বাক্রান্ত হয়ে বেঘাবে পড়ে আছে এবং তাব সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপসর্গও দেখা দিবেছে। ডাক্তাবেবা জবাব দিবেছেন। তিনি এক পবশক্তি দ্ববদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধ ব্যক্তিৰ আদেশে হ্যাবি এডওয়ার্ডেব কাছে এসেছেন। সে রাত্রেই তাকে অ্যাবসেন্ট হিলিং দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন সকালে হ্যাবি এডওয়ার্ড তাদেব বাড়িতে গিয়ে বোনটিব মাথায় হাত বেখে মঙ্গল কামনা কবলেন। সে দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল।

হ্যাঁ এডওয়ার্ড জানালেন যে মেয়েটি সপ্তাহখানেক পবেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। পবিত্র পবিত্রনেবা তাব দিকে অবিশ্বাস্যভাবে তাকিয়ে বইলেন। কিন্তু দেখা গেল ববিত্রব সকাে সে মেয়েটি বিছানায বসে চা পান কবছে এবং তাব জুবও একদম ছেড়ে গেছে। অতঃপব দেখা গেল যে, সে মেয়েটি ক্ষয় বোগাক্রান্ত এবং পনেব দিন অস্তব তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পবীক্ষা কবান হত এবং বায়ু সেবন কবা হত। হ্যাঁ তাব এই নবাজিত প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ বেখে কাজ কবে চললেন। ক্ষয় বোগ থেকে মুক্তি পেল মেয়েটি। হাসপাতালেব ডাক্তাবেবা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা কবলেন। পববর্তীকালে মেয়েটি সেই হাসপাতালে নার্সেব কাজ পেয়েছে এবং এখন সেই কাজেই আছে। এভাবে শবীব স্পর্শ কবে চিকিৎসা ব পদ্ধতিটিতে এই প্রথমবাব তিনি সফলতা লাভ কবলেন। এটি কনটাক্ট হিলিং-এব দৃষ্টান্ত।

অতঃপব হ্যাঁ এডওয়ার্ডেব বাড়িতে বোগীবা ভিড কবে আসতে লাগলেন। স্পিবিচুয়াল হিলিং-এব মাধ্যমে তাবা নিবাময় লাভ কবে বীতিমত উপকৃত হলেন। এখানে এই মহান মানুয ও অপার্থিব চিকিৎসাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

২৯ মে, ১৮৯৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। ৪২ বৎসব বয়সে তিনি বিদেহী আত্মাব মাধ্যমে বোগ উপশম চর্চা শুরু কবেন। এবং ১৯৭৬-এব ৯ ডিসেম্বর ৮৩ বৎসব বয়সে তাঁব পার্থিব দেহ পবলোকে লীন হয়। মবদেহ ত্যাগ কবে সৃষ্টিলোকে গমন কবেন তিনি, সেখানে বিদেহী ডাক্তারদেব মধ্যে স্থিত হন অতঃপব। ৪১ বৎসব পর্যন্ত পৃথিবীব অনেক অসাধ্য বোগীব বোগ উপশম কবে তােব বোগ মুক্ত কবেছেন এই প্রযাত মানুযটি। তাঁব বিদেহী আত্মাব আবোগ্য-মন্দিবে প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েক হাজার চিঠি আসত এবং প্রত্যেকটি চিঠিব তিনি উত্তব দিতেন। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত তিনি দশ লক্ষ চিঠিব জবাব দেন। তাঁব স্বর্গ প্রাপ্তিব পব আজও হ্যাঁ এডওয়ার্ড সেনচুবিব কাজকর্ম সে প্রকাবই কবা হয়।

অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা

ভাবতবর্ষে এখনও অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁবা হ্যাঁ এডওয়ার্ডেব অ্যাবসেন্ট হিলিং-এব মাধ্যমে বোগ উপশম কবে আবোগ্যলাভ কবেছেন। ১৯৭০-এব আগস্ট মাসে ২৭ বৎসব বয়স্কা কুমাৰী ছাবাব পায়ে ফ্রোটক হয়। কয়েক বৎসব বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাব চিকিৎসা কবান হয় কিন্তু কিছুতেই তাকে সাবান যাচ্ছিল না। অতঃপব সে হ্যাঁ এডওয়ার্ডেব কাছে তিন মাস ধবে চিঠিপত্র লেখালেখি কবতে লাগল এবং আশ্চর্যেব ব্যাপাব সব কটি চিঠিব উত্তবও পেল। একদিন সকাে সে উঠে দেখে কোন দৈববলে যেন তাব ফ্রোটক একেবাবে উধাও হয়ে গেছে।

হ্যাঁ এডওয়ার্ড ইংলন্ডেব একটি জাঁকজমকপূর্ণ আলো বালমলে বিশাল সভাকক্ষে হাজার হাজার দর্শকেব সামনে বিদেহীকপে এসে তাঁব অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে আবোগ্যলাভ হওয়াব প্রক্রিয়া প্রদর্শন কবতেন। বয়েল অ্যাবলটি হলে একবাব তাঁব এবকম একটি ঘটনাব সময় দিল্লিব স্পিবিচুয়াল হিলাব শ্রীমতী স্বর্ণনাবঙ্গ উপস্থিত

ছিলেন। এই প্রদর্শন কক্ষে জনৈক জটিল বোগাক্রান্ত বোগীকে একটি মঞ্চের ওপৰ এসে দাঁড়াতে বলা হল। এক যুবক তাব অতি বৃদ্ধা মাকে কোলে করে নিয়ে এসে সেই মঞ্চের ওপৰ দাঁড় কবাল কোনক্রমে। সেই বৃদ্ধাব সম্পূর্ণ শরীর বাতে আক্রান্ত ছিল। মাইকে এসে তিনি অশ্রুট শব্দে বললেন, ‘বাছা তুই আমাব শরীরেব আব কী ভালো কববি। কিন্তু এতটুকু উপকাব কব যাতে আমাব আঙুলগুলো অন্তত সোজা হয়ে যায়, আমি যেন নিজের হাত দিয়ে নিজের খাবাবটুকু খেতে পাবি। আমাব ছেলে, নাতিব হাত দিয়ে তুলে দেওয়া খাবাব মুখে নিতে বড় লজ্জা কবে।’ দর্শকবা হেসে উঠলেন হো হো কবে। এব কিছুক্ষণ পবেই সেই বৃদ্ধা নিজের চেষ্টায় আস্তে আস্তে মঞ্চের উপব সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। খুব খানিকটা হাত পা ছোঁড়াছুড়ি কবতে শুক কবলেন, আবাব একটু নৌড়েও নিলেন আনন্দে। এভাবে হাবি এডওয়ার্ড তাঁব বোগ নিবাময় ক্ষমতা দেখিয়ে দিলেন পৃথিবীর মানুষেব চোখেব সামনে।

বিদেশী ডাক্তাব দ্বাবা আবোগ্যালান্ড

বোম্বেব হাসপাতালে বহু বিদেশি ডিগবিধাবী এক প্রতিভাবান ডাক্তাব বয়েছেন, বমাকান্ত কোনি। তিনি বৃদ্ধ-অবস্থাব যে কোন ধবনেব বোগ নিবাবণে বিশেষজ্ঞ। প্রথম জীবনে অ্যালোপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা শুক কবেছেন। ডাঃ বমাকান্ত কোনি সাবস্বত ব্রাহ্মণ হলেও বিবাহ কবেছেন অঙ্কেব প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বস্তাকে, যিনি ছিলেন গৌড়-ব্রাহ্মণ।

১৯৭২ সনে ডাঃ কোনি কোমবেব স্পনডিলাসিস-এ আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মেবদগুেব অসহ্য ব্যথাব দকন তিনি শয্যাগত হন। ভাবলেন, বাকি জীবনটা বোধহয় বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে। সে সময় তাঁব জনৈক বয়স্ক বন্ধু তাঁকে হাবি এডওয়ার্ডেব কাছে আবোগ্য কামনা কবে চিঠি লেখাব জন্য উৎসাহিত কবলেন। আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সুশিক্ষিত হওয়াব দকন তিনি এ বিষয়টি প্রথমে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে কবতে পাবেন নি। কিন্তু বন্ধুব কথা বাখবাব জন্য তিনি তাঁকে চিঠি লিখলেন। নিজের এবং অন্যান্য ডাক্তাবদেব এ বিষয় আশ্চর্য ভাবান্তব দেখা দিল এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বিচিত্র ঘটনা

১৯৭২ সনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এতে ডাক্তাব বমাকান্ত কোনিব জীবনে নতুন এক অধ্যায় শুক হয়। এ অবস্থায় তাঁব একটি ‘সিয়ানস’ দেখাব সুযোগ হল। ঘব অল্প অন্ধকাব ছিল। লোকেবা চেযাবে গোল হয়ে বসে ছিলেন। মধ্যস্থলে যে মিডিয়াম,



ডাঃ বমাকান্ত কোনি

সে ঘুবে ঘুবে একে একটি লোকেব কাছে এসে তাঁদের মৃত আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় ঘুবে এসে ডাঃ কোনিব সামনে দাঁড়ালেন। এবং বললেন ‘আমাব বিদেহী মার্গদর্শক জানাচ্ছেন যে আপনাকে বোগ উপশম কবাব প্রতিনিধি (যন্ত্র) সাব্যস্ত কবা হয়েছে, যাতে আপনাব মাধ্যমে বিদেহী ডাক্তার দ্বাবা বোগীব বোগ উপশম কবা যায।’ বাববাব তাঁকে এ কথা বলা হল। তিনি বললেন ‘আপনি নিজের মন হতে সমস্ত সন্দেহ, শঙ্কা ও দ্বন্দ্ব দূব কবে ফেলুন।’

এই বৈঠকের পব আমাব মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। মনে হল কেউ যেন আমাব অন্তরে অক্ষুব্ধ শক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। আমি যেন মাইলেব পব মাইল দৌড়ে চলে যেতে পাবি। আমাব পিঠে যেন দুটো ডানা লাগান হয়েছে। আমাব মনেব এই বিচিত্র আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ উপলব্ধি কবে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলাম। আমাব হাতেব ছোঁয়া মাত্র বোগী নীবোগ হয়ে উঠবে বলে মনে হতে লাগল। কবতল উষ্ণ হয়ে উঠল। আঙুলেব প্রান্তগুলোতে যেন তবঙ্গ বয়ে যেতে লাগল। চোখ বুজতেই জ্যোতির্ময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডতে স্ফুলিঙ্গের ছটা দেখা দিতে লাগল। এই বিচিত্র অনুভূতিব কথা তিনি তাঁব নিজের লেখা বই ‘সাইকো হিলিং’-এ বর্ণনা কবেছেন। এরপব তিনি

বোম্বেৰ একজন সুবিখ্যাত মিডিয়ামেৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলেন। তাঁৰ সহযোগিতায় নিজেৰ বিদেহী মার্গদৰ্শক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা কবলেন। সূক্ষ্মলোক নিবাসী তিনি দুশো বৎসৰ আগে এ লোকে থাকাকালীন অবস্থায় সার্জাবি ও ডাক্তাবি কৰে গৈছেন এবং এখনও তিনি পৰলোকে অবস্থান কৰে নানা প্ৰকাৰ অনুসন্ধান কৰে চলেছেন। তিনি একপ ক্ষমতাসম্পন্ন যশস্বী ডাক্তাৰ ছিলেন যে জটিল বোগাক্ৰান্ত ব্যক্তিকে স্পৰ্শ কৰা মাত্ৰ বুঝতে পাৰতেন বোগী কোন বোগে আক্ৰান্ত হয়েছে। ডাক্তাৰ কোনিকে মাধ্যমে হিসেবে উপযোগী কৰে তাঁৰ ক্ষমতাৰ সম্ভাব্য কৰে তিনি বোগ উপশম কৰেন। ডাঃ কোনি যখন বোগীৰ শৰীৰ স্পৰ্শ কৰেন তাঁৰ আঙুলগুলো বোগীৰ বোগাক্ৰান্ত স্থানটিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভব কৰে এবং তিনি খুব তাজাতাডি বোগ নিৰ্ণয় কৰে ফেলেন। ওষুধ লেখবাৰ সময়ও তিনি অনুভব কৰেন যেন কেউ তাঁৰ হাত ধৰে ওষুধগুলোৰ নাম লিখিয়ে নিচ্ছেন যেমন 'অটোমেটিক বাইটিং'-এ লেখা হয়। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও অ্যালোপ্যাথি ডিগ্ৰি বিভূষিত এই আধুনিক ডাক্তাৰ ভদ্ৰলোক না জানি কত দুবুহ বোগীৰ বোগ নিবাময় কৰে তাদেব সুস্থ সবল কৰেছেন। অনেক কঠিন বোগ নিবাময় কৰাৰ সম্বন্ধে বৰ্ণনা তাঁৰ ফাইলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মাত্ৰ অ্যাবসেট হিলিং দ্বাৰাই তিনি ১৯৮১ সন পৰ্যন্ত ২৭০০ বোগীৰ বোগ উপশম কৰেছেন। ভাৰতে শুধু বোম্বেৰ হাসপাতালেই এই স্পিৰিচুয়াল হিলিং-এৰ ব্যবস্থা রয়েছে।

কনট্যাক্ট হিলিং

যে সব বোগী নানা পদ্ধতিতে নিজেদেৰ চিকিৎসা কৰিয়ে শান্ত ও নিবাস হয়ে পড়েন তাঁৰাই অবশেষে ডাঃ কোনিৰ কাছে আসেন বিদেহী চিকিৎসাৰ জন্য। বিশ্বাসেৰ অভাব তো রয়েছেই তাদেব মনে, তবু তাঁৰা শক্তি হৃদয়ে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকেও যাচাই কৰে নিতে চান। অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্ৰে তাঁৰা ধৈৰ্য সহকাৰে সুস্থ হওয়াৰ আশা বাখেন—তবে বিদেহী আত্মাৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰাতে এসে মনে কৰেন যেন তাঁদেব অসুস্থতা জাদুমন্ত্ৰে উড়ে যাবে এবং সম্পূৰ্ণ নীবোগ হয়ে খুব তাজাতাডি হাসপাতাল হতে বেৰিয়ে আসবেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে কোন বোগ যতদিনকাৰই হোক সাৰাব কথা তাতে ধৈৰ্য হাবালে চলে না।

প্ৰতিবেদন প্ৰসঙ্গে কিছু কথা

প্ৰতিবেদনটিৰ শুকতে প্ৰতিবেদক মৃত্যুৰ পৰ আত্মা বাস্তবিকই কী কৰে—বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা একান্তভাবেই প্ৰতিবেদকেৰ নিজস্ব বিশ্বাসেৰ কথা। তাঁৰ এই বিশ্বাসেৰ পিছনে কোনও পৰীক্ষা, পৰ্যবেক্ষণ কাজ কৰেনি। যুক্তি বা বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে

‘পৌছায় পবীক্ষা, পর্যবেক্ষণের পথ ধবে। বিশ্বাস চলে আপন খেয়াল-খুশিতে। কখনও বহু লোকে বিশ্বাস কবে, বিশ্বাস ব্যক্তিবা বিশ্বাস কবেন, এই কু-যুক্তিতে মানুষ অন্ধভাবে কোনও কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন কবেন’। কখনও শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ইত্যাদিকে অশ্রদ্ধ বলে ধবে নেওয়া থেকে সৃষ্টি হয় অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাসেব সঙ্গে যুক্তিব লড়াই জন্মলগ্ন থেকেই। কাবও একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানের সত্য হয়ে উঠতে পারে না, তা সেই বিশ্বাস আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ বায় যাবই হোক না কেন। যুক্তিব সত্য, বিজ্ঞানের সত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে পবীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলিকাতা পুস্তকমেলা ’৯০-এ আমাদের সমিতিও আসব জাঁকিয়ে বসেছিল এক বঙ্কিন ছাতাব তলায়। প্রতিদিনই আমবা নানা অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রামেব মাধ্যমে জনসাধাবণেব কাছে পৌঁছতে চেষ্টা কবছিলাম। এক সন্ধ্যায় এক বিশপ আমাদের সামনে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই ধবনেব প্রশ্ন আঃও বহু ভাববাদীদেব কাছ থেকে আসাব সম্ভাবনা আছে বলেই প্রসঙ্গটি অবতারণা কবছি।

বিশপ আমাকে বলেছিলেন, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস বাখতেই হয়, এমনই একটি ক্ষেত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরেব বিশ্বাসেই পাওয়া যায় যুক্তিতে নয়। যুক্তিতে সব কিছু প্রমাণ কবা যায় না। আপনাব বাবাবই যে আপনি ছেলে তা কি আপনি প্রমাণ কবতে পারেন? পারেন না। এখানে আপনাকে বিশ্বাসেব উপবই নির্ভব কবতে হয়।”

বলেছিলাম, গর্ভধাবণ যিনি কবেছেন তিনিই আমাব মা। এবং তাঁব স্বামীকেই আইনত আমি ও সমাজ বাবা বলে স্বীকাব কবে নিয়েছে। নিশ্চয়ই যুক্তিব দিক থেকে যে কোনও সম্ভানেবই জন্ম হতে পারে সাধাবণভাবে সক্ষম নাবী-পুরুষেব মিলনে। সেই মিলন বিবাহিত স্বামীব সঙ্গে না হতেও পারে। এই সম্ভাবনা আপনাব আমাব সবাব ক্ষেত্রেই থাকতে পারে। কিন্তু আমবা আমাদের জন্মদাতা নন, আমাদের পিতাকেই নির্দেশ কবি পবিচয়দানেব ক্ষেত্রে। আব পিতা সব সময় মায়েব বিবাহিত স্বামী। আমাব জন্মদাতা আমাবই পিতা কি না, এই ধবনেব চিন্তাব দ্বাবা বা অনুসন্ধানে নেমে সত্যকে আবিষ্কাব কবতে পাবা বা না পাবাব মধ্যে কী আসে যায়?

ডাঃ বমাকান্ত কোনি প্রসঙ্গে ববং এবাব আসা যাক। ডাঃ কোনিব দাবিব সমর্থনে প্রমাণ চেয়ে ’৮৪-ব ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৮ মার্চ দুটি চিঠি দিই। প্রথম চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

ডাঃ বমাকান্ত কোনি
বোম্বে হাসপাতাল
মেডিকেল বিসার্চ সেন্টাব
৩য় তল, বোম্বে-৪০০ ০২০

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস বোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৪

প্রিয় ডাঃ কোনি,

সম্প্রতি আপনি ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচুব প্রচাব পাওয়া এক ‘ফেইথ হিলাব’। আপনিও ফিলিপিনো ফেইথ হিলাবদেব মতই দাবি কবেন অলৌকিক ক্ষমতাব দ্বাবা বিদেহী ডাক্তাবদেব সাহায্যে বোগীদেব বোগমুক্ত কবেন।

আমাব ধারণা, যে সব বোগীদের Placebo চিকিৎসার দ্বারা অর্থাৎ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বোগমুক্ত করা সম্ভব আপনি কেবলমাত্র তাঁদেরই বিনা ওষুধে বোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হবেন। অথবা ‘বিদেহী ডাক্তার বোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম লিখেছে’, দাবি কবলেও বাস্তবে চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই আপনি ব্যবস্থাপত্র লিখছেন। যে ব্যবস্থাপত্র অনুসারে চিকিৎসা কবিয়ে বোগীরা বোগমুক্ত হচ্ছেন।

আপনি কি বাস্তবিকই দাবি করেন—বিদেহী ডাক্তারের আত্মাকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও বোগীকে বোগমুক্ত করতে আপনি সক্ষম ?

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী সত্যানুসন্ধানী। তথাকথিত অলৌকিকতাব পিছনে লৌকিক বহস্য কী, এই বিষয়ে কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেও থাকি। দীর্ঘদিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজন অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী সন্ধান পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি ওইসব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদারদের প্রত্যেকেই ক্ষমতাব পিছনে কোনও অলৌকিকত্ব ছিল না, ছিল লৌকিক কৌশল।

আমাব এই ধর্নের সত্যকে জানাব সদিচ্ছা ও শ্রমকে নিশ্চয়ই আপনি একজন সং মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্বাগত জানাবেন। আপনাব অলৌকিক চিকিৎসা ক্ষমতাব বিষয়ে আমি একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। আশা বাধি সত্য প্রকাশের স্বার্থে আপনি আমাব সঙ্গে আন্তরিকতাব সঙ্গে সহযোগিতা কববেন।

আমি আপনাব কাছে তিনজন বোগীকে হাজির কবতে চাই। আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব ওই তিনজনকে ছয় মাসের মধ্যে বোগমুক্ত কবতে সক্ষম হলে আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার কবে নিয়ে আপনাকে দেব দশ হাজার টাকা।

আপনি আমাব সঙ্গে সহযোগিতা না কবলে বা চিঠি পাঠাবাব এক মাসের মধ্যে আমাব সঙ্গে যোগাযোগ না কবলে অবশ্যই ধরে নেব, আপনাব দাবি একান্তই মিথ্যা। আপনি লৌকিক উপায়েই কিছু কিছু বোগীর বোগমুক্তি ঘটাবে থাকেন মাত্র।

শুভেচ্ছাসহ

প্রবীষ ঘোষ

কোনি তাঁব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা কবতে এগিয়ে আসেননি। কাবণ এগিয়ে এসে পবাজিত হওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে কবেছিলেন, যেমন আবও অনেক ‘ক্ষমতাববেবাই’ কবেন।

ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈঙ্গিতাব ভুতুড়ে চিকিৎসা

১৯৮৮ সালটা যে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারীগকে নিয়ে ভাবতবর্ষে বিভিন্ন পত্রিকাগুলো হে-চে ফেলে দিয়েছিল তাঁব নাম ঈঙ্গিতা বাঘ চক্রবর্তী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী। ভাবতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় বড়িন ও সাদা-কালো ছবিব সঙ্গে যে সব

প্রচ্ছদ কাহিনী ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সে সব পড়ে পাঠক-পাঠিকা বা শিহরিত হলেন। শিহবিত হলাম আমিও। জানলাম, বহুসাবিদ্যা ঈঙ্গিতাব মুঠো-বন্দী। থট্ বিডিং বা মানুষেব মন বোঝাব ক্ষমতাব প্রমাণ দিয়েছেন সাক্ষাৎকাব গ্রহণকাবী সাংবাদিকদেব। নিখুঁৎ ভবিষ্যৎবাণী কবতে সক্ষম। মাৰণ-উচাটন, তুৰুতাক সবই আযত্তে। ডাকিনী বিদ্যাব সাহায্যে যে কোনও বোগীকে ইচ্ছে কবলেই সুস্থ কবে তুলতে পাবেন, যে কোনও সুস্থ মানুষকে পাবেন মাৰতে। ঈঙ্গিতাব দাবি, ডাইনীৰ এইসব অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানসম্মত সাধনাব ফল। অলৌকিক ঘটনাব ওতি চিবকালই আমাব আকর্ষণটা বড বেশি। এই ধবনেব কোনও ঘটনা শুনলে সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়াব ইচ্ছেটা প্রবলতব হয়ে ওঠে। তাব মধ্যে আবাব, অলৌকিক ব্যাপাব-সাপাব যদি 'বিজ্ঞানসাধনাব ফল' হয় তবে তো কথাই নেই। ঈঙ্গিতাব ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে অনুবোধ কবলাম আমাব সঙ্গে ঈঙ্গিতাব পবিচয় কবিযে দিতে। কয়েক দিনেব মধ্যে খবব পেলাম, ঈঙ্গিতা আমাব মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক।

৮৮-ব জুনেব শেষ সপ্তাহে পডন্ত বিকেলে ঈঙ্গিতাব দক্ষিণ কলকাতাব লেক বোডেব ছবিব মত সাজান ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম 'আজকাল' পত্রিকাব তবফ থেকে সাক্ষাৎকাব নিতে। যবেব দু'পাশে দুই বেড-ল্যাম্প সৃষ্ট আলো-আধাবেব মাঝে এক সময় ঈঙ্গিতাব আবির্ভাব ঘটলো। যথেষ্ট সময় ও যত্ন নিয়ে নিজেবে সাজিয়েছিলেন। আমি ও আমাব সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক তাপস দেব পবিচয় দিলাম। ঈঙ্গিতা বসলেন। আমাব মিথ্যে পবিচয়কেই সত্যি বলে ধবে নিয়ে আলোচনা শুক কবলেন। সত্যানুসন্ধানে এসে প্রথম সত্যটি আমাব সামনে প্রকাশিত হল, ঈঙ্গিতাব থট্ রিডিং ক্ষমতাব দাবি নেহাতেই বাত্কে-বাত্।

মস্ত্রিয়লে শিক্ষা ও ডাইনি দীক্ষা পাওয়া ঈঙ্গিতা ইংবেজিব সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা মিশেল দিয়ে জানালেন, তাঁদেব সংস্থাব নাম "ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডাৰেশন"। কেন্দ্রীয় কার্যালয় মস্ত্রিয়লে। সংস্থাৰ তবফ থেকে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ কবে তাব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিন প্রধানকে। এবাই সংস্থাৰ সর্বোচ্চ পদাধিকাৰী। পূর্বাঞ্চলেব কার্যালয় নিউ দিল্লি, প্রধানা স্বয়ং ঈঙ্গিতা। তবে ঈঙ্গিতা যখন তাঁব কলকাতাব ফ্ল্যাটে থাকেন তখন সেটাই হয়ে ওঠে অস্থায়ী কার্যালয়। ডাইনিপীঠেব কেন্দ্রীয় সদস্য সংখ্যা মাত্র ৭৫ এবং সকলেই মহিলা। অনেক পুৰুষই সদস্য হওয়াব ব্যর্থ আবেদন বেখেছিলেন।

আলোচনাব মাঝে চা ও বিস্কুট এল। চায়েব কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "কেশোবথেকেই ওকাণ্ট বা বহুসাবিদ্যাব প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব কবেছি। এ-জ্ঞান ডাইনি, ডাইন, ওঝা, গুনি, জানশুক, তান্ত্রিক, ভৈববী, অবতাবদেব পিছনে কম ঘুবিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাদা সময় আব গুচ্ছেব অর্থনাশই সাব হয়েছে। যখন বাস্তবিকই সন্দেহ কবতে শুক কবেছিলাম, এ জীবনে আব বোধহয় বহুসাবিদ্যাব হদিশ দেওয়াব মত কাবও দেখা পেলাম না, এমনি সময় আপনাব খোঁজ পেলাম। আপনাকে নিয়ে অন্তত গোটা আটেক লেখা আমাব চোখে পড়েছে। সবই গোপ্তাসে গিলেছি। সব পড়ে সব জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস কবতে মন চাইছে না, তাই আমি নিজে আপনাব কাছ থেকে শুনতে চাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনাব সম্বন্ধে যে সব আপাত

অদ্ভুত খবর ছাপা হয়েছে তা সবই কি সত্যি ?”

ঈশ্বিতা পবন অবহেলায় আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো অবজ্ঞার হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, “বাস্তবিকই প্রতিটি প্রকাশিত ঘটনাই সত্যি। এই তো গত ৬ জুন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এসেছিলেন। নাম তাবাকুমা মল্লিক। থাকেন এই কলকাতাবই ৪৪ বি, বাণী হর্ষমুখী বোডে। সমস্যাটি তাবাকুমাবাবুব ভাগ্নী মঞ্জু চ্যাটার্জিকে নিয়ে। মঞ্জু বাতে এবং শয্যাক্ষতে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ও হাসপাতাল ঘুরে এখন বাড়িতেই আছেন। ঐরা প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছেন। শয্যাক্ষতের তীব্র

ঈশ্বিতা ও কন্যা দীপ্তা



যন্ত্রণা সহ্য কৰাব ক্ষমতাও হাবাতে বসেছেন মঞ্জু । সঙ্গে উপসৰ্গ অনিদ্ৰা । কসমিক-বে চার্জ কৰা জলে ডাইনি শক্তি মিশিয়ে এক শিশি তাবাকুমাৰকে দিয়ে মঞ্জুৰ শবীৰে লাগতে বলেছিলাম । এক সপ্তাহেই দাক্ষ ফল পাওয়া গেল । ১৩ তাৰিখ তারাকুমাৰ জানালেন মঞ্জুৰ শবীৰেব শয্যাশ্রুতৰ জ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম ।”

না বুকেও ‘বুকেছি’ ভান কৰা আমাৰ ধাতে সম না । তাই অকপটে ঈঙ্গিতাকে জানালাম, কসমিক-বে চার্জেৰ ব্যাপাৰটা মাথায় ঢোকেনি ।

ঈঙ্গিতাৰ যথেষ্ট বস্ত্ৰ-সহকাৰে বিষয়টা বোঝালেন । জানালেন, তাঁদেৰ সংস্থাৰ তিন প্ৰধানৰ কাছէ তিনটি ক্ৰিস্টাল-বাটি আছে । ক্ৰিস্টালেৰ বাটিতে জল, লাল গোলাপেৰ পাপড়ি, কিছু বিভিন্ন ধবনেৰ বিশেষ বস্ত্ৰ পাথৰ, কপোৰ টুকৰো এবং সেট চলে বাটিটি বোদে বাখেন । বাটিৰ এমনিই গুণ, সেটা সূৰ্য বশ্মি থেকে কসমিক-ৰে শোষণ কৰে জলে জন্ম কৰে । ঈঙ্গিতাৰ কথাৰ, এটা ম্যাগনেটাইজড জল । এই ম্যাগনেটাইজড জলে হাত ডুবিয়ে ঈঙ্গিতা তাঁৰ মানসিক শক্তি জলে মিশিয়ে দেন ।

আবাব ধাক্কা খেলায়, ঈঙ্গিতাৰ বিজ্ঞান বিষয়ে সাধাৰণ জ্ঞানটুকুৰও অভাব দেখে । কসমিক-ৰে বা মহাজাগতিক বশ্মি শক্তিশালী তড়িৎকণাৰ বিকিৰণ । এই অদৃশ্য তড়িৎকণাৰ বিকিৰণ সাবা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত । সেই সন্ধ্যায় ঈঙ্গিতা আমাৰ হাতে যে চাষেৰ পেয়ালা তুলে দিয়েছিলেন, তাতেও ছিল কসমিক-ৰে । আসলে অজ্ঞানতাৰ দকন ঈঙ্গিতা সূৰ্য-বশ্মি ও মহাজাগতিক-বশ্মিকে গুলিয়ে ফেলে নিজেৰ বিশ্বাসেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে এক অদ্ভুত তথ্য তৈৰি কৰেছিলেন । ঈঙ্গিতাৰ দৌড় আৰও যতটুকু সম্ভব বোঝাৰ তাগিদে কসমিক-ৰে নিৰে তাঁৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ প্ৰসঙ্গ না তুলে ঈঙ্গিতাকে বন্ধক কৰে যাওয়াৰ সুযোগ দিলাম ।

ঈঙ্গিতা বলে চললেন, ডাইনি বিদ্যাকে বলা হয় রহস্যবিদ্যা বা অপবসায়ন । মজা হল, আমাদেৰ এই অলৌকিক রহস্যবিদ্যা বা অপবসায়নেৰ তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড-কাৰখানাগুলো আমবা ঘটিয়ে চলেছি বিজ্ঞানেৰ উপৰ ভিত্তি কৰেই । এই যে ৪৯-টি মহাজাগতিক বশ্মি সূৰ্যেৰ আলো থেকে আমবা গ্ৰহণ কৰছি, এই ৪৯-টি মহাজাগতিক বশ্মিৰ কথা তথাকথিত বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতিৰ অনেক অনেক আগে স্বকৰেদেই লেখা বয়েছে । এমনিভাবেই আমবা অপবসায়নেৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰেছি ইছদিদেব কোবলা, মিশবীৰদেব অপদেবী আইসিসেব আবাধনা সংক্ৰান্ত বই, ‘দ্য কিং অফ্ সলোমন’, তিব্বতেৰ তন্ত্ৰ ইত্যাদি পড়ে ।

পৃথিবীৰ সব কিছুৰ মধ্যেই বয়েছে পাঁচটি মৌল শক্তি—মাটি, জল, আগুন, হাওয়া ও আকাশ বা মহাশূন্য । এই মৌল শক্তিগুলো থেকেই আমবা বিশেষ ডাইনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় কৰি । তাৰপৰ তাৰ সঙ্গে যখন আমাদেৰ মানসিক শক্তিকে মিলিয়ে দিই, তখন যে ক্ষমতা আমাদেৰ মধ্যে আসে, সেটাকেই সাধাৰণ মানুষে বলেন অলৌকিক ক্ষমতা ।

অজ্ঞানেৰ কাছէ বিজ্ঞানেৰ কথা শুনাতে শুনাতে ক্লান্ত লাগছিল । বললাম, “আপনাদেৰ ডাইনিবিদ্যা কেমনভাবে শেখান হয় এই প্ৰসঙ্গে আপনাৰ বক্তব্য বলে কৰেকটি পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত হয়েছ, শিক্ষাক্ৰমেৰ প্ৰথম চাব বছৰ বিভিন্ন প্ৰাচীন ঐতিহ্যপত্ৰ পড়ে অপবসায়ন বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰতে হয় । পৰবৰ্তী দু’বছৰ আপনাৰা

শেখেন মনকে শক্ত করে তৈরি কবতে। এই সময় আপনাবা বহু পুঙ্খবকে ভালোবাসেন, কিন্তু হৃদয় অর্পণ করেন না, বহু পুঙ্খবদেব সঙ্গ দেন আবাব যখন ইচ্ছে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের মতই ছুঁড়ে ফেলে দেন। এসব কি বাস্তবিকই আপনাদের ডাইনি হওয়াব শিক্ষাপদ্ধতিব অঙ্গ, না কি এই ধবনের নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, অফ বিট্ কিছু বলে প্রচাবেব মধ্যে আসতে চেয়েছিলেন?”

ঈঙ্গিতাব চোখ সব হল, সম্ভবত ঘাড়টা শক্ত হল। “যা সত্য, সেটুকুই বলেছি। কাব কাছে আমাব বক্তব্য অফ বিট্ মনে হবে, কাব কাছে হবে না, সেটা আমাব বিবেচ্য নয়।”

“আপনাব মেয়ে দীপ্তাব বয়স এখন বছর দশেক। তাকে আপনি না কি ডাইনি কবে তুলছেন। আপনাব কিশোরী কন্যা যখন আপনাবই চোখেব সামনে উল্খল জীবন যাপন করবে তখন কি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ কবতে পাববেন?”

“না পাবাব কী আছে? ওটা তো মনকে শক্ত করে তৈরি কবাব একটা পবীক্ষা মাত্র,” বললেন ঈঙ্গিতা।

ঈঙ্গিতাব মানসিক স্বাভাবিকত্ব নিয়ে একটা সন্দেহ তীব্র হল।

বললাম, “সানন্দাব শংকরলাল ভট্টাচার্যকে আপনি আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ দিয়েছিলেন বলে পড়েছি। আপনাব অলৌকিক ক্ষমতা নিজের চোখে দেখাব প্রচণ্ড ইচ্ছে নিয়ে এসেছি। একান্ত অনুবোধ, বিফল কববেন না।”

ঈঙ্গিতা আমাব অনুবোধে আফ্রিকাব ভুড় মস্ত্রের সাহায্যে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে বাজি হলেন। জানালেন, এই ধবনের অনুবোধ বেখেছিলেন টাইমস্ অফ ইন্ডিয়াব শিখা বসু। তাঁকে ভুড় মস্ত্রে যা ঘটিয়ে দেখিয়েছিলেন তাই দেখে শিখা ও তাঁব চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী মোনা চৌধুরী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ঈঙ্গিতা আবও বললেন, “দেখি আপনাব এবং আপনাব সঙ্গীব নার্স কত শক্ত।”

ঈঙ্গিতা উঠে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। এলেন একটা পুতুল নিয়ে। পুতুলেব উচ্চতা দেড় ফুটের মত। পবনে প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোট, হ্যাট। মুখটা কার্ভেব, কালো বঙেব পালিশ করা। ঈঙ্গিতার সঙ্গী এবাব মেয়ে দীপ্তা। ওব হাতে একটা ট্রে। তাতে তিনটি বেগুন। আমাব সঙ্গী তাপস ছবি তোলা শুরু কবল। ঈঙ্গিতা তাঁব হাতের পুতুলটা তুলে ধরে বললেন “এটাই ভুড়। জীবন্ত প্রেতাত্মা।”

ঘবেব লাগোয়া ঘেবা বাবান্দায় একটা টেবিল। দু’পাশে দুটো চেযাব। টেবিলেব পাশেই একটা দামী টুল। তাব উপব ভুড় মূর্তিটিকে নামিয়ে রাখলেন ঈঙ্গিতা। দীপ্তা তাব হাতের ট্রেটা নামাল টেবিলে। ঈঙ্গিতা তাঁব দু’হাতের দশ আঙুলকে কাজে লাগিয়ে চুলগুলোকে এলো করে ছড়িয়ে দিলেন। দু’হাতের তালুতে গোলা সিদুব ঘসলেন। কপালেও লাগালেন গোলা সিদুবের টিপ। দীপ্তা ঘবেব ভিতরে গিয়ে নিয়ে এলো দুটো মাটিব ভাঁড়।

ঈঙ্গিতা ভুড় মূর্তিটাব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিড়-বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকতে লাগলেন। এক সময় আমাকে অনুবোধ কবলেন ট্রে থেকে একটা বেগুন তুলে ওঁব হাতে দিতে। দিলাম। ঈঙ্গিতা একটা চেযাবে বসলেন। ঈঙ্গিতাব কথা মত মুখোমুখি চেযাবটায় বসলাম আমি। টেবিলেব উপব একটা মাটিব

ভাঁড় বসিয়ে তাব উপর বেগুনটাকে বসালেন। আব একটা মাটির ভাঁড় উপুড় কবলেন বেগুনটার মাথায়। এ-বার ঈঙ্গিতা আমাব চোখে চোখ বেখে বললেন, “আপনাব কোনও শত্রু আছে?”

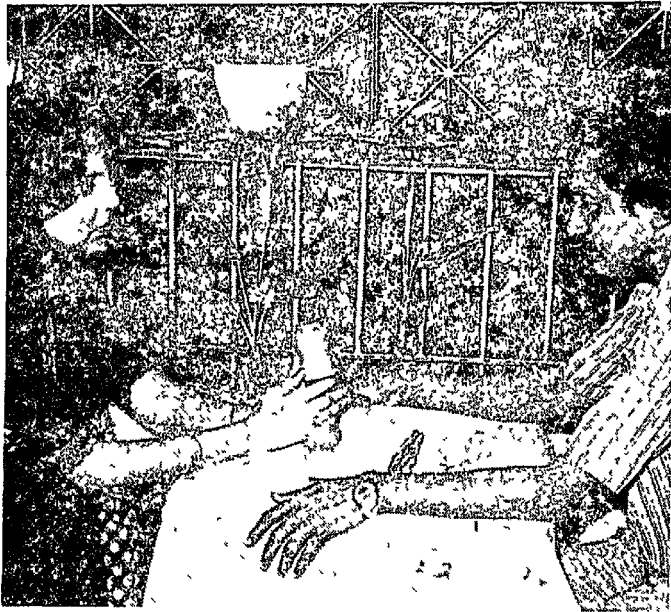
বললাম, “থাকতে পাবেন, আবাব নাও থাকতে পাবেন।”

ঈঙ্গিতা বললেন, “এখন আমবা ভুড়ু মস্ত্রেব চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি। আপনাব কোনও শত্রু থাকলে তাব নাম বলুন। জীবন্ত প্রেতাঙ্গাকে স্মরণ কবে বেলুনটা। কেটে ফেলবো, অমনি দেখতে পাবেন বেগুনের কাটা অংশে বক্ত্রেব দাগ। বক্ত্রেব দাগ যত তীব্র হবে, শত্রুর শারীরিক ক্ষতিও ততই তীব্র হবে। ভুড়ু মন্ত্র প্রয়োগেব ক্ষেত্রে বেগুনের পবিবর্তে চিচিঙা বা পাতিলেবুও ব্যবহৃত হয়।”

বললাম, “সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আমাব কোনও শত্রু নেই। আমি নির্বিবোধী ছাপোশা কলমটী মাত্র।”

“বেশ তো আমবা ববং একটা মানসিক শক্তিব পবীক্ষা কবে দেখি। আপনি আপনাব সমস্ত মানসিক শক্তি দিয়ে ভাবতে থাকুন বেগুনটার ভেতব যেন সাদাই থাকে। আমি আমাব মানসিক শক্তিকে অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বেগুনটার ভেতব মানুষেব বস্তু নিয়ে আসতে চেষ্টা কবব।” বললেন ঈঙ্গিতা।

দু’জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে বেগুনের দিকে তাকিয়ে বইলাম। এক সময়



ডাইনী সসাজ্জী ঈঙ্গিতা ও লেখক ‘মন্ত্র-শক্তি’ পবীক্ষায় মুখোমুখি

ঈঙ্গিপতা বললেন, “দেখি আপনাব নাড়িব গতি ।”

আমাব নাড়িব গতি পৰীক্ষা কৰে বললেন, “স্বাভাবিকই আছে দেখছি। আপনাব নাৰ্ভেব ভাবিফ কবতেই হৰে। আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন বেগুনেব ভেতবটা সাদাই আছে। যখন আপনাব মনে হৰে বাস্তবিকই বেগুনটা সাদাই আছে, তখন আমাকে বলবেন। বেগুনটা কাটবো।”

আমি প্ৰাৰ্থ সঙ্গ্ৰেই সঙ্গ্ৰেই বললাম, “এবাব কাটুন।”

ঈঙ্গিপতা তাঁৰ ডাইনি ছুবি ‘ড্যাগাব অফ জাস্টিস’ তুলে বেগুনটা কেটে ফেললেন। বেগুনেব ভিতবেব সাদা অংশেব খানিকটা জাৰগা টকটকে লাল বঙে ভেজা।

ঈঙ্গিপতা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, “দেখছেন বস্ত। এটা আপনাব অজ্ঞাত শত্ৰুৰ বস্ত।”

বেগুনেব টুকৰো দুটো হাতে নিয়ে এক মুহূৰ্ত পৰীক্ষা কৰে বিনীতভাবে জানতে চাইলাম, “আপনি কী ভাবে ঘটালেন?”

“ভুড়ু মন্ত্ৰে। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীৰ যে কোনও প্ৰান্তেব শত্ৰুকেই বধ কবতে পাৰি আমবা।”

বললাম, “ঈঙ্গিপতা, ট্ৰে থেকে যে কোনও একটা বেগুন আমাব হাতে তুলে দিন। তাৰপৰ আপনি আপনাব সমস্ত ইচ্ছে শক্তি দিযে চেষ্টা কৰুন বেগুনটাব ভেতবটা সাদা বাখতে। আমি কোনও মন্ত্ৰেব সাহায্য ছাড়াই বেগুনটা কেটে বস্ত বেব কৰে দেবো, যেমনটি আপনি কবলেন।”

আমাব কথা শুনে ঈঙ্গিপতাৰ মুখেব চেহাৰা গেল পাণ্টে। তবু প্ৰাণপণ শক্তিতে নিজেৰে শক্ত মাটিতে শেষ বাবেব মত দাঁড় কৰাত্তে চাইলেন। বললেন, “ওইসব ছেলে-মানুষী চিন্তা মাথাৰ বাখবেন না। ভুড়ু মন্ত্ৰকে চ্যালেঞ্জ জানাবাব ফল প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই ভয়াবহ।”

বললাম, “কোনও ভয় নেই আপনাব। আমাব কোনও ক্ষতিৰ জন্য আপনাকে সামান্যতম দোষাবোপ কবব না। আপনি আমাব হাতে একটা বেগুন তুলে দিন।”

উত্তেজিত, শক্তিত ঈঙ্গিপতা দীপ্তাব হাতে ট্ৰেটা ধৰিযে দিযে বললেন, “এটা ভেতবে নিয়ে যাও।”

দীপ্তাকেও যথেষ্ট নাৰ্ভাস মনে হছিল। ও দ্ৰুত আদেশ পালন কবলো। আমি নিশ্চিত ছিলাম, প্ৰতিটি বেগুনেই লাল তবল ঢোকানো আছে। অথবা ছুবিতে মাখানো আছে বসায়ন। ঈঙ্গিপতাকে আবও একটা চমক দিতে বললাম, “আমাবও কিছু ক্ষমতা আছে।”

ঈঙ্গিপতা সন্দেহজনক চোখে তাকালেন। লৌকিক কৌশলে তথাকথিত কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটীয়ে দেখানোতে ঈঙ্গিপতা ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন, উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, “আপনি জানেন না, ঠিক বুঝতে পাৰছেন না, আপনাব কী প্ৰচণ্ড বকম অলৌকিক ক্ষমতা বযেছে। এই ক্ষমতাকে ঠিক মত ব্যৱহাৰ কবতে পাবলে দুনিয়া জুড়ে হেঁচ পড়ে যাবে। ওয়ার্ল্ড উইচ একজিকিউটিভ কমিটিব সভ্য হওয়াব আমন্ত্ৰণ জানাছি। আপনিই হলেন পৃথিবীৰ প্ৰথম মানুৰ যিনি এই আমন্ত্ৰণ পেলেন। আপনাকে এই দুৰ্লভ সম্মান জানাবাব কাৰণ, আপনাব কাছ থেকে আমাদেবও অনেক কিছু শেখাব আছে।”

ঈঙ্গিতাব উচ্ছ্বাস আমাব মধ্যে সংক্রামিত না হওয়ায়, তাঁর মত বমণীয় বমণীৰ আমন্ত্ৰণ গ্রহণ না কৰাৰ তিনি যেমন অবাৰ হযেছিলেৰ তেমনই নিৰাশ । শেষ চেষ্টা হিসেবে আমন্ত্ৰণ জানালেৰ শনিৰাৰ দুপুৰেৰ আগে আসাৰ । আবও কিছু না কি বলাৰ আছে । শনিৰাৰ গিয়েছিলাম তাপসকে নিয়েই । নিখল কিছু কথাবাতাঁৰ মধ্যে আমাব সফলতা ছিল একটিই । ঈঙ্গিতা পৰম ভালোবেসে একটি সুন্দৰ আধাবে দিলেৰ ম্যাগনেটাইজড জল ।

৮ জুলাই বিকেলে গিয়েছিলাম মঞ্জু চ্যাটার্জিৰ বাড়িতে । মধ্য-বয়সী মঞ্জুকে দেখলাম শয্যাঙ্কতে শয্যাশায়ী । শয্যাঙ্কত্ৰেৰ তীৰ গন্ধে বাতাস ভাবি । কথা বললাম মঞ্জুৰ মা শান্তি সেন এবং সেৰাৰ দাৰিত্বে নিযোজিত মীৰা দাসেৰ সঙ্গে । তিনজনই জানালেৰ, বাস্তবিকই দীৰ্ঘ চিকিৎসাৰ পৰ ঈঙ্গিতাব কসমিক-বে চার্জ কৰা অলৌকিক জল প্ৰতিদিন শবীৰে বুলিয়ে ভালই ফল পাচ্ছিলেৰ । শবীৰেৰ জ্বালা-যন্ত্ৰণা কিছুটা কম ছিল । শেষ শনিৰাৰ মন্ত্ৰপূতঃ জল না নিয়েই ফিৰেছিলেৰ । তাৰপৰ থেকে যন্ত্ৰণাটা আৰাৰ তীৰ আকাৰ ধারণ কৰেছে । ঘুম আসছে না । মঞ্জু কথা বলতে বলতে কাঁদছিলেৰ । আমি ঈঙ্গিতাব কাছ থেকে আসছি শুনে মঞ্জু অনুবোধ কবলেৰ, “আপনি একটা কিছু কৰন । এই যন্ত্ৰণা আমি আব সহ্য কৰতে পাৰছি না ।”

মঞ্জুৰ উপৰ একটা পবীক্ষা চালাতে চাইলাম । মঞ্জুকে বললাম, “আমি কিছু কথা বলবো, কথাগুলো আপনি চোখ বুজে মন দিয়ে শুনুন । আপনাৰ যন্ত্ৰণা কমে যাবে, ভালো লাগবে, ঘুম হবে ।” শান্তি দেবী ও মীৰাৰ উপস্থিতিতেই ‘হিপনটিক সাজেশন’ দিলাম । মিনিট দশ-পনেৰো সাজেশন দেওয়াৰ পৰ মঞ্জুকে জিজ্ঞেস কবলাম, “কেমন লাগছে ?”

মঞ্জু বললেৰ, “ভাল লাগছে । ব্যথা-যন্ত্ৰণা অনেক কমে গেছে । আমাব ঘুম পাচ্ছে ।”

বললাম, “ঘুমোৰ । আমি আৰাৰ পৰশু সকালে এগাবোটা নাগাদ এসে খবৰ নেব, কেমন ছিলেৰ ।”

বৰিৰাৰ সাড়ে বাবোটা নাগাদ গিয়েছিলাম । গিয়েই একটা আশ্চৰ্য খবৰ শুনলাম । ঈঙ্গিতা এসেছিলেৰ । সাড়ে দশটা থেকে বাবোটা পৰ্যন্ত মঞ্জুৰ ঘৰে ছিলেৰ ।

ডাইনি সমাজী ঈঙ্গিতা হঠাৎ প্ৰথা ভেঙে বৈভব ছেড়ে গবীৰেৰ ভাঙা ঘৰে এসেছিলেৰ কি শুধুই আৰ্তেৰ সেবায় ? তাৰাকুমাৰেৰ কথাতেই আমাব প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ পেলাম । শনিৰাৰ তাৰাকুমাৰেৰ কাছে আমাব আগমন বাৰ্তা ও মঞ্জুৰ অবস্থাৰ পৰিবৰ্তনেৰ কথা ঈঙ্গিতা শুনেছেৰ । আবও জেনেছিলেৰ আমি বৰিৰাৰ এগাবোটা নাগাদ আৰাৰ আসবো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়েছি ।

মঞ্জু, শান্তি দেবী, মীৰা এবং তাৰাকুমাৰাবাবুৰ সঙ্গে মঞ্জুৰ বৰ্তমান অবস্থা নিয়ে কথা হল । চাবজনই জানালেৰ আমাব কথাগুলো শোনাৰ পৰ মঞ্জু দেবীৰ যন্ত্ৰণা অনেক কম অনুভূত হচ্ছে । ঘুমও ভালো হচ্ছে । এ-বাডিৰ প্ৰত্যেকেৰ কথাগুলো ধৰে বাখলাম টেপ বেকডাবে । বিদায় নেওয়াৰ সময় ঊঁৰা আৰাৰ আসাৰ আমন্ত্ৰণ জানালেৰ ।

মঞ্জুৰ উপৰ পবীক্ষা চালিয়ে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা জানতে পেৰে খুশি হলাম । ঈঙ্গিতা মঞ্জুৰ বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়েই মঞ্জুৰ যন্ত্ৰণা সাময়িকভাবে কিছুটা



ঈঙ্গিতা, দীপ্তা ও লেখক

কমাতে পাবেন। এই ধবনের যন্ত্রণা কমাতে কাৰণ কখনই ঈঙ্গিতাব অলৌকিক ক্ষমতা নম, এম কাৰণ বয়ে গেছে লৌকিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধবনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্লাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে আগে বিস্তৃতই আলোচনা কবেছি। যাঁরা এইসব অলৌকিক উপায়ে বোগমুক্ত হবোছেন খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেইসব অসুখেই ভুগছিলেন, যেসব অসুখ বিশ্বাসে সাবে। ঈঙ্গিতা কাদের বোগমুক্ত কববেন তা ছিল সম্পূর্ণই ঈঙ্গিতার ইচ্ছাধীন। নিজেব ইচ্ছমত বোগী নির্বাচনের দায়িত্ব বাখাব কাৰণ তিনি সেইসব বোগীদেরই বাছতেন যাদের প্লাসিবো চিকিৎসায় ভালো হওয়াব সম্ভাবনা বয়েছে।

ঈঙ্গিতাব কাছ থেকে আমি যে অলৌকিক জল সংগ্রহ কবেছিলাম, তা পবীক্ষাব জন্য তুলে দিবেছিলাম বসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল বায়চৌধুরীব হাতে। ডঃ বায়চৌধুরী কিন্তু ওই অপার্থিব জলে পার্থিব স্টেবয়েড-এব অতিত্ব খুঁজে পেবেছিলেন। এবপর এই সত্যটুকু আবিষ্কাব কবে আবও এক দফা বিস্মিত হলাম। ঈঙ্গিতাব নিজেব ওপবই

নিজেব ভবসা নেই, তাই তাঁকে নির্ভব কবতে হয়েছে স্টেবমেডেব উপব ।

১২ আগস্ট ‘আজকাল’ পত্রিকায় ঈঙ্গিতাকে নিয়ে আমাব একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে এই ঘটনাবই সংক্ষিপ্তসাব প্রকাশিত হয়েছিল । শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম, “ঈঙ্গিতা কি তাঁব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ বাখতে আমাব হাজিব কবা পাঁচজন বোগীকে সুস্থ কবে তুলতে বাজি আছেন ? তিনি জিতলে আমি দেব পঞ্চাশ হাজার টাকাব প্রণামী, সেই সঙ্গে থাকব চিবকাল তাঁব গোলাম হয়ে ।”

১৩ আগস্টেব আব একটি ঘটনাব উল্লেখ কবাব লোভ সংববণ কবতে পাবলাম না । সে-বাতেব লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বহবমপুব যেতে হয়েছিল পুলিশ দেহবক্ষী নিয়ে । কাবণ—‘আজকাল’ পত্রিকাব সম্পাদক শ্রী অলোক দাশগুপ্তেব কাছে একটি খবব এসেছিল—সে বাতে আমাব কম্পাটিমেন্টে ডাকাত পডবে । ডাকাতিব আসল উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা কবা । অর্থাৎ, হত্যাব উদ্দেশ্য গোপন বাখতে ডাকাতিব অভিনয় হবে । খবব ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টব জেনাবেল অফ পুলিশ প্রেসিডেন্সি বেঞ্জ মিস্টাব সুফিব কাছেও । তাবই পবিপ্রেক্ষিতে দেহবক্ষীব ব্যবস্থা ।

১১ ডিসেম্বব ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনি সমাজী ঈঙ্গিতাকে তাঁব অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ কবাব জন্য সবাসবি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলাম ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষে । ঈঙ্গিতা চিঠিটা স্বয়ং গ্রহণ কবলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব মত সততা, সাহসিকতা বা ধৃষ্টতা দেখাননি । যদি দেখাতেন তবে অবশ্যই তাঁব মাথা যুক্তিবাদী আন্দোলনেব কাছে, বিজ্ঞানেব কাছে নতজানু হতই । তিনি অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চূড়ান্তভাবে বিধবস্ত হওয়াব চেয়ে উপস্থিত না হওয়াকেই শ্রেয় ও কম-অপমানজনক মনে কবেছিলেন ।

ডাইনি সমাজীব কাছে সমিতিব পক্ষ থেকে সমিতিব প্যাডে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম আপনাদেব কৌতূহল মেটাতে তা এখানে তুলে দিলাম

ঈঙ্গিতা বায চক্রবর্তী

৬৪, লেক বোড,

ফ্ল্যাট ২ এম, ডব্লিউ, ‘বলাকা বিল্ডিং’,

কলকাতা-৭০০ ০২৯

৫ ১২ ৮৮

মহাশয়া,

সাম্প্রতিককালে আপনিই সম্ভবত ভাবতেব সবচেয়ে প্রচাব পাওয়া মানুয । বিভিন্ন ভাষা-ভাষী পত্র-পত্রিকায় আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে পড়েছি । কয়েক মাস আগেব এক সন্ধ্যায় আপনাবই ফ্ল্যাটে বসে আপনি আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে অনেক কিছুই আমাকে বলেছিলেন । পড়েছি এবং শুনেছি, আপনি যে কোনও বোগীকে আপনাব অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব দ্বাবা বোগ মুক্ত কবতে পাবেন । যে কোনও অপবিচিত মানুষেব অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পাবেন ।

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে জানতে আগ্রহী এক সত্যানুসন্ধানী । দীর্ঘ দিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একজনও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা একটিও

অলৌকিক ঘটনাব সন্ধান পাইনি। আমার এই ধ্বনেনব সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সং মানুষের মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা বাখি। সেই সঙ্গে এও আশা বাখি, আপনার অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সমস্ত বক্স সহযোগিতা কববেন।

আগামী এক মাসেব মধ্যে আপনার সঙ্গে ঠিক কবে নেওয়া কোনও একটি দিনে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে আপনার সামনে হাজির কবব পাঁচজন মানুষ ও পাঁচজন বোগীকে। পাঁচজন মানুষের অতীত সম্পর্কে সে-দিনই আপনাকে কিছু প্রশ্নেব উত্তর দিতে হবে। পাঁচজন বোগীকে আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় বোগ মুক্ত কবাব জন্য দেব ছয়মাস সময়। পবীক্ষা দুটিতে আপনি কৃতকার্য হলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকর কবে নেব আমি এবং ‘ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।’ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বইলাম, আপনার অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ পেলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আমাব সঙ্গে এই অনুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না কবলে অবশ্যই ধবে নেব, আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যা।

আগামী ১১ ডিসেম্বর ’৮৮ ববিবাব বিকেল চাবটেব সময় আমাদের ময়দান তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান কবেছে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সে-দিন আপনাকে ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে আহ্বান জানাচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ—

প্রবীৰ ‘ঘোষ।

ঈঙ্গিতাব এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে পবাজযেবই নামান্তর ধবে নিয়ে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নামী-দামী, বহুল প্রচাবিত দৈনিক পত্রিকা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়ে বিশাল আকারে খবরটি পবিশেষণ কবেন। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হয় দীর্ঘ সম্পাদকীয়। বহু পত্রিকা প্রকাশ কবেছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতিব দামাল ছেলেদের ঘটানো অনেক অলৌকিক ঘটনাব ছবি।

১১ ডিসেম্বর ’৮৮-ব ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনী সম্রাজ্ঞী ঈঙ্গিতা ছাড়াও আহ্বান জানান হয়েছিল আবো দু’জনকে। তাঁরা হলেন, ‘শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল’-এব সাই শিম্য উপাচার্য ও হস্তবৈখাবিদ নবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে।

উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সবাসবি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমাদের সমিতিব পক্ষ থেকে সেই চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ কবে চিঠি দিই ও তাঁদের ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই।

উপাচার্যেব চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতূহল জাগানো। তিনি জানিয়েছিলেন, স্রেফ সাইবাবাব বিভূতি খাইয়ে সাইবাবাব অপাব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ দেবেন। বিভূতি খাওয়াব তিন দিনেব মধ্যে আমাব পেটে তৈবি হবে ছয় থেকে এগাবোটি স্বর্ণমুদ্রা। চতুর্থ দিন অপাবেশণ কবলেই ওগুলো পেট থেকে হাতেব মুঠোয় চলে আসবে।

তাবপব যা যা ঘটাইছিল, সে এক বোমাঙ্ককব কাহিনী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে আনলে ‘ধান ভানতে শিবেব গান’ গাওয়া হয়ে যাবে। এমনি আবো অনেক

চ্যালেঞ্জাবদেব চ্যালেঞ্জে বহু বোমাধ্বকব অভিজ্ঞতাব মুখোমুখি হযেছি, হযেই চলেছি । কিন্তু সে-সব অভিজ্ঞতাব কাহিনী ‘অলৌকিক নম, লৌকিক’ বইতে আনা প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি । যে-গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে প্রথম খণ্ডে হযতো আসতে পাবত, সে সব চ্যালেঞ্জাবদেব অনেকেবই মুখোমুখি হযেছি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবাব পব । উৎসাহী ‘ক-পাঠিবাদেব পিপাসা মেটাতে তাঁদেবই জন্য ‘যুক্তিবাদীব চ্যালেঞ্জাববা’ শিবোনামে একটা বই লেখায় মন দিযেছি ।



ভূতুড়ে তান্ত্রিক

গৌতম ভাবতী ও তাঁর ভূতুড়ে ফটোসম্মোহন

‘৮৭-ব ১ আগস্ট-এব সন্ধ্যা। ‘আলোকপাত’ পত্রিকার প্রতিনিধি অমিতবিক্রম বাণ্য এলেন। উদ্দেশ্য আমার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া। বিষয়—সম্মোহন। কথা প্রসঙ্গে অমিত জানালেন, কয়েকজন মনোবোগ চিকিৎসকদেরও সাক্ষাৎকার নেবেন, যাঁরা বোগীদের বোগমুক্ত করার ক্ষেত্রে সম্মোহনের সাহায্য নেন। এবং তাঁদের কাছে এও জানতে চাইবেন, কোন্ কোন্ বোগ মুক্তির ক্ষেত্রে সম্মোহন কার্যকর ভূমিকা নেয়। এই পাশাপাশি কয়েকজন তান্ত্রিকের সাক্ষাৎকার নেবেন, যাঁরা দাবি করেন—তন্ত্র-মন্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক উপায়ে শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফ পেলেই সেই ফটোর মালিককে সম্মোহন করতে সক্ষম। এই ধরনের ফটো-সম্মোহনের সাহায্যে তাঁরা নাকি বিবাহী প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ও বিবাহ ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন, শত্রুকে পায়েব সুকতলা বানিয়ে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত জানালেন কয়েকজন মনোবোগ চিকিৎসক ও তান্ত্রিকদের নাম, যাঁদের সাক্ষাৎকার নেবাব হচ্ছে আছে। এবই ভিতর একটি নাম গৌতম ভাবতী। উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে লেকটাউন শিবকালী মন্দিরের গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী বিজ্ঞাপনের মাহাশ্বে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে খ্যাত। অনেক দিনেব হচ্ছে, গৌতম ভাবতীকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখাব। অমিতকে জানালাম, “গৌতম ভাবতীর মুখোমুখি হওয়াব একটা আন্তরিক ইচ্ছে আমার আছে। কিন্তু সমযাভাবে ইচ্ছেটা বাস্তব রূপ নিতে পাবেনি।”

আমাব কথায় অমিত প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, “আপনি যদি আমার সাক্ষাৎকার নেবাব সময় আমার সঙ্গী হন তো দাক্ষণ হয়। ব্যাপারটা তাহলে দাক্ষণ জমবে।”

বললাম, “আমাব পবিচয় পেলে ব্যাপারটা আদৌ জমবে বলে মনে হয় না। ববং গৌতম ভাবতী হয়তো মুখই খুলতে চাইবেন না। আমার একটা পবিকল্পনা আছে। আমি যদি পবিচয় গোপন করে ‘আলোকপাত’-এব প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সঙ্গী হই, আপত্তি আছে?”

আমার যুক্তি অমিতেরও মনে ধবলো। বললেন, “না না, কোনও আপত্তি নেই।

সন্ধানে ।

গৌতম ভাবতী একজনকে ডেকে আমাদের জিজ্ঞেস কবলেন, “কী খাবেন বলুন ?”
অমিতই বললেন, “মিষ্টি খেতে পাবি ।”

তিনজনের জন্য মিষ্টি আব ঠাণ্ডা পানীয় আনার নির্দেশ দিয়ে গৌতম আমাদের দিকে নজর দিলেন । ববং সত্যি বলতে কি, আমরা দিকেই নজর দিলেন । একটানা মিনিট দশেক পুলিশী জেবাব প্রতিটি হার্ডল পাব হতে হলো । গৌতম নিশ্চিত হলেন, আমি প্রবীৰ ঘোষ নই । ইতিমধ্যে তিনটি বেকাবি বোঝাই মিষ্টি এলো, এলো ঠাণ্ডা পানীয় । খেতে খেতে শুনছিলাম গৌতমের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও অলৌকিক-ক্ষমতাব অনেক অনেক কাহিনী । জানালেন, যে কোনও মানুষকে দেখলেই গৌতম তাঁর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিব সাহায্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান । অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিব কাছে মানুষের গোপনীয় কিছুই থাকতে পারে না ।

আমি প্রবীৰ ঘোষ নই, এই বিষয়ে গৌতমের নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নিশ্চিত হলাম, গৌতমের গুঞ্জি কতখানি জেনে ।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে দিয়েও কথা বলাচ্ছিলেন । আবেগতাদিত মানুষের মত আমিও কথা বলে যাচ্ছিলাম । বলছিলাম আমার অনেক দুঃখের কথা । সাংবাদিকতার লাইনে দীর্ঘবছর থেকেও প্রতিষ্ঠার মুখ দেখতে না পাওয়ার দুঃখের কথা ।

গৌতম ভবসা দিলেন । বললেন, “আপনার ভক্তি আছে, অনেক গুণ আছে । জীবনে সফলতা পেতে প্রয়োজন সেইসব লুকোন গুণগুলোকে বেব করে নিয়ে এসে ঠিক মত কাজে লাগান । একজন অভিনেতার সমস্ত প্রতিভাকে দর্শকদের সামনে সফলভাবে হাজির কবতে পাবেন শুধুমাত্র একজন সফল ডাইবেক্টর । মায়েব ইচ্ছেয আপনি যখন আমার কাছে এসেই পড়েছেন, তখন আর চিন্তা কী ? ডিবেক্টরবেব ভূমিকা না হয় আমিই নেব । ধবন ধবন ধবন ”

গৌতম ইঠাৎ তাঁর ডান হাতটা শূন্য তুলে কাঁপতে কাঁপতে নামিয়ে আনলেন । আমার কপালে তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতটা ঠেকিয়ে আমার ডান হাতে দিলেন একটি শিকড় । অমিতেব হাতেও দিলেন একটি শিকড় । বললেন, “এই শিকড়টা সব সময় সঙ্গে বেখে দেবেন । মঙ্গল হবে । মনসিক শক্তি বাড়বে ।”

জিজ্ঞেস কবলাম, “শিকড় দুটো কি আপনার হাতেই ছিল ? নাকি ও-দুটো সৃষ্টি কবলেন ?” আমার স্ববে স্পষ্ট বিহুলতা ।

গৌতম হাসলেন । বললেন, “ওগুলো শূন্য থেকেই সৃষ্টি কবেছি । এই তো কয়েকদিন আগে আপনারেব বিখ্যাত গায়ক অমুক সিং অবোবাকে ঠিক এমনিভাবেই এনে দিয়েছিলাম একটা বডসড বন্টিন পাখব ।”

বিম্মিত আমি বললাম, “এতদিন জানতাম নেই থেকে আছে হয় না । আজ নিজেব চোখে দেখে বিশ্বাস কবতে বাধ্য হলাম । আসলে তবুও ধন্দ থেকেই যায় , যা দেখেছি সেটা ম্যাজিক নয় তো ? অথবা, সম্মোহনেব ফল ? এতদিনেব বিজ্ঞান পড়াব সংস্কার থেকে চট্ কবে বেডিবে আসাও তো সহজ কথা নয় । ভবসা দিলে একটা অনুবোধ কবি ।”

“বলুন বলুন ।” আত্মবিশ্বাসে ভবপূৰ্ব গৌতম আমাব দিকে তাকালেন—যে চোখে শিকাবী শিকাবকে খেলিয়ে তোলাব মুহূৰ্ত্তে তাকিয়ে থাকে ।

শিশুব সবলতা নিয়েই আবদাব কবলাম, “আমি শিকড়টা মুঠো বন্দী কবছি । আপনি এটাকে একবাবেব জন্য অদৃশ্য কবে দিযে দেখান, আছে থেকে আবাব নেই—তেও কোনও কিছুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ।”

আমাব কথায গৌতম মুহূৰ্ত্তেব জন্য হতচকিত হয়ে পডলেন । তাবপবই বহু বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানসেবী বাজনীতিবিদ ও পণ্ডিতসমাজেব প্রণয়্য গৌতম প্রণাম পাওয়াব যোগ্য বুদ্ধিব পবিচয় দিযে গৰ্জন কবে উঠলেন, “আমি শুধু ঈশ্ববেব দাস, আব কাবও দাস নই । আপনাব কথা শুনব কেন মশাই ?”

বুঝলাম, ডোজটা একটু কড়া দিযে ফেলেছি । কাঁচুমাচু হয়ে বোকা-বোকা চোখে এমন কবে গৌতমেব দিকে তাকলাম, যেন অজ্ঞতাব দৰুন অনায্য কিছু কবে ফেলে বড বেশি কুণ্ঠিত ।

অবস্থা সামাল দিতে অমিত প্রসঙ্গান্তবে গেলেন । জানতে চাইলেন, “আপনাব দৃষ্টিতে অর্থাৎ একজন সিদ্ধ তান্ত্রিকেব দৃষ্টিতে সম্মোহন কী ?”

উত্তবে গৌতম শূক কবলেন, “সম্মোহনেব ইংবেজি প্রতিশব্দ ‘হিপনোটিজম্’ । ‘হিপনোটিজম্’ কথাটি আবাব এসেছে ‘হিপনোসিস্’ কথা থেকে । ‘হিপনোস্’ কথাব অর্থ ঘুম । স্বাভাবিক ঘুমেব সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও সম্মোহন-ঘুম আব স্বাভাবিক-ঘুম এক নয়, কাবণ দু’যেব মধ্যে অ-সাদৃশ্যও কম নয় । তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন ঘুমেবই বকমফেব, এবং জেগে থাকা ও ঘুমেব একটা অন্তবৰ্ত্তী অবস্থা ।

কোলেব ছোট্ট বাচ্চাদেব ঘুম পাড়ানোব কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাড়ানোব কৌশল অনেকটা একই ধবনেব । শিশুদেব ঘুম পাড়ানো হয় একটানা একঘেয়ে সুবে গান গেয়ে । সম্মোহনেব জন্যেও সম্মোহনকাবী প্রায় একই ধবনেব পদ্ধতিব আশ্রয় নেয । সম্মোহনকাবী যাকে সম্মোহন কবতে চায় ।”

গৌতমেব মুখ নিঃসৃত-বাণী শুনে বুঝলাম, গত দু’দিনে তিনি “অলৌকিক নয়, লৌকিক” বইটিব প্রথম খণ্ডেব ‘সম্মোহন’ অধ্যায়টা ভালমতই মুখস্ত কবে ফেলেছেন । অমিত একটা স্লিপ লিখে আমাব হাতে এগিয়ে দিলেন । তাতে লেখা—“ও যে আপনাবই বই থেকে মুখস্ত বলে যাচ্ছে ।”

গৌতম তাঁব সম্মোহন শক্তিব যে দুটি উদাহৰণ আমাদেব সামনে উত্থাপন কবলেন, সে দুটিবই উল্লেখও ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইতেই আছে । আমাদেব মনোযোগিতায় গৌতম আবও উৎসাহিত হলেন । বললেন, কাবোকে চোখ বন্ধ কবতে বলে তাব শবীৰে প্রচণ্ড গৰম কিছু ঠেকান হচ্ছে, এমন ধাবণা সম্ভাব কবে স্বেচ্ছ একটা আঙুল ছুঁইযে সম্মোহিত মানুষটিব শবীৰে ফোন্স ফেলে দিতে পাবেন । পাবেন সম্মোহনেব সাহায্যে বহু বোগীকে বোগ মুক্ত কবতে ।

বললাম, “সত্যি বলতে কি, আপনাব মুখ থেকে শোনা সঙ্কেত কথাগুলো বিশ্বাস কবতে মন চাইছে না । আপনি যদি আমাব হাতে একটু ফোসকা ফেলে দেখান ।”

গৌতম চতুৰ মানুষ । যা পাবেন না, তা গল্পেই সীমাবদ্ধ বাখেন, ঘটাবাব চেষ্টা কবেন না । এ-ক্ষেত্রেও তাব অন্যথা কবলেন না । বললেন, “মাঝে মাঝে আসুন ।

সময়ে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন।”

অমিত ফটো সম্মোহনের বিষয়ে কিছু বলতে অনুবোধ কবলেন। গৌতম জানালেন, “তন্ত্র হল বিজ্ঞান। তথাকথিত সাধাবণ বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, তন্ত্রের সেখানে শুরু। এতক্ষণ আপনাদের যে-সব সম্মোহনের কথা বলছিলাম, সেগুলো ঘটাতে তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, সামান্য চেষ্টাতেই যে কোনও মনোবিজ্ঞানীই ওইসব ঘটনা ঘটাতে পাবেন। কিন্তু ফটো সম্মোহন—সেটা হল তন্ত্রের এক বিশেষ জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কোনও একজনের ছবি পেলে সেই ছবির সাহায্যেই ছবির মালিককে সম্মোহিত করা যায়। অনেক ব্যর্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা তাঁদের ব্যর্থ-প্রেমকে সফল করে তুলতে আমাদের কাছে আসে। তাদের কষ্ট দেখে ফেঁবাতে পারি না। ফটো সম্মোহন করে মিলন ঘটিয়ে দিয়ে ব্যর্থ জীবনে বাঁচাব আনন্দ এনে দিই। আব এতেই আমাদের আনন্দ।”

“ব্যাপারটা কেমন ভাবে ঘটান?” সত্যিকারের কুমার বাঘই এবার প্রশ্ন কবলেন।

“ধবন একটি ছেলে এলো। একটি মেয়ের সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাড়ির চাপে বা অন্য কোনও কারণে মেয়েটি ছেলেটিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছে। বা বলা যায় ছেলেটিকে নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাইছে। ছেলেটিকে বললাম তাব প্রেমিকার একটি ছবি এনে দিতে। ছেলেটি একটি ছবি এনে দিল। এ-বাব শুরু হল যাগযজ্ঞের সাহায্যে তন্ত্রমতে মেয়েটিকে সম্মোহন করা। মেয়েটি যত দূবেই থাক, তন্ত্রের এই সম্মোহন শক্তিকে কিছুতেই সে এড়াতে পারবে না। তাব মস্তিষ্ক কোষে ধাবণা সঞ্চাব করে দিই—সে ছেলেটিকে ভালবাসে। ছেলেটিকে ভালবাসাব মধ্যেই সে খুঁজে পাবে জীবনের সার্থকতা। এমনি তিনটে সিটিং—এবপব দেখা যাবে, মেয়েটি ছেলেটির বিচ্ছেদ সহ্য কবতে পারছে না। ছেলেটির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল হয়ে বয়েছে। ফলে দু’জনের মিলন ঘটতেও দেবি হয় না।”

আমি প্রশ্ন তুললাম, “প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি ফটো সম্মোহনে সফলতা পাওয়া সম্ভব?”

গৌতমও পাণ্টা প্রশ্ন কবলেন, “কেন সম্ভব নয়? তন্ত্র যদি বিজ্ঞানই হয় তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা আসতে বাধ্য। যেমন একেব সঙ্গে এক যোগ কবলে সব সময়ই দুই হতে বাধ্য। যাদের দায়িত্ব নিয়েছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।”

গৌতম ভাবতীব্র আদেশে ম্যানেজারবাবু কিছু খাতাপত্র বের করে দিলেন। গৌতম সে সব খেঁটে চাবটি নাম বের করে দিলেন, মালা বসাক, সৌমিত্র সেন এবং স্মৃতিবেখা চ্যাটার্জি, আলোক ব্যানার্জি। বললেন, “এদের মিলন ঘটিয়েছি ফটোসম্মোহন করে।”

বললাম, “সব কিছু জানা-বোঝাব পবও সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। আমি একটি মেয়েকে বিয়ে কবতে চাই, তাব ভালবাসা চাই, মেয়েটির ছবি আপনাকে হাজির কবতেই আপনি তাকে আমার করে দিলেন—ভাবতে পারা যাচ্ছে না।”

“ভাবতে না পারাব মত অনেক কিছুই এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। এই যে আমি ‘মোহিনী ওষধি’ দিয়ে থাকি, এব এমনই বশীকরণ শক্তি যাব প্রভাবে যে কোন শত্রুকে,

যে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে বশে আনা সম্ভব।” জানালেন গৌতম।

বললাম, “তাহলে বার্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের ‘মোহিনী ঔষধি’ না দিয়ে এত যাগযজ্ঞ করে ফটোসম্মোহন কবাব দবকাব কী?”

গৌতম জানালেন, “মোহিনী ঔষধি-তে বশ কবা আব প্রেম পাওয়া কি এক ব্যাপাব? ফটোসম্মোহনে সম্মোহিত কবে একজনের মনে আব একজনের প্রতি প্রেম জাগিয়ে তুলি।”

অমিত জিজ্ঞেস কবলেন, “ফটো সম্মোহনের জন্য কত নেন?”

গৌতম জানালেন, “কোনও টাকা-পয়সাই নিই না। যজ্ঞের খবচটুকুই শুধু নিই।”

“সেটা কত?” অমিতই জিজ্ঞেস কবলেন।

“তিন হাজাব এক টাকা।”

“আমি বললাম, ‘আপনাব সমস্ত কথা শোনাব পব কয়েকটা বিষয় আমাব মাথায় জট পাকিয়ে গেছে। আপনি ফটো সম্মোহনের বিষয়ে বলাব আগে সম্মোহন প্রসঙ্গে যে-সব কথা বললেন, এমনকি আপনি সম্মোহন করে দু-জনের ক্ষেত্রে যে দুটো ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে জানালেন সে সবই আমি সম্প্রতি পড়েছি। অমিতই মাস-খানেক আগে আমাকে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইয়ের অংশ-বিশেষের ফটো কপি পড়তে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল সম্মোহন। তাতে এ-সবেরই উল্লেখ ছিল। সম্মোহনের সাহায্যে অনেক বোণীকে আবোগ্য কবা যায় বলে আপনি যে সব কথা বললেন, সে-সব কথাব সঙ্গে সম্প্রতি আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখাব ছবহ মিল লক্ষ্য কবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। প্রবন্ধটিব শিবোনাম ছিল, ‘সম্মোহন ও বোগমুক্তি’। সম্মোহন প্রসঙ্গে পড়ে যতটুকু জেনেছি, তাতে সম্মোহন হলো মস্তিষ্কস্নায়ু কোষে ধাবণা সঞ্চাবেব ব্যাপাব। অর্থাৎ, সম্মোহন কবাব প্রাথমিক শর্ত, আপনি যাব মধ্যে কোনও ধাবণা সঞ্চাব কবতে চাইবেন তাব মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ অবশ্যই থাকতে হবে। আপনি ফটোব মধ্যে ধাবণা সঞ্চাবিত কববেন কী করে? ফটো তো জড় বস্তু। ফটোব মস্তিষ্ক, স্নায়ু বা মন আছে, এ ধবনের কল্পনা তো স্নেহ পাগলামি বা চূড়ান্ত অজ্ঞতা। আপনাকে যদি চ্যালেঞ্জ জানাই, ফটো সম্মোহনের বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পাববেন?”

মহা অলৌকিক শক্তিধব, অবতাব গৌতম ভাবতী আমাব কথায ক্যাকাশে মেবে গেলেন। তাঁব বড় বড় চোখ দুটো সৰু সৰু হয়ে গেল। ফেলান বুক থেকে হাওয়া বেবিযে গেল। সামনের দিকে ঝুঁকে ক্ষমা ভিক্ষা কবলেন। নিজেব অজ্ঞতাকে স্বীকাব কবে নিলেন। অনুবোধ কবলেন তাঁর বিষয়ে বিকপ কিছু না লিখতে।

‘৮৭-ব নভেম্বর সংখ্যা আলোকপাতে ‘সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?’ শিবোনামে লেখাটি প্রকাশিত হলো। সাক্ষাৎকাবভিত্তিক লেখাটিব লেখক তাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম বাণা। প্রতিবেদনটিতে লেখক জানালেন, “ছদ্মবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ প্রবীৰ ঘোষকে তিনি (গৌতম ভাবতী) চিনতে পাবলেন না কিছুতেই। শুধু তাই নয় প্রবীৰবাবুব লেখা, ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বই-এব ছবহ উদাহরণ দিয়ে নিজেব কার্যসিদ্ধি বলে বাহবা চাইতেও ছাডেননি। প্রবীৰবাবুব একটাব পব একটা প্রশ্নেব উত্তবে শেষ পর্যন্ত হাব মানলেন শ্রীযুক্ত ভাবতী। কিন্তু তাঁব এইসব তত্ত্বমস্ত্রের বুজককি কথাবর্তা প্রকাশ না কবাব জন্য অনুবোধ কবলেন। কেননা এতে তাঁব

ব্যবসাব ক্ষতি হবে।” এই প্রবন্ধে প্রতিবেদক আবও জানান, ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষ ফটো-সম্মোহন ক্ষমতাব দাবিদাবদেব চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন কেউ তাঁদেব দাবিব যথার্থতা প্রমাণ কবতে পাবলে তিনি দেবেন ৫০,০০০ টাকা। “আসলে পুরো ব্যাপাবটাই ফাঁকি। মানসিক ভাবসাম্যহীন বিবহী শ্ৰেমিক-শ্ৰেমিকাদেব মিথ্যে প্রতিশ্ৰুতি দিয়ে এক ঘৃণ্য উপায়ে ঠকান।”

লেখাটিব সঙ্গে গৌতম ভাবতীৰ ভণ্ডামীৰ চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে ছদ্মপৰিচয়ে চিনতে না পাবা আমাকে আশীৰ্বাদবত গৌতম ভাবতীৰ একটি ছবি প্রকাশিত হয়।

‘আলোকপাত’ জানুযাবী ’৮৮ সংখ্যায় ‘পাঠকেব অধিকাৰ’ বিভাগে একটি প্রতিবাদপত্ৰ প্রকাশিত হয়। পত্ৰলেখক অমুক সিং অবোবা এবং গৌতম ভাবতীৰ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ জানান,

‘নভেম্বৰ ’৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?’ লেখাটিতে লেকটাউন শ্ৰীশ্ৰীশিবকালী আশ্রম এবং আচার্য শ্ৰীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী সম্পর্কে প্রবীৰ ঘোষেব মিথ্যা ভাষণেব প্রতিবাদ জানাই। গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতীৰ সঙ্গে অনেক মহাপুরুষকে এভাবে প্রবঞ্চক হিসেবে তুলে ধবাব জন্য আমবা ব্যথিত। নিজস্ব মতামত দিয়ে কাউকে এভাবে নস্যাত্ কবাব এবং হীন বলে প্রচাব কবাব ক্ষুদ্র মানসিকতাৰ তীব্ৰ প্রতিবাদ জানাচ্ছি।”

উত্তবে আমি যে চিঠি দিই, তা ‘আলোকপাত’ মার্চ ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জানাই,

“জানুযাবি ’৮৮ সংখ্যা আলোকপাতেব পাঠকেব অধিকাৰ-এ প্রকাশিত আচার্য শ্ৰীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতীৰ ভক্তবৃন্দেব প্রতিবাদপত্ৰেব উত্তবে জানাই উক্ত প্রবন্ধটিব লেখক আমি নই, লেখক হলেন—তাপস মহাপাত্ৰ ও অমিতবিক্ৰম বাণা। শ্ৰীবাণা আমাব একটি সাক্ষাৎকাৰ নেন। তাঁব কাছেই শুনতে পাই তিনি আপনাদেব গুরুদেবেব একটি সাক্ষাৎকাৰ নেবেন। আমি একজন অলৌকিক ক্ষমতাব বিষয়ে সত্যানুসন্ধানী মানুষ হিসেবে শ্ৰীবাণাব সঙ্গী হতে চাইলে তিনি সানন্দে বাজি হন। তাবপৰ যা ঘটেছে, যা দেখেছেন, তাই শ্ৰীবাণা লিখেছেন একজন সং সাংবাদিক হিসেবেই। অতএব এই লেখাব মধ্যে আমাব ভাষণ আসছে কোথা থেকে? মিথ্যেই বা আসছে কোথা থেকে?”

যাই হোক এ-বিষয়ে চিঠিব কূট-কচালিব কোন প্রয়োজন আছে কী? ববং আপনাদেব গুরুদেবকে আমাব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবে (নিয়মমত ৫,০০০ টাকা জমা বেখে ৫০,০০০ টাকাব চ্যালেঞ্জ) আমাব বিৰুদ্ধে সম্মুচিত জবাব দিতে বলুন।”

’৮৭ শেষ হলো, ’৮৮ শেষ হলো। গৌতম ভাবতী জবাব দিতে হাজিব হলেন না। বিপুলভাবে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে হাজিব হলেন ’৮৯-এব ফেব্ৰুযাবিতে। ১৯ ফেব্ৰুযাবি আনন্দবাজাব পত্ৰিকায ও ২১ ফেব্ৰুযাবি আজকাল পত্ৰিকায আলোকপাতেব সেই ছবিটি সহ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

ঐশী শক্তির জয়

যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষ পৃথিবীর সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদের ধোঁকা-বাজ বলে তাঁদের কুৎসা প্রচাবে পঞ্চমুখ। কিন্তু পবিণামে সত্যের জয় নিশ্চিত। এহেন প্রবীৰবাবু—৯৯ডি/১ লেকটাউন (লেকটাউন ও যশোব বোডের সংযোগ স্থল) শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমে আচার্য শ্রীমদ গৌতম ভক্ত সিদ্ধান্ত ভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীমদ ভাবতীর কাছে সকল প্রশ্নের সুসমাধান পেয়ে প্রবীৰবাবু মাথা নত করে ভাবতীজীব আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন।



শ্রীশ্রীগৌতম ভাবতীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণরত প্রবীৰ ঘোষ।
বিজয় দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারী, দমদম পৌর প্রতিষ্ঠান
৭/২ যশোব বোড, কলিকাতা-২৮

আজকাল ২১ ফেব্রুয়ারি '৮৯ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

পবাজিত প্রবীৰ ঘোষ

এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক পবাজয়। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষ লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম—৯৯ডি/১ লেকটাউন, কলিকাতা-৮৯-এর

অধ্যক্ষ মাতৃসাদক আচার্য্য শ্রীমদ্ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী ঠাকুবকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তাঁৰ শ্রীচৰণে মাথা নত কৰতে ও আশীৰ্বাদ ভিক্ষা কৰতে বাধ্য হন । ইতি—

শ্যামাপদ ঘোষ

এৱও একটা পশ্চাৎপট বহেছে । সেই বিষয়ে সামান্য আলোকপাত কৰা প্ৰয়োজন । ১২ ফেব্ৰুৱাৰী আজকাল পত্ৰিকাৰ ‘ববিবাসব’-এ আমাৰ একটা লেখা প্ৰকাশিত হৈছিল । শিবোনাম—‘আমাৰ চ্যালেঞ্জাবৰা’ । লেখাটিতে গৌতমেৰ সঙ্গে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰেৰ ঘটনাটিৰ উল্লেখ কৰেছিলাম । সেই সঙ্গে জানিয়েছিলাম—পত্ৰিকাটিতে (আলোকপাত) প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনে লেখা হৈছিল, ভাবতীৰ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰবীৰ ঘোষ জানিয়েছেন গৌতম ভাবতী তাঁৰ ফটো সম্মোহনেৰ যথার্থতা প্ৰমাণ কৰতে পাবলে শ্ৰীঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজাৰ টকা । সে নিযেও কম জল ধোলা হয়নি, চিঠি-চাপাটিৰ অনেক চাপান-উতোৰ চলেছিল । আমি একটা চিঠিতে লিখেছিলুম, গৌতম ভাবতী তাঁৰ দাবিৰ সমৰ্থনে প্ৰমাণ দিলেই যেখানে ল্যাঠা চুকে যায়, সেখানে এত চিঠিৰ কুট-কটকচানিৰ কী আছে ?”

আজকাল-এৰ লেখাটিৰ সঙ্গে একটা ছবি প্ৰকাশিত হৈছিল । ছবিটি ছিল শ্ৰীশ্ৰীসদানন্দ দেবঠাকুৰ ও আমাৰ । কিন্তু ভুলে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনটিতে ছবিৰ তলায় ছাপা হৈছিল—গৌতম ভাবতীৰ সঙ্গে লেখক ।

আমি যে লেখাটি আজকাল পত্ৰিকাৰ ‘ববিবাসব’ বিভাগে দি়েছিলাম, তাতে সদানন্দ দেবঠাকুৰ বিষয়েও কিছু লিখেছিলাম । সম্ভবত স্থানাভাবে অংশটিকে বাদ দিতে হয় । ফলে কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হওযাব বা সৃষ্টি কৰাব সম্ভাবনা ছিল ।

-এই বিজ্ঞাপন দুটি বিশাল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰেছিল । অলৌকিকতাৰ ব্যবসায়ী ও জ্যোতিৰ ব্যবসায়ীৰা এবং তাৰেৰ অন্ধ ভক্ত ও উচ্ছিষ্টভোগীৰা এবং অলৌকিকতাৰ বিশ্বাসী সাধাৰণ মানুহেৰা যুক্তিবাদেৰ এই পবাজয়েৰ খবৰে প্ৰচণ্ডভাৱে উল্লসিত হৈছে । প্ৰতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলনে ব্ৰতী স্বেচ্ছা প্ৰতিষ্ঠানকে অপ্ৰিয় প্ৰশ্নেৰ মুখোমুখি হতে হৈছে । অপমানিত হতে হৈছে, ধিকৃত হতে হৈছে । কয়েকটা দিনেৰ জন্য বহু ক্ষেত্ৰেই স্তব্ধ হৈ গৈছিল কুসংস্কাৰ বিৰোধী আন্দোলন । ঘটনাৰ আকস্মিকতাৰ কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় শত শত সংগঠনেৰ চিঠিৰ পাশাপাশি বহু মানুহেৰ উৎকণ্ঠাভাৱা বাস্তব সত্যকে জানতে চাওযা চিঠিৰ পাহাড় জমেছিল । ভোৰ থেকে বাত দুপৰ পৰ্যন্ত বাডিতে এসেছেন দুবেৰ-কাছেৰ বহু গণ-সংগঠনেৰ প্ৰতিনিধিৰা । তাঁৰা অনেকেই অভিযোগ কৰেছেন, অলৌকিক বিৰোধী অনুষ্ঠানেৰ পোষ্টাৰ ছিডে ফেলা হৈছে, দেওয়াল লিখনে লেপে দেওয়া হৈছে আলকাভাৰা, হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে প্ৰচাৰ-পত্ৰ ছিডে ফেলা হৈছে । অলৌকিক বিৰোধী অনুষ্ঠানেৰ ওপৰ হামলা চালান হৈছে ।

আমাদেৰ সংগ্ৰামী সাথী ঝাঁবাই এসেছিলেন, তাঁদেৰ প্ৰত্যেকেবই বজ্জৰ ছিল—একটা কিছু কৰতে হৰে । কোণঠাসা অবতাবৰা আজ যে আক্ৰমণ চালিয়েছে, তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে না দিলে আমাদেৰ আন্দোলনেৰ অস্তিত্বই বিপন্ন হৈ পড়বে । আমাৰা সঠিক আঘাত হানতে পাবছি বলেই অবতাবৰা আজ আমাদেৰ প্ৰত্যাঘাত

কবেছে।

কী কববো আমবা ? কুসংস্কার মুক্তিব এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন সঙ্কটের আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল—বিজ্ঞাপনের জ্বাবে পাণ্টা বিজ্ঞাপন দেওয়া। কাবণ, আমাদের যতদূর জানা আছে, ইতিপূর্বে বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ পাঠান কোনও চিঠি প্রথম শ্রেণীর কোনও ভাবতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। আবার ধনকুবের অবতাবদেব বিকল্পে বিজ্ঞাপনের লড়াইয়ে নামলে তা হয়ে দাঁড়াবে অসম লড়াই। আমবা খবর পাচ্ছিলাম কিছু অবতাব ও জ্যোতিষীবা এই লড়াইকে তাঁদের বাঁচাব শেষ লড়াই হিসেবে ধবে নিয়ে একত্রিত ও সংগঠিত হয়েছেন। এক অবতাবের টাকার জোবের সঙ্গে টক্কর দিতেই যখন আমবা অপাবগ, তখন বহুব বিকল্পে লড়ব কেমন কবে ? আমবা যখনই একটা কাগজে ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে বাস্তব সত্যকে সাধাবণ মানুষের সামনে তুলে ধববো, তখন বিবোধী শিবির দশটা কাগজে দশটা টাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের বস্তব্যকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

ইতিমধ্যে ‘গোদেব উপব বিষফোঁড়া’। আমবা বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও অগ্রণী বিজ্ঞান সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে অলোচনায বসলাম আমাদের পববর্তী পদক্ষেপ ঠিক কবতে। সমস্ত বকমেব সক্রিয় সহযোগিতাব মধ্য দিয়ে আক্রমণেব মুখোমুখি হওয়াব জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন বিভিন্ন সংস্থা প্রতিনিধিবা। ওই উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যেই কয়েকজন অভিযোগ তুললেন, একটি স্ব-বিজ্ঞাপিত যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকাব কিছু কাহেব মানুষ ইতিমধ্যে প্রচাবে নেমে পড়েছে—প্রবীর ঘোষ ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পবাজয় মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে ঈর্ষাকাতব মানুষের কোনও দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু এমন অভাবনীয় বিপদের দিনে কেউ সহযোগিতাব পবিবর্তে মিথ্যে কুৎসা বটিয়ে আখের গুছোতে চাইবে এটা বিজ্ঞান আন্দোলনেব পক্ষে যেমনই দুঃখজনক, তেমনই ঘৃণ্য চক্রান্ত। অবশ্য এই ধবনের যুক্তি-বিবোধী, মিথ্যাচাবিতা ও ঈর্ষাপবায়ণতাব বহু দৃষ্টান্ত এব আগেও ওই পত্রিকাটি স্থাপন কবেছে। আবো একবাব ওদেব আসল কপটা আমাদের দেখাল।

আমবা সাধাবণ মানুষের কাছে সত্যকে তুলে ধবাব প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকাব ‘সম্পাদক সমীর্পেশু’ বিভাগেব সম্পাদক ধীরেন দেবনাথের হাতে প্রতিবাদপত্র তুলে দিলে তিনি জানালেন, মিথ্যে বিজ্ঞাপনেব দকন কুসংস্কার বিবোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায আমাদের প্রতি তাঁব সমস্ত বকম সহানুভূতি থাকলেও, আমাদের চিঠি ছাপতে তিনি অপাবগ। আনন্দবাজার পত্রিকাব সম্পাদক অভীক সবকার ও আজকাল পত্রিকাব সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে আমাদের সমস্যাব কথা জানিয়ে কুসংস্কার মুক্তিব আন্দোলনেব স্বার্থে সত্যকে তুলে ধবাব অনুবোধ বেখেছিলাম। দুজনেই সেই অনুবোধে সাড়া দিয়েছিলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় ‘প্রিয় সম্পাদক’ বিভাগে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষে আমাব লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে প্রকাশিত হয় আবও তিনটি চিঠি—



আজকাল

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

বুজককবা মিথ্যা বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিচ্ছেন

যুক্তিবাদীদের সঙ্গে লড়াই-এ না পেলে বুজককবা এখন মিথ্যা বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিচ্ছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আজকালের প্রবীণ ঘোষ ও ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বিকল্পে শ্যামাপদ ঘোষ যে সচিত্র বিজ্ঞাপনটি দিয়েছেন তা নির্জলা মিথ্যা। তথ্য ও সত্যের মাঝাক্ক বিকৃতি ঘটিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছে লেকটাইন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমদ গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীয় কাছে পবাক্ষিত হয়ে মাথা নত কবতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছবিটি '৮৭ সালের নভেম্বরে 'আলোকপাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তলায় ক্যাপসন ছিল 'এই গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীণ ঘোষ।' বিজ্ঞাপনে ক্যাপসনটিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। ছবিব সঙ্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকেই পবিক্সাব যে গৌতম ভাবতীয় অলৌকিক ক্ষমতা কিছুই নেই। আলোকপাতে প্রকাশিত ঐ লেখাটির শিবোনাম ছিল 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয় কি?' লেখক ছিলেন তাপস মহাপাত্র ও অমিত বিক্রম বাণা। ছবিটি তুলেছিলেন কুমাৰ বায়। প্রতিবেদনে লেখকদ্বয় জানিয়েছিলেন 'ফটোগ্রাফার ভদ্রলোক পৌছোনোমাত্র আশ্রমাধ্যক্ষ (অর্থাৎ গৌতম ভাবতী) হঠাৎই ম্যাজিকেব মত খালি হাতটি এগিয়ে দিয়ে হাতের মুঠো থেকে বেব কবলেন নাম-না-জানা শিকড়। এ দিব্যদৃষ্টি। সম্মোহনে ত্রিকাল দর্শনও কবতে পারে। এসব তাঁব দাবি। এক্ষেত্রে বলাবাছল্য ফটোগ্রাফাবেব ছবাবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ প্রবীণ ঘোষকে তিনি চিনতে পাবলেন না কিছুতেই' 'প্রবীণবাবুব একটাব পব একটা প্রশ্নে হাব মানলেন শ্রীযুক্ত ভাবতী। কিন্তু তাঁব এইসব তত্ত্বমস্ত্বেব বুজককি কথাবার্তা প্রকাশ না কবাব জন্যও অনুবোধ কবলেন। কেন না এতে তাঁব ব্যবসাব ক্ষতি হবে। এই লেখা থেকে পবিক্সাব হাব আমাব হয়নি। হেবেছেন তিনিই। ছবিটিবও একটা নেপথ্য কাহিনী আছে। গৌতম ভাবতীয় কাছে আমি গিয়েছিলাম আত্মপবিচয় গোপন কবে। সাধাবণ ভক্ত সেজে। নাম দিয়েছিলাম কুমাৰ বায়। কিন্তু সবজান্তা এই গুস্তদেব আমাব আসল পবিচয় জানতে পাবেননি। আব পাঁচটা ভক্তকে যেমন আশীর্বাদ কবেন তেমনভাবেই আশীর্বাদ কবেছিলেন আমাকে। আমি নিশ্চিত আমাব পবিচয় জানাব পব তিনি আমাকে আশ্রমে ঢুকতেই দিড়েন না। আমাব পক্ষেও সম্ভব হত না তাঁব বুজককি ধবা। আমাকে চিনতে না পেলে আশীর্বাদবত গৌতম ভাবতীয় এই ছবিটিই 'আলোকপাতে' ছাপা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পব বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পব আবাব আসবে নেমেছেন গৌতম ভাবতীয় 'ভক্তবা'। কিছুদিন আগে 'আজকাল' পত্রিকায় ববিবাসবে 'আমাব চ্যালেঞ্জাববা' শীর্ষক লেখাটিতে গৌতম

ভাবতীব বুজককিব মুখোশ আব একপ্রস্থ খুলে দেবাব পবই আমাব বিকল্পে এই বিজ্ঞাপন যুদ্ধ শুক হয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতা শ্যামাপদ ঘোষ সহ প্রতিটি বুজকক এবং তাঁদের ধাবকবাহকদের উদ্দেশ্যে জানাই টাকাব জোবে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের দেশে গড়ে ওঠা কুসংস্কার বিবোধী গণ আন্দোলন বন্ধ কবাব ক্ষমতা আপনাদের নেই। আপনাদের বিজ্ঞাপন প্রমাণ কবে আপনাবা ভীত, সম্ভ্রান্ত। তাই মিথ্যাচাৰিতাকে আশ্রয় কবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে আঘাত কবতে চাইছেন। আমি আবাব চ্যালেঞ্জ কবছি আপনাদের গুৰুদেবকে বলুন, সবসমক্ষে তাঁব অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণ কবতে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব ধৃষ্টতা যদি আপনাব গুৰুদেবটি দেখান তাহলে তাঁব মাথা যুক্তিবাদী মানুষেব পায়ে তথা আন্দোলনেব কাছে নত হতে বাধ্য হবে।'

প্রবীৰ ঘোষ, সম্পাদক, ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

কেন এই লেখা ?

আমবা ক্ষুধ

(১)

জনৈক প্রবীৰ ঘোষেব 'আমাব চ্যালেঞ্জাবাবা' শীৰ্ষক লেখা পডলাম। ১২ ফেব্রুয়াৰি বৰিবাসবে। এ ধবনেব একজন আনাডিৰ লেখা আজকালেব মত প্রথম শ্রেণীৰ দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে দেখে আমবা বিস্মিত। প্রবীৰ ঘোষ বহু মহাপুৰুষেব নামে বহু বাজে উক্তি কবেছেন। এব মধ্যে লেক টাউনেব শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমেব অধ্যক্ষ গৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভাবতীকে নিয়ে একটি ভুল ছবিও প্রকাশ কবেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চৰিতার্থ কবা ও আচার্যদেবকে হেয় কবাই তাঁব উদ্দেশ্য। আমবা তাঁব এই হীন মনোভাবে ক্ষুধ। আমবাও প্রবীৰ ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, গৌতম ভাবতী ঠাকুর সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তাব সত্যতা তাঁকে প্রমাণ কবতে হবে। প্রমাণ কবতে পাবলে আমবা তাঁকে ভাবতীয় মুদ্রায় ৫০ হাজাব টাকা দেব। প্রবীৰবাবু নিচেব ঠিকানায় কবে আসতে পাববেন জানলে খুশি হব। আমবা তাঁব জবাবেব অপেক্ষায় বইলাম।

বিজয় দাশগুপ্ত, ৭/২, যশোব বোড, কলি-২৮।

অসীম কুমাব মিত্র, কলি-৯১।

কাজল কুমাব পোদ্দাব, কলি-৯

বজ্রত পাল, কলি-৫০ এবং আবও অনেকে।

(২)

গত ১২ ফেব্রুয়াৰি প্রবীৰ ঘোষেব লেখা 'আমাব চ্যালেঞ্জাবাবা' লেখাটি পড়ে আমি মৰ্মাহত। কাৰণ লেখাটিব বিষয়বস্তু ছিল কতিপয় অলৌকিক ম্যাজিক প্রদর্শনকাৰী জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদেব সম্বন্ধে। এবং আমাব সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না। অহেতুক আমাব ছবিটি এই বিতৰ্কিত লেখাটিব মধ্যে ছাপা হয়েছে। ছবিটি গৌতম ভাবতীব নয়, আমাব। এতে আমাব হাজাব হাজাব ভক্ত নবনাবীদের সঙ্গে আমিও

হাব মেনে প্রবীবাবু তাঁব সামনে মাথা নত কবেছেন। বক্তব্যেব সমর্থনে একটি ছবিও বিজ্ঞাপনেব সঙ্গে ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপনেব ছবি ও কথায় ছিল “পৃথিবীব সমস্ত সন্ত-মহাপুরুষদেব ধোঁকাবাজ বলে তাঁদেব কুৎসা প্রচাবে পঞ্চমুখ” প্রবীবাবু “শ্রীমদ ভাবতীব কাছে সকল প্রশ্নেব সুসমাধান পেয়ে মাথা নত কবে ভাবতীজিব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবেন।” প্রবীবাবুব মতে, বিজ্ঞাপনেব মাধ্যমে কতখানি মিথ্যা প্রচাব কবা যায়—এ তাবই নিদর্শন। ছবিটি অবশ্য সাজানো নয়—এক আলোকচিত্রীবই তোলা। সেই ঘটনাও ঘটেছিল সাংবাদিকদেব সামনেই, ১৯৮৭ সালে—তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পৰিপ্ৰেক্ষিতে। পবিচয় গোপন কবে প্রবীবাবু উপস্থিত হয়েছিলেন গৌতম ভাবতীব সামনে। দিব্যদৃষ্টিব অধিকারী বলে প্রচাবিত তান্ত্রিক আদৌ বুঝতে পাবেননি প্রবীবাবুব উদ্দেশ্য। ববং দর্শনার্থীদেবই একজন মনে কবে ভাবতী তাঁকে আশীর্বাদ কবেন। সেই ছবিটি তখনই তোলা। একটি পত্রিকায় তা ছাপাও হয়। হুবহু এই ছবিটিই বিজ্ঞাপনেও বয়েছে। সেই পত্রিকাব প্রতিবেদনে স্পষ্টই জানানো হয়েছিল, প্রবীবাবুব বিভিন্ন প্রশ্নে পবাজিত গৌতম ভাবতী প্রবীবাবুকেই অনুবোধ কবেছিলেন ‘তত্ত্বমশ্বেব বুজুককি/কথাবার্তা প্রকাশ না কবতে।’ এখন প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিন্তু এব উণ্টো কথাই বলা হয়েছে।

যাঁদেব নামে এই বিজ্ঞাপন বেবিয়েছে তাঁদেব একজন দমদম পৌব প্রতিষ্ঠানেব অবসবপ্রাপ্ত সেক্রেটারি বিজয় দাশগুপ্ত। ‘ঐশী শক্তিব জয়’ শিবোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেব ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন কবতেই তিনি বললেন, ছবি তোলাব সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুৰীতে। ঘটনাটি লেকটাউনেব। তা সত্ত্বেও তিনি জানানলেন, বিজ্ঞাপনেব দায়িত্ব তাঁবই। একই মর্মে ‘প্রবীব যোষ পবাজিত’ শিবোনামে আব একটি বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপক শ্যামাপদ যোষ বললেন, প্রবীবাবু তাঁদেব বিবুদ্ধে অপপ্রচাবে নেমেছিলেন। “কিন্তু আশীর্বাদ তো তিনি নিয়েছেন, আমবা সেটাকেই ঘুবিয়ে প্রচাব কবছি।”

গেলাম গৌতম ভাবতীব কাছেই। বাঘছালেব আসনে বসে থাকা এক দোহাবা যুবক। জানতে চাইলাম। আপনি কি অলৌকিক-শক্তিমান?—“আমি? আমি কিছুই না। সবই মা। আমি কী তা কে বলবে। তোমবা বল।” লক্ষ্য ভক্তবা। তাঁবা গুরুব আশ্চর্য সব ক্ষমতাব কথা বললেন। গুরু জানিয়ে দিলেন ক্ষমতা তাঁব নয়, ‘ক্ষমতা মামেব’। তা সত্ত্বেও তিনি পার্থিব সম্পদ কিন্তু পান ভক্তদেব কাছ থেকেই। যদিও তাঁব নিজেব কথায় “আমি কিছু নিই না। ওবা দেয। জোব কবে দেয। না নিলে তো ওদেব অপমান কবা হয়, তা-ই নিই। এই যে বপোব প্লাস, ওই যে ওটা (এযাবকুলাব), সব জোব কবে ব্যবহাব কবায় আমাকে দিয়ে।”

এক ভক্ত জানানলেন, গুরুব কোনও দাবি নেই। কেউ দু’হাজাব টাকা দিলে তা-ই নেন, কেউ পঁচিশ হাজাব দিলে তা-ও নেন।

আপনি কীভাবে বোগ সাবান?

—আমি না, আমি না—মা সাবান। আমি হাত মুঠো কব্বি। মা সন্দেশ দিলে আমি সন্দেশ দিই, মা বসগোলা দিলে আমিও বসগোলা দিই। বাবাব প্রশ্ন কবা সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনায গেলেন না তিনি। শুধু বললেন, “ও সব ভক্তদেব কাজ।”

তাবপবেই সাবাক্ষণ কবজোড়ে বসে থাকা গৌতম ভাবতী সুব পাণ্টে বললেন, “তবে উনি (প্রবীৰ ঘোষ) বড় বাডাবাডি কবছেন, ওব ব্যবস্থা ভক্তবাই কববে।” সেই সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন, কাগজগুলোও যদি বাডাবাডি কবে, ভক্তবাই ব্যবস্থা নেবে। “আমি ওদেব বাবণ কবি, ওবা আমাব কথা শোনে না।”

চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি, যা জানা যাচ্ছে তা থেকে মনে হচ্ছে প্রবীৰবাবুব বিকল্পে ভক্তবা ‘ব্যবস্থা নিতে’ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যদিও গৌতম ভাবতী এও বলেছিলেন, “কে এই প্রবীৰ ঘোষ? সে বিখ্যাত লোকের গায়ে কাদা ছুঁড়ে বিখ্যাত হতে চাইছে।” মজাব কথা, গৌতম ভাবতীৰ শিষ্যবাই কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ছেপে প্রবীৰবাবুকে আবও বিখ্যাত হওয়াব সুযোগ কবে দিলেন। বাব বাব প্রশ্ন কবে জেনেছি গৌতম ভাবতী প্রবীৰ ঘোষেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী নন। প্রবীৰবাবু কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন, “মিথ্যাচাৰিতাকে আশ্রয় কবে টাকা-পয়সাব জোবে ওবা বিজ্ঞান-আন্দোলনকে আঘাত কবতে চাইছে।” ভক্তদেব কাছে প্রবীৰবাবু তাঁদেব গুৰুদেবেব অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রকাশ্যে প্রমাণেব চ্যালেঞ্জও জানিয়েছেন। (একটি সূত্রেব খববে প্রকাশ ইতিমধ্যেই লেকটাউনেব শিবকালী আশ্রমেব গৌতম ভাবতী ও তাব দাদা দমদম শিবকালী আশ্রমেব গৌতম ভাবতীৰ সঙ্গে আবও দু-একজন তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী যুক্ত হয়েছো)।

২ মার্চ ‘আজকাল’ পত্রিকাব প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো আব একটি ছবি সহ খবৰ—

আত্মহত্যাৰ চেষ্টায় ‘অলৌকিক শক্তিদধৰ’

গৌতম ভাবতী হাসপাতালে : ভাঙচুব, পুলিস

দেবশিস ভট্টাচার্য ‘আত্মহত্যাৰ’ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ‘অলৌকিক শক্তিদধৰ’ গৌতম ভাবতী এখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেব এমার্জেন্সি তিনতলাব বেডে চিকিৎসাধীন। দমদম লেকটাউনেব শ্রীশ্রী শিবকালী আশ্রমেব ‘অলৌকিক শক্তিদধৰ’ এই আচার্য বুধবাৰ ভোববাতে নিজেব তলপেটে ভাঙা কাচেব বোতল ঢুকিয়ে বক্তাবক্তি কাণ্ড বাধান। হঠাৎই অ্যাপেন্ডিসাইটিসেব প্রচণ্ড ব্যথা ওঠায় ‘অলৌকিক শক্তিদধৰ’ গৌতম ভাবতী যন্ত্রণায় হটফট কবতে কবতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একটি বোতল ভেঙে নিজেব তলপেটেব ডানদিকে ঢুকিয়ে দেন। তাবপৰ যন্ত্রণা-কাভব গৌতম ভাবতীৰ চিংকাৰে আশ্রমেব ভক্ত-শিষ্যবা ছুটে এসে দেখেন চাবদিক বক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওই অবস্থায় তাঁব ভক্ত-শিষ্যবা গৌতম ভাবতীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এমার্জেন্সি তিনতলায় সি বি টপ ১৩৬ নম্বৰ বেডে তাঁকে ভৰ্তি কৰা হয়। ভাঙাববা সঙ্গে সঙ্গে তাঁব ক্ষতস্থানেব চিকিৎসা কৰেন। বুধবাৰ সকালেই তাঁব অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন কৰা হয়। অপারেশনেব পৰ প্রায় সাবাদিনই তিনি ছিলেন অচেতন্য। সন্ধ্যা নাগাদ ধীবে ধীবে তাঁব জ্ঞান ফিৰে আসে। সাবাদিনই তাঁব স্যালাইন চলে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এক সিস্টাব তাঁকে ইঞ্জেকশন দিতে এলে গৌতম ভাবতী আবাব কদ্রমূৰ্তি ধবেন। হঠাৎই উন্মত্তেব মত আচৰণ

কবতে থাকেন তিনি। চিৎকাৰ কবতে কবতে তিনি বেড থেকে লাফ দেন। তাঁব নিজেৰ স্যালাইনেৰ বোতল ছিটকে পড়ে। এবপৰ তিনি তাঁব চাবদিকেৰ বোগীদেৰ দিকে তেড়ে যান। তাঁদেৰ স্যালাইনেৰ বোতল ছিড়ে নিয়ে তিনি চতুৰ্দ্দিকে এলোপাতাড়ি ছুঁড়তে থাকেন।

গৌতম ভাবতীৰ উন্মত্ত আচৰণে অসুস্থ অবস্থাতেও অন্যান্য বোগীবা দৌড়দৌড়ি শুক কৰে দেন। ইঞ্জেকশন দিতে আসা সিষ্টাৰ ভয়ে দৌড়ে চলে যান। ডাক্তাববাও ভয় পেয়ে যান। ডাক্তাব এবং সিষ্টাৰদেৰ অনুবোধ সত্ত্বেও গৌতম ভাবতীৰ উন্মত্ততা বন্ধ হয়নি। এবপৰ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন পুলিসকে খবৰ দিতে। তাঁবা লালবাজাব এবং বৌবাজাব থানায় ফোন কবেন। দু ঘণ্টা পৰে প্ৰায় বাত নটা নাগাদ পুলিস আসে হাসপাতালে। ডাক্তাবদেৰ উপবোধ অনুবোধে যে কাজ হয়নি, পুলিশ আসামাত্ৰই সে কাজ সমাধা হয়। পুলিশ দেখেই গৌতম ভাবতী চুপচাপ তাঁব বেড়ে শুয়ে পড়েন। এই প্ৰতিবেদক বাত দশটা নাগাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেৰ তিনতলাৰ ওই ওয়াৰ্ডে গিয়ে দেখেন চাবদিকে ছড়িয়ে বয়েছে স্যালাইনেৰ বোতল ভাঙা কাচেৰ টুকৰো। চিকিৎসাবত ডাক্তাববা জানান, সম্প্ৰতি যুক্তিবাদীবা “অলৌকিক শক্তিদৰ” গৌতম ভাবতীৰ ‘শক্তি’কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। সম্ভবত, সেই চ্যালেঞ্জেৰ মোকাবিলা কবতে না পাবাব আশঙ্কায়, গৌতম ভাবতীৰ মধ্যে ‘মস্তিষ্ক বিকৃতি’ৰ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অ্যাপেন্ডিসাইটিসেৰ যত্নগা তাঁকে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যাৰ প্ৰবোচিত হন। ডাক্তাববা জানান, গৌতম ভাবতীৰ শাৰীৰিক অবস্থা এখন আব সঙ্কটজনক নথ। বুধবাৰ বাত সোয়া নটা নাগাদ গৌতম ভাবতীকে দেখতে আসেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ। চিকিৎসাবত ডাক্তাববাই তাঁকে ডেকে আনেন। এদিন সন্ধ্যায় গৌতম ভাবতীৰ উন্মত্ত আচৰণেৰ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ বলেছেন, বোগীব (গৌতম ভাবতী) সম্ভবত বোজ সন্ধ্যায় মদ, গাঁজা খাওযাব অভ্যাস আছে। এদিন (বুধবাৰ) সন্ধ্যায় তা না পাওযায় তিনি হিংসাত্মক হয়ে উঠে ভাঙচুৰ কবেন। তৰে, আবও পৰ্যবেক্ষণ না কৰে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না বলে মনস্তত্ত্ববিদ মন্তব্য কৰেছেন।

২ মাৰ্চ আমাকে কিডন্যাপ কবাব চেষ্টা হলো। আমাকে তুলতে কোনও অবতাবেৰ ‘মা’ আসেননি। যদিও অবতাবদেৰ কথা মত সবই মা’য়েৰ ইচ্ছে। তবু আশ্চৰ্যেৰ সঙ্গে লক্ষ্য কবলাম, অবতাব নিজেই কিন্তু মায়েৰ শক্তিৰ উপব সামান্যতম ভবসা কবেন না। ভবসা কৰেছিলেন পেশীশক্তি সম্পন্ন অ-মানুষেৰ ওপব। হায থাঁবা, শত্ৰুকে স্ব-বশে আনতে অপবকে মোহিনী ঔষধি দেন, তাঁবাই আবাব শত্ৰুকে বশ কবতে মোহিনী ঔষধিৰ উপব ভবসা বাখতে পাবেন না? বশীকৰণ, ফটোসম্মোহনেৰ দাবিদাববাও নিজেৰ বিপদকালে অসাব দাবিৰ কথা ভুলে বাহুবলেৰ ওপব অধিক ভবসা বাখেন।

৩ মাৰ্চ বিভিন্ন ভাষাৰ পত্ৰ-পত্ৰিকায গুৰুত্বেৰ সঙ্গে খবৰটি প্ৰকাশিত হল। এখানে ‘আজকাল’-এ প্ৰকাশিত খবৰটি তুলে দিলাম—

প্রবীর ঘোষকে কিডন্যাপের চেষ্টা অপ্রকৃতিস্থ নন গৌতম ভাবতী : বিশেষজ্ঞ

আজকালের প্রতিবেদন . বুধবার বাতে মেডিক্যাল কলেজের সি বি টপ ওয়ার্ডে তাণ্ডবের নাথক 'অলৌকিক শক্তিদেব' গৌতম ভাবতী মোটেই অপ্রকৃতিস্থ (অ্যাবনর্ম্যাল) নন। মনোবোগ বিশেষজ্ঞের এই অভিমত। বৃহস্পতিবার মেডিকেল কলেজের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ হবি গাঙ্গুলি গৌতম ভাবতীকে দেখেন। চিকিৎসক ডাঃ মৃগাঙ্কমোহন দাসের কাছে লেখা নোট তিনি জানিয়েছেন 'নো অ্যাবনর্ম্যালিটি হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন হিজ স্পিচ ওবিযেটেশান অ্যান্ড পাবসেপশান।' ঐ নোটেরই তিনি জানিয়েছেন বুধবার বাতে ঠুঁব আচরণ এক ধরনের হিস্ট্রিবিয়া অথবা ভানও হতে পারে। রোগী অবসাদগ্রস্ত ও অপবোধবোধে আক্রান্ত। মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে। যাতে পান না কবতে পারে সে ব্যাপারে নজর রাখা উচিত। এদিকে 'ঐশী ক্ষমতাসম্পন্ন' লেকটাইনেব শিবকালী আশ্রমের এই আচার্যের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার প্রবীর ঘোষকে এদিন সকালে দুই দুর্বৃত্ত তাঁর বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তাঁকে বাড়ির সামনেই পাকডাও করে দুর্বৃত্তবা। বলে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখনই তাঁকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে। প্রবীর কথের দাঁড়ানোয় তাবা অবশ্য পিছু হটে। পরে প্রবীর সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠ মহলে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এদিন সকালেই তিনি দীঘা চলে গেছেন। এই ঘটনার ব্যাপারে দমদম থানায় প্রবীর একটি ডায়েবীও করেছেন। বুধবার বাতের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন এবং স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সুপারের কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিকোভ চলে সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। অ্যাটেনডেন্টদের অবশ্য অন্যান্য দাবিদাওয়াও ছিল। দুটি সংগঠনই এই ঘটনার পবিত্রেক্ষিতে তাঁদের নিবাপত্তাব দাবি জানিয়েছেন। এ বি জে ডি এফ-এর পক্ষ থেকে ডাঃ গির্বিশ বেবা ও সুবীৰ ব্যানার্জি জানান বাব বাব জানানো সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনার ২ ঘণ্টা পরে এসেছে। অবস্থা সামাল দেওয়ার বদলে পুলিশ ডাক্তারদের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছে। চিকিৎসক ডাক্তার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছেন বোগীকে 'আলাদাভাবে রাখা হোক। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অবধি গৌতম ভাবতীকে অন্য বেডে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এদিন ঐ ওয়ার্ডেবই বেশ কিছু বোগী অভিযোগ করেন এমন একজন পেশেন্টের সঙ্গে তাঁদের থাকতে ভয় লাগছে। বুধবার বাতে তাণ্ডবের সময় ডাক্তার, নার্স, কর্মী ও বোগীদের সবাই খালিয়ে গেলেও নিকপায় কয়েকজন বোগী বিছানাতেই ছিলেন। এদের অন্যত্র যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। এই ঘটনা আবাব ঘটুক তা তাঁরা চান না। রোগীদের অনেকেবই জিজ্ঞাসা শুনেছি উনি বিবট সাধুবা। তা হলে নিজের অ্যাপেন্ডিসাইট অলৌকিক ক্ষমতাবলে উনি সাবিয়ে তুলছেন না কেন?

এসব সত্ত্বেও ভক্তবা এদিন ভিজিটিং আওয়াবে ভিড জমিয়েছেন তাঁর শয্যায় সামনে। হাত পা বাঁধা ভারতী অবশ্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। তাঁর স্যালাইন চলছিল। এদিকে অলৌকিক শক্তিদেবের ক্ষমতার প্রথম চ্যালেঞ্জার ভাবতী

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীৰ ঘোষ এদিন এ প্ৰসঙ্গে জানান যুক্তিবাদীদেব সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেবে ও এখন এইসব অভিনয় শুক কৰেছে । ও একজন বড় অভিনেতা । এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰেছে ও ধাঙ্গাবাজ । যিনি অপৰেব বোগ নিবাময় কবতে পাবেন বলে বিজ্ঞাপন দেন তিনি নিজেব বোগ নিবাময় কবতে পাবলেন না কেন ? এমনও হতে পাৰে, এইসব অভিনয় কৰে উনি ওঁব শিষ্যদেব আমাব বিকন্ধে লেলিয়ে দেবাব চেষ্টা কবছেন । আমাদেব সমিতি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানকৰ্মী সংগঠনেব পক্ষ থেকে গণ বিজ্ঞান আন্দোলনেব বিকন্ধে পবিকল্পিত সন্ত্ৰাস বোধে ব্যৱস্থা নেওযাব জন্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাছে একটা স্মাবকলিপি পাঠানো হযেছে ।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকায যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সমৰ্থনে গৌতমকে ধিক্কাব জানিয়ে বহু চিঠি প্ৰকাশিত হযেছে, যা আমাকে এবং আমাদেব যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শক্তি যুগিয়েছে, প্ৰেবণা দিযেছে ।

১৪ মাৰ্চ আনন্দবাজাব পত্ৰিকাৰ চতুৰ্থ পৃষ্ঠাটি খুলেই নিজেব চোখকেও যেন বিশ্বাস কবতে পাবলাম না । মানুষ আমাদেব আন্দোলনেব সমৰ্থনে আছেন, নিশ্চিত হলাম, এত মানুষেব ভালবাসায জয় ছাড়া আব কিছুই আসতে পাৰে না । ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে ‘অলৌকিক শক্তিধবদেব প্ৰতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্ৰশাসন’ শিবোনামে প্ৰায় পৃষ্ঠা জুড়ে বহু পাঠকেব চিঠি প্ৰকাশিত হযেছে । এবই মধ্য থেকে কিছু চিঠি আপনাদেব আগ্ৰহ নিবাবণেব জন্য তুলে দিছি ।

অলৌকিক শক্তিধবদেব প্ৰতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্ৰশাসন

গত ১৯ ফেব্ৰুয়াৰি আনন্দবাজাবে গৌতম ভাবতীব আশীৰ্বাদ গ্ৰহণবত প্ৰবীৰ ঘোষেব ছবি দেখেছিলাম । ছবিটি দেখেই বুঝেছিলাম এটা উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত । তাই অপেক্ষায় ছিলাম আপনাদেব কাগজ মাৰফত প্ৰবীৰ ঘোষেব প্ৰতিবাদেব ।

২৫ ফেব্ৰুয়াৰি অপেক্ষাব অবসান হয় । দেখলাম প্ৰবীৰ ঘোষেব প্ৰতিবাদেব উত্তবে অলৌকিক শক্তিধব গুৰুৰ হুমকিৰ সংবাদ । বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেবা যখন যুক্তিগ্ৰাহ্য জ্ঞানেব সাহায্যে মনুষ্যত্ব জাগ্ৰত কবাব চেষ্টায বত, তখন মুষ্টিমেয ক্ষমতালিঙ্গু অলৌকিক (১) শক্তিধবদেব প্ৰশ্নয দিযে যান মানুষকে ভুল বোঝাবাব জন্য ।

কোনও অলৌকিক (১) কাৰণে হয়তো প্ৰবীৰ ঘোষ অদৃশ্য হতে পাৰে । কিন্তু তাঁব যুক্তিবাদী মননেব শিকড় যে বহু দূৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃতি লাভ কৰেছে তা এই উত্তববঙ্গেব গ্ৰামে বসেও অনুভব-কৰছি । এক প্ৰবীৰ ঘোষ ইতিমধ্যেই বহু প্ৰবীৰ ঘোষেব জন্ম দিযেছে । গৌতম ভাবতীব দল কি তাঁদেব স্তব্ধ কবতে পাৰবে ?

সাধিকা দাস । মথুৰাপুৰ, মালদহ

॥ ২ ॥

‘অলৌকিক শক্তিবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ শিরোনামে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তাব জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হিসাবে সত্যিই খুব বিপন্ন বোধ কব্বিলাম। কলকাতা থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে আমার নিজেব গ্রাম এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকজন জ্যোতিষী এবং গুরুজিব তত্ত্বমুহুরেব বৃজবকি ধোকাবাজিব বিবন্ধে আমবা কয়েকজন যুবক-যুবতী সাধাবণ মানুষেব মধ্যে প্রচাব চালাছি। খুব একটা সাড়া যে পাছিলাম তা নয়। তবে চেতনা বাড়ছে। গ্রামে লড়াইটা একেবাবেই অনঙ্গ। ওবা, জ্যোতিষী, গুরুজিদেব এখানে বড় সুবিধা। গ্রামেব অধিকাংশ মানুষ অক্ষবহ্মানহীন। তাছাড়া, যাবা শিক্ষিত তাঁদেব মধ্যেও অনেকে (ঐদেব দলে শিক্ষকমশাইবাও আছেন) জ্যোতিষীদেব মুখনিঃসৃত বাণীকে অস্বাস্ত মনে কবেন।

এ অবস্থায় কাগজে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষেব ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে কাগজেব কাটিং নিয়ে স্থানীয় গুরুজিবা প্রচাবে নামেন। তাঁদেব চেনাবাও বত্রতত্র আমাদেব অল্লীন ভাবাব গ্যালাগালি দেন। আনন্দবাজাবে অলৌকিক শক্তিবদেব মুখোশ খুলে দিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সেটা দেখেই আট কপি আনন্দবাজাব কিনে কয়েকটি গ্রামে ঘূবলাম। পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেব এটা একটা উপযুক্ত জবাব।

মধুসূদন সবকাব। গাংনাপুৰ, নদীয়া

॥ ৩ ॥

২৫ ফেব্রুয়াৰি আনন্দবাজাবে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীৰ ঘোষেব বিপদেব কথা পড়লাম। ঊঁব অপবাধ, তিনি তথাকথিত গুরু/বাবাদেব মুখোশ খুলে দিতে চান। ধোকাবাজ মহাপুরুষদেব পৃষ্ঠপোষকেব অভাব হয় না। যুক্তিবাদী আপোলনকে বানচাল কবতে তাঁবা যে যথাসাধ্য চেষ্টা কববেন সেটাই স্বাভাবিক।

বামফ্রন্ট সবকাবেব কাছে বিনীত অনুৰোধ, অবিলম্বে প্রবীৰবাবুৰ যথোপযুক্ত নিবাপস্তাব ব্যবস্থা ককন এবং যুক্তিবাদী আপোলনকে এগিয়ে বেতে দিন।

আশিস বামচৌধুরী। জলপাইগুড়ি

॥ ৪ ॥

অলৌকিক শক্তিববেবা কববেব ভেতব ঘটাব পব ঘট্টা থেকে, আগুনেব উপব নিচে হেঁটে, কিংবা নাড়িবন্ধন কবে সমাধিহু হওয়াব বিভিন্ন প্রকাব ‘অলৌকিক কণ্ঠ’ দেখাব। চ্যালেঞ্জ জানালাম—আমিও তাদেব নামনে ওইসব খেলা দেখাব এবং তাব বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি দেখাব।

সুশান্ত দে। দিঘড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ৫ ॥

‘অলৌকিক শক্তিবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুল্লত দেশগুলিতে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষাব অভাব সেখানে একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং এদের ঘিবে গড়ে ওঠা কিছু স্বার্থাশ্রয়ী এবং কিছু অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমর্থকদের দল বহু লোকের কষ্টার্জিত সম্পদ কৌশলে হস্তান্তর করেন কেবল মাত্র অলৌকিক আশীর্বাদ, আশ্বাস, মাদুলি, কবচ, পাথর প্রভৃতি বুজককি বদ্বা। হতাশাগ্রস্ত মানুষেরা অলৌকিকত্বের ফাঁদে পড়ে মিথ্যা আশ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমনকি মিথ্যা আশ্বাসে অচিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসায় প্রাণ পর্যন্ত হাবাতে হয়। মারো মারো তথাকথিত গুরুদের প্রভাবগার খবর আদালত পর্যন্তও গডায়। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ কোনও অলৌকিক শক্তিব দ্বারা অর্জিত হয়নি। সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন। কোনও স্বর্গীয় মা বা বাবা তাঁদের কিছু পাইয়ে দেয় না।

আমাদের দেশে যেখানে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, সাহিত্যিক, বাজনৈতিক নেতা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিব পর্যন্ত আংটি বা মাদুলি ধারণ করে ভাগ্য ফেবানোব চেষ্টা করেন সেখানে যুক্তিবাদীদের আবও সম্ভবদ্ব হয় প্রচাবে নামতে হবে। যুব সমাজকে চিন্তা কবতে হবে ভ্রাগ অ্যাডিক্শনের মতো অলৌকিকত্বের আসক্তিও একটা সামাজিক সমস্যা। যুক্তিবাদী প্রবীববাব্ব একা নন, তাঁকে সমর্থন কবতে অগণিত প্রগতিশীল নবনাবী এগিয়ে আসবেন।

ডাঃ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈহাটি

॥ ৬ ॥

প্রবীব ঘোষের চ্যালেঞ্জ যে গুরুদেরকে বেশ বিপাকে ফেলেছে তা প্রমাণিত হল গৌতম ভাবতীব হাস্যকর হুমকি ও অসংলগ্ন বক্তব্যে। তিনি ভক্তদের দেওয়া পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করেন, কেননা না নিলে ‘ওদের অপমান কবা হয়’। আবাব প্রবীব ঘোষ এবং ‘কাগজগুলোও যদি বাডাবাডি কবে, ভক্তবাই ব্যবস্থা নেবে।’

এইভাবে সবাসবি ভক্তদের প্রবোচিত না কবে তিনি নিজেব ‘অলৌকিক ক্ষমতা’ এক্ষেত্রে প্রদর্শন কবতে অথবা ভক্তদের সঠিক পথে পবিচালিত কবে প্রকৃত গুরু হতে পাবতেন। “আমি ওদের বাবণ কবি, ওবা আমাব কথা শোনে না।” তিনি কেমন গুরু যে ভক্তবা তাঁকে মান্য না কবে উন্মার্গগামী হয় ?

তপনকুমার দাস। রানাঘাট, নদীয়া

॥ ৭ ॥

দীপেন্দ্র বায়চৌধুরীব ‘অলৌকিক শক্তিবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ লেখাটি (২৫-২) পডলাম। ঠাঁবা প্রবীববাব্বব জীবনন্যাসেব হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের দিক্কাব জানাই। প্রকৃত ধর্ম বুজককি ব ধাব ধাবে না। মহাভাবত বলছে।

“যেনাত্মনস্তথান্যোবাং জীবনং বর্দ্ধনাঞ্চাপি ধিত্যেতে স ধর্মঃ”—অর্থাৎ যাব দ্বাৰা নিজেব এবং অপবেব জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম। মনুব মতে—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (অটোৰ্য), শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্ৰোধ—এই দশটি ধর্মবে সাক্ষাৎ লক্ষণ। হাবীতেব মতে, ‘যাতে উন্নতি হয়, তাই শ্রেয়, তাই ধর্ম।’ যান্ত্রবন্ধেব মতে, ‘যা কু-কাৰ্য ও কলুষ থেকে সকলকে নিবৃত্ত কবে’ সৃষ্টিকে বক্ষা কবছে, তাই ধর্ম। বিবেকানন্দেব মত সংকর্মই ধর্ম এবং যা নিজেব কল্যাণ কবে ও জগতেব হিতসাধন কবে তাই ধর্ম।’

প্রকৃত গুণ যাঁবা তাঁবা কোনও দিন ধান্দায় ছোটেন না।

বাথাক্ষপ্ৰধান। ডায়মণ্ডহাববাব

॥ ৮ ॥

আমবা দুৰ্গাপুবে যুক্তিবাদী সংগঠন কবেছি যাব নাম ‘লৌকিক’। ‘লৌকিকেব’ পক্ষ থেকে গৌতম ভাবতী ও তাঁব অঙ্ক বিশ্বাসধাবী শিষ্যদেব এইটুকুই জানিয়ে বাথছি যে, প্রবীৰ ঘোষ ও তাঁব বিজ্ঞান সংগঠন কর্মীদের মৃত্যুব হুমকি দেওয়াব আগে একটু চিন্তা কবে নেবেন।

উৎপলকুমাৰ দে। দুৰ্গাপুৰ-১০

॥ ৯ ॥

মিথ্যাচাব তথা বিশ্বাসঘাতকতাব মাধ্যমেই কুক-পঞ্চালে ১৫০০ খ্রীঃ পূৰ্বাব্দে বাবা-প্রথাব উদ্ভব হয়েছিল। পঞ্চালেব আৰ্য জন-সমিতিব তৎকালীন সেনাপতি ‘বধ্রশ্ব’ কয়েকটি যুদ্ধ জয় কবে সমগ্র আৰ্যসমাজেব সম্মান লাভ কবে। এই সুযোগে আত্মসুখ ও অন্যেব পবিশ্রমেব ফল ভোগেব লোভে ‘বধ্রশ্ব’ জন-সমিতিব ক্ষমতা খর্ব কবে বাজা প্রথাব প্রবর্তন ঘটায় আব বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রেব পূর্বপুরুষকে উৎকোচ দিয়ে তাদেব ‘বাবা-পদে’ বসায়। পবিবর্তে এই বাবাবা প্রচাব কবেছিল—ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বকণ, বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতাবা বাজাকে পাঠিবেছেন পৃথিবীব প্রজাকে শাসন কববাব জন্য। অতএব সাধাবণ মানুষ যেন বাজাব হুকুম মেনে চলে আব যথাবিহিত সম্মান কবে। এব সবটাই ছিল বেইমানী। ‘বাবাদেব’ মিথ্যাচাবেব ফলে পঞ্চালেব আৰ্য-সমাজেব গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল। পববর্তীকালে বধ্রশ্ব-পৌত্র দিবোদাসেব বাজত্রে ‘বিশ্বামিত্র বাবাগিৰি কবে জনগণকে প্রভাবিত কবেছিল। আজ গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে বাম বাজত্রে ভাবতীবীবা শূন্য থেকে মায়েব দেওয়া সন্দেহ এনে খাওয়াচ্ছে আব বিজ্ঞান কর্মীদের (এবাও পাবেন শূন্য থেকে বসগোলা, সন্দেহ আনতে) মেবে ফেলবাব হুমকি দিচ্ছে।

স্বধীনোন্মব ভাবতবর্ষে ঘৃণ্য বাজনীতিব আবর্তে সবাসবি অন্যায়েব বিবোধিতা কবতে গিয়ে কে কতটা প্রশাসনিক সাহায্য পাবেন সে ব্যাপাবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

জনপ্রতিনিধি বা আমলাবা যেখানে বাবাদেব দ্বাবস্থ হন সেক্ষেত্রে সাহায্য পাবাব আশা দুবাশা মাত্র ।

অভিজিৎ বোস । বহড়া, উঃ ২৪ পঃ

॥ ১০ ॥

গৌতম ভাবতী জানিয়েছেন, তিনি আসলে কিছুই কবেন না । মা (?)—ই সব কবে থাকেন । তা হলে প্রবীবাবুকে শায়েস্তা কবাব জন্য তিনি কেন ‘ভক্তদেব’ সাহায্য নিচ্ছেন ? এখানে কি তাঁব ‘মা’ ব্যর্থ ? তাঁব ভক্তবা কাগজগুলোকেও দেখে নেবে—এমন ছক্কাবও তিনি ছেড়েছেন । তাঁব এই ছক্কাবাব কাবণ কী ? তিনি কি অস্তিত্ত্বব সন্ধটে পড়েছেন ?

চিন্তাবঞ্জন পাল । হাওড়া-৩

॥ ১১ ॥

‘অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ শীর্ষক খববাটি (২৫-২) পড়ে বুঝলাম সফ্রেটিসেব হাতে বিষ তুলে দেওয়াব যুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে আসাব অহঙ্কাবটা আমাদের মিথ্যে । অলৌকিক শক্তিধবদেব বুজককিব ভিত হল মানুষেব প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাস । সেই ভিতে নাড়া পড়লে মিথ্যাব মিনাবাটি মিলিয়ে যাবাব আশঙ্কায় বিপন্ন বোধ কবে তাঁবা তো ছলনা ও কৌশলেব আশ্রয় নেবেনই । কাবণ ধোঁকাবাজিই তাঁদেব একমাত্র অবলম্বন ।

জ্যোতিরুণা মুখোপাধ্যায় । ঞ্জাপুৰ

॥ ১২ ॥

‘অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ প্রতিবেদনাটি পড়লাম । প্রবীব ঘোষ গত এক দশকেব চেনা নাম । তথাকথিত ‘সর্বজ্ঞ’ ‘অমুক বাবা’ ‘তমুক ব্রহ্মচাবীদে’ব যে কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই যৌক্তিক পদ্ধতিতে তিনি সে কথা সাধাবণেব কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন । তাঁব বিজ্ঞানমুখী কর্মকাণ্ডেব জন্য কোথায তাঁকে নিয়ে আমবা গর্ববোধ কবব তা নয়, তিনি আজ বিপন্ন হতে বসেছেন । তাঁব আবেদনে সাড়া দিয়ে পুলিশও ইতিকর্তব্য পালনে বিমুখ ।

তিমিবববণ চন্দ । গুসকবা, বর্ধমান

॥ ১৩ ॥

‘অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ (২৫-২) প্রতিবেদন পড়ে অবাক ছলাম ভাবতেব মতো গণতান্ত্রিক দেশে কি বাক-স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে ? মনোজ ভোজ । কলকাতা-৬

॥ ১৪ ॥

‘অলৌকিক শক্তিদেবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ শীর্ষক সংবাদে বিস্তৃত ও উদ্বিগ্ন হলাম। দেশেব দুববস্থাৰ অন্যতম প্রধান কাৰণ হল এই সব ‘গুৰুবাৰা’। বৰ্তমানে মানুষেৰ ভাবনা অনেক উন্নত হয়েছে, যুক্তি ছাড়া কোনও কিছুকে কেউ মেনে নিতে পাবছে না। তাই ‘মাযেব সুপুত্ৰ’বা মাযেব নামে ভয় দেখিয়ে বা জোৰ কৰে সাধাৰণ মানুষকে তাৰেৰ চেলা বানাতে চাইছে।

পাৰ্থসাবাথি বিশ্বাস। হেতিয়া, বাঁকুড়া

॥ ১৫ ॥

দীপ্তেন্দ্ৰ বাঘচৌধুৰীৰ প্ৰতিবেদন ‘অলৌকিক শক্তিদেবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ (২৫-২) এবং ‘ঐশী শক্তিৰ জয়’ বিজ্ঞাপন (১৯-২) প্ৰকাশেৰ জন্য যুগপৎ অভিনন্দন ও ধিকাৰ। কিছু অসাধু লোক ধৰ্মেৰ দোহাই দিয়ে লোক ঠকাছে। প্ৰবীৰবাবু তাৰেৰ মুখোশ খুলে দিখেছেন। এতেই তাৰেৰ গাত্ৰদাহ, শিবঃপীড়া। ওবা খুনেৰ হুমকি দেয়। যুগে যুগে এটাই হয়ে আসছে।

সঞ্জীৱকুমাৰ বাঘ। মঙ্গলবাডি, মালদহ

॥ ১৬ ॥

২৫-২-৮৯ তাৰিখেৰ আনন্দবাজাৰ থেকে জানলাম, অলৌকিক শক্তিদেবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী প্ৰবীৰ ঘোষ বিপন্ন। খুবই স্বাভাবিক—কাৰণ, প্ৰবীৰবাবু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ‘অলৌকিক শক্তিদেবদেব’ মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তাঁৰেৰ ভণ্ডামি জনসমক্ষে ফাঁস কৰে ফেলছেন যে। আসলে অল্প আয়াসে প্ৰচুব অৰ্থ বোজগাৰেৰ লোকঠকানি ব্যবসায় ভাটা পড়ে যাবাৰ আশঙ্কায় বুদ্ধিমান জোচ্চোৰেৰ দল নিজেবাই বিপন্ন হয়ে প্ৰবীৰ ঘোষেৰ প্ৰাণনাশেৰ এমন আদিম বৰ্ববোচিতি হুমকি দিছে।

যে সব ‘ভক্ত’ মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে ধোঁকা দেবাব চেষ্টা কৰে, তাৰা যে শ্ৰেফ বুজককদেৰ দালাল সেটা সাধাৰণ লোকেও বোঝে। দালালবা হাতসাফাই-এব কাযদা-জানা এক একজন লোককে কবায়ন্ত কৰে অবতাব ছাপ দিয়ে দেয়। আব এইভাবেই হাজাব হাজাব কুসংস্কাৰছন্ন অসহায় বোকা লোককে ঠকিয়ে আদায় কৰা লাখ লাখ টাকাৰ দান-প্ৰণামী নিজেদেৰ মধ্যে ভাগ কৰে নেয়।

অশোক প্ৰামাণিক। বীৰভূম

॥ ১৭ ॥

তথাকথিত অলৌকিক শক্তিদেবদেব বিকল্পে যুক্তিবাদী প্ৰবীৰ ঘোষেৰ দুঃসাহসিক প্ৰচেষ্টা ও বুজককদেৰ দ্বাৰা তাঁৰ প্ৰাণনাশেৰ হুমকিৰ সংবাদ আপনাৰেৰ কাগজে মুদ্রিত কৰাব জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

আশিসকুমাৰ নন্দী। ত্ৰিবেণী

॥ ১৮ ॥

‘ঐশী শক্তির জয়’ বিজ্ঞাপনটি যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি কবেছিল, ‘অলৌকিক শক্তিধবদের চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ শীর্ষক বিপোর্টে সেই বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে। ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতার বা হুমকির দ্বাৰা কখনও প্রকৃত সত্যের গতিবোধ কৰা যায়নি, যাবেও না। ‘অলৌকিক শক্তিধব’ বুজবুজের দল সাবধান।

স্বস্তিক সেনগুপ্ত। স্কটিশ চার্চ কলেজ

॥ ১৯ ॥

ধর্মগুরুবা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে-যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের প্রাণদণ্ডের হুমকি দিতে শুরু করেছেন। আগেও বিজ্ঞানীকে মবতে হয়েছে কিছু ধর্মগুরুব নির্দেশে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়েও ধর্মগুরুদের হিংসামূলক কাজকর্মে উসকানিতে কিছু মানুষকে উৎসাহিত হতে দেখে অবাক লাগে।

মলয়কুমার দাস। কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর

॥ ২০ ॥

‘অলৌকিক শক্তিধবদের চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন’ খবরটি পড় স্তম্ভিত হচ্ছি। প্রবীর ঘোষকে যাঁরা হত্যাব হুমকি দেখাচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত একজন প্রবীর ঘোষের মুখ বন্ধ কৰা যায় হয়তো, কিন্তু সত্যের মুখ বন্ধ কৰা যায় না।

আশিসকুমার চক্রবর্তী। জগদীশপুর, হাওড়া

॥ ২১ ॥

আনন্দবাজারেব খবর (২৫-২-৮৯) থেকে জানলাম যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ তথাকথিত বাবাদের বিবাগভাজন হয়েছেন। তাঁর উপর নাকি দৈহিক আক্রমণও হতে পারে। এটা প্রমাণ কবে যে, যাঁরা নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচাৰ কবেন, তাঁরা ভব পেয়েছেন। এবং এইখানেই প্রবীরবাবুব সাফল্য।

অমল বাঘচৌধুরী। চন্দননগর।

ভূতুড়ে সম্মোহনে মনের মত বিবে : কাজী সিদ্দিকীর চ্যালেঞ্জ

‘আলোকপাত’ জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যায় পাঠকদের অধিকার বিভাগে “দোষ ধর্মের নম, ব্যক্তির” শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি লিখেছিলেন চুফলিয়া, বর্ধমান থেকে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী। চিঠিটা খুবই কৌতূহল জাগানোর মত এবং

তাবই সঙ্গে যুক্তিবাদীদের বিৰুদ্ধে একটি জোবালো চ্যালেঞ্জ। চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম।

আলোকপাত নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায় 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয়?' পড়লাম। প্রবীৰ ঘোষ মহাশয়ের চ্যালেঞ্জের পৰিপ্ৰেক্ষিতে জানাই, বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টি কবেনি এবং নিয়ন্ত্ৰকও নয়।

মূলত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন প্রভেদ নেই। স্বল্পতাত্ত্বিক ব্যাপার হেতু সাধাবণ বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না। এই তত্ত্বকে প্রখ্যাত সুফী সাধক জোলানুন থেসবী তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

- ১) ঈশ্বরের একত্ব তত্ত্ব, এই জ্ঞান সাধাবণ বিশ্বাসীদিগের।
- ২) প্রামাণিক ও যৌক্তিক তত্ত্ব, এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের।
- ৩) একত্রে গুণ-বান্ধি তত্ত্ব, এই জ্ঞান ঈশ্বর প্রেমিক ঋষিদিগের।

এই সূত্রানুসারে প্রবীৰবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। এখানে ধর্মের ভাঙ কবে কেউ যদি প্রতাবণা কবে তাহলে তা ধর্মের দোষ নয়—দোষ ব্যক্তির। এই জাতীয় প্রতাবণা ধরে বিজ্ঞানের মহিমা গাথায ধর্মকে অস্বীকার কবা অহংকারের প্রকাশ মাত্র—এটা আযৌক্তিক ও অসমীচীন। এই অহংকারের বশবর্তী হয়ে তিনি বিবাট অংকের চ্যালেঞ্জ কবে বসেছেন। ফটো সম্মোহন বা তাত্ত্বিক মতে এ জাতীয় কোন প্রক্রিয়ার ফল হয় কি না জানি না। তবে এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যা আকাজিকত পুন্স বা নাবীৰ মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমাৰেগ বা বিতুষণ এনে মিলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিতে বা বিচ্ছিন্ন কবতে পারে। অবশ্যই কোনকণ প্রচলিত সম্মোহন নয় এটা—সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়া।

প্রবীৰবাবুর যদি তাঁব পৰিচিত কোন নাবীকে প্রকৃতই জীবন সঙ্গিনী কবার ইচ্ছে থাকে তাহলে কোন ছবি-টবি নয় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। তথ্যগুলো অবশ্যই অপার্থিব নয়।

যদিও তিনি ফটো-সম্মোহন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ কবেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে তাঁব এ প্রক্রিয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবছি।

প্রকাশ থাকে যে তাঁব ঘোষিত অর্থের আমাব কোন প্রযোজন নেই। মিলনের সূত্রপাত ঘটলে তিনি ইচ্ছে কবলে তাঁব ঘোষিত অর্থ কোন নির্মীয়মাণ মুসলিম ছাত্রীআবাসে বা কোন অবফ্যানেজে নিজ পছন্দ মত দান কবে দেবেন।

কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'ব চিঠিটি আমাব নজবে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ৭ জানুয়ারি একটি উত্তবও পাঠিয়ে দিই 'আলোকপাত' পত্রিকাব দপ্তরে। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

আলোকপাত জানুয়ারি '৮৮ সংখ্যায় 'পাঠকদের অধিকার' বিভাগে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'ব একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিটিতে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় তিনি আমাব মনের মত নাবীকে আমাব জীবন সঙ্গিনী কবে দিতে পাবেন। কাজী জানতে চেয়েছেন আমি তাঁব চ্যালেঞ্জ

গ্রহণে আগ্রহী কি না ? চিঠিতে এক জায়গায় লিখেছেন অহংকাবের বশবর্তী হয়ে আমি চ্যালেঞ্জ কবে বসেছি ।

উত্তরে বিনীতভাবে জানাই—এই চ্যালেঞ্জ কোনও অহংকাব নয়, এই ‘চ্যালেঞ্জ’ যুক্তিবাদী আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় । প্রচাব ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গকগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়াতেই এই ‘চ্যালেঞ্জ’ । অবতাব, জ্যোতিষী, অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও তাঁদে উচ্ছিষ্টভোগী এবং অন্ধভক্তদের কাছে অথবা কিছু ঈর্ষাকাতবদের কাছে ‘চ্যালেঞ্জ’ ‘অশোভন’ ‘অহংকাব’ ইত্যাদি মনে হতেই পারে, কাবণ ‘চ্যালেঞ্জ’ বাস্তব সত্যকে সাধাবণ মানুষের কাছে তুলে ধবে । সাধাবণ মানুষের কাছে কিন্তু ‘চ্যালেঞ্জ’ বিষয়ে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলেই দাবি প্রমাণ কবা যায়, সত্য প্রকাশিত হয়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ? অলৌকিকতাব বিকল্পে এই চ্যালেঞ্জ যুক্তিবাদী আন্দোলনের, কুসংস্কার মুক্তিব আন্দোলনের অতি শক্তিশালী হাতিযাব ।

আমি বিবাহিত । তাই আমার মনের মত নাবীকে জীবনসঙ্গিনী কবাব প্রশ্নই ওঠে না । আমার এক তবণ চিকিৎসক বন্ধু অনিচ্ছ কব অবিবাহিত । কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী যদি অনিচ্ছের পছন্দমত এবং আমার নির্দেশ মত মেয়েটিকে অনিচ্ছের জীবনসঙ্গিনী কবে দিতে পাবেন তবে অনিচ্ছের বিয়ের সাত দিনের মধ্যেই কাজী সাহেবের ইচ্ছ মত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা, এবং সেই সঙ্গে স্বীকার কবে নেব—পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনাব অস্তিত্ব আছে ।

কাজী সাহেবের কথা মত মেয়েটিব ‘কযেকটি প্রকৃত তথ্য’ অবশ্যই দেব, উপবন্ধ দেব মেয়েটিব একটি ছবি ।

কাজী সাহেব যদি বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে মেয়েটিব তথ্য ও ছবি কাজী সাহেবের হাতে তুলে দেওয়ার পব দেব ৬ মাস সময়, এই সময়ের মধ্যে অনিচ্ছের পছন্দমত মেয়েটিব সঙ্গে তিনি বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পাবলে আমি পবাজয় স্বীকার কবে নেব । নতুবা ধবে নেব কাজীসাহেব পবাজিত ।

প্রবীর ঘোষ

আমাব চিঠিটা আজ পর্যন্ত ‘আলোকপাত’-এব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়নি । কাজী সাহেবের চ্যালেঞ্জ যে অনেককেই নাড়া দিয়েছিল তাবই প্রমাণ পাই যখন দেখি ‘৮৮ ফেব্রুয়ারি ‘পবিবর্তন’-পত্রিকা আমার একটি সাক্ষাৎকার নিতে এসে কাজী সাহেবের প্রশঙ্গটি তোলেন । ৩০ মার্চ ‘৮৮ সংখ্যাব ‘পবিবর্তন’-এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকাবটি প্রকাশিত হয় । সেখান থেকে কাজী সাহেবের প্রশঙ্গটুকু শুধু তুলে দিচ্ছি ।

“পবিবর্তন ‘আলোকপাত’ জানুয়ারি ‘৮৮ সংখ্যাব বর্ধমান জেলার চুকলিয়ার জনৈক কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিলেন, সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় আপনাব মনের মতো নাবীকে আপনাব জীবন সঙ্গিনী কবতে পাবেন । পববর্তী দুটো সংখ্যা ‘আলোকপাত’-এ এমন কোনও খবর চোখে পড়লো না যাতে লেখা আছে আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবেছেন । আপনি কি তবে পিছু হটেছেন ধবে নেব ?

শ্রীযোষ ৭ জানুয়ারি একটি চিঠি দিয়ে ‘আলোকপাত’ সম্পাদককে জানাই, ‘আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলাম ।’ এইটুকু বলতে পাবি চিঠিটি এখনও প্রকাশিত হয়নি । চিঠির প্রতিলিপিটি আপনি দেখতে পাবেন ।”

এখনও কাজী সাহেবের জন্য চ্যালেঞ্জ খোলাই বইলো, তবে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সময়ের মধ্যে যদি ডাঃ অনিকন্দ্র কব বিয়ে করে ফেলেন তবে আমার অন্য কোনও অবিহিত বন্ধুর পছন্দ মত মেয়েকে বন্ধুটির জীবন সঙ্গিনী কবতে হবে ।

অনিকন্দ্র আমাকে এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করেছিলেন, “মেয়েটিকে পছন্দ কবাব পব কাজী সাহেব যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ কবে আশ্রমিক অর্থে তাঁব হাতে-পায়ে ধবে আমার সঙ্গে বিয়ে ঘটাবে দেখ ?”

আমি বলেছিলাম, “আপনার শ্রীদেবী, বেথা, অথবা তার চেয়েও কোনও দুর্লভ মেয়েকে বিয়ে কবতে কোনও আপত্তি নেই তো।” দুর্লভ মেয়েদের যে সব নাম বলেছিলাম, তাতে অনিকন্দ্র প্রাণ খুলে হো-হো, কবে হেসে বলেছিলেন, “কাজী সাহেব আপনার চিন্তাব হৃদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবাব দুঃসাহস দেখাতেন না।”

ভূতের দুখ ঝাওয়া

মেদিনীপুর জেলাব ‘গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থা’ব আমন্ত্রণে আমাদের সমিতির সদস্যবা ও আমাদের সহযোগী ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থাব সভাবা ’৮৮-ব ১১ ফেব্রুয়ারি ‘অলৌকিক নথ, লৌকিক’ শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান কবতে যান ।

গ্রামোন্নয়ন সংস্থাব তবফ থেকে গুণধব মূর্খ অনুষ্ঠানের মাস দুযেক আগে যখন প্রথম আমার সঙ্গে যোগাযোগ কবেন তখনই তাঁব কাছ থেকে জেনেছিলাম, ডেববা ও গোলগ্রাম অঞ্চলেব ওঝা, গুণিন, জানগুরু সখাবা কী কী তথাকথিত অপ্রাকৃতিক ক্ষমতা দেখিয়ে স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস অর্জন কবেছেন । উদ্দেশ্য, সেই সব অপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব পবিচর্যই আমাদের সমিতির সভাবা অনুষ্ঠানে দেবেন এবং তাবপব প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাব লৌকিক কৌশলগুলো দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন । এব ফলে স্বভাবতই ওঝা, গুণিন, জানগুরু, সখাদের লোকঠকানো ব্যবসা বন্ধ হবে । ইতিপূর্বে আমবা এই ভাবে কাজ কবে যথেষ্ট সফলতা পেয়েছি ।

আমাদের ছেলেবা ওখানে গিয়ে সাধাবণ মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড বকমের সাড়া জাগিয়েই অনুষ্ঠান কবেছিলেন । সেই সঙ্গে সভায় এই ঘোষণাও কবেন—আপনাবা যদি কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা চান, আমাদের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ কবেন অথবা গোলগ্রাম গ্রামোন্নয়ন সংস্থাব সঙ্গে যোগাযোগ কবেন । আমবা আপনাদের জানতে চাওয়া অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা কবে দেব ।

ওই সভাতেই গ্রামোন্নয়ন সংস্থাবই এক কর্মকর্তা গুণিন এন কে মান্নাব কথা জানান । মান্না ওই অঞ্চলেব অধিবাসী । তিনি সাধাবণ মানুষদের সামনে বহুবাব প্রমাণ কবেছেন ভূত আছে । ভূত নিয়ে এসে প্রমাণ কবেছেন ভূতের অস্তিত্ব । কেমনভাবে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ কবেছেন ? একটা কাঠেব গ্লাসে তাড়ি বাখা হয় ; তাড়িব গ্লাসে-ব

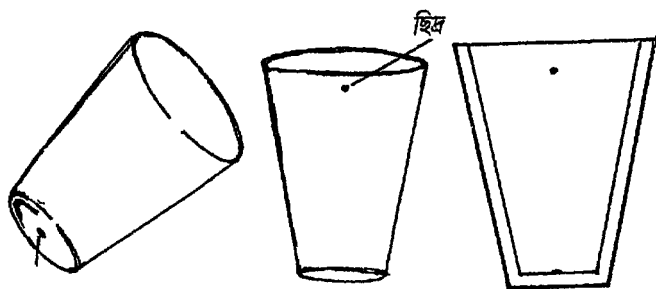
উপব তিনি একটি মডাব মাথা বসিয়ে দেন। নানা ধবনের মস্ত-তস্ত্রের সাহায্যে নবমুণ্ডকে জাগ্রত করেন। নবমুণ্ড তখন চোঁ-চোঁ করে গ্লাসের তাড়ি পান করতে থাকে। শ্রীমান্না ভক্তদেব নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, নানা সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দেন। এই সবই তিনি করেন ভূতের পবামর্শমত। বাংলা চলচ্চিত্রের অতি জনপ্রিয় এক নায়কও নাকি মাঝে মধ্যে শ্রীমান্নাব কাছে আসেন।

আমাদের ছেলেবা সেখানেই এই ঘটনাব ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোলগ্রামের মানুষদের কাছে ব্যাখ্যা হাজির করবেন।

সমিতির সভাবা ফিরে এসে শ্রীমান্নাব বিষয়টি আমাকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ছবি ঐকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলাম, শ্রেফ লৌকিক কৌশলেই বাস্তবিকই এই ধবনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব।

২১ ফেব্রুয়ারি দমদম কিশোর ভাবতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিধি ও অঞ্চলের বিজ্ঞানকর্মীদের নিয়ে সাবাদিনব্যাপী এক কুসংস্কার বিবোধী শিক্ষা শিবিরের আয়োজন কবি। সেখানে শ্রীমান্নাব ভূতে তাড়ি খাওয়ার প্রসঙ্গটি আলোচনা কবি। হাজির কবি একটি দুধ ভর্তি গ্লাস, অর্থাৎ তাড়ির অভাবে দুধ। একটি মডাব খুলি গ্লাসের উপব চাপিয়ে বিড-বিড করতেই দর্শকরা অবাক হয়ে দেখলেন গ্লাস থেকে কোন অলৌকিক ক্ষমতায় দুধ দ্রুত কমে যাচ্ছে। দর্শকদের বিস্ময়বিত দৃষ্টির সামনে ব্যাখ্যা হাজির করতেই বিস্ময়বিত চোখে নেমে এলো আনন্দের জোয়ার।

কৌশল মডাব খুলিতে ছিল না। কৌশল ছিল না দুধে বা শ্রীমান্নাব তাড়িতে। কৌশল যা ছিল, সবই ছিল গ্লাসে। দুটি ভিন্ন মাপের স্বচ্ছ প্লাস্টিক গ্লাস জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল গ্লাসটি। একটি গ্লাস যত বড় আর একটি গ্লাসতাব চেয়েসামান্য ছোট। দেখতে হবে ছোট গ্লাসটা যেন বড় গ্লাসটার মধ্যে ঢুকে যায়। ছোট গ্লাসের তলায় একটা ছোট্ট ফুটো করা বয়েছে। বড় গ্লাসের উপবে কানা ঘেসে ওই ধবনেরই আর একটা ফুটো বয়েছে। দুটো গ্লাসের কানা এমনভাবে জুড়ে দেওয়া যাতে সামান্যতম বাতাস ওই কানাব কোনও অংশ দিয়ে ঢুকতে না পারে। ছবিতে গ্লাস দুটো ঐকে বোঝাবার চেষ্টা কবছি।



ভিতরের ছোট গ্লাস বাইরের বড় গ্লাস

এবার গ্লাসেব ভিতর দুধ ঢাললে ছোট গ্লাসেব ফুটো দিয়ে দুধ দু-গ্লাসেব ফাঁকে এসেও জমা হয়। বড় গ্লাসেব কানায় যে ফুটো আছে সেটা সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিই। এবার গ্লাসটা উপুড় করে দিলে ছোট গ্লাসেব দুধ যায় পড়ে। দু'গ্লাসেব মাঝে ঢুকে থাকা দুধ থেকেই যায়। নবমুণ্ডটা গ্লাসে বসিয়ে মস্তব পড়ার সময় সেলোটেপটা খুলে নিতেই বাইবেব বাতাস বড় গ্লাসেব ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়তে চাপ দিতে থাকে। বাইবেব বাতাসেব চাপে ছোট গ্লাসেব ফুটো দিয়ে দুধ বেবিষে এসে ছোট গ্লাসেব তলায় জমতে থাকে এবং দু'গ্লাসেব ফাঁকে আটকে থাকা দুধ দ্রুত কমতে থাকে। এক সময় ছোট গ্লাস ও দু'গ্লাসেব ফাঁকেব দুধ একই সমতলে এসে হাজির হয়। দর্শকবা দেখতে পান, বিশ্বাস করেন নরমুণ্ডই দুধ খেল, পড়ে বইল সামান্য তলানি।

পবর্বর্তীকালে গোলগ্রামেব “অলৌকিক নয়, লৌকিক” অনুষ্ঠানে ‘ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’-র সভ্যবাই ভূতের তাড়ি খাওয়ার বহস্য উন্মোচন করেন স্থানীয় মানুষদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।



তাবপৰ থেকে এখন পর্যন্ত বহু সংস্থাই “অলৌকিক নয়, লৌকিক” শিবোনামেব অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন।

‘জাগ্ৰত’ নবমুণ্ড সিগাবেট টানল তাবাপীঠেব মহাতাত্ত্বিক নিৰ্মলানন্দেব নিৰ্দেশে

১৬ জানুয়াৰি ’৯০ আজকাল পত্ৰিকায চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। তিন কলম জুড়ে ছবি সহ একটি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হবোছে। প্ৰতিবেদনটি নিঃসন্দেহে অলৌকিক বিশ্বাসীদেব ও অলৌকিক ব্যবসাদাৰদেব নব বলে বলীয়ান কববে, কিছু দোদুল্যমান মানুৰকে অলৌকিকতায় বিশ্বাসীদেব শিবিবে টেনে নিয়ে যাবে, কিছু যুক্তিবাদীদেবও অস্বস্তি ঘটাবে, বিভ্রান্ত কববে।

প্ৰতিবেদনটি এই বকম

‘জাগ্ৰত’ নবমুণ্ড সিগাবেট টানল

আজকালেব প্ৰতিবেদন গা ছমছমে তাবাপীঠ শ্মশানেই শুটিং হচ্ছে ‘তাত্ত্বিক’ ছবিব। এই ছবিতে অভিনয় কবছেন তাবাপীঠেব মহাতাত্ত্বিক নিৰ্মলানন্দ তীৰ্থনাথ স্বয়ং। দ্বাবকা নদীৰ ধাবে তাবাপীঠ শ্মশানেব ওপৰেই নিৰ্মলানন্দ তীৰ্থনাথেব ছোট আশ্ৰমটাই লোকেশনে। আশ্ৰম না বলে একটা ছোটখাটো ঝুঁড়েঘৰই বলা উচিত। যাব মধ্যে বসে নিৰ্মলানন্দ তাত্ত্বিক সাধনা কবেন। তাঁব বেদিব নিচেই পোতা বযোছে একটা ন বছবেব মেবেব মৃতদেহ। ঘৰেব চাবধাবে নবমুণ্ড সাবি সাবি সাজানো। মাঝখানে হোমকুণ্ড। এব মধ্যে একটা নবমুণ্ডেব পূৰোপুৰি অভিনেতা।

তত্ৰ নিয়েই ছবি। পৰিচালক অঞ্জন দাসকে এ ব্যাপাবে পূৰোপুৰি সাহায্য কবছেন তাত্ত্বিক নিৰ্মলানন্দ তীৰ্থনাথ নিজেই। তত্ৰ হল বিজ্ঞান, কোণেব দিকে আঙুল তুলে নিৰ্মলানন্দ বললেন, এটা জাগ্ৰত। আমিই জাগিয়ে বেখেছি একে। দিনে সিগাবেট ও খাবেই। বলেই একটা সিগাবেট নবমুণ্ডেব মুখে গুঁজে দিলেন তীৰ্থনাথ। নবমুণ্ড সিগাবেট খেতে শুক কবল অবিকল জীবন্ত মানুৰেব মত। নিৰ্মলানন্দ এদিকে শুটিং জোনে গিয়ে নিজেব সংলাপ বলে এলেন। সন্ধ্যা বায, অনুপকুমাৰেব সামনে। এ ছবিতে তত্ৰেব সমস্ত ধাবাই আসবে। আসবে শবসাধনা। যেখানে মৃতদেহ সবাসবি চিতা থেকে তুলে আনবেন নিৰ্মলানন্দ তীৰ্থনাথ। পৰিচালক অঞ্জন দাস নিজেই এই তাত্ত্বিক ছবিব আলোকচিত্ৰী। তাঁব ভয় এই সব দৃশ্য তিনি ক্যামেৰায সাহস কবে শেষ অবধি ধৰতে পাৰবেন কিনা।

‘তত্ৰ’কে আকৰ্ষণীয় কবাব জন্যে এই ছবিতে একটা গল্প থাকছে। আব সেখানেই অভিনয় কবছেন সন্ধ্যা বায, অনুপকুমাৰ প্ৰমুখবা। আসলে তত্ৰেব গোপন বহস্যকে তুলে ধবাব জন্যেই এই ছবি। আব সেই শৰ্তেই এই ছবিতে অভিনয় কবতে বাজি হযোছে তাবাপীঠ শ্মশানেব তাত্ত্বিক নিৰ্মলানন্দ ও তাঁব সাধন মা শুক্লাতিথি বসু।

বাতাব শ্রমশানে চিতায হোম সেবে ভোব হতেই শুটিংয়ে নেমে পড়ছেন এখন তাবাপীঠেব তাত্ত্বিক । যিনি দীর্ঘ বার বছর সাধনাব মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁকে ফিল্মে বন্দী কবাব মত কঠিন কাজ কবছেন পবিচালক অঞ্জন দাস ।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়াব কয়েকদিনেব মধ্যে এই বিষয়ে আমাদেব বক্তব্য জানতে চেয়ে বাশি বাশি চিঠি এলো ।

২৬ ফেব্রুয়াবি সমিতিব তবফ থেকে একটা চিঠি পাঠালাম ‘আজকাল’ পত্রিকাব দপ্তরে । ৬ মার্চ চিঠিটি প্রকাশিত হল ।

জাগ্রত নবমুণ্ড একটি চ্যালেঞ্জ

১৬ ফেব্রুয়াবিব আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ‘জাগ্রত নবমুণ্ড সিগারেট টানল’ প্রতিবেদনটি পড়ে জানতে পাবলাম ‘তাত্ত্বিক’ ছবিব শুটিং হচ্ছে তাবাপীঠ শ্রমশানে । তন্ত্র-সাধনা নিয়ে তোলা হচ্ছে ছবিটি । তন্ত্র-সাধনাকে তুলে ধবাব স্বার্থে অভিনয়ে বাজি হয়েছে তাত্ত্বিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ ও তাঁব সাধন মা শুক্লাতিথি বসু । ছবিটিব পবিচালক অঞ্জন দাস । নির্মলানন্দ নাকি দাবি কবেছেন—তন্ত্র হল বিজ্ঞান । তিনি নাকি নবমুণ্ডকে তন্ত্রবলে জাগ্রত কবে বাখেন । প্রমাণ হিসেবে নবমুণ্ডেব মুখে গুঁজে দিয়েছিলেন একটা সিগারেট । নবমুণ্ড সিগারেট টানতে লাগল অবিকল জীবন্ত মানুষেব মত ।

‘আজকাল’-এব মত একটি সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসাবে অগ্রণী পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ায স্বভাবতই বিষয়টি সাধাবণ মানুষেব কাছে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে । ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমাব ও আমাদেব সমিতিব বক্তব্য জানতে চেয়ে বাশি বাশি চিঠি এসেছে । গত ২৫ ফেব্রুয়াবি লেকটাউন বইমেলাব সাংস্কৃতিক মধ্যে আমাদেব সমিতিব ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নবমুণ্ডেব সিগারেট টানাব প্রসঙ্গটি উত্থাপন কবে ব্যাখ্যা চান । একজন তো কাগজেব কাটিংটি পর্যন্ত হাজিব কবেছিলেন । সাধাবণেব মধ্যে বিভ্রান্তিব অবসান কল্পে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাছি । তিনি নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মডাব খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পাবলে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং সমিতিব কয়েকশত সহযোগী সংগঠন ও শাখা সংগঠন তাঁদেব সমস্ত বকম অলৌকিক বিবোধী কাজ-কর্ম থেকে বিবত থাকবেন । প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজাব টাকা । এই চিঠিটি ‘আজকাল’-এ প্রকাশিত হওয়াব দশ দিনেব মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদেব সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ কবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না কবলে অবশ্যই ধরে নেব নির্মলানন্দ একজন বুজব্বক, প্রতাবক । যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবেন, তবে আমবা তাঁব চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব এক মাসেব মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁব অলৌকিক

ক্ষমতাব পৰীক্ষা নেব।

প্রবীণ ঘোষ

সাধাবণ সম্পাদক

ভাবতীয়া বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

কলকাতা-৭৪

চিঠি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ দেখা করে, ফোনে অথবা চিঠিতে অভিনন্দন জানানেন, ঐদেব অনেকেবই বক্তব্য ছিল, “আপনার চ্যালেঞ্জে নির্মলানন্দ আসবেন না। যতসব ফালতু ব্যাপার।” আমার স্ত্রী সীমার তবলটী গোবিন্দ লাহিড়ী ৮ তারিখ সকালে এসে জাগ্রত নবমুণ্ড প্রসঙ্গটি তুলে জানানেন, “গোবিন্দবাসী বোডে এক জ্যোতিষী থাকেন। যিনি আবার তান্ত্রিকও। প্রায় শনিবারই তাবাপীঠে যান। পবশুও আমি ও আমাদের পাড়ার কয়েকজন ‘আজকাল’টা নিয়ে গিয়েছিলাম দেখাতে। আমরা বললাম, নির্মলানন্দ কি প্রবীণবাবু চ্যালেঞ্জ নেবেন? তান্ত্রিক ভদ্রলোক বলেন, নির্মলানন্দকে খুব ভালবকমই চিনি। তাবাপীঠেব সব তান্ত্রিককেই চিনি। নিজেও তন্ত্র বিষয়টা ভালবকম জানি। তন্ত্রেব কেউ নবমুণ্ডকে জ্যাস্ত করে সিগারেট খাওয়াবে এমন আজগুবি গল্পো কোন দিন শুনিনি। পত্রিকার সাংবাদিক সিনেমাকে তোলা দিতে নিজেই বানিয়ে টানিয়ে ওসব লিখে দিয়েছে।”

গোবিন্দবাবুকে বললাম, “আপনাদের পাড়ার তান্ত্রিকটি বেজায় ধূর্ত। তাই সাংবাদিকের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নির্মলানন্দকে ও তন্ত্রশক্তিকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনার তান্ত্রিক প্রতিবেশী নবমুণ্ডের সিগারেট খাওয়া ব্যাপারটা ঘটানো একেবারেই অসম্ভব বলে সাংবাদিকের উপর খবরটির সব দায়-দায়িত্ব চাপাতে চাইছেন বটে, কিন্তু যদি প্রমাণ করে দিই নবমুণ্ডকে দিয়ে সিগারেট খাওয়ানো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব তখন তিনি কী বলবেন? যে চিঠিটা আজকাল পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম, তাব থেকে শেষ কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়নি। প্রকাশিত হলে ওই তান্ত্রিকবাবাজী ও কথা বলতেন না।”

“শেষ অংশে কী ছিল?” গোবিন্দবাবু জ্ঞানতে চাইলেন।

‘অফিস কপি’ বেব করে ওই অংশটুকু পবে শোনালাম

“প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি ’৯০ লেকটাউন বইমেলাব অন্তর্গত দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটি ছবিব মুখে সিগারেট গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বলে দিতেই ছবিটি সিগারেট টেনেছে, বিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষের মতই। উপস্থিত দর্শকবাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবিব ভূতকে জাগ্রত করে নয়।

একই সঙ্গে পবিচালক অঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানাচ্ছি—সত্যেব নামে মিথ্যা প্রচার করা থেকে এবং অজ্ঞকায় যুগে ফিবিযে নেওয়াব চেষ্টা থেকে বিবত থাকুন অথবা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রমাণ ককন তন্ত্র হল বিজ্ঞান।”

আশা বাখি আমাদের এই দাবিব সঙ্গে প্রতিটি সং ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও গণসংগঠন একমত হবেন এবং সোচ্চার হবেন।”

৯ মার্চ ’৯০ বর্তমান পত্রিকাতেও ছবি সহ চাব কলম জুড়ে একটি প্রতিবেদন

প্রকাশিত হলো—বাংলায় তত্ত্ব নিয়ে ছবি হচ্ছে—তাত্ত্বিক। প্রতিবেদনটির শেষ অংশে ছিল—“তাবাপীঠেব শ্মশানে দাঁড়িয়ে শুটিং স্পটে নির্মলানন্দ বলেছিলেন, ‘তহেব প্রভাব এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। কিছু অপপ্রয়োগে তত্ত্ব নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে। তত্ত্ব এখনও জাগ্রত।’—সেই সময় জনৈক সাংবাদিক বলে ফেললেন, ‘দেখাতে পারবেন?’—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলেই পাশের কুটিবেব ভেতবে নিয়ে গিয়ে দেখালেন বিশাল হোমকুণ্ডব সামনে সাব সাব খুলি। সেই খুলিব মুখে জ্বলন্ত সিগারেট দিলেন—অবিকল মানুষেব মত সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। সাংবাদিকবা বিস্মিত হলেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূব।

১৯ মার্চ ‘৯০ বর্তমান পত্রিকায এব উত্তরও প্রকাশিত হলো ‘জনমত’ বিভাগে।

তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ জানালো যুক্তিবাদী সমিতি

৯ মার্চ ‘বর্তমান’ পত্রিকায প্রকাশিত ‘বাংলায় তত্ত্ব নিয়ে ছবি হচ্ছে—তাত্ত্বিক’ প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন জনৈক সাংবাদিকেব প্রশ্নেব উত্তবে তাত্ত্বিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ একটি মডাব খুলিব মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ঠুঙে দিয়ে দেখালেন যে সেই খুলি সিগারেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে। অর্থাৎ এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রমাণ কবলেন যে, ‘তত্ত্ব এখনও জাগ্রত’।

‘বর্তমান’-এব মত একটি জনপ্রিয় পত্রিকায খবরটি প্রকাশিত হওয়ায স্বভাবতই জনমনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে আমাব ও আমাদেব সমিতিব মতামত জানতে চেয়ে বাশি বাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউন বইমেলাব সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদেব ‘অলৌকিক নয় লৌকিক’ অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নবমুণ্ডেব সিগারেট টানাব প্রসঙ্গটি উত্থাপন কবে ব্যাখ্যা চান। কাবণ ইতিপূর্বে অন্য একটি পত্রিকায খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। একজন তো ঐ পত্রিকায কাটিং পর্যন্ত হাজির কবেছিলেন। সাধাবণেব মধ্যে বিভ্রান্তিাব অবসানকল্পে ‘ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ব সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাড়া মডাব খুলিকে দিয়ে সিগারেট টানাতে পাবলে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও সমিতিব কয়েকশো সহযোগী সংস্থা এবং শাখা সংগঠন তাংদেব সমস্ত বকম অলৌকিক-বিবোধী কাজকর্ম থেকে বিবত থাকবে। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজার টাকা।

এই চিঠিটি ‘বর্তমান’ পত্রিকায প্রকাশেব দশ দিনেব মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদেব সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ কবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না কবলে অবশ্যই ধবে নেবো নির্মলানন্দ পিছু হটেছেন। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবেন, তবে আমবা তাঁব চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব একমাসেব মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাঁব অলৌকিক ক্ষমতায প্রমাণ নেবো।

প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউনে বইমেলাব অনুষ্ঠানে দর্শকদেব কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া একটি ছবিব মুখে সিগারেট দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি



একটি ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ অনুষ্ঠানে সিগারেট টানছে মডার খুলি

সিগারেট টেনেছে, বিং ছেড়েছে জীবন্ত মানুষের মতই। উপস্থিত দর্শকবাই সাক্ষী। ঘটনাটা ঘটিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবিব তৃতকে জাগ্রত করে নয়।

একই সঙ্গে পবিচালক অঞ্জন দাসের কাছে দাবি জানাচ্ছি সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার কবা থেকে এবং মানুষকে অন্ধকারের যুগে ফিবিযে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকে বিবত থাকুন। অথবা আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে প্রমাণ ককন ‘তত্ত্ব’ হলো বিজ্ঞান।

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৭২/৮, দেবীনিবাস বোড,

কলিকাতা-৭০০ ০৭৪

৩১ মার্চ '৯০ ‘আজকাল’ পত্রিকায় নির্মলানন্দের পাণ্টা চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয়। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

জাগ্রত নবমুণ্ড • পাণ্টা চ্যালেঞ্জ

৬ মার্চের আজকালে ‘জাগ্রত নবমুণ্ড : একটি চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক চিঠি চোখে পড়ল। চিঠিটি লিখেছেন প্রবীর ঘোষ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, চ্যালেঞ্জ কবাবা প্রবীর ঘোষ।

মহাশয়ের একটা নেশায় পবিণত হয়েছে। ঠুব চিঠিতে 'বুজককি' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে বলেই নেশা কথাটা লিখতে বাধ্য হলাম। হয়তো ঠুব জানা নেই, আত্মা কোন মৃত্যু নেই এবং অভেদানন্দের লেখা 'মবণের পাবে' বইটাও হয়ত পড়া নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। এজন্য চাই কঠোর পবিত্রম ও সাধনা। ওব প্রণামীব চাইতে তাবা মা এবং গুরুব আশীর্বাদ আমাব কাছে যথেষ্ট। নবমুণ্ডেব সিগারেট টানাব ব্যাপারটা বিতর্কিত ছবিব মধ্যে নেই কাবণ আমাব সাধনাব বস্তু কখনই এভাবে প্রকাশিত করা যায় না। তবে বিভিন্ন পত্রিকায সাংবাদিকোবা যখন ছবিব গুটিং দেখতে যান তখন অন্য সকল দর্শনীয় দ্রব্যোব সঙ্গে এই নবমুণ্ডেব সিগারেট টানা দেখে অবাক হন। তাঁবা পত্রিকায একথা প্রকাশ কবেন। চ্যালেঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জে আসতে বাধ্য হলাম। প্রবীব ঘোষ যেন এই চিঠি পত্রিকায প্রকাশিত হওয়াব দশ দিনেব মধ্যেই নিজেব হাতে আমাব সামনে এসে পবীক্ষা কবেন। ঐ পবীক্ষা ঐ মহাশ্মশান বা আশ্রমেই কবতে হবে। কাবণ সাধনাব বস্তু কখনই বাজাবেব ফলমূলেব মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন, তাহলে আমাব যা কবণীয় তা কবব। আমি তাত্ত্বিক না সাধক জানি না তবে মাকে নিয়ে পড়ে আছি।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ।

তাবাপীঠ মহাশ্মশান।

চণ্ডীপুর। বীৰভূম।

৪ এপ্রিল '৯০ 'বর্তমান'—পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলো নির্মলানন্দের চিঠি।

প্রসঙ্গ · তাত্ত্বিক

গত ৯ মার্চ 'বর্তমান' সংবাদপত্রে 'বাংলায় তন্ত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে তাত্ত্বিক' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, আমি সাংবাদিকদের সামনে একটি মাথাব খুলিব মুখে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজে দেওয়ায সেই খুলি সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল। একথা সম্পূর্ণ সত্যি। এবপব গত ১৯ মার্চ আমায চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ একটি চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিব পবিত্রেক্ষিতে জানাই, স্বামী অভেদানন্দের লেখা বইটি হয়ত তাঁব পড়া নেই। আত্মাব কোনও মৃত্যু নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিয়ে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয় না। কঠোর পবিত্রম, সাধনা সেই সঙ্গে ঈশ্ববেব কৃপা থাকলে তবেই এটা সম্ভব হয়। নবমুণ্ডেব সিগারেট টানাব ব্যাপারটা 'তাত্ত্বিক' ছবিব মধ্যে নেই। সাংবাদিকোবা অন্য সকল দর্শনীয় বস্তুব সঙ্গে এটা দেখে অবাক হয়ে যান এবং একথা পত্রিকায প্রকাশ কবেন।

আমি চ্যালেঞ্জের জ্বাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে বাধ্য হলাম। এই চিঠি প্রকাশিত হবাব দশ দিনেব মধ্যে প্রবীববায যেন নিজেব হাতে আমাব সামনে এই পবীক্ষা কবেন। এই পবীক্ষা তাবাপীঠেব মহাশ্মশানেই কবতে হবে। কাবণ, সাধনাব বস্তু কখনই বাজাবেব

ফলমূলের মত তুলে আনা যায় না। যদি উনি না আসেন তবে আমাব যা কবাব তাই কবাবো। আমি তাত্ত্বিক না সাধক জানি না—তবে মা-কে নিয়ে পড়ে আছি। পত্রলেখককে অভিনন্দন সহ শ্মশানবাসী এই অনভিজ্ঞ-ব এই আবেদন বইল।

নির্মলানন্দ তীর্থনাথ

তাবাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডিপুৰ, বীৰভূম

‘আজকাল’ ও ‘বর্তমান’ দুটি পত্রিকাতেই আমবা বক্তব্য পাঠালাম ১ এপ্রিল ও ৪ এপ্রিল ‘৯০। কিন্তু চিঠি দুটি যে কোনও কারণে হোক প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল। আমবাই কয়েক শো চিঠি পেয়েছি—যেগুলোতে পত্রলেখক জানতে চেয়েছিলেন নির্মলানন্দের চ্যালেঞ্জ আমবা গ্রহণ কবেছি কি না?

আজকাল পত্রিকায় পাঠান চিঠিটির একটি প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ কবলাম। ‘বর্তমান’ পত্রিকাতেও এই বক্তব্যের চিঠিই পাঠিয়েছিলাম।

১-৪-৯০

৩১ মার্চ আজকাল পত্রিকায় ‘জাগ্রত নবমুণ্ড পাণ্টা চ্যালেঞ্জ’ শিরোনামে প্রকাশিত চিঠিটি পড়লাম। তাঁর চিঠির প্রথম অভিযোগের উত্তরে জানাই, ‘চ্যালেঞ্জ’ ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কর্মধারাব বিভিন্ন পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় মাত্র। আমাদের সমিতি কুসংস্কার ও জাতপাতের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে আমবা তৃণমূল পর্যায়ের জনসাধারণের মধ্যে হাজির হয়ে তাদেবই সঙ্গে মিশে গিয়ে কুসংস্কার ও তার মূল কারণগুলোর বিষয়ে সচেতন কবছি, নাটক, প্রদর্শনী, গণসংগীত, প্রতিবেদন, বইপত্র, আলোচনাচক্র, শিক্ষাচক্র, ইত্যাদি মাধ্যমে। আমবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা চাইলে দেব। সাধারণ মানুষকে অবতাব ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ মুক্ত কবতেই আমাদের চ্যালেঞ্জ। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতাব ও জ্যোতিষীদের ‘নেশা’ থাকবেল ততদিন ‘নেশা’ কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের নেশাও থাকবে।

নির্মলানন্দ জানিয়েছেন, স্বামী অভেদানন্দের ‘মবণের পবে’ বইটা হয় তো আমবা পড়া নেই। উত্তরে বিনীতভাবে জানাই বইটির নাম ‘মবণের পাবে’, ‘পবে’ নয়। কিন্তু বইটির প্রসঙ্গ টানলেন কেন, বুঝলাম না। আমবা পড়া থাকা বা না থাকা কি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?

বইটি পড়া আছে। অভেদানন্দের কথা মত আত্মা মানেই ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’, বা ‘মন’। শরীর বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জেনেছে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের কাজ-কর্মের ফলই হলো ‘চিন্তা’, ‘চেতনা’ বা ‘মন’। মানুষের মৃত্যুর পব তার মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই চিন্তাকপী চেতনাকপী আত্মাবও মৃত্যুর পর বাস্তব

অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

নির্মলানন্দেব পবীক্ষা গ্রহণ কবতে চেয়েছিলাম নিবপেক্ষ স্থানে এবং প্রকাশ্যে। একবাবের জন্যেও অনুবোধ কবিনি, আমাদের সমিতির কার্যালয়ে এসে তাঁকে প্রমাণ দিতে হবে। জানতাম নির্মলানন্দ কখনই নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে কোনও কৌশল ছাড়া নবমুণ্ডকে সিগারেট খাওয়াতে পাববেন না। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই উনি প্রকাশ্যে নিবপেক্ষ স্থানে হাজির হতে অক্ষমতা জানিয়েছেন। নাবাজ হওয়াব পিছনে একটি কুযুক্তিও হাজির কবেছেন—“কাবণ সাধনাব বস্তু কখনই বাজাবেব ফলমূলেব মত তুলে আনা যায় না।”

সিনেমাৰ তো এখন আন্তর্জাতিক বাজাব। সেই বাজাবে সাধনাব ফলকে হাজির কবতে পাবলে নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে হাজির কবতে অসুবিধে কোথায়? ঙব আশ্রমে আমি গেলে আমি হাবলেও হাববো, জিতলেও হাববো।

চিঠিব শেষে নির্মলানন্দ যে প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়েছেন, আমাব বা আমাদের সমিতিব কাছে সেটা নতুন কিছু নয়। এব আগে যখনই আক্রান্ত হয়েছি, দুর্বাব জনবোধ আক্রমণকাবীদেব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আক্রমণকাবীবা কখনও হয়েছে ফেবাব, কখনও বা সচেট্ট হয়েছে আত্মহননে।

নির্মলানন্দকে আবাবও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, প্রকাশ্য নিবপেক্ষ স্থানে আপনাব ক্ষমতাব পবীক্ষা দিয়ে কৌশল ছাড়া নবমুণ্ডকে দিয়ে সিগারেট খাওয়ান। আব প্রকাশ্য স্থানটা কলকাতা প্রেস ক্লাব হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব ধৃষ্টতা যদি নির্মলানন্দ দেখান, তাঁব মাথা যুক্তিবাদেব কাছে নত হতে বাধ্য হবে। আবাবও প্রমাণ হবে অলৌকিকত্বেব অস্তিত্ব আছে শুধু কল্পকাহিনীতে।

ঠাকুবনগব খেলাব মাঠে ১৩ এপ্রিল বিকেল তিনটেয আমাদের সমিতিব ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ অনুষ্ঠানে নির্মলানন্দেব ছবিকে দিয়েই সিগারেট খাওয়াবে। নির্মলানন্দসহ উৎসাহিতদেব উপস্থিতি কামনা কবছি।

শুভেচ্ছা সহ

প্রবীর ঘোষ

সাধাবণ সম্পাদক

ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৭২/৮, দেবীনিবাস বোড

কলিকাতা-৭০০ ০৭৪।

এবপবও আবও কিছু বলাব বয়ে গেছে। নির্মলানন্দকে বেজেন্সি ডাকে একটি চিঠি পাঠাই ২৬ ৫-৯০। দীর্ঘ চাব পৃষ্ঠাব চিঠিব প্রথম অংশটা ছিল ‘আজকাল’ ও ‘বর্তমান’-এ পাঠান জবাব—যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। শেষ অংশটুকু আপনাদেব কৌতুহল মেটাতে তুলে দিছি।

“ইতিমধ্যে আমবা বহু ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ শিবোনামেব অনুষ্ঠানে ছবিকে

দিয়ে সিগারেট পান কবিযেছি। ছবি সিগারেট টেনেছে জীবন্ত মানুষের মতই। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতেও যে কোনও নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যেই এমন ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন আমাদের সমিতির বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থা হাজার হাজার সভ্যবা। এব জন্য আমবা আশ্রয় নিয়েছি তস্ত্বেব নয়, কৌশলেব।

মাসিক পত্রিকা ‘আলোকপাত’ পাঠে জানলাম, আপনি নবকঙ্কালের মুণ্ডুকে দিয়ে কাৰণবাবিও পান কবান। ইতিমধ্যে আমাদের সমিতি ও কয়েকশত সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠন নবমুণ্ডুকে দিয়ে দুধ (মদেব পবিরৰ্তে) পান কবিযে দেখিয়েছেন অন্তত কয়েক হাজার অনুষ্ঠানে।

আমাদের সঙ্গে আপনার পার্থক্য, আমবা এগুলো ঘটিয়ে দেখিয়ে কোনও অলৌকিক ক্ষমতাব দাবি বাধি না। আপনি এগুলো ঘটিয়ে দাবি কবেন অলৌকিক ক্ষমতাব।

যেহেতু নবমুণ্ডুকে দিয়ে সিগারেট পান বা মদ্যপান লৌকিক কৌশলেই কবা সম্ভব, তাই আপনার অলৌকিক ক্ষমতাব দাবি বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আমবা ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষ ক্ষমতাব দাবিদাবদেব দাবির যথার্থতা জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। আপনি একজন সৎ মানুষ হলে আমাদের এই সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে আপনার দাবিব ক্ষেত্রে আমাদের সত্যানুসন্ধান চালাতে সমস্তবকম সহযোগিতা কববেন—এ আশা বাধি।

আগামী ১৬ জুন ববিবাব প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান কবেছে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সময় বিকেল চাবটা। সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হযে আপনি মডাব খুলিকে জাগ্রত কবে সিগারেট ও মদ খাওয়াতে পাবলে আমি ও আমাদের সমিতি পবাজয় স্বীকাব কবে নেবো। তবে অবশ্যই ঘটনাগুলো আপনাকে ঘটতে হবে কৌশল ছাড়া।

আমাদের সমিতির এই সত্যানুসন্ধান বিষয়ে সহযোগিতা না কবলে অবশ্যই ধবে নেব আপনার তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাগুলো আব যাদেবই দেখান না কেন, আমাদের নিবপেক্ষ পবীক্ষাব মুখোমুখি হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কাৰণ আপনিও আমাদের মতই কৌশলেব সাহায্যেই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে থাকেন।

শুভেচ্ছা সহ

প্রবীৰ ঘোষ

না, নির্মলানন্দ চিঠিটি গ্রহণ কবেননি। সম্ভবত প্রেবক হিসেবে আমাদের সমিতির ও আমাব নামটিই চিঠিটি গ্রহণ কবাব পক্ষে বাধা হযে দাঁড়িয়েছিল। চিঠিতে পুৰো ঠিকানাই অবশ্য ছিল।

শ্রীনির্মলানন্দ

তাবাপীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডীপুৰ, বীৰভূম।

নির্মলানন্দেব জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ আজও বইল। সাধ্য থাকলে যেন গ্রহণ কবেন।

ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ

ডাইনি লাগা

‘বৰ্তিকা’ পত্ৰিকাৰ ‘৮৭ সালেৰ জানুৱাৰি-জুন সংখ্যাৰ জন্য লেখাৰ আমন্ত্ৰণ পেৰে, অজিত সিং একটি লেখা পাঠান। লেখাটি প্ৰকাশিত হয়। পত্ৰিকাটিৰ সম্পাদক মহাশ্বেতা দেবী। অজিত সিং তাঁৰ একটি অভিজ্ঞতাৰ কথা জানিয়েছিলেন। আপনাদেৰ অবগতিৰ জন্য লেখাটি এখানে তুলে দিলাম

আপনাব দেওয়া পত্ৰ পাইয়া, আপনাব পত্ৰিকাৰ জন্য চাওয়া বিষয় নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম।

ডাইনি আজকাল কেউ বিশ্বাস কৰে না, কাৰণ বিজ্ঞানেৰ যুগ,—কিন্তু আমি কবি। এ বিশ্বাস আমাৰ জন্মেছে গল্প শুনে নয়, ডাইনি শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি—বলছি।

আজ থেকে কিছুদিন আগেকাৰ ঘটনা। আমি দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলাম। বেশ জমানো তাস খেলা হচ্ছে। এমন সময় একজন এসে খবৰ দিল যে, ইন্দ্রেব মাকে ডাইনি লেগেছে। সবাই খেলা ছেড়ে ইন্দ্রেব বাড়ী গেল। গিয়ে দেখি ইন্দ্রেব মা ভুল বকাবকি কৰছে। হঠাৎ এই অবস্থা দেখে কেউ যেন কুলকিনাৰা পাচ্ছে না। কাৰণ সবাই দেখছে ইন্দ্রেব মা এখনি পুকুৰ থেকে স্নান কৰে গেছে।

এব আগে তো এমন দেখিনি। যাবা ডাইনি বিশ্বাস কৰে তাৰা বলছে হয়তো জ্বৰ হয়নি, যাবা বিশ্বাস কৰে না তাৰা বলছে হয়তো জ্বৰ তুলেছে, কিন্তু জ্বৰ তুললে তো গায়েৰ তাপ পৰিবৰ্তন হয়। ইন্দ্রেব মাকে দেখে মনে হয় না যে, তাৰ জ্বৰ তুলতে পাবে, কাৰণ সে’তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। এই অবস্থায় দেখে গ্রামে এক ওঝা আছে, তাকে ডাকা হলো। ওঝাকে দেখে ইন্দ্রেব মা যেন অন্য মূৰ্তি। ওঝা তাৰ কাছে গিয়ে বসলো। ওঝাৰ কাছে ছিল একটি আলো এবং একটি হাড়িৰ লাটা। ইন্দ্রেব মা তখন আলোৰ দিকে তাকাযনি, অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। “আলোটাৰ দিকে একবাৰ মুখ ঘুৰা মা”—এই বলে ওঝা আলোটা তাৰ মুখেৰ দিকে নিয়ে যায়। তখন ইন্দ্রেব মায়েৰ মুখ ঢাকা নিয়ে অন্য দিকে তাকায় এবং একটু কৰে হাসছে। তখন ওঝা বাইৰে এসে ইন্দ্রেব বলে যে, “প্ৰকৃত ডাইনি ভব কৰেছে।” ওঝাকে জিজ্ঞাসা কৰলাম, “কি কৰে বুঝলে যে ডাইনি ভব কৰেছে?” ওঝা তাৰ উত্তৰে আমাদেৰকে বলল, তাৰ কতগুলো

নিয়ম আছে, “যেমন আলোব দিকে তাকায না, আতা পাতা দিলে তাব বাগ হয়। যদি না বিশ্বাস হয় যা দেখি একজন আতা পাতা নিয়ে তাব কাছে দিয়ে আয।” কিন্তু কেঁ যাবে—সবাই এব মনে একটা ভয় আছে। গৌব নামে বহুব ৩৫/৩৬ এব একজন লোক এই কথা শুনে কিছু আতা পাতা নিয়ে তাব কাছে গেল। যেমনি বিছানাব কাছে এসেছে, তেমনি সে তাকে তাডা কবে নিয়ে যেতে লাগল। গৌব তখন কি তার বিছানায় আতা পাতা দিবে—ভয়ে ঘব থেকে পালিয়ে এলো। তাবপব আবাব সে বকাবকি আরম্ভ কবে দিল। ওঝা বাবণ কবে বলল, “শুধু শুধু তাব সঙ্গে লাগিস না।”

তখন আব কেউ না লাগিয়ে ওনার বহস্য দেখতে লাগল। ওঝা একটি পাত্রে কিছু আগুন বেখে, মুখে কি বিড বিড কবে বলল, তাবপব আগুনের মধ্যে কিছু ধূনা ফেলে দিল। তখনই ইন্দ্রেব মা “ছাড—ছাড, আমি ঘব যাব,” এই বলে ওঝাব কাছ থেকে চলে এলো। কিছুটা গিয়ে ইন্দ্রেব মা ফিরে এলো। এইভাবে ওঝা তিন-চার বাব কবাব পবে ও যখন তাব গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পাবল না, আবাব সে ফিরে এলো। ওঝা তখন বুঝতে পাবল যে, এখন ডাইনিব ভব তাব গা থেকে যাবে না। সন্ধ্যাব সময় যাবে। ওঝাব এই কথা শুনে একজন বলল যে, কোথাকাব ডাইনি, কোন ডাইনি ভব কবেছে? ওঝা কোনো মতেই এই প্রশ্নেব উত্তর দিতে বাজি হয় নাই। কাবণ তাব বিশ্বাস ডাইনি সহজে তাব নাম এবং বাড়ী কোথায় বলে না। বেশী আলতু-ফালতু জিজ্ঞাসা কবলে কঠা ফেলে দেয। তবু তাকে কোনো মতে বাজি কবান গেল। ওঝা তখন ইন্দ্রেব মাকে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা কবেছে যে, “তুমি কোথায় এসেছো?” এব উত্তরে ইন্দ্রেব মা বলল, “কেন আমাব পুত্রাবাডি এসেছি। আবাব কি জিজ্ঞাসা কবতে এসেছো? আমাব দবকাব ছিল তাই এসেছি?” তুমি কবে এসেছ? “কাল থেকে এসেছি।” এই কথা শুনে সবাই মনে ভাবতে লাগল কোথাকাব ডাইনি কেউ বুঝতে পাবছে না। ওঝা জিজ্ঞাসা কবেছে, “ঘব কখন যাবে?” “সন্ধ্যাব সময় যাব।” তোব কয় ছেলে মেয়ে? আমাব তিন ছেলে এক মেয়ে। ইন্দ্রেব বাবা তোব কে হয়?—“ভাশুব হয়”। ওঝা তাবই বাড়ীব সামনেব এক ছেলেকে লক্ষ্য কবে বলল—“এ কে হয়? একে চিনতে পাবলাম না।” তখন বুঝতে পাৰা গেল কোথাকাব ডাইনি। ওঝা ইন্দ্রেব বাবাকে কাছে ডাকল, কাছে যেতে ইন্দ্রেব মা ভাশুব আসছে বলে মাথায় ঘোমটা তুলে ওঝাব কাছ থেকে সবে যেতে লাগল।

ইন্দ্রেব বাবাকে ওঝা বলল যে, “গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয়, তাদেব কারো তো তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নেই। পাশাপাশি গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয় তাদেবকে লক্ষ্য কবলাম। সাতভাগুরী গ্রামেব একজনেব তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কাল তাদেব বাড়ী গিয়েছিল ধানেব ব্যাপাবে নিয়ে। সবাই জানে সে খুব শাস্ত ডাইনি। যাক এখন কিছু কবাব নেই। সন্ধ্যায় যা হবাব হবে। সন্ধ্যাব সময় ওঝা তাব কাজ শুরু কবল। চাব পাঁচ জন লোক ডেকে বলল, “আমি এখন ধূনাব ছাঁট মাবব, তোমবা খুব শক্ত কবে ধববে। আব ছাডা হয়ে গেলে তাব পেছন ছাড়বে না। মাটিতে বেশী জোবে পডতে দেবে না।” এই বলে ওঝা মুখে কি বিডবিড কবে বলল, তাবপব ধূনাব ছাঁট মাবল। ধূনাব ছাঁট মাবতে কি কবে বাখবো ছাড ছাড বলে,—ছুটে ঘব থেকে বেবিযে এলো এবং বাস্তায় এসে দডাম কবে পডল। সেখান থেকে তুলে আনলে

অলৌকিক নথ, লৌকিক

আবাব ধূনা ছাঁট মাৰল, এবাবও তাকে তুলে আনল। তাৰ ঘৰ কোথা জিজ্ঞাসা কৰল না। তাকে ধবতে না পাবলে ঘৰ জিজ্ঞাসা কী কৰে কববে। এবাব খুব শক্ত কৰে ধববে এবং ঘৰ জিজ্ঞাস কববে। এই বলে ওঝা মুখে কি বিড় বিড় কৰে বলল এবং মাৰলো ধূনা ছাঁট। তাৰা খুব শক্ত কৰে ধবে জিজ্ঞাসা কৰল, “তোব ঘৰ কোথা ? ছাড বলছি।” এবাব তাৰ গ্রামেৰ নাম সাতভাণ্ডাৰী বলে ঘৰ থেকে বেবিযে এলো। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা কৰতে পাবল না। তাৰপৰ বাস্তা থেকে তুলে আনল এবং আবাব ধূনা ছাঁট মাৰল, কিন্তু আব কিছু হলো না। তখন ইন্দ্রব মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওঝা তখন বলল, তাৰ গায়ে ডাইনি আব ভব কৰে নেই। তাকে বিছানায শুইয়ে দিল এবং ইন্দ্রব বাবাকে বলল, কাল যদি এইভাবে বকাবকি কৰে বা কাউকে না চিনতে পাবে, তবে ওঝাকে যেন ডাকে। স্বাভাবিক থাকলে ডাকতে হবে না। সহজেই এইভাবে ডাইনি ধবা যায়।

এই ঘটনাটি নিয়ে আলোচনায় যাওয়াৰ আগে ‘বর্তিকা’ৰ ওই সংখ্যাটিতে প্ৰকাশিত শ্ৰীগঙ্গাধৰ মাহাত্ম্যৰ অভিজ্ঞতা আপনাদেৰ শোনাতে চাই

‘ডাইনি’, শকটা অশ্বীৰী, অলৌকিক আৰ অলৌকিক মানেই তাৰ কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই (অস্তুত সাধাবণেৰ কাছে), আব আমবা যেহেতু ইলেকট্ৰনিকস্-এব যুগে বাস কৰছি সেহেতু স্বভাবতই এব পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক ধাৰণা (যদিও মৌলিক নথ) চালাবাব চেষ্টা কৰি আব সেখানেই আমবা সব থেকে বেশি ভুল কৰি বলেই আমাব ধাৰণা। আমাব অবশ্য বিজ্ঞান চিন্তাধাৰা অনেকটা সীমিত তবু এব মধ্যেই বিশ্লেষণ কৰাব চেষ্টা কৰি, কোনও দিন সফলকাম হতে পাৰিনি। মানুষকে বোঝাবাব চেষ্টা কৰি এসব এক ধবনেৰ বোগ কিন্তু কী বোগ তাৰ কোন সফল ব্যাখ্যা দিতে পাৰি না কাবণ আমি নিজেও জানিনা ব্যাপাৰটা আসলে কী ?

একটা ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি, কয়েকদিন আগে আমাবই এক বন্ধুব বোন, বয়স ৯/১০ বছৰ, হঠাৎ শুনলাম তাৰ নজব লেগেছে। গ্রামেৰ লোকেৰ কথায ডাইনি লেগেছে। তডিঘডি কৰে ছুটলাম, আমাব বাডিৰ ৩০০ গজেৰ মধ্যে তাৰ বাড়ি। গিয়ে দেখি মেঘটি মুখ ঢেকে হাত-পা ঝুঁডছে কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে। মুখ থেকে হাত সবিয়ে দেবাব চেষ্টা কবলাম তখন তিন জন সমর্থ পুৰুষ হিমসিম খেয়ে গেলাম তাকে সামলাতে। এবাব গ্রামেৰ প্ৰথামত আতা পাতা বিছানায় দিলাম। তখন সেকি ছটফটানি সামলে বাখা দায। ছেড়ে দিলাম, সবিস্ময়ে দেখলাম সমস্ত পাতাগুলো ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তাৰ যেন স্বস্তি নেই। সবাই একমত হলেন যে ওকে ডাইনি ভব কৰেছে ওঝা ডাক্তাৰ ব্যবস্থা কৰা হলো। অবশ্য আমবা মানে আমি এবং আমাব বন্ধু যাবপৰনাই চেষ্টা কবলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ওঝা এসে মন্ত্ৰ পড়ে ধূনোৰ এ বামব (‘একটি পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে সেই শিখাৰ উপৰ দিয়ে ধূনোৰ ঠাণ্ডোৰ ঝাঙটা মাৰা’ এতে অনেক সময় বোগিণীৰ চামড়া পূবে যায় চুল পুড়ে যায়) মাৰতেই সে চিৎকাব কৰে উঠলো ‘ছেড়ে দে আমি যাবো’। বলেই বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দৌড় লাগাল এবং একটি বাড়িৰ দৰজাব সামনে পড়ে গেলো। সেই বাড়িৰ একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্ৰীলোক ‘ডাইনি’ বলে পৰিচিত। এব কোন বৈজ্ঞানিক কাবণ আমি খুঁজে পাইনি।

আব একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ না কবে পাবছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো আজ থেকে একবছর আগে, আমাব মায়েব ক্ষেত্রে, সবেমাত্র টাইফয়েড ছেড়ে পথ্য কবেছেন, দেহ বেশ দুর্বল হাঁটা চলা কবেন খুব কম। ঘবেব পাশাপাশি সকাল বিকাল একটু বেডান। বয়স পঞ্চাশেব কোঠায়। সেদিনটা ছিল শনিবাব স্কুল থেকে ফিবে মাকে ওষুধ খাওয়ানোব জন্য গিয়েছি। হাত ঘডিতে তখন বেলা তিনটে। দেখি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা শুয়ে আছেন আব বিডবিড কবে কী খেল বলছেন। আমি ডাকলাম, ‘মা ওষুধ খাবে ওঠ’ কোন সাদা নেই, বিডবিড কবে কী বলছেন শুনতে চেষ্টা কবলাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পাবলাম না। গায়ে হাত দিয়ে একটু জোবেব সঙ্গে ডাকলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁঝেব সঙ্গে উত্তর ‘কে তোব মা’। আমি আবাব বললাম ‘মা আমি গঙ্গাধৰ’। ‘দুব শালা দিদি বলতে পাবিস না? আমি তোব মা নই, আমি তোব দিদি।’ ভয়ে বিস্ময়ে আমাব মুখ দিয়ে কথা বেবোল না, প্রথমে ভাবলাম মা কি পাগল হয়ে গেলেন? পথ্য কবাব পব থেকে যিনি কথা বলতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি এত জোবে কথা বললেন কী ভাবে। হাত ধবে ওঠাবাব চেষ্টা কবলাম কিন্তু এত জোবে বটকা দিলেন আমি খাট থেকে নিচে নেমে এলাম। অবাক হলাম। যিনি হাঁটতে পাবেন না এত জোবে শেলেন কোথা থেকে। এবাব আমাব ধৈর্যেব বাঁধ ভাঙলো, মন সন্দিহান হয়ে উঠলো। বাড়িব অন্যান্য লোকদেব খবব দিলাম। তাঁবাব এসে বিভিন্ন প্রশ্ন কবলেন একই ধবনেব উত্তর। যেমন কাকা এসে বৌদি ডাকতেই বলে উঠলেন ‘দুব বেহায়া আমি তোব কাকী হই, লজ্জাব মাথা খেয়েছিস।’ সবাব মনে সংশয় ঘনীভূত হল। এত কাণ্ডেব মধ্যেও কিন্তু মুখ থেকে কাপড় একটুও সবাননি, বিডবিড কবা অব্যাহত আছে। বাড়িব ও আশেপাশেব প্রবীণ-প্রবীণাবা আতা পাতা এনে বিছানায় দিলেন আব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাতাগুলি ক্ষিপ্তভাবে সহিত উনি বিছানাব নিচে ফেলে দিলেন। অতঃপৰ্ব ওঝা এলো, মন্ত্ৰ পডলো। মা খাট থেকে নেমে বাইবে গেলেন এবং একটি ঘবেব দবজাব পাশে ধীবে ধীবে শুয়ে পডলেন। আমবা সবাই ধবাধৰি কবে খাটে এনে শুইয়ে দিলাম। প্রচণ্ড ঘাম হলো আব তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ আগেও হাঁব শক্তি আমাদেব পবাভূত কবেছিলো তিনি এখন জ্ঞানহীন, সাবা মুখে ক্লাস্তিব ছাপ স্পষ্ট। সকলেব সমবেত প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণেই জ্ঞান ফিবলো। দুচোখ বড বড কবে আমাদেব দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন মনে হলো অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা আগন্তুকদেব দেখছেন।

ভূতে পাওয়া নিয়ে আগে যে বিস্তৃত আলোচনা কবেছি, সে আলোচনাব আলোকে আপনাদেব নিশ্চয়ই বুঝতে সামান্যতমও অসুবিধে হচ্ছে না যে তিনটি ক্ষেত্রেই মহিলা তিনজনই মানসিক বোগেব শিকাব হয়েছিলেন। এই মানসিক বোগ বিষয়ে ধাবণা না থাকলে মনে হতেই পাবে, ‘ভূতে ভব’ বা ‘ডাইনি পাওয়া’ বিষয়গুলোব পিছনে কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই বলে যে সব ইলেকট্রনিক্স যুগেব মানুষ বিষয়টা এক ঝুয়ে উডিয়ে দেওয়াব চেষ্টা কবেছেন, তাঁবা ভুল কবেছেন।

এও ঠিক, আমবা সাধাবণ মানুষেব কাছে এই বিষয়ে বিজ্ঞানসন্মত ধাবণা অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য তুলে দিতে পাবিনি। কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে

যতটুকু কাজ কবেছেন, প্রয়োজনেব তুলনায় তা এতই অপ্রতুল যে মানুষেব মনেব ‘ভূত-প্রেত-ডাইনি’ মন ছেড়ে নির্বাসনে যাযনি । এই বিষয়ে সাধাৰণ মানুষকে সচেতন কৰাব, জ্ঞানান ও বোঝানোব দায়িত্ব কিন্তু বৰ্তায় প্রধানত বিজ্ঞান আন্দোলনকৰ্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলনকৰ্মী, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সবকাৰী প্রশাসনেব ।

সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস

সাঁওতাল সমাজে ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে বিশ্বাস সমুদ্র-গভীৰ । এই সমাজেব যাঁবা শিক্ষাব আলোকপ্রাপ্ত তাঁদেবও সংখ্যাগৰিষ্ঠদেব মধ্যেও ডাইনিদেব অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিষয়ে বিশ্বাস গভীৰ । একই সঙ্গে তাঁবা জানগুৰুদেব অলৌকিক ক্ষমতায় ও তাঁদেব ডাইনি ঋজে বেব কৰাব ক্ষমতায় আস্থাশীল ।

যাঁবা ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদেব অনেকেই এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত বাস্তবিকই ডাইনি ও জানগুৰুদেব কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে ? কী, নেই ?

সিংবাই মুৰ্মু বাকুডা জেলায় ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে নেমেছেন । সিংবাই মুৰ্মুৰ কথা—

আমাদেব সমাজে এক শ্রেণীব অসাধু ব্যক্তি আছে, আদিবাসী ভাষায় এদেব সানি ও সখা বলে । ভালো কথায জানগুৰু । ইনি ভূত প্রেত ধবতে জানেন এবং কেউ ডাইনি হলে ঠিক বকম বলতে পাবলে কিন্তু ডাইনি ছাড়াতেও পাবে অবশ্য সেই জন্য মোটা টাকা দক্ষিণা হিসেবে দাবি কৰে । এবং ডাইনি কাউকে কবিলে জবিসমানা কৰা হয় বা দিতে হয় । কিন্তু যায দু মুঠো অল্প সময়ে জোটে না, জীবন শেষ হয়ে যায তায পক্ষে মোটা টাকা দেওয়া কি বকম কষ্টকৰ তা সহজেই অনুমেয় । এই ব্যাপাবে আমবা বহু সমাজ সমিতি কৰেছি এবং বহু জায়গায় আমবা আদিবাসীব সমাজে সে আলোচনা কৰেছি কিন্তু তাতেও কোনো পডেনি—বেশিব দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই ডাইনি বাংলাব বিভিন্ন রাজ্য সবকাবেব কাছে আমাদেব বহুবাব তুলে দিয়েছিলাম । কি ভারতবর্ষে সমাজ দিকে নিপুঞ্জকৰ এবং পুলিশদেব হাতেও এই ব্যাপাবে তুলে দিয়েছিল, কিন্তু কোনো ফায়দা হয়নি । সে জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত । আমাব জীবনেব যাত্রাতে এ ধবনেব একটা ঘটনা ঘটেছিল । সেটা হলো বাংলা ১৩৭৫ সাল ১৫ই আশ্বিন । আমাদেব গ্রামে একটি বৃদ্ধা মহিলা মুডি ভাজতে গিয়ে তাঁহাব বাঁ পাটি উনুনেব ভিতৰ চলে যায এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব বাঁ পাত্বেব বাইবেব চামড়া আগুনেব তাপে বালসে যায । জ্বলে যাযাব পৰ স্থানীয় ডাক্তাবেব অভাবে তাঁহাব পৰিবাবেব লোকেবা জঙ্গলেব মধ্যেব শিকড়-বাকডেব ওষুধ বেঁধে সেই যাযেব উপব লাগাল । কিছুদিনেব পৰ দেখা গেল যা-টি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং নতুন চামড়া গজাচ্ছে । কিন্তু দুঃখেব ব্যাপাব সেই বৃদ্ধ মহিলা আব স্থিৰ হতে পাবছেন না, চলা

ফেবাব জন্য অস্থির। কোনো বকমে আব বাখা গেলো না। যেমনি চলাফেরা কবলেন তেমনি তাঁব পায়েব চামড়া ফেটে ঝবঝব কবে বক্ত বেবোতে লাগল। পায়েব অবস্থা আবও মন্দ হয়ে দাঁড়ালো। সেই মহিলাব একটি ছেলে, যে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীৰ শিক্ষক। মায়েব কেটে যাওয়া ঘা দেখে তাব মধ্যে একটা সন্দেহ ফুটে উঠল। আমাব মা আব ভালো হবে না এবং আমাব মাকে ডাইনি আক্রমণ কবেছে। এতো ওষুধ লাগাচ্ছি ভালো হচ্ছে না কেন? তাহলে ডাইনি ছাড়া কোনো কিছু আক্রমণ কবতে পাবে না। কিন্তু এইটুকু শিক্ষক মশাই বুঝতে পাবলেন না, মায়েব ঘা এখনও শুকোযনি চলাফেরা বন্ধ হোক। কিন্তু তা সে কবল না। তিনি সোজা গ্রামেব মোডলকে আবেদন দিলেন, মায়েব ঘাটি ভালো হতে হতে কেন বক্তঝবণা হয়? এতে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

মোডল শিক্ষক মহাশয়েব আবেদন শুনে ঠিক কবল, তাদাতাডি পাডাব লোককে ডেকে এবং মাস্টাব মহাশয়েব ব্যাপাবটাৰ একটা সিদ্ধান্ত নেন। আমবা সবাই মোডলেব নির্দেশ অনুযায়ী সব ব্যাপাবটা হ্যাঁ কবলাম কাবণ তাঁব কথা অমান্য কবা মানে সংসাবে আশুন ফেঁকা। কাজেই মোডলেব আদেশ অনুযায়ী আমবা সবাই পাডাব লোক তেল ও খড়ি দেখব। কি কাবণে মায়েব ঘা ভালো হচ্ছে না। সবাই এক হয়ে একটি ওঝাব কাছে যাওয়া গেল। তিনি আমাব হাতে তুলে দিলেন আমাদেব শিক্ষক মহাশয় এক মুঠো শালপাতা এবং ২৫০ গ্রাম তেল। সেই তেল দিয়া ওঝাবাবু আমাদেব দেবতাকে ধববে। ওঝাবাবু শালপাতায় তিন ফোঁটা সবিষাব তেল দিয়া পানেব মতন মুড়ে নিজেব গায়ে বুলিয়ে বাঁ পায়েব বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে বাখলেন। মিনিট পাঁচ পবেই সেই শালপাতায় নানাবকম ছবি দেখা গেল। এতে আমাদেব কাছে পবিষ্কাব ভাবে দেখিয়ে দিলেন, তোমাদেব সমস্যাটা পুরোপুৰি জানলাম। এটা কোনো পাডাব যোগতী তেল নথ, এটা একটা মালিকেব তেল এবং মালিক পাডাব সহযোগিতা নিয়েছে। সবাই আমবা হাঁ কবি এবং পবিষ্কাব ভাবে ওঝাবাবু দেখিয়ে দেন, ঘবেব পশ্চিম পাশে একটি আধাবয়স্ক মহিলা আছে। সে বিথবা, সেই মায়েব ওপব অত্যাচাব আক্রমণ চালাচ্ছে। পবিষ্কাব আমাদেব মোডল থেকে পাডাব সবাইকে ওঝাবাবু খুশি কবিয়ে দেয কিন্তু আমাব কোনো উপায় ছিল না কাবণ একে সবাব চেয়ে বয়েসে ছোট তাই বলাব কোনো সুযোগ নাই। পবে সবাই আমবা ওঝাবাবুব মতামত শুনে তাঁকে দশটাকা দক্ষিণা দিয়া সবাই আমবা ওঝান থেকে সবে যাই। কিছু কিছুদূৰ আসাব পব আমাদেব মোডলবাবু একটা আদেশ কবেন। কি ব্যাপাব, কতটা সত্য আবও অন্য দুই জায়গাতে দেখা যাক। পবে আমবা একটা আলো নিয়ে আসব।

সেদিন সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া নাই সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমবা অন্য আবও দুই জায়গাতে দেখলাম। ব্যাপাবটি সন্দেহজনক, কিন্তু আমি সন্দেহ কবি না। কাবণ যদি মহিলাটি ডাইনি হতেন—তাঁব সন্তানেব আমাব মত বয়স, এবং সে ছেলে আমাব সঙ্গে যোবাবেব কবেছে, খাওয়া-দাওয়া কবেছে। সবাই আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু উপায় ছিল না। সেদিন আমবা পাডাব লোক গ্রামে ফিবে আসাব পব মোডলবাবু আব একটি আদেশ কবলেন। আমবা যে তিন জায়গাতে তেল খড়ি কবলাম আবও আশপাশে তিনটি গ্রামে দিতে হবে। সবাই আমবা আবও তিনটি গ্রামে তেল খড়ি পৌঁছিয়ে

দিলাম এবং সবাইকে এক দুই দিনের মধ্যে Result চাইলাম যথাক্রমে আমবা একই দিনে সব লোকের তেল খড়ি মিলিয়ে দেখলাম ঐ পশ্চিম পাশের মহিলাটি ডাইনি বলে, আমাদের তেল খড়িতে বেবিযেছে আব কোনো কথা নাই—সবাই গেলাম ওঝাবাবুব কাছে। দিন ঠিক কবা হোলো এবং মোডলবাবুর আদেশ অনুযায়ী আমবা সবাই সখা বাবুব কাছে যাবাব জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু যাবাব আগে মোডলবাবু একটি কথা ঘোষণা করেন যেন আমবা সবাই সখাবাবুব কাছে যাব। যাবাব আগে আমি একটা কথা ঘোষণা কবছি—“আমাদের মধ্যে কেউ যদি ডাইনি হয়, তাকে জব্বিমানা হিসেবে ৩০০ টাকা দিতে হবে নইলে পাঁচ বিঘা জমি আমবা দখল কবে নেব”। আমাব কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে অমত। আমাব সন্দেহ একান্ত বৃথা। মোডলের আদেশ অনুযায়ী সকাল ১০টাের সময় সখাবাবু মন্দির মুখে জগ্ন কবছিল। আমাদের দলবল দেখে সখাবাবু হাসিমুখ কবে কিন্তু আমাব মুখ শুকনো। আমবা সবাই সখাবাবুব চরণ ধুলো মাথায় নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষক মহাশয় ২৫০ গ্রাম সবিষাব তেল সখাবাবুব হাতে তুলে দিলেন। সখাবাবু নিজের দেবতাকে তাঁর ভাষায় কিছু বলিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ফলাফল জানালেন। “তোমাদের তেলের ভিতর দোষ আছে। যদি তোমরা তেল পবিত্ত্বাব কবতে চাও তাহলে আমাব দক্ষিণা হিসেবে ৩,০০০ টাকা আমাব মন্দিরে বাখ এবং আমি তোমাদের সব কিছু পবিত্ত্বাব কবে দেব। কোনো চিন্তা নাই” কিছুক্ষণ পর সখাবাবু বললেন, “যবে একটি বিপদ কিছুদিন আগে হয়েছে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু কবেছ এতে ঠিক হয়নি। যাক ঠিক হয়ে যাবে।” আমবা চাঁদা কবে ৩,০০০ টাকা দক্ষিণা হিসেবে মন্দিরে বাখলাম এবং সখাবাবুব কথা অনুযায়ী মাকে কিছুদিন চলাফেরা বন্ধ কবা হোলো। একটা ওষুধ দিলেন, দিনে দুবার লাগানোর জন্য—মা কালীকে স্মরণ কবে। সাবাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই। ভালোভাবে ভুঁড়িটি ভরে দিলেন। আমাব কবাব কিছুই ছিল না। পবে বুঝলাম সব। কিছুদিন পবে বন্ধা ভালো হয়ে যান।

ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনের শবিক এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ গুরুচরণ মুরম্ব কথায় “সান্তাডেব (সান্তালদেব) পুৱাতন বৃদ্ধ কথায়” (সাঁওতালি ভাষায়—“হু কবেন মাৱে হাপডামক বেয়াও কথা”) আছে কিভাবে একজন জ্ঞানী ‘জানগুরু’ তাঁর অদ্ভুত সব ক্ষমতাব পবিচয় দিতেন। জানগুরু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাব সাহায্যে বলে দিতে পাবতেন বোগীব নাম, বোগীব আত্মীয়-স্বজনদের নাম। বোগিগী বিবাহিতা হলে তাঁর স্বামীৰ স্বশ্বব-শাশুড়ীৰ নাম পর্যন্ত বলে দিতে পাবতেন। অথচ বোগী বা বোগিগী হয় তো দুব গ্রামেব বাসিন্দা, বলতে পাবতেন, বোগেব কাবণ অপদেবতা না ডাইনি। অপদেবতা বা ডাইনিৰ হাত থেকে উদ্ধাব পাওযাব উপায়ও বলে দিত পাবতেন।

গুরুচরণেব কথা মত, “তখনকাব জানদেব (জানগুরুদেব) বিশ্বাস কবানোব মত কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তবে কি ডাইনিও ছিল ? উত্তব দেওয়া কঠিন। তবে কোন লোকেব যদি অলৌকিক ক্ষমতায় ভাল কবাব শক্তি থাকে তাহলে অলৌকিক ক্ষমতায় মন্দ কবাব শক্তিকে অস্বীকাব কবা অযৌক্তিক। একজনেব অলৌকিক শুভ শক্তিকে স্বীকাব করলে অন্য আব একজনেব অলৌকিক অশুভ শক্তিকেও স্বীকাব

কবতে হয়। তত্ত্ব সাধনাব গভীবতায় না গিয়েও বলা যায় ঘটকর্মের স্তম্ভন, বিদ্বের, উচাটন-মাবণের কথাও অনৈতিকহাসিক নয়।”

সুখেন সাতবা ডাইনি প্রথাব বিবোধী। তাঁব খাবণায়, এইসব ডাইনিব মত মধ্যযুগীয় প্রথাগুলো তাঁদের সমাজে আবও বছদিন প্রচলিত থাকবে। থাকবে না কেন, যে সমাজেব তিন ভাগ মানুষ দাবিদ্র্য সীমাব নিচে আব অশিক্ষা-কুশিক্ষাব মধ্যে বাস কবে সেই সমাজ থেকে এই অন্ধ সংস্কারেব জগদদল পাথবকে ঠেলে সবাবাব মত মহাজন কোথায়?

এইসবই সুখেনেব কথা। আবাব এই সুখেনই বলেন, “বোগীবই অর্ধেক বোগ সেবে যায়। এই বকম ভাবে কারো পেটে সাবা হলে পেট ভুটভাট কবলে পাডায় পাডায় বুড়ো-বুড়িদেব নুনপড়া দিতে দেখেছি। অর্থাৎ খানিকটা নুন নিয়ে মস্ত পড়ে দেয়, সোঁটা জল দিয়ে তিন দিন খেতে হয়। এক্ষেত্রে আমবা দেখেছি পেটে বায়ু জমা বোগীব পক্ষে নুন জল খুব উপকাবি। সেইরকম ভাবে শবীব কোথাও মোচড লোগে গেলে তেলপডাব বিধান। অর্থাৎ, মস্তপূত সবষেব তেল দিয়ে মালিশ। এক্ষেত্রে ঐ বোগীব সবষেব মালিশটাই কাজ করে। আবাব শোয়াব দোষে ঘাড়ে ব্যথা লাগলে বোতলে কবে গবম জল ভবে ঘাড়ে তাপ দিতে দিতে মস্ত পডতে দেখিছি। ঐ তাপটাই ঘাড়ের ব্যথা উপশমেব কাজ কবে এখানে।

এমনি আরো বছবকম বোগেব বছবকম ঝাড়ফুক তুকতাকেব ব্যাপাব আছে যেগুলোব সঙ্গে আবাব কোনবকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই মেলে না। যেমন কাউকে সাপে কাটলে আমি গাঁ-গঞ্জেব বহু বোজাকে দেখেছি কেবল মস্ত ঝাড়ফুক কবেই তাব বিষ নামিয়ে দেয়। সে বিষধব সাপ হলেও। এইতো কিছুদিন আগে আমাব মাকে বাক্রিবেলা চন্দুবে বোবা কামড়ে দিল। বিষেব জ্বালায় মায়েব শবীব অবশ হয়ে আসতে লাগল, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলেন। এইবকম একটি বোগীকে আমাদেবই পাডাব একটি বউ কি একটা গাছেব শিকড দিয়ে (ওবা নাম বলতে চায় না) হাত চেলে আব ঝাড়ফুক দিয়ে মাত্র ঘটাদুয়েকেব মধ্যে সাবিযে তুললো। আমাকে অসংখ্যাব নানা ধবনেব সাপে কেটেছে। কিন্তু আমি কখনো হাসপাতালে যাইনি ঐ ঝাড়ফুকেতেই ভাল হয়েছি।

আবাব সাপে কাটা বোগীকে থালা পড়া, সবা পড়া দিয়েও ভাল কবতে দেখেছি। তেমন বোজাও আমাদেব গাঁয়ে এখনো আছে। পিতলেব থালায় মস্ত পড়ে বোগীর পিঠেব ওপব হুঁড়ে দেয়। সেই থালা চুষুকেব মত বোগীব পিঠের ওপব টেনে ধবে। যতক্ষণ না বিষ নামে থালা ছাড়তে চায় না। সরা পড়াটা আবাব আরো আশ্চর্যেব ব্যাপাব। বোজা একটা মাটিব সবায় মস্ত পড়ে দিয়ে বোগীকে ঝাড়ফুক কবতে থাকে। এবাব যতক্ষণ না বোগীব দেহ থেকে বিষ নামবে ততক্ষণ ঐ সবা আছাড় মেবেও কেউ ভাঙতে পাববে না। তবে কোন সাপে কাটা বোগীকে যদি কোন ডাইনি ভেড়ে দেয় তাহলে কোন বোজাব বাপেব সাধি নেই বিষ নামায়। এইজন্য কাউকে সাপে কাটলে সে কথা বোজাব কাছে ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ কবতে নেই। বলা যায় না কাব পেটে কি আছে, যদি ভেড়ে দেয় তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ডাইনিকে তো আব আলাদা কবে চেনা যায় না। আমাদেব মতই মানুষ সে। সুতবাং চেনা দায়। আমাদেব,

পাডাতেও তো এমনি এক ডাইনি বুড়ি আছে। গরুর বাচ্চা হলে এবং বাঁটের দুধ শুকিয়ে দেয় মস্ত্র দিয়ে। সদ্য-প্রসূতি মায়েদের এমন মাখ ভেঙে দেবে ছেলে আব মাই খাবে না। মাইযেতে যন্ত্রণা হবে। তখন আবার বোজাব কাছে যাও, সে জলপড়া দিয়ে ঝাড়ফুক দিয়ে তবে ভাল কববে। সঙ্গে সঙ্গে তাবা মাদুলিও দিয়ে দেয় পাঁচসিকে আড়াই টাকা দাম মূল্য নিয়ে, যাতে ঐ ডাইনিতে পুনর্বাব আব মাই না ভাডতে পারে। গরুর গলাতে জিওলের বোল বেঁধে দিলেও ডাইনিবা আব ভাডতে পারে না। আবার কাবো গায়ে ঘা-ছি হলেও বন্ধে নেই। অমনি ডাইনিবা পাকা আমের মত গন্ধ পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেয় তাবা। তখন সেই ঘা আব মোটে সাবতে চায় না।

তবে ডাইনীদেরও জন্ম কবাব বাস্তা আছে। নিজেব পাখানা নিয়ে ওকে খাইয়ে দাও, ব্যাস্, ডাইনি তাব মস্ত্র ভুলে যাবে। এমনি একবার এক ঘটনা ঘটেছিল—এক বৌয়ের শাশুড়ী ডাইনি ছিল। তা বৌয়ের পায়ে হোঁচট লেগে খানিকটা কেটে গেছিল। অমনি ডাইনি তা থেকে পাকা আমের গন্ধ পেল। সে আব লোড সামলাতে পারল না। নিজেব বৌকেই ভেঙে দিল। তা বউতো ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে সাবা। কত পয়সা খচ হতে লাগল, কত ওষুধ খেল কিন্তু সেই ঘা আব ভাল হতে চায় না। হবে কী কবে, যবেতেই যাব ডাইনি। ববং দিনে দিনে তাব ঘা আবো বাডতে লাগল। বউতো মহাচিন্তায় পডল। সোখামীকে বললে বলে—তোমাব জন্যে কি আমি মাকে দূব কবে শেব।

চিন্তায় চিন্তায় বউতো শুকোয়। তখন গায়েব এক তিন মাথা বুড়ি তাকে পবামর্শ দিল। বলে,—ওলা বউ, তুই ববং এক কাজ কব, তোব শাউড়ীকে ডালের সঙ্গে গু খাইয়ে দে, দেখবি ও ওব ডাইনি মস্ত্র ভুলে যাবে। নিকপায় বউ তাই কবল। ডাইনিও তাব মস্ত্র ভুলে গিয়ে দিনে দিনে কণ্ঠ হয়ে একদিন মবে গেল। সেজন্য অবশ্য বউ ডাক ছেড়ে খুব কেঁদেছিল। কাবণ শাউড়ী ডাইনি হলেও তাব মবণতো সে চায়নি।

ধীবেন্দ্রনাথ বান্ধে ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁব “আদিবাসী সমাজেব সংস্কাব ও কুসংস্কাব” লেখাটিতে এক জায়গায় বলছেন, “এটাকে (ডাইনি প্রথাকে) কুসংস্কাব কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না কেন, ভাবতবর্ষেব প্রায় সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকাবক বিদ্যাব চর্চা দেখা যায়। যদিও সকলেই জানে এব প্রয়োগ অসামাজিক তবুও তাবা এব মোহমুক্ত হতে পারেনি। আদিবাসী সমাজেব কাছে এটা নিদাকণ অভিশাপ।

অর্থাৎ শ্রীবাস্কেব ধাবণায়—ডাইনিব মত একটা ক্ষতিকাবক বিদ্যাব-চর্চা চলছে। ক্ষতিকাবক মানে ? ডাইনি বিদ্যাব সাহায্যে, ডাইনি ক্ষমতাব সাহায্যে মানুষেব ক্ষতি কবা সম্ভব ? অর্থাৎ ডাইনীদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে ?

শ্রীবাস্কে আবও বলছেন, “অনেক আদিবাসী সমাজেব বিশ্বাস, ভুত-তাক ও ইন্ডজাল (black magic) বিদ্যায় মেয়েবাই পাবদর্শী হয়। স্বাভাবিক কাবণেই তাবা দুর্বল। সমাজে নানা কাজে পবিত্রতা বন্ধাব জন্য তাদেব অনেক কিছু স্পর্শ কবতে দেওয়া হয় না। বিশেষ কবে ঋতুবতী নাবীব সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কাব পৃথিবীব সব সমাজেই প্রচলিত আছে। এই অবহেলাব জন্য অনেকে ক্রুদ্ধ হয় আব প্রতিহিংসাপবায়ণ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এ বিদ্যা আয়ত্ত কবে থাকে।”

বাস্তবিকই কী ‘ডাইনি-বিদ্যা’র অস্তিত্ব আছে ? ডাইনি-বিদ্যায় অন্যের মধ্যে রোগ সংক্রামিত করা যায় ? উচাঁটল-মানব মস্তিষ্কে যে কোনও প্রাণীর মৃত্যু ঘটান সম্ভব ?

শ্রী বাস্কেব প্রগতিশীল সংগ্রামী মন অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও বলে, “এ সব মেয়েবা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ক্ষতি করে এবং তাবা মনে করে যে অন্যের ক্ষতি করার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদের আছে। এ ক্ষতি হয়তো কোন অলৌকিক উপায়ে ঘটে না, কৌশলে কার্যকারণের যোগসাজেসেই এ সব হয়তো ঘটিয়ে থাকে।”

শ্রীবাস্কেব মনেই সংশয় থেকে গেছে—হয়তো ডাইনিবা অলৌকিক উপায়ে ক্ষতি সাধন করেন না। অর্থাৎ ডাইনিবা হয়তো অলৌকিক উপায়েই ক্ষতি সাধন করে। শ্রীবাস্কেব মনেই যদি ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে কী নেই—এই বিষয়ে সংশয় থাকে তাহলে সাধারণ সাঁওতাল সমাজের মানুষের ডাইনিদের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক।

শ্রীবাস্কে ডাইনি প্রথাব বিকল্পে কতকগুলো উপায় উল্লেখ করেছিলেন। তাব মধ্যে ডাইনি বিদ্যাব অপকাবিতা সম্পর্কে নাটক মঞ্চস্থ ও তথ্যচিত্র তোলাব কথা ছিল। কিন্তু ডাইনি বিদ্যা বলে বিদ্যাই যেখানে কল্পনা মাত্র, সেখানে ডাইনি বিদ্যাব পক্ষে বা বিপক্ষে বলাব প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাস্তব সত্যকে সাধাবণের সামনে তুলে ধরা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং আদিবাসী সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য সহজ-সবল



নদীয়া জেলার জনৈক জানশুক

যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে—ডাইনি বিদ্যা বলে কোনও বিদ্যার অস্তিত্বই নেই। জানগুরু, সখা বা ওঝাদেবও নেই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা।

ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হাঁদেব কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তাঁদের প্রত্যেকেব প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় আমি শ্রদ্ধাবনত। শুধু এটুকু মনে হয়েছে—তাঁদের আন্তরিকতাব সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে দৃষ্টিব স্বচ্ছতা যুক্ত হলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

ডাইনি প্রথা বিবোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে পত্রিকা ও প্রচাবপত্র মাৰফৎ দাবি জানিয়েছেন সাবদাপ্রসাদ কিসকু, সভাপতি, ‘সাঁওতাল সাহিত্য পৰিষদ’, মহাদেব হাঁসদা, সম্পাদক, ‘তেতবে’ মাসিক পত্রিকা, কলেব্রনাথ মান্দি, সম্পাদক, ‘সিলি’ দ্বিমাসিক পত্রিকা, গুৰুদাস মুৰ্মু, সম্পাদক, ‘খেবওয়াল জাবপা’, বালিশ্বব সবেন, সম্পাদক, ‘জিবহিবি’।

দাবি-পত্রে তাঁরা জানিয়েছিলেন, “ভগু জানগুরুদেব কথায় বিশ্বাস কবে কত যে অপবাহ, অন্যায়, অবিচাব সংগঠিত হচ্ছে, তা বলে শেষ কবা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাইনি প্রথা একটা অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এব কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নাই-ই, পৰোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপকাৰ পাবাব প্রশ্নও নেই। এব মূল সমাজেব এত ভিতবে প্রবেশ কবেছে যে, এক্ষুণি এব অবসান ঘটানো সাধাবণেব ক্ষমতাব অতীত। স্বাধীনতা প্রাপ্তিব দীর্ঘদিন পৰেও ভাবতেব মত একটা কল্যাণ বাষ্ট্ৰেব এ ধবনেব কু-প্রথাব অস্তিত্ব বিশ্বয়জনক।

এই কুপ্রথার উচ্ছেদকল্পে

সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত

ভগু জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন,

তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে।

আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের

সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনি

প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য

অনুরোধ জানাচ্ছি।”

যুগ যুগ ধবে যে বিশ্বাস আদিবাসীদের স্বাস-প্রস্থাসে মিশে বয়েছে তা কয়েকজনের যুক্তি প্রচেষ্টায় বা কয়েকটি স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থাব চেষ্টায় (সে চেষ্টা যতই আন্তরিক ও গ্যাপক হোক না কেন) নিমেষে যাবাব নয়। এ জন্য আবও বেশি কবে সমাজসচেতন মানুষ ও সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে সবকাবী প্রশাদনকে। দীর্ঘকালীন পবিকল্পনাব মধ্য দিয়ে বহুজনেব চেষ্টাতেই সম্ভব এই অবস্থা থেকে উত্তরণ। কিন্তু বহুজন কবে এগিয়ে আসবে এ আশায় বসে না থেকে আমাদের কাজ

কবতে হবে। আমাব কথায় কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে। বহু আদিবাসীবাও এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন কিছু প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমিতিও সীমিত ক্ষমতায় আদিবাসীদের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত কবতে কাজ কবছে বিভিন্ন ভাবে। সাবাও পাচ্ছি বিপুলভাবে।

আমবা হাজিৰ হচ্ছি একটু নতুন ভাবে। আমাদের সমিতি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিৰোনামে অনুষ্ঠান কবতে বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে প্রতিনিয়ত যাচ্ছে, তাব মধ্যে আদিবাসীপল্লীও পড়ে। যখন যাই তাব বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্থানীয় বিশাল অঞ্চল জুড়ে যত জানগুৰ, সখা, সংসখা, দিখলী, ওবা (সচবাচব সাঁওতাল সমাজ যাদের 'জানগুৰ' বলে বিভিন্ন আদিবাসী-অধ্যুষিত জেলায় তাবাই এ সব নামে পৰিচিত) ও অবতাবদেব বিষয়ে খবৰ নিই—তাবা কি কি ধবনেব অলৌকিক ক্ষমতাব (১) অধিকাৰী। অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যাপক প্রচাব চালান হয়। ফলে আশ-পাশেব গাঁয়েব মানুষ নানা অলৌকিক ঘটনা দেখাব উৎসাহে হাজিৰ হন। স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতাবানদেব এতদিন ধবে ঘটানো ঘটনাগুলোই আমাদের সমিতিব সভ্যবা অনুষ্ঠানে ঘটিয়ে দেখাচ্ছেন। ঘটনাগুলো দেখাব পৰ বোঝাচ্ছেন—এগুলো কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়, কৌশলে ঘটচ্ছি। আপনাবাও যে কেউ চেষ্টা কবলেই এমনটা ঘটতে পাববেন, তাবপৰ দৰ্শকদেব দিয়েও ঘটনাগুলো ঘটানো হতে থাকে। উৎসাহী গ্রামবাসীবা ছডমুড কবে এগিয়ে আসতে থাকেন। এবং অদ্ভুত সব ঘটনা হাতে-কলমে কবাব কৌতূহলে, আনন্দে, এতদিনেব দেখা জানগুৰদেব ঘটানো ঘটনাগুলো যে ঔঁবাও ঘটতে পাবেন, এই প্রত্যয় বহুব মধ্যে সংক্ৰামিত হয়। আমবা ঘোষণা কৰি—আপনাবা তো কৌশলগুলো জেনে গেলেন, এবাব জানগুৰদেব এইসব কৌশল গ্রহণেব সুযোগ বন্ধ কবে দিন, দেখতে পাবেন ওদেব সব জাবিজুবি বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলো ঘটানোব কৌশলগুলো আপনাবা জানতেন না, ওবা জানতো। সেই কৌশল দিয়ে এতদিন আপনাদেব ঠকিয়ে টাকা পয়সা বোজগাব কবেছে, টোটকা ওষুধে অসুখ সাবাতে না পাবলে নিজেব দোষ ঢাকতে আপনাদেবই কাবো পৰিবাবেব নিবীহ মেয়েদেব ডাইনি বলে ঘোষণা কবেছে। ওবা যা কবে সব কৌশলেই কবে, অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

আবো একটা কাজও আমবা কৰি। অনুষ্ঠানেব কয়েকদিন আগেই অনুষ্ঠানেব উদ্যোক্তাবা প্রকাশ্যে এবং ব্যাপক প্রচাব চালিয়েই স্থানীয় অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাবদেব অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণেব জন্য সবাসবি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসেন। চ্যালেঞ্জেব জবাবে কেউ হাজিৰ হলে তাঁবা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই পৰাজিত হন। হাজিৰ না হলে গ্রামবাসীদের উপৰ তাঁদেব প্রভাব প্রচণ্ড কমে যায়। ওবা, জানগুৰ, সখাজাতীয় অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাবদেব বুজককি বন্ধ হলে ডাইনি চিহ্নিত কবাব কাজও বন্ধ হয়, কাবণ এবাই ডাইনি চিহ্নিত কবেন। অবশ্য এবই পাশাপাশি আবো বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ কবাব আশু প্রযোজন বয়েছে। আমবা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় কিছু কিছু পর্যায়ে কাজও কবছি।

বিভিন্ন জানগুৰদেব ক্ষমতাব কৌশল নিয়ে পবে আলোচনা কবব। এবং এই অবস্থা থেকে উত্তোবণেব জন্য আপাতত কী কী কবা যেতে পাবে সে প্রসঙ্গেও আসব। কিন্তু

তাব আগে 'ডাইনি' নিয়ে আবও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায যাওযাব প্রয়োজন অনুভব কবছি। সমস্যাটিব বিষয়ে মোটামুটি ধারণা না দিযেই সমাধানব বিষয়ে কিছু বলতে যাওযাটা বোধহয় সমীচীন হবে না।

বাঁকুড়া জেলা হান্ডবুক, ১৯৫১, থেকে

ডাইনি

ডাইনি হলো আমাদের 'হডহপনেব' (সাঁওতালদেব) মন্ত জ্বালা। ডাইনিব জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে। কুটুম্বদেব দুযাব বন্ধ হচ্ছে। বাপে-ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবোধ হচ্ছে। ডাইনি না থাকলে আমাদের অনেক সুখ থাকতো। সাহাব লোকেবা সবই ভাল বিচাব কবেছেন যতদূব জানা যায়। কিন্তু ডাইনি সম্বন্ধে কি কবে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই আমবা পাবি না। ডাইনিবা আমাদের খায়। আমবা ধবে একটু হুড়ুম হুড়ুম কবলে, উল্টো আবও হাকিমবা হাজতে দিচ্ছেন, মহা জ্বালায পড়েছি, কি ক'বলে আমাদের ভাল হবে, দিশেহাবা হ'য়ে গেছি। হাকিমদেব বুঝালেও তাঁবা বিশ্বাস কবেন না। বলেন, কৈ দেখি আমাব আঙ্গুল খাক, তবে তো বিশ্বাস ক'বব, ডাইনি আছে বল—তাবপব তোমাকে কবেদ ক'বে বসল। খাপবি ছুবি নিয়ে ত ডাইনিবা খাচ্ছে না, বিদ্যাব জোবে পবপাবে পাঠিয়ে দেয। কি আব একেবাবে সোজা। আগে মাঝি, পাবানি কবা দমন কবছিলেন, আব ভাল না হ'লে, পাঁচ জনে মিলে বে-আবক কবে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে ছিল, আজকাল হাকিমদেবই বশ ক'বে শেষ ক'বল। সেইজন্য সব পুকষেই ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

পুকষ মানুষেব কথা আব চলছে না, এখনকাব যুগে মেয়েবাই বাঁজা হয়ে গেছে। একটু বেশী কিছু বলেছ কি টক ক'বে মুখে পুবেছে, সেই ভয়ে চুপ ক'বে থাকে। ডাইনিবা বাত্রে জমা হয়, কোন বনে কি মাঠে। যাবাব সময় ঠুটো ঝাঁটা কি কোন কিছু পুকষেব কাছে বেখে যায়, আব তাবা মনে কবে, ঘবেব মানুষ আমাব আছেই, কেবল ধাঁধাতে ঐ ঝাঁটাকে নিজেব লোকেব মত দেখে তা না হ'লে ওবা দেবতাব কাছে বিয়ে হবাব জন্য চলে গেছে। জানেন, হেঁটে ওবা যায় না, কোনো গাছে চড়ে বিদ্যাব জোবে হাওযাব মত যায়। দেবতাদেব আখডায় নেমে, দেবতাদেব সঙ্গে নাচে, সিংহদেব ডাকে। চুল আঁচড়িয়ে দেয, চুমা খায়, তাবপব দেবতাদেব কাবু ক'বে দিবি দেয, যেন কোন বকমে খড়ি দেখাব সময় না উঠে। এইসব কবে মুবগী ডাকেব সময় ঘবে ফিবে আসে

ডাইনীবা অনেক শিষ্য কবে। ছোট ছেলেমেয়েদেবও ভুলায তাবা মবে গেলে বীজ যেন থাকে। প্রদীপ নিয়ে বাত্রে ঘুবে লোকেব বাড়িতে ঢুকে শিষ্য কবাব জন্য মেয়েদেব ভূলে আব তাবা স্বীকাব না কবলে বলে না শিখলে তুমি মাবা যাবে, তা না হলে সিংহে খাবে। সেইজন্য ওবা ভয়ে ভাড়াতাডি শিখে। চেলাদেব জাগিয়ে ডাইনীবা ঝাঁটা পবে, আব ভাঙা কুলা কাঁখে নিয়ে জাহেবে যায় প্রদীপ নিয়ে। সেখানে মুবগী পূজা কবে আব

খিচুড়ি পিঠা তৈরি করে খায়। চেলাদের সিংহেব চুল ঝাঁচডান কবায়, আব তাবা ভয়ে স্বীকাৰ না কবলে বলে কিছুই কববে না, বোন। ভয় কবো না, তাবপবে মস্ত্ৰ আব মাডনি গান শিখিয়ে দেয়, তাবপব দীক্ষা দিবাৰ জন্য বলে যাও বোন, বাবাকে তোমাৰ বডদাদাকে খাও ॥ স্বীকাৰ না কবলে জ্বৰ হওয়ায়, কিংবা পাগলী কবে দেয়। ‘কাটকম চাবেচ’ (একবকমেব ঘাস) এব দ্বাবা কলিজা খুঁটে বাব কবে, আব সেটা সিদ্ধ কবে প্রথমে চেলাদেরই আগে খাওয়ায়। সেইদিন থেকে ঐ চেলাদের সমস্ত দয়া-মায়া শেষ হবে, বেগে গেলে ছেলে কি বাবা ভাইদেবও খাবে, আব নিজেদের স্বামীদেরও মায়া কবে না, খেয়েও ফেলে।

প্রবাদ আছে যে, পূৰ্বকালে দুটি ছোকবাকে মাদল বাজাবাব জন্য ডাইনীবা বোজ তুলে নিয়ে যেত। একদিন একটি ছোকবাব কলিজা ডাইনীবা বাব কবে নিয়ে গেল, আব এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, চাল, নুন, হলুদ, হাঁড়ি, খলা তাদের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে গেল জাহেব। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজা সিদ্ধ কবে, সেই ছোকবা দুজনকেও বকবা দিল খাবাব জন্য। কিন্তু ওবা খেল না, কোঁচড়ে লুকিয়ে বাখল, শুধু হাঁড়িঘাটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ক্লাস্ত হয়ে ঘবে ফিৰে এল। পৰদিন সকাল ইতেই কলিজা বাব কবা ছোকবা মূৰ্ছা গেল। যে সব লোকে দিশেহাবা হোলো, বলতে লাগল : শেষ হয়ে গেল ? ঐ ছোকবাদের মায়া হ’ল। সেইজন্য বলল যাও অমুক অমুক মেয়েদের ধব তাহ’লে মানুষটি ভালো হবে। তাবপব মাঝিৰ বৌ ইত্যাদি ভাল ভাল লোককে ধবে নিয়ে এল ওদের কথা মত। ওবা এসে স্বীকাৰ কবতে চায় না, গালাগালি দিতেই চাইছে আব তাদের স্বামীবাও বাগে গবগব কবছে, বলছে প্রমাণ কবে দাও তা না হলে ভাল বলছি না। তখন সেই ছোকবা দুটি তাদের দেওয়া ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল এই যে, বাবা বামাল। সেটা দেখে ডাইনী আব তাদের স্বামীবা চুপ।

তাবপব পাবগামাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল যাও টাঙ্গি নিয়ে এসো, আনিল। সেই সময় পাবগামা ডাইনীদের বলল যাও ভাল কব, তা না হলে কেটে ফাঁক কববো, তোমবা হলে কাঠ ওহোল মবা। তাবপব ভবে ভালো কবে দিল। ভাল না কবে দেওয়াব জন্য বহু জাযগায় কেটে দিয়েছে। মাঝিৰ স্ত্রীকে পাবামিকেব স্ত্রী ডাইনী থাকলে প্রমাণ কবা বড শক্ত, কেন না তাদের স্বামীবা গডাতে দেয় না। পূৰ্বে যেমন, একজন ওবা মানুষ বেগে গিয়ে মাঝি আব পাবামিকদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝিবা তাকে বলল এটা তুমি প্রমাণ না ক’বলে তোমাৰ মাথা বাখব না। উত্তৰ দিল একদিন চোখে দেখিয়ে দিব। তাবপব চুপচাপ হল। ওবা একদিন সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দেয়ে তীব ধনুক নিয়ে জাহেবে চলে গেল। সেখানে একটি গাছে উঠে ওৎ পেতে বইল।

সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়াব পৰই যাদের দোষ দিয়েছিল সেই ডাইনী মেয়েবা জাহেবে গেল। গিয়েই একপাক নেচে ঘুবল। তাবপব তাদের একজন ‘কম’ (ঝুপাব) হ’ল। তাবপব সিংহকে ডাকল, লুঙ্কু নামে নাম ধবে সিংহকে দুইবাৰ শিস দিয়ে ডাকল, তাবপব দুইটিই চলে এল। তাবপব চুল ঝাঁচড়ে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই সময় ওৎপেতে বসা লোকটি বড সিংহটিকেই তীব মাৰল। তখন সিংহ মনে কবল যে,

এবাই আমাদের কিছু কবল বোধ হয়। সেই বাগে এক এক কবে এলোপাখাড়ি কামড়িয়ে মেবে ফেলল ডাইনীদেব আব অন্য সিংহটিকেও বিধে মেবে ফেলল, তাবপব ঘবে ফিরে গেল।

পবদিন সকাল হলে দেখল, তাদের নাই, তখন ঘবে ঘবে পবস্পবকে জিজ্ঞাসা কবছে যে আমাদের সব কোথায় গেল বলে। তখন ওঝা লোকটি তাদের বলল, জাহেবেব দিকেই দেখে এস, ওইদিকেই যেতে দেখেছিলাম।

তাবপব গেল, দেখে যে, “বিলিয়া বিতিদ” সিংহ দুটি কামড়িয়ে তাদের মেবে ফেলেছে আব তাবাও পড়ে আছে। তখন চাবদিকে গোলমাল হতে ধাবে পাশেব লোক জমা হয়ে তাদের দেখল। তখন থেকে বিশ্বাস কবে আসছি ডাইনীব কথা।

পূর্বপুরুষেবা বলতেন যে, মাবাং বুক বেঁটাছেলেদেব ডাইন শিক্ষা দিস্থিলেন কিন্তু মেয়েলোকেরা কোবফান্দী ক’বে গুণ (বিদ্যা) আগেই নিয়ে নিল। একদিন যেমন, বেঁটাছেলেবা জমা হ’ল পবস্পবকে শিক্ষা দিবাব জন্য, নিজেদেব ঝগড়াটে বৌদেব কি কববে বলে। বলিল আমবা হলাম বেঁটাছেলে, কী ক’বে আমাদের কথা চলছে না? দুই এক কথা মেয়েলোকদেব বললে বিশ বাখান গাল দিতে আবস্ত কবে, এ বকম সহ্য কবব না। তাবপব ঠিক কবল, চল মাবাং বুকর কাছে যাই, তাব কাছে গুণ শিক্ষা কবে আসি, যেমন কবেই হোক এই মেয়েদেব যেন কাবু কবতে পাবি। তাবপব দিন ঠিক কবল যে, মাঝ বাত্রে কালনা বনে জমা হবে। গেল। মাবাং বুককে মিনতি জানাল, ডাকল ও ঠাকুর্দা, একবার আসুন, বহু লোক এসেছি আপনাব কাছে নাবাজ হ’য়ে। মাবাং বুক চলে এলেন, জিজ্ঞাসা কবলেন কী দুঃখ তোমাদেব আছে নাতি? তাবপব তাদের দুঃখ জানাল আব মিনতি কবল যেন গুণ (বিদ্যা) শিখিয়ে দেন নিজেদেব বৌদেব শায়েস্তা কবতে।

মাবাং বুক বলিলেন শিখাতে পাবি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায় তোমাদেব বক্তে লিখলে তবে। সেই সব শুনে বিস্তব ভয় পেয়ে বলিল কাল ফিরে এসে লিখে গুণ নিব। তাবপব চলিয়া গেল। কিন্তু তাদের জীবীবা লুকিয়ে এসে আডাল থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তাবা বলিল এই পুকষদেব ধর্ম হচ্ছে এই, আমাদেরকে বিয়ে কবাব আগে কুকুবেব মত গোসাই গোসাই কবে পিছনে ঘবে বেড়িয়েছিল; এখন বুড়ি হয়েছি ব’লে খাবাপ দেখছে, মেবে ফেলতেই চেষ্টা কবছে আচ্ছা দেখে নেব, কে কাকে মাবতে পাবে। এইসব যুক্তি কবে গলি বাস্তা দিয়ে তাডাতাড়ি এগিয়ে চলে গেল। বাস্তাষ ঠিক কবে নিল কী কববে বলে। পুকষেবাও পবে ঘবে ফিরে এলো। ফিরে আসা মাত্র মেয়েবা তাদের স্বামীদেব সোহাগেব সঙ্গে অভ্যর্থনা ক’বল, তাতে বেঁটাছেলেবা মনে ক’বল, নিজে নিজেই ভালো হবেছে, কি জন্যই বা যাব?

পরদিন মেয়েবা নিজেদেব স্বামীদেব ভাল ক’বে ভাত তবকাবি কবে দিল, আব বেশি কবে সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িয়া দিল। পুকষেবা খেয়ে মাতাল হয়ে বেহঁস হ’ল। তখন মেয়েবা একত্র হয়ে ধুতি পাগড়ি পবে আব চৌটে ছাগল চুল লাগিয়ে জঙ্গলে মাবাং বুকর কাছে চলল। ডাকিল ও ঠাকুর্দা, আসুন শীঘ্র তাডাতাড়ি, আমাদের জীবীবা দিনবাত জ্বালিয়ে মাবছে।

মাবাং বুক চলে এলেন। তখন তাকে বলিল দিন আপনাব পাতা বাব ককন, নিজে

নিজেব দাগ কাটব (লিখব), আব সহ্য কবতে পাবি না মেয়েদেব অভ্যাচার। মাবাং বুক তাঁব শাল পাতা বাহিব কবিলেন, আব তাবা ফুঁড়ে রক্ত দিয়ে নিজেব নিজেব পুকষেব ছবি আঁকিল। তাবপব মাবাং বুক মন্ত্র আব ঝাড়ানি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়াব জন্য। মুচকি মুচকি হেসে তাবা বাড়িতে ফিবে এলো।

পবদিন সকালে পুকষেবা তাডাতাড়ি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিয়ে মুখ শুকনো কবে দিল। পুকষেবা আঁধা ধূনা উঠে চোখ বগডাতে লাগল, ঘুমও ভেঙে গেল, আব মেয়েবা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পাবল। তাবপব টলমল বৈঠক বসাল। সেখানে ঠিক ক'বল চলতো যাই। মাবাং বুক যাই বলুক, গুণ নিশ্চয়ই শিখব। তাবপব রাত্রে জঙ্গলে গেল, আব কাক-শকুনেব মত বিস্তব মিনতি মাবাং বুককে কবল দাও বাবা, নিশ্চয়ই শিখিয়ে দাও, মেয়েবা আমাদের ভয়ানক জ্বালাচ্ছে।

সেইসব শুনে মাবাং বুক আশ্চর্য হ'য়ে তাদের বলিলেন গুণতো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কী চাইছ ঘন ঘন ? তখন পুকষেবা একসঙ্গে বলে উঠল কৈ কখন দিলেন আমাদের ? সেদিন থেকে আমবা তো আসি নাই। সে সব শুনে মাবাং বুক মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন তোমাদের দিয়েছি না তো কী কবেছি ? এই যে তোমাদের দাগ দেখতো। পুকষেবা নিজেদেব নিজেদেব দাগ দেখে বলল দাগ যেন আমাদেরই কিন্তু আমবা তো দাগ কাটি নাই, কাবা যেন আমাদের দাগ কেটেছে (ছবি ঐকৈছে)।

তখন মাবাং বুক গালে হাত দিয়ে চিন্তা কবতে লাগলেন, তাবপব বুঝতে পাবলেন যে, মেয়েবা আমাকে শুদ্ধ ছেলেমানুষ কবে ফেলল। তাবপব বেগে গিয়ে ঐ পুকষদেব বললেন নাও এখানে তাডাতাড়ি দাগ কাট, ঐ বদমাইস মেয়েদেব দেখে নিব। দাগ দিল, আব তিনি ওঝা আব ডান হবাব সিদ্ধাই দিলেন, যেমন কবেই হোক ডাইনীদেব ধবে যেন সাজা দিতে পাবে। তখন থেকে ডাইনী আব ওঝা কি জানদেব ভীষণ শত্রুতা আছে। কিন্তু ওঝা আব জানেবা পাবছে না, কেননা ডাইনীবা ওদেব দেবতাদের সহজেই কাবু কবছে সেইজন্য সহজে ধবতে পাবে না, অন্য লোকই খড়ি মাটিতে (খড়ি গুণা) উঠেছে, আব জানেবা আঁধা হয়ে অন্য লোকদেব বলছে (দোষ দিচ্ছে)।

কতক লোক বলে যে, ডাইন, ওঝা আব জান সকলেই কামক গুরুব কাছে শিখেছে। ইয়া বহু পূর্বে আমাদের পূর্ব পুকষেবা তাঁব কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়াব কথা সত্যই, কেননা ওঝা লোকেবা প্রথমেই তাঁব নাম দেন, তা না হ'লে ডাইন আব জানেব কথা জানি না, কামক গুরুব কাছে শিখেছে কি না জানি না। দোহাযটুকু তাঁব দোহায দেব না, সেইজন্য বলছি, তাঁব কাছে শিখে নাই।

ওঝাকো (ওঝাবা)

ওঝাবা সত্যি কামক গুরুব কাছে শিখেছে বহু পূর্বে। তাঁব দেশ আব আমাদের দেশ লাগালাগি ছিল, মুকবিববা সেকথা আমাদের বলেছেন। ওঝাদেব কাজ হল ছয়টি (১) খড়ি দেখে, (২) চাল ছাডায়, (৩) কামডায় কিংবা 'লুণ্ডা কবে, (৪) দেবতা খুঁড়ে, (৫) দেবতা ছাডায়, (৬) লোককে ওষুধ দেয়। বোগী-ঔষধে যদি ভাল না হয়, থামেব

লোক ওঝাকে দিয়ে খড়ি দেখায়। তেল আব শালপাতা নিয়ে আসে, আব সে বসে দুটি পাতাতে তেল মাখাবে, আব মস্ত বলতে বলতে ঘষবে ‘তেল তেল বায়ে তেল, মাম তেল, কুসুম তেল, ই তেল পড হায়েতে, কি উঠো, ডাম উঠো, ভূত উঠো, ফুগিন উঠো, বিষ উঠো, কে পডহে, গুক পডহে, গুক আগতা মাত্র পডহে’। এবপব মাটিতে একটু বাখবে। তাবপব খুলে দেখবে। লোক ওঝাকে জিজ্ঞাসা কববে ‘দেন্ বাবা অনুগ্রহ ককন, কী সব পেলেন ? বললে তবে তো আমবা বুঝব। ওঝা খড়ি দেখবাবই আগে ঠিক কবে বেখেছে যে, এখানে হল জান, এখানে হল ঘবেব দেবতা, এখানে হল বাইবেব দেবতা, এখানে হল দুঃখ আব এখানে হল বিষ। পাতাব যে ঘবেব দাগ উঠবে হিজিবিজি, সেইটি বলে দেব, ডাইন হলে ডাইন, দেবতা হলে দেবতা, দুঃখ হলে দুঃখ, আব বিষ হলে বিষই। ডাইন যদি উঠে, মাঝি পাবামিক সন্ধ্যাবেলা বলে খায়। শুন অমুক, অমুকেব অসুখ কবেছে, ভাল যেন হয়, তোমাকেই ধবেছি, ভাল না হলে তোমাকে বলছি না। তাতে ভাল হলে ভালই। তা না হলে দুইজন কবে মাঝি চাবদিকে তেল দেখাতে পাঠাবে। সন্ধ্যাবেলা জমা হয় আব তেল দেখাতে যে সব লোক গিয়েছিল তাদেব একে একে জিজ্ঞাসা কববে। তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক কবে আনলে বাহুবাব জন্য ডাল গুঁতিবে, আব যদি মিল না হয়, আবও পুনবায খড়ি দেখিয়ে আসবে।

ঘবেব দেবতা যদি ওঠে তাহলে বোগীকে বলবে নাও তোমাব ঠাকুব সামল্যও। তাবপব জল দিয়ে মানং কববে যে ভাল হলে পূজা কবব। বাইবেব দেবতা উঠলে ওঝা মস্ত আওডাতে আওডাতে দেবতাকে চাল ছড়িয়ে দিবে, (‘নে তবে কালনা বঙ্গা বুল মায়াম সিটকা ময়াম এমাম্ চালাম্ কামাঞ কবিযাক্—ক কাটিক্ মায়, অকোবে আচু লেং মেযা ডোডে লেং মেবা উনিবেন সিবা হপমগে সঠুক সামবাড কেম্, তেঁঞে খা—দ নিযা অভা- দ ছিকেম্ হাড়িকেম্, ওকাডেতাম মাম বা থাম সেকজং বেবেজং মে।) মাও তবে কাল না বঙ্গা জাং এব বস্ত শিবায় বস্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হয়ে যায়, যে তোমাকে লাগিয়েছিল তাব সেবা ছেলেই সাবাড ককন, আজ থেকে এ বাড়ি ছেড়ে দেন, নিজেব থানে চলিয়া যান। মাবাং বুক আব পাবগামাকেও চাল ছড়ায়ে ‘বাখেড’ (মিনতি) কববে, এই যে অমুক মাঝিব ঘবে ‘জজম বঙ্গা’ (যে দেবতা মানুষকে খায়।) জজম বুক লেগেছিল পড়েছিল, ধবে সাবুদ কবলাম, খুদ চাল তাব দিয়ে দিলাম, তাবই সাক্ষী সভা ককন, আজ থেকে যেন ভাল হয় বোগী। এইরূপ আলাদা মাবাং বুক আব পাবগামাদেবও ওঝা মিনতি কবে। শেষে মুড়া ঢড়া সীমা আইলেব দেবতাদেব চাল ছড়িয়ে মিনতি কবে এই নিন তবে আপনাবা মুডাব খুঁটিব, লাটাব, লোপাকেব সিমাব আইলেব বড ছোট বুলি ঝোলা কাঁধে, খডম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদেব চলে তাঁবা আসুন, যাদেব চলে না তাঁবা দূবে থেকে সাক্ষী শোভা ককন।

দুঃখ উঠলে ওষুধ ঝাঁটিয়া খাওয়ায আব বিষ হলে কামডায আব লুণ্ডা কবে (ওষুধেব গোলা তৈয়াব কবে সেটা দিয়ে মালিশ কবে)। ওঝাবা প্রথমে এক জাযগায মস্ত দ্বাবা বেড়ে জমা কবে, তাবপব মুখে কামড দিয়ে বাব কবে পাতাব খলাতে ফেলবে। কী যেখানে বোগ আছে, গুঁড়িব গোলা তৈবি কবে পাতাব খলাতে ফেলবে। কি যেখানে বোগ আছে, গুঁড়িব গোলা তৈবি কবে মস্ত পড়ে লুণ্ডা কবে। লোকটি ভাল হলে

ওঝাকে ‘সাকেৎ’ (মানসিকেব) মুবগি দেয় । সেগুলি বলি দিয়ে খায়, আব গ্রামেব দুই একজনকে ভাগ দেয় ।

ঢাউবা : বিং ‘ডাল’ পোতা

ঢাউবা বিং হচ্ছে এই বকম ডাইন কি দেবতা । কি দুঃখ খড়িতে উঠলে, সেটা সঠিক কবাবাৰ জন্য জলাশয়েব পাড়ে ডাল পোতে । সাক্ষী হিসেবে একটি ডাল মাঝখানে প্রথমে পোতে তাবপব ঘবেব দেবতাৰ নামে একটি, তাবপব ‘মাইহার’ এর (স্বশুববাডিৰ) দেবতাৰ নামে একটি, তাবপব ভায়াদি কুটুম্বেব নামে একটি, ওটাৰ পব মেয়ে, বোনদেব নামে একটি, সেটাৰ পব প্রতি ঘবেব নামে একটি ডাল পোতে । প্রতি ডালে সিদ্ধবুৰ দিয়ে যায় । তাবপব চাল ছড়িয়ে ‘বাঁখেড’ কবে প্রণাম তৰে সিঞবঙ্গা (সূৰ্যদেব) । বেড়াব মত চাবদিক ঘিৰে বেখেছে, চাবখুঁট, সাৰা পৃথিবী ভয়ে বয়েছে তৰে এই যে ডালী কালী কবছে, দোষেবই দোষ কবে, সেইটাই যেন শুকনো হয়ে ঝবে যায়, সাক্ষী বহিলেন আব যদি না হয়, সবুজ হয়ে নূতন পাতা বাহিব হবে, সোনাৰ মত সুন্দৰ থাকবে (বলে ডাল পুতবে) ।

আবও বলে যদি দেবতা হয়, এটাই যেন শুকনো মচমচে হয়ে যায়, যদি না হয় সোনাৰ মত সতাই (খাটি থাকবেন) সাক্ষী বহিলেন । সেইকপ প্রত্যেকেব নামে প্রতি ডালে ‘বাঁখেড’ কববে । এইসব কবাব পব ঘবে চলে যায় । পাঁচ ঘণ্টা পৰে ফিৰে আসে ডাল দেখাবাৰ জন্য । যে নামেব ডাল মবেছে, সেটাই ঠিক হবে । ডাইনে যদি ঠিক হল, যত ঘবেব মবে যাবে ওবাই ডাইন হবে । তাবপব অন্য গ্রামেব পুনবায সেইকপ ‘সুহি’ (বাছাই) কবিবে দুই তিন জাযগায । তাবপব সেই দুঃখ পাওয়া লোকটিকে বলবে এই যে এইটি তোমাকে ঠিক কবে দিলাম, এখন শুকব কাছে নিয়ে যাচ্ছ, না ভাল হয়ে গেছ ? সে উত্তৰ দিবে কমছে না, শুকব কাছ থেকে যাচাই কবে নিয়ে আসি । দিন ঠিক কবে জানেব কাছে চলে গেল ।

জানকো (জানদেব)

জান হচ্ছে আমাদের ডাইনেব হাইকোর্ট । ঐ যে যাবা ডাইন হয়, ওদেবই সতিই ডাইন বলি । কি জানি সতিই পায, না মিথ্যা, আমবা বিশ্বাস কবি সতিই পায বলে, কেননা মাবাং বুকব কাছে সিদ্ধি লাভ কবেছে । আব পবীক্ষাও কবছি, দেবতাৰ শক্তিতেই বলে না ফাঁকিবাঞ্জি কবে জান হচ্ছে ।

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে প্রথমে ওঝাব কাছে নিয়ে খাডি (শুটি চালান বা খডি দেখা) কবাই , তাবপব গ্রামে গ্রামে ডাল পুতি, অতঃপব জানেব কাছে যাই, গ্রাম

শুদ্ধ লোকের অসুখ ক'বলে, মাঝি সমস্ত পুষ্ক মানুষদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, আর একজনের অসুখ কবলে সেই মাঝির কাছে কাঁদবে, তাবপব বোগীষ তবফেব দুই একজন আর খাডিতে যাকে পাওয়া গেছে তার স্বামী বা ভাই আর গ্রামেব পাঁচ ছয়জন সাক্ষী জানেব কাছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু না বলতে পারে। জানেব কাছে একবারে যাবে না (সোজাসুজি যাবে না), বাইবে ডেবা বাঁধে। কোথাকাব লোক, কি জন্য এসেছে, কাব জন্য এসেছে, আব কি অসুখ, সে সবেব কথা কাউকে কিছু বলে না। জানেব গ্রামেব মাঝিকে বলবে ওগো বাবা, শুকব কাছে তেল, পূজা কবতে দাও। তাবপব সে জিজ্ঞাসা কববে - কতজন পূজা কবাবে (দেখাবে) ? বলিল এতজন অতজন আছি। সেই মাঝি জানেব কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি তাদিগকে পূজাব জিনিস হাজির কবাবে, যেমন একটি সুপারি, একটি ভাঁউনিচ্ (পাতাব খলা বা বাটি) আতপ্চাল, তেল সিন্দুব, ধূনা আব বেলপাতা।

তখন জান বলিবে আচ্ছা এসো তবে পবে এই এই বেলা। তাবা ডেবায ফিবে যাবে। সেখানে গ্রামেব কোনো লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবে না, অন্য দেশ আব অন্য গ্রামই বলবে। ধার্য সময়ে জানেব কাছে যাবে। জান কখনও তাব ঘবেবই দোষ দেয়, আব কখনও 'জাহেবে' কি বাইবে। তাবা চুপচাপ বসে আছে, আব নিজ আতপ্ চাউল অনেক জায়গায় দেবতার নামে বেখে বেখে যায়, আব বেলপাতা তাতে বেখে যায়, ওব পব চাল বাখা জায়গাতে সিন্দুব দিয়ে যাবে তেলে গুলে; আব ধূপেব সবাব আগুনে ধূনা ফেলে বাখবে, শাঁখ বাজাবে আব পূজাব ঘণ্টা বাজাবে আব দেবতাদেব পূজা কবে তাবপব ভব দেয়, ভব দিয়ে বকতে থাকে।

প্রথমে তাদের দেশেব নাম বলবে, ওঁটাব পর গ্রাম, তাবপব কুলহি (গ্রামেব বাজা) কোন কোন দিকে আছে, সেই সব বলে : তাবপব মাঝি, ওঁটাব পব ফবিষাদী লোক, ওঁটাব পব তাব কাকা, জোঠা, ভাই, ভগিনীদের ছেলেদেব, মেয়ে আব ওবা যতজন আব সকলের নাম বলবে।

তাবপব জিজ্ঞাসা কববে কী বাবা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না ? তাবপব তাবা বলবে . ঠিকই, বিশ্বাস কবলাম, এবাবে ভেঙে বলে দেন। জান উত্তর দেয় দাও 'বুন্দা' (ঠাকুরেব টাকা) দাখিল কব; তবে তো বলবো। তাবপর একটি কবে টাকা দেয়। আব চুক্তি কবে গিয়ে থাকলে, যত টাকা চুক্তি কবেছে, সেটাও চেয়ে নিবে, সে সব দিলে পবে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আব তাবা কাকা। তাবপব জান বলবে, এত এত জায়গায় 'ঠালি ঢাউবা' কবেছ, এটা-ওটা ঠিক কবে ছিলে কী না ? তাহাব জবাব দিবে হেঁ বাবা ঐগুলিই। তখন জান তাদের বলবে যদি তৃপ্ত না হয়ে থাক তাহলে সাত সখাব কাছে (সাত জায়গায়) বুঝে দেখ। সাত সখাব আলাদা হলে বুন্দা টাকা ফেবৎ দিয়ে দিব। তাবপব ঘবে ফিবে আসবে। বঙ্গা ধবা হলে, অসুস্থ লোক রাজী মানত কববে, আব ডাইন ধবা হলে হুড়ম হুড়ম কবে জ্বিমানা কবে আব বে-আবক কবে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এক জানেব কাছে ডাইন হয়েছে, লোক খুশি না হলে অন্য জানেব কাছে নিয়ে যায়, পুনবায় প্রমাণ কববে বলে কিন্তু সেটা আজকাল, কিন্তু ডাইনেবা এক জায়গায় দোষী হলে, হাজার জানেব কাছে গেলেও সেই কথাই বলে। শুধু দুই একজন ডাইনী গুণে (বিদ্যায়) জানদেব কথা গডবড কবতে

পাবে মাঝিৰ স্ত্রী ডাইনি ধৰা হলে তাডাতে পাবে না নিজেই উঠে যে লোকটিকে খাছে তাকে বলবে যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হ'চ্ছেত, আমি গ্রাস কৰেছি, আমি কোথায় যাব ?

আজকাল জানেবা ভীষণ ঠকাচ্ছে। পূৰ্বেব মত ধৰ্ম জানদেব (ধাৰ্মিক জানদেব) মত সভা এদেব নাই। পূৰ্বে জানেবা জান শিক্ষা কৰে নাই, আপনা হতেই পেয়েছিল। তাবা ভাব দিছিল না, বাত্ৰেব বেলা স্বপ্নে পেত কী দিনেব বেলা জলে দেখে। দেবতা এসব বলে দেয় যে, অমুক অমুক অমুক আসছে এটা ওটাৰ জন্য, তুমি তাদের এইবকম বলবে। আজকাল সে বকম জান নাই, বেশিব ভাগই ফাঁকিৰাজি কৰে সূত্ৰ জিজ্ঞাসা কৰছে, টাকা খাছে। সেইজন্য 'ফুলধাৰিয়া' (পূজাৰ ফুল যোগাড় কৰে জানেৰ পূজা ইত্যাদিতে সাহায্য কৰে) বেখেছে বেড কাটাৰাব জন্য। আব যে জানেব 'ফুলধাৰিয়া' নাই তাবা দেখে শুনে বলে। আধা নাম বলে দেখে, আব জান কবতে আসা লোকদেব দিকে তাকায, ঠিক কিনা আব বেঠিক হলে আবও নাম বলে দেখবে। সেই জন্য আল জানদেব মিল খাছে না। 'ফুলছাৰিয়া' বাখা জান সহজেই বেব কৰে নিতে পাবে সেবকম জান ঠিক না বলতে পাবলে বলে বাবা বেড আছে, ওটা সবান কৰাও। তাবপব ফুলধাৰিয়াব কাছে যায়। বেড কাটাৰাব জন্য কি কি লাগিবে, সেসব জান বলে দিয়েছে। 'ফুলধাৰিয়া' সেসব পূজা কৰবে, মুৰগি ফবিডং কি ব্যাং কি শেওলা কি সাদা বিডাল। পূজা কৰবাব আগে জিজ্ঞাসা কৰে, কাব নামে বেড কাটব ? তখন মাঝি পাবানিকদেব নাম বলে দেয়, ফবিষাদী লোকেব নামও বলে, আবও দুই এক কথা বলে দিয়ে পূজা কৰবে। তাবপব তাদের বলবে সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে পাহাৰা দিতে পাব, জানেব কাছে যাব না। কিন্তু নিজেব ঘৰে যাবেই, আর তার ঘৰেব লোক আব জালেনব ঘৰেব লোকেব সঙ্গে কথাবাত্তা হতে পাবে, তাহলে অনেক চালাকি হতে পাবে।

আদিবাসী সমাজ

সাঁওতাল সমাজেব পবম্পবাগত নেতাকে বলা হয় 'মাঝি' সামাজিক কোনও কামকৰ্ম বা পূজো মাঝিৰ অনুমতি ছাড়া হতে পাবে না। বলতে গেলে মাঝি গ্রামেব পুৰোহিতেব চেয়ে কিছু বেশি। বিয়ে দিতে মাঝিৰ অনুমতি নিযে হয়। গ্রামে নতুন বউ এলে বউষেব বাবা জামাতাব গ্রামে মাঝিকে প্ৰণামী দেন। গ্রামে বব বিয়ে কবতে ঢুকলে ববযাত্ৰীবা বউষেব গ্রামেব মাঝিৰ বাড়িতে আগে যাবেন, সেখানে মাঝিকে সন্মান জানিয়ে তাবপব যাবে বিয়েব আসবে। 'পৰবে' (উৎসবে) নাচ শুক হবে মাঝিৰ বাড়ি থেকে। শিকাৰ উৎসবে নিহত পশুদেবৰ ভাগ দেওয়া হয় মাঝিকে। সমাজেব কেউ কোনও সমস্যা নিযে হাজিৰ হলে বা সম্পত্তি বণ্টনেব জন্য পৰামৰ্শ চাইলে মাঝি প্ৰযোজন মনে কবলে 'কুলহি দুৰুপ' ডাকবেন। 'কুলহি দুৰুপ' হল পূৰ্ণবয়স্ক পুৰুষদেব নিযে সভা। এই সভায় সকলেই আলোচনায অংশ নিতে পাববেন। কিন্তু শেষ কথা বলবেন মাঝি। মাঝিকে সাহায্য কৰবেন সমাজেব প্ৰাচজন, যাদের বলা হয় 'মোবে

হড' (মোবে=পাঁচ, হড=মানুষ)। মাঝিৰ অনুমতি পেলে সমাজেৰ কেউ পুলিষেৰ কাছে যান বা আদালতে যান। গ্রামে কোনও অপবোধমূলক ঘটনা ঘটলে সাধাৰণত মাঝিই থানায় খবৰ দেন। থানা থেকে কেউ গ্রামে এলে প্ৰথমে মাঝিৰ সন্দেশি দেখা কৰেন।

গ্রাম পত্তনেৰ সময় আদিবাসী সমাজেৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক পুৰুষৰা মাঝি সহ আবও কিছু সমাজ নেতা নিৰ্বাচন কৰেন। পদটি সাধাৰণত বংশানুক্ৰমিক হলেও 'মাঝি' বড ধবনেৰ কোনও অপবোধ কবলে গ্রামবাসী পুৰুষেৰা মিলিত হয়ে নতুন কাউকে মাঝি নিৰ্বাচিত কৰেন।

গ্রামেৰ কেউ দীৰ্ঘদিন ধৰে অসুখে ভুগলে গ্রামেৰ মানুহ সাধাৰণত মাঝিৰ কাছে 'ডাইনিব নজব'-এব সন্দেশেৰ কথা জানান। মাঝিৰ নেতৃত্বে গ্রামবাসীৰা ওখা বা জানগুৰুৰ কাছে হাজিৰ হন। জানগুৰু কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা কবলে ঘোষিত ডাইনিৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিদানও মাঝিৰ নিৰ্দেশেই হয়।

জগমাঝি হলেন সমাজেৰ আব এক প্ৰধান। জগমাঝি হলেন নৈতিকতাৰ বন্ধক। জগমাঝি দেখেন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সহ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো সামাজিক বিধানমতই সমাজেৰ মানুহেৰা পালন কৰে কিনা। গ্রামেৰ ছেলে-মেয়েদেৰ নৈতিক ঐষ্টাচাৰ, যৌন-ঐষ্টাচাৰ বোধ কৰা এবং প্ৰয়োজনে তাৰ বিচাবেৰ প্ৰশ্ন এলে বিচাবেৰ দায়িত্ব পালন কৰেন জগমাঝি।

জগমাঝিকে এসব প্ৰতিটি কাজে সহকাৰীৰূপে যিনি সাহায্য কৰেন, তাঁকে বলা হয় পাবানিক।

'নাইকে' সাঁওতাল সমাজেৰ পুৰোহিত। পদটি বংশানুক্ৰমিক। সাঁওতাল সমাজেৰ বোঙ্গাবা (দেবতাবা) দুধবনেৰ বলে সমাজেৰ বিশ্বাস। শুভকাৰী বোঙ্গা ও অশুভকাৰী বোঙ্গা। শুভকাৰী বোঙ্গাদেৰ পূজো নাইকেৰ প্ৰধান কাজ। পূজোৰ বলি দেওয়া পশুৰ মাথা নাইকে দেওয়া হয়। শিকাৰ উৎসবে যোগদানেৰ আগে গ্রামবাসীৰা বোঙ্গাব পূজো দেন এবং নাইকেকে এ জন্য দেওয়া হয় পাঁচটা মোৰগ।

কুজম নাইকে হলেন নাইকেৰ সহকাৰী। অৰ্থাৎ সহকাৰী পুৰোহিত। কুজম নাইকে অশুভকাৰী বোঙ্গাদেৰ পূজোৰ অধিকাৰী। সমাজেৰ বিশ্বাস অশুভকাৰী বোঙ্গাবা গ্রামে মানুহদেৰ ক্ষতি কৰাৰ ক্ষমতা আছে। তাই তাৰেৰ তুষ্ট কৰতে পূজো দেন।

সমাজেৰ বয়োজ্যেষ্ঠদেৰ পাঁচজনকে নিয়ে 'মোবে হড' তৈৰি হয়। 'মোবে হড'-এব প্ৰতিপত্তি সমাজে যথেষ্ট। সামাজিক অপবোধ, বিবাহ-বিচ্ছেদেৰ বিচাৰ কৰেন মোবে হড। অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে বিচাবে দোষীদেৰ জৰিমানা হয়। অভিযোগকাৰী পান জৰিমানাৰ অৰ্থেক। বাকি অৰ্থেক মাঝিৰ হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাঝি তাৰ থেকে সামান্য বেখে বাকি টাকাৰ হাঁড়িৰা কিনে সমাজেৰ সকলে এক সঙ্গে পান কৰেন।

'গোডেং'-এব কাজ মাঝিৰ ডাকা সভাৰ খবৰ গ্রামে বাড়ি বাড়ি পৌছে দেওয়া।

সমাজের ধর্মীয় জীবনে জানগুরুব কোনও স্থান নেই। আদিবাসী সমাজে পুজো-পার্বণের ভাব কখনই জানগুরুকে দেওয়া হয় না। ওঝা বা জানগুরু অথবা আব যে নামেই পবিত্রিত হোন না কেন ঐ বা সমাজের মানুষের ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায় করে। নানা কাবণে মানুষ ঔদেব পবামর্শ নিতে হাজির হন। বোগের কাবণ ও বোগমুক্তির জন্য, বন্দ্য বা বমণী মা হওয়া বা বাসনা নিয়ে, চুবি যাওয়া জিনিসের ঠোঁড়ে, গৃহপালিত পশুর অসুখের সমস্যা নিয়ে, সন্তান-সন্তবাব সন্তান যেন ভালভাবে হয় এই প্রার্থনা নিয়ে, ডাইনি ধবেছে সন্দেহ কবলে, ডাইনিব নজর পড়েছে সন্দেহ কবলে অথবা ডাইনিকে ঝুঁজে বেব কবাব আবেদন নিয়ে সমাজের বিভিন্ন মানুষ উদ্ধার পেতে জানগুরুব শরণাপন্ন হন।

সমাজের বিশ্বাস, জানগুরুবা এক বিশেষ ধরনের বোঙ্গাব মাধ্যমে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী। এইসব বোঙ্গাদের সাহায্যে জানগুরু ডাইনিদের এবং অনিষ্টকারী আত্মাদের প্রভাব নষ্ট কবতে সক্ষম। জানগুরুবা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন বোঙ্গাদের কাজে লাগিয়ে অনিষ্টকারী বোঙ্গা, আত্মা, ডাইনিদের নিয়ন্ত্রণ করেন। দু একটি উদাহরণ ববং দিই। প্রসূতির হিতার্থে ভালুয়াবিজয় বোঙ্গা, উলুমপাইকে বোঙ্গা, জুলুমপাইকে বোঙ্গা, খোস-পাঁচডায় গোসাঞী-এবা বোঙ্গা, পাগল ভাল কবতে নাশনচণ্ডী বোঙ্গা, দুবিয়া বাবদো বোঙ্গা, গৃহপালিত পশুদের অসুখে জাহেব এবা বোঙ্গাও নাগ-নাগিন বোঙ্গাদের তুষ্ট কবে কাজে লাগান হয়। জানগুরুদের বোঙ্গাদের মধ্যে কিছু হিন্দু দেব-দেবীও আছেন। যেমন গঙ্গা, কালী, দিবি (দুর্গা)।

আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, জাদু দুবকমেব—হিতকারী ও অনিষ্টকারী। জানগুরুবা হিতকারী জাদু ক্ষমতাব অধিকারী এবং ডাইনি বা ডাইনবা অনিষ্টকারী জাদু ক্ষমতাব অধিকারী। সমাজ বিশ্বাস করেন একমাত্র জানগুরুবাই ডাইনিব মন্ত্রশক্তিব বিরুদ্ধে লড়াব ক্ষমতা বাখেন। যদি কোনও ডাইনিব শক্তিব কাছে একজন জানগুরু পবাজিত হন অন্য জানগুরু আসবেন। জানগুরুবা সমাজের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ।

ডাইন প্রসঙ্গে বহু জানগুরুব সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের অনেকের মত—ডাইনি যাব উপব নজর দিয়েছে, তাব শু ডাইনিকে খাওয়ালে ডাইনিব ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আবাব অনেকের মতে ডাইনি যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাদের ক্ষমতাও কাজ করে।

দ্বিতীয় মতটি সমাজের মানুষদের প্রভাবিত কবে বলেই ভীত মানুষগুলো- বোগ থেকে নিজে বাঁচতে বা আত্মীয়কে বাঁচাতে জানগুরু যাকে ডাইনি বলে বোষণা কবে তাকে অতি নিষ্ঠুরতাব সঙ্গে হত্যা কবতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হন না। ববং অনেক সময় হত্যাকারীবা মনে কবেন, ডাইনি হত্যা কবে সমাজের উপকারই কবেছেন, ভবিষ্যতে কাউকে ডাইনিব নিষ্ঠুরতাব বলি হতে হবে না। এ ধরনের ঘটনাও বহু ঘটছে, ডাইনি হত্যাকারী নিজেই বীরেব মত থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ কবেছেন।

সমাজ অবশ্য সাধারণভাবে বিশ্বাস কবে, ডাইনি ইচ্ছে কবলে তাব মন্ত্র ফিবিয় নিতে পারে।

ধর্ম

সাঁওতাল সমাজের কাছে সিং বোঙ্গাব (সূর্যের) স্থান সবচেয়ে উচুতে। সিং বোঙ্গা বোজ পূর্ব দিকে দেখা দেন বলে সমাজের কাছে পূর্ব দিক পবিত্র দিক। পুজো-পাঠ হয় পূর্ব দিকে মুখ করে। নির্দিষ্ট সময় মেনে সিং বোঙ্গাব পুজো হয় না। সিং বোঙ্গাব ককণা পেতে পাঁচ-সাত-দশ বছরে একবার পুজো দিলেই হলো। পুজোতে সাদা মোবগ অথবা পাঠা বলি চড়ান হয়।

‘মাবাং বুক’ (আক্ষরিক অর্থে বড় পাহাড়) বোঙ্গাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। মাবাং বুক জাতিব ও সমাজের পালনকর্তা। ইনিই আদিম মানব-মানবীকে পালন করেছিলেন, খাওয়া-পরাব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শিখিয়েছিলেন হাঁড়িয়া তৈরি পদ্ধতি।

শুক্রে মাবাং বুক পুজোয় দেওয়া হত হাঁড়িয়া বাঁ-বাঁড়িতে তৈরি মদ। পবনতীকালে মুণ্ডাদের প্রভাবে মাবাং বুক কাছের বলি দেওয়া হতে থাকে।

মাবাং বুক কোন কোন ঝুঁটে (উপগোষ্ঠি) গৃহদেবতা। বীবহোব, ভূমিজ, হো বা মুণ্ডাদের কাছেও পূজিত হন মাবাং বুক।

‘জাহেব-এবা’ জাহেব থানেব (পবিত্র কুঞ্জ, যেখানে সমাজের সার্বজনীন দেবতাবা অবস্থান করেন) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনেকের ধারণা। জাহেব-এবাকে মুণ্ডা জাহেব বুতি বলেন, ওয়াওঁবা জাহেব এলাকে বলেন বাকডা বুতিয়া বা সবগা বুতিয়া। ফাগুয়া বা দোলের দিন জাহেব এবাব বিশেষ পুজো হয়। দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় যেন গ্রামের ছেলে-মেয়েবা সুস্থ থাকে, খাবাপ বাতাস রোগ না বয়ে আনে।

‘গোসাএবী-এবা’ যা-পাঁচডা ইত্যাদি চর্মরোগের বোঙ্গা। সাদা মোবগ বলি দিয়ে গোসাএবী-এবাকে সন্তুষ্ট রাখা হয়।

‘মোবাইকো-তুকইকো’ (আক্ষরিক অর্থে পাঁচ ছয়) বোঙ্গা একজন বোঙ্গা হিসেবেই পুজো পান। মোবাইকো-তুকইকো গ্রামের ভাল মন্দের দেখাশুনো করেন, শস্যের ফলন, বৃষ্টি, খাবা, মডক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রক।

সমাজ বিশ্বাস করে ডাইনি ও ডাইনদের উপর ‘পবগনা বোঙ্গা’ব নিয়ন্ত্রণ আছে। ডাইনিব নজব পবে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে বলে জানগুঙ্ক ঘোষণা করলে ডাইনদের মন্ত্রকে কাটান দিতে জানগুঙ্কবা পনগাম পদ পুজো করেন।

গ্রামের প্রান্তে থাকে জাহেব থানা বা পবিত্র-কুঞ্জ। এই পবিত্রকুঞ্জে সমাজের বোঙ্গা বা দেবতাবা থাকেন। পাশাপাশি তিনটি শালগাছেব তম্বার তিনটি পাথর মাবাং বুক, জাহেব-এবা ও মোনাইতো-তুকইকো নামে পূজিত হয়। সমাজের বিশ্বাস পাথরগুলো বোঙ্গাবাই বেখে গিয়েছেন। দুটি মহিমা গাছতলা হয় গোসাএবী-এবা ও পবগনাব থান।

জাহেব থানে বোঙ্গারা প্রধান প্রধান পববেব বা উৎসবেব সময় পুজো পান। প্রধান উৎসবগুলো হলো ফসল তোলাব উৎসব ‘সোহবাই’, ফসল বোনাব উৎসব ‘এবোঙ্ক সিম্’, পুষ্প উৎসব ‘বাহা’ ইত্যাদি।

জাহেব থানেব বোঙ্গাবা ছাড়া গ্রামের মাঝে থাকে ‘মাঝি বোঙ্গা’ব থান। মাঝি বোঙ্গাকে ‘মাঝি বুডি’ বা ‘মাঝি হডম্’ নামেও ডাকা হয়। মাঝি থানেব অবস্থান গ্রামের মাঝি বাঁড়ি সামনে। মাঝি বোঙ্গা গ্রামের মাঝি আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার কাজ করে।

মাঝি বোঙ্গা গ্রামেব ভাল-মন্দ দেখাশুনো কবেন। জাহেব থানেব বোঙ্গাদেব পুজো দেবাব আগে মাঝি বোঙ্গাব পুজো দেওয়া হয়। মাঝি বোঙ্গাব পুজো কবেন মাঝি স্বয়ং। পুজোয় মাঝি বোঙ্গাকে নিবেদন কবা হয় হাঁড়িয়া, বলি দেওয়া হয় দুটি পায়বা।

সমাজের বিশ্বাস মাঝি বোঙ্গা ও পবগনা বোঙ্গাব অন্যান্য বোঙ্গাদেব উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

যদিও জাহেব বোঙ্গাবা আদিবাসী অনেক জনজাতিব কাছে পূজনীয়, কিন্তু এক গ্রামেব মানুষ অন্য গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেন না। যদি একগ্রামেব মানুষ স্থায়ীভাবে অন্যগ্রামে বসবাস শুরু কবেন, তবে তিনি নতুন গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেওয়াব অধিকাব পান।

এসব ছাড়াও প্রতিটি ঝুঁটেব বা উপগোষ্ঠিব বয়েছে নিজস্ব দেবতাও। সাধারণত ঐদেব বলা হয় আব্গে বোঙ্গা। আব্গে বোঙ্গাব পুজোব প্রসাদ মেয়েদেব খাওয়াব বা ছোঁয়াব অধিকাব নেই। প্রসাদে মেয়েদেব ছোঁয়া লাগলে দ্বিগুণ নৈবেদ্য দিয়ে আব্গে বোঙ্গাব পুজো দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কবতে হয়।

সমাজেব বিশ্বাস আত্মা অমব। দেহত্যাগেব পব যতদিন তাঁদেব কথা বংশধববা মনে বাখেন ততদিন আত্মা বিপদ-আপদে তাঁদেব সাহায্য কবে। কেউ দেহত্যাগ কবাব পব বোঙ্গা হয়ে যান। পাবলৌকিক কাজ শেষ হওয়াব পব আত্মাব বোঙ্গা সাঁওতালদেব বাড়িতে স্থান পান। আত্মাব এই বোঙ্গাকে বলে হপ্‌বামপো বোঙ্গা। প্রতি পববে পবিবাবেব লোক হপ্‌বামপো বোঙ্গাকে নৈবেদ্য দেয়।

‘দিশম সেন্সা’ বা বার্ষিক শিকাব পববেব সময় সাঁওতাল সমাজ জঙ্গল মহাসভা বা লো বীব’ ডাকে। ‘লো বীব’-এব নির্দেশ সমাজেব সকলেই মান্য কবেন। ‘ডিহবি’ হলেন লো বীব পববেব সর্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকারী।

ফাল্গুন মাসে বাহা পববেব পব ‘লো সেন্সা’ অনুষ্ঠিত হয়। ডিহবি শিকাব পববেব দিন ঠিক কবেন ও কোথায় কোথায় শিকাবীবা বাত্রিবাস কববেন, তাও ঠিক কবেন। বিভিন্ন হাটে দূত পাঠান ডিহবি। দূতদেব হাতে থাকে ‘ধাবওয়াক্’ (পাতাসমেত শালগাছেব ডাল)। হাটেব লোকজন ‘ধাবওয়াক্’ হাতে কোনও লোক দেখলেই বুঝতে পাবেন ডিহবিব দূত এসেছেন। সমাজেব লোকেবা দূতেব কাছ থেকে জেনে নেন শিকাবি পববেব দিনক্ষণ ও অন্যান্য ঝুঁটিনাটি।

গ্রামেব নাইকে পববে যাওয়া শিকাবীদের কল্যাণ কামনায পাঁচটা মোবগ উৎসর্গ কবে পুজো দেন ডিহবি, শিকাব পববেব কয়েকদিন আগে থেকেই সহবাস বন্ধ বাখেন, শয্যা নেন ভূমিতে। শিকাব পববেব আগে সন্ধ্যায় পিতলেব পাত্রে জলে দুটি শাল-পল্লব বেখে দেন। পবদিন ওই পল্লব-দুটি তাজা থাকলে শুভ লক্ষণ বলে ধবে নেওয়া হয়, শিকাবীবা আসাব আগেই ডিহবি তাঁব স্নান সেবে ফেলেন। শিকাবীবা হাজিব হওয়াব পব ডিহবি বোঙ্গাদেব পুজো কবেন। বলি দেওয়া মোবগ চালেব সঙ্গে বান্না কবা হয়। এই খেমে ডিহবি তাঁব উপোস ভাঙেন। শিকাবীবা বেবিযে পবেন শিকাবে।

সাবাদিন শিকাব কবাব পব সন্ধ্যায় তাঁবা সমবেত হন। এক-এক গ্রামেব মানুষ

এক-এক জায়গায় বসেন। বাতেব খাওয়া দাওয়াব পাঠ চুকতে যাঁবা ‘লো-বীব’ সভায় যাবে তাবা ছাড়া সকলে মিলে নাচ-গান-বাজনা শুক কববে। এই প্রমোদ আসবকে বলে ‘তোবিয়া’। শিকাবেব দেবী ‘বঙ্গো কজি’ বোঙ্গাকে খুশি কবতেই তোবিয়াব আয়োজন। নাচ-গানে বাত শেষ হবে। ডিহবি ভোব বেলায় স্নান সেবে পুজো কববেন, বলি চাপাবেন। শুক হবে শিকাব। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শিকাব পবব শেষ হয়। শিকাবীবা গ্রামে ফেবেন। শিকাবীদের স্ত্রীবা স্বামীদেব পা ধুইয়ে স্বাগত জানান।

শিকাব পববেব সময় বিবাহিতেবা চুলে ফুল ঝুঁজতে পাবেন না, হাতে পবেন না লোহাব বালা। শিকাবীবা না ফেবা পর্যন্ত গ্রামে পশু বা মোবগ মাবা নিষিদ্ধ।

আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নাবী

সাঁওতালদেব বহু লোককথায় পুরুষদেব বীকসুলভ সবলতা ও নাবীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব কথা বলা হয়েছে। সমাজেব নাবীদেব সম্মানবক্ষাকে পুরুষবা তাঁদেব বীন-ধর্ম বলে মনে কবেন। এগুলো যেমন সত্যি, পাশাপাশি এ-ও সত্যি পুরুষবা মহিলাদেব বিশ্বাস কবেন না। সমাজ বিশ্বাস কবে মন্ত্র বা অলৌকিক ক্ষমতা দখল কবার ক্ষেত্রে নাবীবা পুরুষদেব চেয়ে অনেক বেশি অগ্রণী। নাবীদেব বোঙ্গাব পুজোব অধিকাব দিলে ছলাকলায় তাঁরা বোঙ্গাদেব হৃদয় জয় কবে নেবেন। নাবীবা বহস্যময় ক্ষমতাব অধিকাবী হলে সমাজেব ক্ষতিই হবে।

নাবীদেব বহস্যময় ক্ষমতাকে ভয় পাওয়াব হৃদিশ পাওয়া যায় লোকগাথাতেই।

সে অনেক অনেক আগের কথা। সমাজে বাস কবতেন এক গুণীন। তাঁব ছিল অলৌকিক সব ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাব জোবে অনেক মৃত আদিবাসীদের নতুন জীবন দিবেছিলেন। গুণীনেব গুণগ্রাহী জুটলো। গুণীন ঠিক কবলেন, তাঁদেব দীক্ষা দেবেন। গুণীন বুঝেছিলেন তাঁব আয়ু বেশি দিন নয়। ভক্তদেব ডেকে বলেছিলেন, তোদেবই তো দীক্ষা দেবো। কিন্তু মনে হচ্ছে, সব কিছু শেখাবাব আগেই আমাব মৃত্যু হবে। তোদেব কয়েকটা কথা বলি, মন দিযে শোন, আমি মাবা গেলে আমাব মৃতদেহ যেন অবশ্যই দাহ কবিস তোবা। চিতা থেকে এক সময় লাফিয়ে উঠবে আগুনেব গোলা। আগুনেব গোলা দেখে ভয় না পেয়ে তোবা গোলাটাকে গ্রহণ কবিস। তাহলেই আমাব সমস্ত মন্ত্রশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা তোবা পেয়ে যাবি।

ভক্তদেব দীক্ষা দেওয়াব দিন ঠিক হলো। দীক্ষাব দিন গুণক যখন ঘর থেকে বেব হচ্ছেন তখন একটা সাপ কামডাল গুণক মাথায। গুণকে বাঁচাবাব সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। গুণকে শাশানে নিয়ে গিয়ে চিতা সাজিয়ে তাব উপব শোখানো হলো। চিতায় আগুন ছলে ওঠাব কিছু পব বিশাল শব্দ কবে একটা আগুনেব গোলা শূন্যে উঠে গেল। ভীত ভক্তেবা সেই শব্দে ও গোলাব আগুনেব তীব্রতায় পালিয়ে গেলেন। বাহেব মাঠে কিছু মেয়ে গুণকো কাঠি কুড়োচ্ছিল। আগুনেব গোলাটা তাদের কাছে

পড়তেই তাবা গোবব লেপা বুড়ি দিয়ে চাপা দিল। ফলে মেয়েদেব মধ্যে সঞ্চাৰিত হলো গুণীনেব অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতাৰ বড় অংশ। পৰেব যে ছোট আঙুনেব গোলাটা শূন্যে উঠে মাটিতে এসে পড়েছিল, সেটা সংগ্ৰহ কৰেছিলেন ভক্তেবা। ভক্ত পুৰুষদেব মধ্যেও সংক্ৰামিত হলো গুৰুৰ শক্তি, তৰে তা খুবই কম।

কোন কোন ক্ষেত্ৰে সাঁওতাল সমাজেব মেয়েবা কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীৰ পূজো কৰেচেন বটে। (কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি), কিন্তু এগুলো বিবল ব্যতিক্ৰম। হিন্দু দেব-দেবীদেৰ পূজোৰ বাইবে কিন্তু সাঁওতাল সমাজ তাঁদেব নাবীদেব বোঙ্গা পূজোৰ অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰে নেযনি।

ডাইনি, জানগুৰু প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে কী কৰা উচিত

লক্ষ্য কৰলেই দেখা যাবে যে সব বছৰ ভাল ফসল হয়, সমাজে অভাব অনটন কম হয়, সেসব বছৰ 'ডাইনি' হত্যা বা ডাইনি বিচাৰেব ঘটনা কম ঘটে। যেসব বছৰ ফসল ভাল হয় না, গো-মড়ক দেখা দেয়, সেসব বছৰগুলিতে ডাইনি নিয়ে অভিযোগ ওঠে বেশি।

জানগুৰুদেব অলৌকিক ক্ষমতাৰ বিশ্বাস সাধাৰণ মানুষদেব এমনি আসেনি। তাঁবা দেখেছেন জানগুৰুদেব 'অলৌকিক' সব কাণ্ডকাৰখানা। জানগুৰুবা আত্মা, ভূতদেব নিয়ে আসতে পাবেন, কাজে লাগান। ভূতেবা গ্লাস থেকে তাড়ি খায়। কঞ্চি চালান কৰে, নখদৰ্পণে, আটাৰ গোলা ভাসিয়ে, হাতে ছাই ঘষে নাম ফুটিয়ে চুৰি যাওয়া জিনিসেব হদিশ দিচ্ছেন। যেভাবে এসব ঘটনা জানগুৰু ঘটোচ্ছেন, সেগুলোৰ ব্যাখ্যা সাধাৰণ বুদ্ধিতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ঘটনাগুলোকে অলৌকিক ক্ষমতাৰ প্ৰকাশ ছাড়া আৰ কিছু ভাবাৰ অবকাশ থাকছে না। তাবই ফলশ্ৰুতিতে আমবা দেখতে পাছি সমাজেব শিক্ষিত স্নাতক, শিক্ষকবাও জানগুৰুদেব নিৰ্দেশকে অস্বাস্ত মনে কৰে ডাইনি হত্যাৰ সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।

ডাইনি হত্যাৰ পিছনে বমোছে ডাইনিদেব এবং জানগুৰুদেব অলৌকিক ক্ষমতাৰ প্ৰতি সাধাৰণেব অন্ধ-বিশ্বাস। অন্ধ-বিশ্বাস কিন্তু শিক্ষাৰ সঙ্গেই শুধুমাত্ৰ সম্পৰ্কিত নয়। যাঁবা মনে কৰেন আদিবাসী সমাজকে শিক্ষা ও চিকিৎসাৰ সুযোগ সুবিধে দিলেই ডাইনি হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে। তাঁবা প্ৰকৃত সত্য বিষয়ে বা সমস্যাৰ গভীৰতা বিষয়ে ঠিক মত অবহিত নন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে। ডাইনি ও জানগুৰুদেব অলৌকিক ক্ষমতাৰ প্ৰতি বিশ্বাস শুধুমাত্ৰ পুথিগত বিদ্যাতেই দুৰ কৰা সম্ভব বলে যাঁবা মনে কৰেন তাঁদেব অবগতিৰ জন্য জানাচ্ছি কুসংস্কাৰ ও অন্ধ-বিশ্বাসে আচ্ছন্ন শিক্ষিতেব সংখ্যাই যে আমাদেব দেশেব শিক্ষিতদেব মধ্যে সংখ্যাগুৰু, এ সভ্যকে কি আমবা অস্বীকাৰ কৰতে পাবি? বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞান পেশাৰ মানুষ, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী এমনকি স্বীকৃত মাৰ্কসবাদীদেব মধ্যে কি আমবা কুসংস্কাৰে আচ্ছন্ন মানুষেব সাক্ষাৎ পাই না? বাস্তব সত্যটি এই যুক্তি দিয়ে সহানুভূতিৰ সঙ্গে বোঝালে শুধুমাত্ৰ

শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষবাই নন, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষবাও সংস্কার মুক্ত হন। এই কথাগুলো কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত বা ধারণাপ্রসূত নয়, বরং বলতে পারি হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। মানুষ শৈশব থেকেই বেড়ে উঠছে অলৌকিকের প্রতি আস্থাশীল পবিবাবে, সমাজে পবিরেশে। পড়ার বই ও গল্পের বইয়ের মাধ্যমেও অলৌকিকতাব প্রতি বিশ্বাস ও ভুল ধারণাই প্রতিনিয়ত সম্ভাবিত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে। বিপবীত কোনও যুক্তির সঙ্গে পবিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ার ফলে অলৌকিকতাব প্রতি বিশ্বাসগুলোই দিনে দিনে দৃঢ়ত্ব হযেছে। মানুষ যুক্তির সঙ্গে পবিচিত হবার সুযোগ পেলে যে আন্তবিকতাব সঙ্গেই যুক্তিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন এই সত্যটুকু যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে উপলব্ধি করেছি।

শত শত বছর ধরে ভাববাদী দর্শন যে অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে, আমাদের চিন্তাব জগৎকে, প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে যুক্তিবাদী দর্শন মুহূর্তে চেষ্টায় কোটি কোটি মানুষকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত কবতে সক্ষম হবে, এমনটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। আমাদের দেশে অন্ধব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। শিক্ষিতদের মধ্যেও অতি প্রযোজনীয় (লেখাপড়া শিখতে যতটুকু না কিনলেই নয়) বই কেনা ছাড়া বই কেনাব অভ্যাস খুবই কম। অল্প-বস্ত্রের মত বই কেনাকে বেঁচে থাকাব ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করেন না। কিনলেও সাধারণভাবে 'শেষ পাড়ানের কবি' হিসেবে ধর্মগ্রন্থই সেখানে গুরুত্ব পায়। কুসংস্কার যুক্তির কাজ এক বা কয়েকজন ব্যক্তির কিছু লেখাতেই সমাধান হয়ে যাবে এমন ভাবটা একান্তই অমূলক। যুক্তিবাদী লেখা-পড়ব কিছু মানুষ বা কিছু সংগঠনকে যুক্তিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলাব ক্ষেত্রে চিন্তাব স্বচ্ছতা জানতে সাহায্য কবতে পারে, দিশা দিতে পারে মাত্র। এব বেশি কিছু নয়। স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মানুষবা বিভিন্ন গণসংগঠন করে যেদিন অন্ধবজ্ঞানহীন, শিক্ষাব সুযোগ না পাওয়া মানুষদের স্বচ্ছ যুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত কবতে পাববেন, সেদিনই যুক্তিবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা নতুন গতি যুক্ত হবে।

শিক্ষিত এবং ডাইনি হত্যা বিবোধী মানুষদের লেখাতেও আমবা কিন্তু বাব বাব লক্ষ্য করেছি, স্বচ্ছতাব অভাব। নেতৃত্বের স্বচ্ছতাব অভাবই ডাইনি হত্যা বিবোধী আন্দোলন গড়ে ওঠাব পক্ষে প্রবলতর বাধা। শবচ্চন্দ্র বায়েব বিখ্যাত বই 'ওঁবাও বিলিজিয়ন অ্যান্ড কাষ্টমস্'-এ শ্রী বায় এ কথাও লিখেছেন, জানগুরু সম্প্রদায়ের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাব অধিকারী মানুষগুলো এ সব বিদ্যা শেখে কখনও ভালবেসে, কখনও আয়ের পথ হিসেবে। এবা বুঝতে পারে কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অতিপ্রাকৃত। এবা অলৌকিক বিদ্যাব পাশাপাশি, ভেষজ বিদ্যাও শেখে।

বেভাবেন্ড পি ও বক্তি ট্যাবু কাষ্টমস্ অ্যামাং দি সানতালস্' গ্রন্থে একথাই বলেছেন, মেয়েবা, সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কাছে পৌঁছতে চায়। সেটা প্রকাশ্যে পারে না। কাবণ পুরুষেরা মত দেয় না। তাই গোপনে ডাইনি বিদ্যাব অনুশীলন করে।

অসিতবরণ চৌধুরীব 'উইচ কিলিং অ্যামাং দি সানতালস্' বইটি পড়লে কোথাও এমন কথা পাই না যাতে মনে হয় 'জ্ঞান' এবং 'ডান' কাবোই কোনও অলৌকিক

ক্ষমতা-টমতা বলে কিছু নেই। ববং শ্রীচৌধুরীর কথায় সন্দেহ জাগে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস বয়েছে দৌদুল্যমান অবস্থায়।

শ্রী চৌধুরীর বিভিন্ন লেখা পড়েও এ বিষয়ে তাঁর মতামত বুঝে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর কথায়, ‘মন্ত্র-তন্ত্রসম্বন্ধিত জানগুরুব কার্যকলাপকে আমরা হিতকাবী জাদু বা white magic বলে অভিহিত কবতে পাৰি। অনুকপভাবে, অনিষ্টকাবী যেসব ব্যক্তি মন্ত্র-তন্ত্রেব আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদেব কার্যকলাপকে অহিতকাবী জাদু বা black magic আখ্যা দেওয়া যেতে পাৰে। সাঁওতাল সমাজে যাৰা black magic কবছে বা জাদু কবছে, তাদেব ‘ডান’ আখ্যা দেওয়া হয়।’

তাব মানে ? তিনি কি ‘ডান’ সতিই আছে কিনা’ব উত্তবে জানাচ্ছেন ‘ডানবা black magic কবছে’ ? এতো ঈঙ্গিতা বায় চক্রবর্তীব মত ‘ওয়ার্ল্ড উইচ ফেডাৰেশন’-এব সৰ্বময়কত্রী বলবেন। অসিতববণ চৌধুরী’ব লেখা-পত্তবকে যেখানে আমাদের সমাজেব উচ্চকোটিব মানুষ ও পত্র-পত্রিকা মূল্যবান বলে মনে কবেন, সেখানে তাঁব এই সিদ্ধান্তেব পিছনে যুক্তিগুলো কী ? এ বিষয়ে জানাব আগ্রহ যে কোনো যুক্তিবাদী মানুষেবই স্বাভাবিক।

শ্রীচৌধুরী লেখাটিতে ঠিক পবেব লাইনটিতেই বলেছেন, ‘এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সাঁওতাল অধ্যুষিত সব জেলাতেই বহু প্রাণহানি ঘটছে ‘ডান’ হওয়াব অভিযোগে।’

না। ‘ডান’ প্রথা বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। ববং মনে হয়েছ—যেহেতু তাঁব লেখা-পত্তব ‘ডান’ প্রথা বিবেধী বলে প্রচলিত, তাই এ বিষয়ে তাঁব আবও সতর্কতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিব প্রযোজন ছিল।

ডাইনি প্রথাব মত একটা অমানবিক প্রথাব অবসান প্রতিটি মানবিকতায় বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী আন্তবিকভাবেই চান। যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল বিভিন্ন সংস্থা ও মানুষ ডাইনি প্রথাব বিকল্পে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে যাতে আন্দোলনকে সার্থক কবে তুলতে পাবেন, সে দিকে লক্ষ্য বেখেই সাঁওতাল সমাজ বিষয়ে কিছু আলোচনায় গিয়েছিলাম। আলোচনা অনেকেব কাছে নিবস মনে হতেই পাৰে, কিন্তু যাঁবা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী, তাঁদেব আগেই জেনে নেওয়া উচিত, স্পষ্ট ধাবণা থাকা উচিত, কাদের জন্য কবছি ? কী তাঁদেব সমাজ জীবন ? কী তাঁদেব সমস্যা ইত্যাদি। যাঁদেব সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন ও সমস্যা বিযয়ে আমরা অন্ধকাৰে থাকবো, তাদেব সঠিক আলোর সন্ধান দেওয়া দুকাহ।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ কবাব ইচ্ছেতে রাশ টানতে পারলাম না। সম্প্রতি মদনপুর থেকে একটি তরুণ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, তিনি একজন যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদ বিষয়ক কিছু লেখা লিখতে আগ্রহী। তাঁর ইচ্ছে ‘যুক্তিবাদীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দ’ এই নামে একটি বই লিখবেন। বললেন, এই বিষয়ে নিবঞ্জন ধবেব একটি বই পড়েছেন। আর কী কী বই পড়লে লেখাব খোবাক পাবেন, এই বিষয়ে আমার মতামত চাইলেন। বলেছিলাম “আপনার উচিত সবাব আগে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা। তাঁব লেখা-পত্তব ও কাজকর্মেব সঙ্গে পবিচিত হওয়া। তাবপব আপনার যুক্তিতে স্বামীজীব লেখাপত্তব বা কাজ কর্মের

যেগুলোকে যুক্তিহীন বা যুক্তি বিবোধী মনে হবে, সেই বিষয়ে আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে পাঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করুন, কেন আপনার চোখে স্বামী বিবেকানন্দের ওই সব কাজকর্ম যুক্তি বিবোধী।” তর্কটি বললেন, বিবেকানন্দ বচনাবলী তাঁর পড়া আছে। বললাম, তাতে কোনও কিছু যুক্তি বিবোধী মনে হয়েছে কী ?

তর্কটি বললেন,—না, তেমন কিছু চোখে পড়েনি। বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই কিছু কিছু কথা বলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসব বিবেকানন্দেরই কথা, আপনি কি মনে করেন, এগুলোর পিছনে যুক্তি আছে ? তর্কটি বললেন, “বিবেকানন্দ এ ধরনের কোনও কথা বলেছেন বলে তো কোনও বইতে পাইনি।” একটা ডাইবীর পৃষ্ঠা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, “ঠিক লাইনগুলো কি একটু বলুন না ? অথবা বইটার নাম ? পৃষ্ঠা সংখ্যা ?”

বলেছিলাম, “বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই কথাগুলো বললাম। আপনি বচনাবলী ভালমত পড়লে কথাগুলো অপরিচিত মনে হত না। বাস্তবিকই যুক্তিবাদী মানসিকতা নিয়ে লিখতে চাইলে যে বিষয়ের বিবোধিতা করতে চান, সেই বিষয়টিকে আগে ভালমত জানার চেষ্টা করুন। তাব দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা, যুক্তিহীনতাকে খুঁজে বেব করুন, তবে তো ভাল লেখা হবে। আপনি যদি লেখার শর্ট-কাট কিছু বাস্তব খোঁজে আনতে পারেন তবে সে বিষয়ে সাহায্য করতে আমি অক্ষম।”

এই প্রসঙ্গে আবও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ‘৮৯-এব জানুয়ারি। একটি বিজ্ঞান ক্লাবের অলৌকিক বিবোধী শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করতে গিয়েছি। এই উপলক্ষে দু-দিনের একটি বিজ্ঞান মেলাও আয়োজন করা হয়েছে। বড়-সড় মেলা। আশেপাশে কয়েকটি জেলা থেকেও এসেছেন অনেক বিজ্ঞান ক্লাব। ব্যবস্থাপক বিজ্ঞান ক্লাবের সম্পাদক এক তরুণ শিক্ষক। আমাকে সম্পাদক জানিয়েছিলেন, শিক্ষণ-শিবিরে আমি যেন আত্মা, জ্যোতিষ, প্ল্যানিট, সম্মোহন, ভূতে ভব, ঈশ্বরে ভব এইসব বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি। জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে ক্লাবের সভ্যদের জ্ঞান যথেষ্ট গভীর। মনে আছে, আমি একটু মজা করতেই বলেছিলাম, “জ্যোতিষ শাস্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রাখি, আমাকে আপনারা হাবাতে পারবেন তো?” সম্পাদক দৃঢ়তাব সঙ্গে জানিয়েছিলেন, ‘অবশ্যই’।

মাঠের তিন পাশ ঘিরে বড়দিন কাপড় দিয়ে তৈরি এক একটি ঘরে এক একটি বিষয় নিয়ে মডেল ও ছবি সাহায্যে বিজ্ঞান বোঝাবার প্রদর্শনী চলছিল। প্রথম দিন বিকেলেই জ্যোতিষ বিষয়ক প্রদর্শনী কক্ষে যুক্তির আক্রমণ চালালেন দুই জ্যোতিষী। একজন স্থানীয় এবং একজন নৈহাটির জ্যোতিষী। ওই কক্ষে টাঙান দুটি চার্ট দেখিয়ে জ্যোতিষী দুজন ফ্লোড প্রকাশ করে জানালেন, এই পোস্টার দুটিতে দেওয়া তথ্যগুলো ভুল। এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবের অনেকেই বিতর্কে অংশ নিলেন, অংশ নিলেন সম্পাদক স্বয়ং। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকই আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গেলেন। জ্যোতিষী দুজনের অভিযোগের উত্তরে বিনীতভাবেই স্বীকার করে নিলাম, পোস্টার দুটিতেই ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। একই জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ধরনের গ্রহ অবস্থান দেখিয়ে ছক করেছেন এটা অবিস্বাস্য। ববং এই ছক তিনটি দেখলে সন্দেহ জাগে,

জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এবং জ্যোতিষীদের হাসিব খোবাক কবতে গিয়ে নিজেবাই মিথ্যাচারিতাব আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বিতীয় পোস্টারটিতে কয়েকটি গ্রহবল্ল বিষয়ে তথ্যগত ভুল ছিল। সম্পাদক জানালেন, তাঁরা এই তথ্যগুলো একটি বিজ্ঞান পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। শর্টকাট-এ বাজিমাৎ যে করা যায় না, অন্তত নেতৃত্ব দিতে গেলে প্রতি-আক্রমণের মুখে সামাল দিতে, যাদের বিকল্পে আক্রমণ হানবো, তাদের বিষয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। এব কোনও ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। নতুবা তেমন আঘাতের মুখে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আবার আমাদের মূল আলোচনায় কেবা যাক। আদিবাসীদের বা সাঁওতালদের মধ্যে যাঁরা খৃস্টান বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাবাও কিন্তু ডাইনি বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পাবেননি। কাবণ, সমাজেব আশেপাশেব মানুষদের ডাইনিব প্রতি বিশ্বাস তাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছিল।

এও দেখেছি সাঁওতাল গ্রামেব আশেপাশেব শহবেব বা গ্রামেব ব্রাহ্মণবা পর্যন্ত জানগুরুদের কাছে দৌড়োন নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়।

ডাইনি ও জানগুরুব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রতি যে বিশ্বাস বংশপবম্পবায় সমাজজীবনে চলে আসছে, তাবই পবিণতিতে ঘটে চলেছে ডাইনি হত্যাব মত বীভৎস প্রথা।

এ সমস্যা সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা। এব জন্য শুধু আইন নয়, প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লবেব। অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে ‘ডান’ বা ‘জান’ কারোব কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। এসব বোঝাতে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে জানগুরুদের তথাকথিত অলৌকিক-ক্ষমতাব বহস্য ফাঁস। সাঁওতাল সম্প্রদায়েব অনেকেই উদ্যোগ নিয়ে ডাইনি বিবোধী নাটক লিখছেন।

যদি এমন নাটক আদিবাসী
সমাজের কাছে হাজির করা হয় যাতে
সেই এলাকার জানগুরুদের ঘটানো তথাকথিত
অলৌকিক ঘটনার কৌশলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে,
তবে সে নাটকই হবে জানগুরুদের প্রতি সবচেয়ে
বড় আঘাত। জানগুরুদের প্রতি ছুঁড়ে
দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তাদের
অস্তিত্বকেই বিপন্ন
করে তুলবে।

জানগুরুবা বুজরুক, জানগুরুদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যুক্তি দিয়ে এই বিশ্বাস মানুষেব ভিতব যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে ডাইনি হত্যা বন্ধেব ক্ষেত্রে

অনেকটাই এগোন যাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বলা সোজা, কিন্তু ক'বা কঠিন, কাৰণ জানগুৰুদেব কৌশলগুলো জানবো কেমন কৰে? উৎসাহী আন্দোলনেৰ সার্থীদেব উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আমাৰ সঙ্গে আমাদেব সমিতিৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰলে কৌশলগুলো অবশ্যই তাঁদেব হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেব। ডাইনিৰ ভব, ডাইনিৰ নজৰলাগা মানুহগুলোৰ 'আতা-পাতা' সহ্য কৰতে না পাবাৰ কাৰণ বিষয়েও নাটকে ব্যাখ্যা থাকতে পাৰে। আদিবাসী সমাজেৰ শিক্ষা ব্যবস্থাব দায়িত্ব ঝাঁদেব উপৰ তাঁদেব নিয়ে শিক্ষণ শিবিৰ কৰে শেখাতে হৰে ভূতে ভব, জিনেব ভব, ডাইনিৰ নজৰ লাগা, জানগুৰুদেব অলৌকিক ক্ষমতাৰ বহন্য। ছাত্র-ছাত্রীদেব এই বাস্তব সত্যকে জানালে কাৰ্যকৰ হ'বে। এই বিষয়ে আমি ও ভাৰতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সমস্ত বৰুমেব সাহায্য ও সহযোগিতা কৰতে তৈৰি আছি।

ডাইনি প্রথা রোধে
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি
আন্তরিক ও নির্ভীক হন তবে এই বিষয়ে
নিশ্চয়ই কার্যকর ভূমিকা নেবে এবং আমাদেরও
সহযোগিতা গ্রহণ কৰবে। সরকারেৰ যদি এই ধারণা হয়
আদিবাসী সমাজেৰ এই অন্ধ-বিশ্বাসেৰ (যেগুলো
ওঁদেৰ ধৰ্মেৰ সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে
রয়েছে) উপৰ আঘাত হানলে আদিবাসী
সমাজ ক্ষেপে উঠবে তাহলে
স্পষ্টভাবে জানাই,
এ ধারণা আদৌ
সত্য নয়।

সাঁওতাল সমাজেৰ অনেকেই আজ এই প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত কৰতে আন্তৰিকভাবেই আগ্ৰহী। সবকাৰ তাঁদেব দিকে সহযোগিতাৰ হাত বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই ডাইনি প্রথা বিৰোধী আন্দোলনে নতুন গতি বৃদ্ধ হ'বে।

এ কথাও অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নেই, জানগুৰুদেব অৰ্থেব নোভ বা বাস্তবনৈতিক ক্ষমতাৰ ভয় দেখিয়ে অনেক ব্যক্তি বা বাস্তবনৈতিক তাসেব প্ৰতিহিংসা চৰিতার্থ কৰতে ডাইনি-বিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছেন। এই স্বার্থভোগীবা বে ডাইনি প্রথা বিৰোধী আন্দোলনকে ব্যর্থ কৰতে সচেষ্ট হ'বে এই কথা স্পষ্টভাবে মাথায় বেখেই সবকাৰকে এগুতে হ'বে।

ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব

পবিকল্পনা এখনি সবকাবের গ্রহণ কবা উচিত

তথ্যচিত্র ও স্লাইড দেখিয়ে আদিবাসী সমাজের মানুষ ও পশুদেব নানা বোগ ও তার প্রতিকারের উপায় বিষয়ে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে খবা, অজন্মাব পিছনে কাবণগুলি কোনও সময়েই অতিপ্রাকৃতিক নয়। বোঝাতে হবে অপুষ্টি থেকে হওয়া শিশু বোগ ও বিভিন্ন ‘ভব’ বিষয়ে। দেখাতে হবে জানগুন্দেব অলৌকিক কার্যকলাপের গোপন বহস্য। এ সবের মধ্য দিয়ে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা বাড়াতে হবে।

শিক্ষাব, বয়স্ক শিক্ষাব, নারী শিক্ষাব ব্যাপক প্রসারের পবিকল্পনা নিতে হবে। এই বিষয়ে সবকাবকে যেমন উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা কবতে হবে।

জানগুন্দেব ব্যবসার বিকল্পে জনমত তৈরিব চেষ্টার পাশাপাশি প্রয়োজনে পুলিশ ও প্রশাসনকে জানগুন্দেব বিকল্পে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জানগুন্দ কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা কবলে জানগুন্দ বিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে হবে।

মানুষ ও গৃহপালিত পশুদেব চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা কবতে হবে। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই ঝাড়ফুক, মস্তব-ভন্তবে বোগ সাবো না, অতএব তোমবা ওঝা, গুণীন, জানগুন্দেব কাছে যেও না বললে কিছুতেই কাজ হতে পাবে না। “কেবোসিনেব কম আলোয় কাজ কবলে বা পডলে চোখের ক্ষতি হয়” এ উপদেশ তখনই দেওয়া সাজে যখন কেবোসিনেব বিকল্পে প্রাণ সম্মূল্যে বিদ্যুৎ সেইসব মানুষদেব কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বোগ সাবোতে ঝাড়ফুকের বিকল্প হিসেবে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধে (অবশ্যই বিনামূল্যে) না দিয়েই ঝাড়ফুকের বিকল্পে যতই বক্তব্য বাখি, তা কার্যকর হবে না।

একই সঙ্গে এ-ও সত্যি—স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে দিলেই আদিবাসী মানুষবা তাঁদেব এতদিনেব গড়ে ওঠা বিশ্বাস বর্জন কবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দৌডোবেন না। সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যে খবর পেয়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন কবেছি, তাতে এটুকু বলতে পাবি, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধে যেখানে দেওয়া হচ্ছে সেখানকার আদিবাসী মানুষবা ধীবে ধীবে সেসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ কবতেও গুরু কবেছেন। আদিবাসী সমাজেব উন্নতিব জন্য পবিকল্পনা-মাফিক সমস্ত কাজ-কর্ম একযোগে গুরু কবলে আদিবাসী সমাজেব মানুষদেব কাছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আবও বেশি বেশি কবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে থাকবে।

পানীয় জলেব প্রচণ্ড অভাব এবং তার দকন জল-বাহিত বিভিন্ন বোগেব আক্রমণেব শিকার হন এইসব বঞ্চিত মানুষজন। এ বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসনেব নিতে হবে।

বহির্জগতের সঙ্গে আদিবাসীদের মেলামেশা, যোগাযোগ যাতে বাড়ে, সে বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে। সবকাবী তদ্বাবধানে আদিবাসীদের জমির মালিকানা ফিবিবে দিতে হবে।

জানগুরুদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বহস্য সন্ধান

বেভাবেড পি ও বডিং-এর লেখা থেকে ব্রিটিশ আমলের সাঁওতাল পবনগাব এক সহকারী কমিশনারের কথা জানতে পাবি, যিনি অদ্ভুত কৌশলে অনেক ঘোষিত ডাইনিব জীবন বাঁচিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটাতেন অনেকটা সাঁতাব অগ্নি পরীক্ষাব ধাঁচে। সহকারী কমিশনার সাহেব ব্যাটাৰি চালিত বিদ্যুৎ সৃষ্টিব একটি জাদু-দণ্ড তৈরি কৰিয়েছিলেন। কাউকে ডাইনি ঘোষণা কৰা হয়েছে খবৰ পেলেই জাদু-দণ্ডটি নিয়ে সেই গ্রামে হাজির হতেন। যে জানগুরু বা জানগুরুবা ডাইনি ঘোষণা কৰেছে তাদের হাজির কৰতেন আদিবাসীদের সামনে। আনা হতো ঘোষিত ডাইনিকেও। সাহেব এবাব জনসমক্ষে জানাতেন এই আশ্চর্য দণ্ড কোনও মিথ্যাচাৰী স্পর্শ কৰলে তাব শৰীবে আকাশেব বজ্র এসে আঘাত কৰবে। মৃত্যু না হলেও অনুভব কৰবে মৃত্যু যন্ত্রণা। সত্যভাষীদের এই দণ্ড স্পর্শে কোনও বিপদ ঘটবে না। তাবপৰ সাহেব জানগুরুদেব দিয়ে ঘোষণা কৰাতেন কে ডাইনি। ঘোষণাব পৰ জানগুরুবা দণ্ড ছুঁতেন। সাহেব দণ্ডে প্রবাহিত কৰতেন বিদ্যুৎ। জানগুরুবা বিদ্যুৎ তবসেব আঘাতেব আকস্মিকতাব, তডিভাহত বিষয়ে অজ্ঞতাব ভীত, আতঙ্কিত হয়ে আৰ্তনাদ কৰে উঠতেন। এবাব ঘোষিত ডাইনিকে ডেকে জিজ্ঞেস কৰতেন, “তুমি কী ডাইনি?” মেযেটি জানাতেন, “না”। এবাব মেযেটিকেও দণ্ডটি স্পর্শ কৰতে হতো। সাহেব এবাব দণ্ডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত কৰতেন না। আদিবাসী সমাজ এমন একটা অসাধাবণ প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস কৰে নিতেন, মেযেটি নির্দোষ। জানগুরুবা মেযেটিব প্রতি কোনও আক্ৰোশ মেটাতে ডাইনি বলে ঘোষণা কৰেছিল।

সাহেব নাকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কৌশল প্রয়োগ কৰে ঘোষিত ডাইনিদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবাবেব ঘটনাস্থল নদীয়া জেলাব বেথুয়াডহরী। সময় '৮৯-এব জানুয়াৰিব প্রথম সপ্তাহ। গিয়েছিলাম বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পৰিষদ আযোজিত একটি বিজ্ঞান মেলায বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিৰ পৰিচালনা কৰতে। খবৰ পেলাম বেথুয়াডহরীৰ উপকণ্ঠে এক সাঁওতাল পল্লীতে এক বমণীকে ‘ডাইনি’ ঘোষণা কৰা হয়েছে। এই নিয়ে গ্রামে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বিজ্ঞান পৰিষদের সক্রিয় তৰুণেব সংখ্যা প্রচুব। তাঁবা ওই গ্রামেব কষেকজন মাতবববকে হাজির কবলেন আমাব কাছে। ওঁদের কাছে আমাব পৰিচয় দিয়েছিলেন কলকাতাব বড গুণীন হিসেবে। কথা বলে জানলাম, গত ছয় মাসে ওদের পল্লীৰ সাত জন মাৰা গেছেন। ডাইনিই নাকি ওদের খেয়েছে। এক জানগুরুব কাছে ওবা গিয়েছিলেন গাঁয়েব মাঝিকে নিয়ে। জানগুরুকে তেল-সিঁদুৰ দিতে শালপাতায তেল ছিটিয়ে, ধুনো ছেলে, শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে মন্ত্ৰ পড়ে শেষে শালপাতা দেখে জানিয়েছেন মৃত্যুব কাৰণ ডাইনি। যাঁব বউকে ডাইনি ঘোষণা কৰা হয়েছিল তিনিও এসেছিলেন। ওঁদের বললাম, “আমি কাল দুপূবে যাব, তোমাদের গাঁয়েব সকলকে হাজির থাকতে বোলো।”

পবেব দিন গেলাম। সঙ্গী বিজ্ঞান পৰিষদের বহু তৰুণ, আমাব পুত্র পিনাকী ও স্ত্রী সীমা। আমবা ঘূবে ঘূবে ওদের ছোট গ্রাম দেখছিলাম। পৰিচ্ছন্ন গ্রাম। গ্রামেব মানুস

ভিড় করে এলেন। একটা খাটিয়া পেতে দিলেন পবন যত্নে। বসলাম। ঠুঁদের সঙ্গে গল্প কবলাম। ঠুঁদের গান গাইতে অনুবোধ কবলাম। গান শুনলাম, মাদলের তালে তালে। এবাব শুক কবলাম যে জন্য আসা, সে কাজেব প্রস্তুতি। একটা মাটিব পাত্র দিতে বললাম। পাত্র এলো। পাত্রের উপর স্তূপ কবলাম আখের শুকনো ছিবড়ে। একটা ছোট্ট বাটিতে কবে জল দিতে বললাম, জল এলো। এবাব একটা আতা পাতা ছিড়ে বিডবিড; কবতে কবতে গ্রামেব চাবপাশটা ঘুবলাম, আব মাঝে মাঝে আতা পাতায় জল তুলে মাটিতে ছোটাতে লাগলাম। ঘোবা শেষ হতে এসে বসলাম মাটিব সবাৰ কাছে। পাশে বাখলাম জলেব বাটিটা। জানালাম সত্যেব অগ্নি-পৰীক্ষা নেব। কিছুক্ষণ ‘অং-বং’ মন্ত্ৰ পড়ে বললাম, “এগ্রামেব যে কজন গত ছ-মাসে মাৰা গেছেন, তাঁদের একজনকে যদি ‘ডাইনি’তে খেয়ে থাকে তবে মন্ত্ৰ শক্তিহতে এই মাটিব পাত্রে আগুন জ্বলে উঠবে।”

বাটিব জল নিয়ে আখের শুকনো ছিবড়েব উপর ফেললাম, আগুন জ্বলল না। গ্রামেব মানুষগুলোব মধ্যে সামান্যতম উত্তেজনা লক্ষ কবলাম না। বুঝলাম, আগুন না জ্বলাটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ওবা ধবে নিয়েছে।

এবাব বললাম, “গত ছ’মাসে যাঁরা মাৰা গেছেন তাঁদের কাউকেই যদি ডাইনি না খেয়ে থাকে, ঠিক মত ওষুধ না খাওয়ায মাৰা গিয়ে থাকে, তবে জল ঢাললেও আগুন জ্বলবে।”

আতা পাতায় জল তুলে ছিবড়েতে ঢালতেই আগুন জ্বলে উঠলো। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাচ্চা-বুড়ো, পুরুষ-মহিলা সকলেই উত্তেজনায় সোবগোল তুললেন।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই পল্লীৰ সাঁওতালবা বিশ্বাস কবেছিলেন, জানগুব্ব ক্ষমতা নেই। জানগুব্ব জড়িবিউটিতে তাই বোগ সাবেনি। ব্যর্থতা ঢাকতে একটা নিবীহ মানুষকে ডাইনি বলেছিল।

জানি, যে পল্লতিব আশ্রয় নিয়ে সে দিন একজন ঘোষিত ডাইনিকে বাঁচিয়েছিলাম, সে বকমভাবে একজনকে শুধু বাঁচান যেতে পাবে মাত্র, কিন্তু এব দ্বাবা আদিবাসী সমাজ থেকে ‘ডাইনি’ ও ‘জানগুব্ব’দের অলৌকিক অশুভ ও শুভ ক্ষমতা বিষয়ে গড়ে ওঠা অন্ধ বিশ্বাস দূৰ হবে না।

আদিবাসীদের মধ্য থেকে কুসংস্কারেব অন্ধকাব দূৰ কবা একটা দীৰ্ঘ প্রক্রিয়াব ব্যাপাব, এ বিষয়ে আর্গেই আলোচনা কবেছি। তবু একটি হত্যা বোধ কবতে তাৎক্ষণিক আব কোনও উপায় আমাব জানা ছিল না।

যেভাবে আগুন জ্বালিয়েছিলাম, তাব মধ্যে যে কোনও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপাব ছিল না, এটা নিশ্চয়ই নতুন কবে বলাব অপেক্ষা বাখে না। বিজ্ঞান পবিষদেব ছেলেদের সাহায্যে দুটি জিনিস সংগ্রহ কবেছিলাম—পটাশিয়াম পাবম্যাঙ্গানেট ও গ্লিসারিন। সবাৰ দৃষ্টিব আডালে আখের ছোবডায ফেলে দিয়েছিলাম পটাশিয়াম পাবম্যাঙ্গানেট। গ্রাম ঘোবাৰ সময় বাটিব পূবো জলটাই ছিটিয়ে বা ফেলে শেষ কবে দিয়েছিলাম। হাতেব কৌশলে, সবাৰ নজব এডিয়ে বাটিতে ঢেলে দিয়েছিলাম গ্লিসারিন।

প্রথম দফায় গ্লিসারিন ঢেলে ছিলাম ছিবড়েব সেই জায়গাগুলোতে, যেখানে

পটাশিয়াম পাবম্যাস্পানেট নেই। দ্বিতীয় দফায় গ্লিবসাবিন ঢেলেছিলাম পটাশিয়াম পাবম্যাস্পানেটের ঝুঁড়োর উপর। পটাশিয়াম পাবম্যাস্পানেট গ্লিসাবিনের সম্পর্শে এসে তাকে অগ্নিডাইজ কবেছে। অগ্নিজেনের ফিজিক্যাল পবিবর্তনের ফলে ওই বাসায়নিকের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে এক সময় আগুন জলে উঠেছে।

যেখানে গ্রামবাসীরা ঘোষিত ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া কবেছে অথবা 'এখুনি' হত্যা কববেন না মনে হচ্ছে, সেখানে গ্রামবাসীদের অন্যভাবে সতাকে বোঝান যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি।

এবাবের ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ জেলাব সাগবদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়ার সাঁওতাল পরী। সালটা ১৯৫৮। ঈশ্বর সোবেন বছর কুড়ির এক তরুণ, কিছু দিন ধরে কাশতে কাশতে বস্তু বেব কবে ফেলছিল মুখ থেকে। শবীরও শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এমনটা কেন হচ্ছে ? ঈশ্বরের বাবা ছোট সোবেন জানগুরু জড়িবুটি খাওয়াচ্ছিল কিন্তু তাতে কোন কাজ হচ্ছিল না। জানগুরু শেষে জানাল ঈশ্বকে ডান খাচ্ছে। ডান কে তাও জানাল। ঈশ্বরের বিমাতা চুবকীই ঈশ্বকে খাচ্ছে।

চুবকীকে ডাইনি ঘোষণা কবায় প্রাণ বাঁচাতে চুবকী বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। বাপের বাড়ি কাছেই পশুই গ্রামে।

মনিগ্রাম বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ঈশ্বর লেখাপড়া শিখতে আসতেন। শিক্ষক কমলাবঙ্গন প্রামাণিকের সন্দেহ হলো ঈশ্বরের টি বি বোগ হয়েছে। কমলাবঙ্গন গ্রামের মানুষদের বোঝালেন ঈশ্বরের এক ধবনের অসুখ হয়েছে। এই অসুখে এমনভাবেই মুখ দিয়ে বস্তু পড়ে। চুবকী যে ঈশ্বকে খাচ্ছে, এ কথা কেউ প্রমাণ কবতে পারবে ? গ্রামের অনেকেই যদিও প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি কবে জানিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছেন চুবকী ডাইনি। কিন্তু কী দেখেছে, যাতে ডাইনি বলে জানতে পেরেছে—কমলাবঙ্গনের এই প্রশ্নে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত কমলাবঙ্গন ঈশ্বর ও ছোট সোবেনের সমর্থন পেয়ে অন্যদের বাজি কবাতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহুবমপূব সদর হাসপাতালে বুকের ছবি তুলে চিকিৎসক জানালেন টি বি। চিকিৎসক কমলাবঙ্গনের কাছে পূর্ব-সমস্যাব কথা শুনে ঈশ্বকে বোঝালেন, কেন এই বোগ হয়েছে, কীভাবে চিকিৎসা কবতে হবে। চিকিৎসা শুক হলো। পববর্তীকালে কমলাবঙ্গন ঈশ্বকে হাজির কবলেন গ্রামের মানুষদের সামনে। ঈশ্বর জানালেন চিকিৎসকের মতামত। মানুষগুলো কিন্তু যুক্তি মেনে নিলেন। মেনে নিলেন চুবকী ডাইনি নয়। ছোট সোবেন চুবকীব গ্রামবাসীদের ৬০ টাকা জবিমানা দিয়ে চুবকীকে ফিবিযে আনেন। তিন ছেলে এক মেয়ে নিয়ে চুবকীব এখন ভবা সংসার।

গুণীন কালীচরণ মূর্মু

কালীচরণ মূর্মু জগমাঝি। এই নামেই পবিচিত গুণীন কালীচরণ। 'জগমাঝি' কালীচরণের উপাধি নয়। 'জগমাঝি' সাঁওতাল সমাজের নৈতিকতার বন্ধক ও সমাজের অন্যতম প্রধান। গুণীনের অপ্রাপ্ত গণনাব কথা শুনে প্রতিদিন অনেকেই

আসেন। কেউ আসেন হাবানো গক, চুবি যাওয়া জিনিস-পত্তবের খোঁজে, কেউ বা আসেন নিখোঁজ আপনজনের হৃদিশ জানতে। গুণীনের টানে আসা মানুষজন সাধারণত নদীয়া ও তাব আশেপাশের জেলাব মানুষ। ট্রেনে এলে নামতে হয় মদনপুর-এ। ছোট স্টেশন। স্টেশনের বাইরে মিলবে বিস্তা ভ্যান। ভ্যানে পনের মিনিটের পথ জঙ্গল গ্রামের মোড়। সেখানে নেমে জিপ্সেস কবলেই লোকে দেখিয়ে দেবে কালীচরণের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। কালীচরণের বয়স ষাটের ধারে কাছে। বয়সের ঠাণ্ড মেলবে না শরীরে। কাজ কবতেন কল্যাণীর স্পিনিং মিলে। অবসর নেওয়ার পব পুরো সময়ের গুণীন। ওব তুক-তাক্, ঝাড়ফুক, গোনাব ক্ষমতায় বিশটা গাঁয়েব লোকের তবাস লাগে।

তবাসের হাওয়া লাগেনি সম্ভবত মদনপুরের কিছু ঔঁচোডে পাকা দামাল ছেলে-মেয়েদের। এদের জাতপাতের বালাই নেই, ঈশ্বর-আল্লা না মেনেও এবা বুক ঠুকে বলে, আমবা সাক্ষা-ধার্মিক। এমনি দুটি ছেলে ভানু হোব বায় আব বেজাউল হক গিয়েছিল গুণীনকে কিষ্কিৎ বাজিয়ে দেখতে। এখন ৯০ সালের অক্টোবরের শেষ। আশপাশের গাঁ-শহরের বাজনীতির বাবু মশাইবা কদিন আগেও বড়ই ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাপুজো, কালীপুজো নিয়ে। কালীঠাকুরকে জলে ডুবিয়েই বাবুদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে ধর্ম-উদ্ভাদনাব হাত থেকে দেশ উদ্ধারে। জঙ্গলগ্রাম অবশ্য এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। 'বাম-বাববির' বিষের হলুকা নানা ঝুবে এখানে পৌঁছোবাব আগেই বিমিয়ে পড়েছে।



চিব, বেজাউল, কালীচরণ, মুর্মু ও ভানু

গুণীন কালীচরণ গুণে-গৌণে বেজাউল আব ভানুব আসাব উদ্দেশ্য বেব কবে ফেলেছিলেন। বললেন, ‘তোমরা এসেছ কেন, জানি। তোমাদের গ্রামে একটা গণ্ডগোল বেধেছে তাই’

‘উহু, সে জন্যে তো আসিনি। আব আমাদের গ্রামে গণ্ডগোলও কিছু বাধেনি।’

গুণীন ওদের এমন বেখাপ্পা কথায় চটলেন,

বললেন, ‘আমাব ক্ষমতায় সন্দো ? তোমাদের ভাল হবে না। আমি যদি তোমাব চাবপাশে গণ্ডি কেটে দিই, সে গণ্ডি আমি না কাটান দিলে পেবোতে পাববে ? পিড়িতে বসিয়ে মস্ত পড়ে দিলে পিড়ি পাছায় এমন সেঁটে যাবে, তখন বুঝবে সন্দো কবাব মজাটা।’

ভানুও ঝপাং কবে তেতে গেল। বললো, ‘বেশ তো গণ্ডি কেটে আমাকে বন্দী করুন তো। আজই কবে দেখাতে পাবলে পাঁচশ টাকা দেব। আব যদি কয়েকটা দিন পরে দেখান—পঞ্চাশ হাজার দেব।’

‘তোমাদের দেখছি বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা, বড় টাকার গবম। ঝুঁচুচুড়ি চিবোন চোহা আব মুখে পঞ্চাশ হাজারেব গল্পো। বোঙ্গা ফেপলে ও সব বুঝনি ঠাণ্ডা মেবে যাবে।’

বেজাইল সামাল দিল, ‘ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির নাম শুনছেন, আমবা সেই সমিতিরই ছেলে। যাবা আপনাব মত ক্ষমতার দাবি কবে, তাদের দাবি সত্যি কি মিথ্যে, পরীক্ষা কবি আমবা। কী সব যুগ পড়েছে, ‘ঠগ বাছতে গ্যা-উজাড়’। পরীক্ষা না কবে কারো দাবি মানা কি উচিত ? আপনিই বলুন না ?’

কালীচরণ জুলজুল কবে বেজাইলের দিকে তাকিয়ে বইলেন। তারপর সুব নামিয়ে বললেন, ‘আসল কথা কি জান, গণ্ডি দিতে অনেক হ্যাঁপা। অনেক জিনিস-পদ্রব যোগাড় কবতে হয়। এই বয়সে তোমাদের জন্যে এতো হ্যাঁপা তুলতে পারব না।’

ভানু, বেজাইল অত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। ভানুব নাছোড়বান্দা আবদার, ‘তাহলে মস্ত পিড়ি সাঁটাটা অন্তত দেখান। এত নাম-ডাক আপনাব, শুনেছি বোঙ্গাব কৃপায় আপনি তুচ্-তাক্, বোগ চালান, ঝাড়-ফুঁকে অনেক অসম্ভব সম্ভব কবেন। আমাদের ওই পিড়িব ব্যাপাবটা দেখাতেই হবে।’

কালীচরণ নবম হলেন। বললেন, ‘ঠিক আছে, কাল সকালে এসো।’

সকালে দুজনের বদলে সমিতির আটজন হাজির হলো কালীচরণের আন্তানায়—তবে নানা দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা ভাবে। তারপর কী ঘটছিল, শোনা যাক মদনপুৰ শাখার সম্পাদক চিববঙ্গন পালের কাছ থেকেই।

‘আমাব সঙ্গী ছিল অসীম। সাহসী, বেপবোয়া অসীম আমাবই মত তরুণ এবং সমিতির পুরো সময়ের কর্মী। মুখে যতদূর সম্ভব চিন্তাব ভাব ফুটিয়ে কালীচরণকে বললাম, ‘বড় একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, আপনাকে সমাধান কবে দিতেই হবে।’

জগমাঝি কালীচরণ আমাদের অপেক্ষা কবতে বলে উঠে গিয়ে নিয়ে এলো দশ-বারোটা সবুজ কাঁঠাল পাতা। হাঁক পাডতেই একটি ছোট মেয়ে একটা তেলের শিশি দিয়ে গেল, সঙ্গে কিছু কাঠি। জগমাঝি বিভবিড় কবে মস্ত পড়ছিল আব একটা কবে কাঁঠাল পাতা তুলে নিয়ে তাতে দু-ফোঁটা তেল ছিটিয়ে পাতাটা ভাঁজ কবে একটা

কবে কাঠি গুঁজে দিচ্ছিল এ-ফোঁড়, ও-ফোঁড় করে ।

আমাকে নিয়ে এই মুহূর্তে আমাদের সমিতির আট জন সদস্য এখানে আছি । ভানু বেজাউলও এসেছে । সম্ভবত তথাকথিত কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ভানু, বেজাউলকে অবাক করে দিয়ে পিড়ি আটকানোব চ্যালেঞ্জটা এড়াতে চায় বলেই ভানুবা আমাব আগে আসা সত্ত্বেও আমাব সমস্যা নিয়ে গুণতে শুরু কবলো কালীচরণ ।

ছটা পাত্ৰায় তেল দিয়ে ভাঁজ করে কাঠি গুঁজে বেখে শুরু কবলো নানা অঙ্গভঙ্গি করে বেজায় বকম মস্ত্র পড়া । এক সময় একটা পাতা তুলে নিয়ে কাঠি খুলে ফেলে পাতাটাব ভাঁজ খুলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বইল সেদিকে । একটু পরে বললো, ‘তুমি যাব জনো এসেছ সে মেয়ে ।’

বললাম, ‘না, সে তো মেয়ে নয় ।’

জগমাঝি এবাব আব একটা পাতা তুলে নিল । পাতা খুলে তেল পড়া দেখে বললো, ‘যাব জন্য এসেছো সে একটা বাচ্চা ছেলে ।’

বললাম, ‘না, সে তো বাচ্চা ছেলে নয় ।’

জগমাঝি এবাব তৃতীয় পাতা তুলে নিল, ‘তাব পেটে ব্যথা হয় ।’

বললাম, ‘ব্যথাটা পেটে তো নয়, বুকে ।’

জগমাঝি ওই তৃতীয় পাতাটাব দিকেই আবাব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, ‘বুকেব ব্যথাটা ওই পেটের জন্যেই । ডাক্তার দেখাচ্ছে । ওষুধ খাওয়াচ্ছে, তাও ভাল হচ্ছে না । ওষুধে ভাল হবে না । খাবাপ হাওয়া লেগেছে । ঝাডতে হবে । বোগীকে নিয়ে এসো রোডে দেব ।’

বললাম, ‘বোগীব এত বয়স হয়েছে, বোগে ভুগেও কাহিল, নিয়ে আসাটাই সমস্যা ।’

আবাব পাতাব দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একটু পরেই আমাকে বললো, ‘হ্যা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বুডো, খুব বুডো । ও তোমাব কে হয় ?’

বললাম, ‘ঠাকুবদা’ ।

‘হ্যা, ঠিক ঠিক । এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে । বুক চেপে ধবে বয়েছে । বাড়ি ফিরে ঠাকুবদাকে জিজ্ঞেস করো, ঠিক এই সময় বুকে ব্যথা উঠেছিল কি না, তাইতেই আমাব ক্ষমতা বুঝতে পাববে ।’ ভানু ও বেজাউলের দিকে চেয়ে বললো, ‘তোমরাও যাও না কেনে ওব সঙ্গে । গেলেই বুঝতে পাববে আমি জগমাঝি ঠগ্ কি গুণীন ।’

জগমাঝি কি ঠগ্ ? সে উত্তর আমাদের পাওয়া হয়ে গিয়েছিল । ঠাকুবদা মাঝে গেছেন বেশ কয়েক বছর । কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওখানে তুললাম না, জগমাঝিব মিথ্যাচারিতা ধবতে আমি যে অভিনয়ের আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা উপস্থিত অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তবা কিতাবে নেবে—এই ভেবে । ওব মিথ্যাচারিতাব মুখোশ অন্য ভাবে খোলাটাই এক্ষেত্রে শ্রেয় । আব সেই শ্রেয় পথটিই অবলম্বন কবলো ভানু । ভানু বললো, ‘আজ কিন্তু আমাদের দুজনকে আসতে বলেছিলেন । আপনি আমাদের দুজনকে যে কোনও এক জনকে পিড়িতে বসিয়ে মস্ত্র পড়ে পিড়ি পেছনে আটকে দেবেন বলেছিলেন । এখন দিন । আপনি পাবলে গুণে গুণে পাঁচশো টাকা দিয়ে যাব ।’

হাসলো জগমাঝি, ‘কেউ টাকাব লোভ দেখালেই কি ক্ষমতা দেখাতে হবে ? আমি বা আমাব বোঙ্গা কি তোমাদের জন-খাটাব মানুষ যে, তোমরা বললেই দেখাবো ?’

অক্ষমতা এড়াবাব কু-যুক্তিটা ভালই বণ্ট কবেছে জগমাঝি ওবফে ঠগমাঝি ।
প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভবিষ্যে জগমাঝি উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললো, ‘পবীক্ষা
নেওয়ারও নিয়ম-কানুন থাকে । এই যে ছেলেটিব ঠাকুবদাব বুকে ব্যথাব কথা শুণে
বলে দিলাম, সত্যিই কি মিথ্যে খোঁজ নিয়ে এসে না ক্যানে । হাবানো জিনিসেব খোঁজ
চাইতে, শুণে বলে দিতাম ।’

কথাটা শেষ কবতেই ভানু বললো, ‘আমাব একটা কলম হাবিয়েছে, দামী কলম,
মনে হয় চুবি কবেছে আমাবই কোনও বন্ধু । শুণে বেব কবে দিলে প্রণামী দেব ।’

আবাব কাঁঠাল পাতা এলো, তেল ছিটিয়ে আগের মতই মস্ত্র পড়ে পাতা খুলে তেল
পডাদেখে জগমাঝি বললো, ‘ছুঁ চিনেব কলম ।’

ভানু বললো, ‘না, জাপানেব ।’

‘ওই হলো । আচ্ছা, তুমি কি পেনটা নিয়ে বাজারে বা দোকানে গিয়েছিলে ?’

‘হ্যাঁ, তা গিয়েছিলাম । এখন মনে পডছে দোকানে কলমটা দিয়ে লিখেছি, পকেটে
পুবেছি কি না, মনে পডছে না ।’

জগমাঝি আব একটা পাতাব তেলপডা দেখে বললো, ‘ওই দোকানেব মালিকেব
কাছেই আছে ।’

‘পেনটা ফেবৎ যাতে পাই, তাব ব্যবস্থা কবে দিন ।’

‘কলমটা কাব আছে, বলে দিয়েছি । দোকানদাবকে চাপ দিলে ফেবৎ পেতে পাব ।
কিন্তু সে যদি ফেবৎ না দেয়, অস্বীকাব কবে, তা আমি কী কববো ? প্রণামী তিনটে
টাকা আব তেল পডাব জন্য যা খুশি দিয়ে যাও ।’ এবাব আমাব দিকে তাকিয়ে বললো,
‘তুমিও প্রণামী তিনটে টাকা আব তেল পডাব জন্য যা খুশি নামিয়ে বাখ ।’

বললাম, ‘ঠিক উত্তব দিলে নিশ্চয়ই প্রণামী দিতাম । কিন্তু প্রথম থেকেই তো
দেখছি, আপনি সব উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছেন । না আমারটা বলতে পেরেছেন, না
বলতে পেরেছেন ওঁব কলমেব ব্যাপাবে কিছু ।’

জগমাঝি কালীচরণ বোধহয় নিজের বর্তমান অবস্থা ও আমাদের উপস্থিতিব মধ্যে
কোনও পবিকল্পনাব সম্ভাবনা অনুমান কবে হঠাৎ কেমন চুপ মেবে গেল । তাব চোখ
দুটোতে একবাবেব জন্যেও জ্বলে উঠলো না চুয়াড বিদ্রোহেব আগুন, ববং চোখ দুটোয
আমানিব হলছল নেশা ।

আমাব ঠাকুবদাব বুকে ব্যথাব মতেই কলম হাবানোব ব্যাপাবটাও ছিল পুৰোপুবি
কাল্পনিক ।



আদিবাসী সমাজের তুক-তাক, ঝাড-ফুক

ভাবতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আদিবাসী সমাজের জানগুরুবা (অঞ্চলভেদে তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন) চোব ধবতে, চুবি যাওয়া জিনিসের হদিশ দিতে, অথবা চিকিৎসা কবতে গিয়ে প্রচলিত দেশীয় ওষুধ ঠিক মত নির্ণয় কবতে না পাবলে অর্থলোভে, জীবিকার স্বার্থে অথবা নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কোনও মানুষকেই ডাইন বা ডাইনি ঘোষণা কবে এ সবেব জন্য দায়ী কবে। এ শুধু লোক ঠকানোর ব্যাপার নয়, শুধুই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার মাধ্যমে এরা অজ্ঞ গ্রামবাসীদের আর্থিকভাবে শোষণই কবে না, এরা ঠাণ্ডা মাথা খুনে। এরা শুধু যে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতেই কাউকে ডাইন ঘোষণা কবে, তা নয়। অর্থ বা অন্য কিছু বিনিময়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে ঘাতকেব ভূমিকা গ্রহণ কবে, কাউকে ডাইনি ঘোষণা কবে।

মানুষের দুর্বলতা ও অজ্ঞতাই জানগুরুদের শোষণের হাতিয়ার। মন্ত্রশক্তিকে নয়, বিজ্ঞানের কৌশলকে কাজে লাগিয়েই ওরা মানুষ ঠকিয়ে চলেছে। কী সেই কৌশল? আসুন, সেগুলো নিয়েই এখন আমরা একটু নাড়াচড়া কবি।

চোব ধরে আটার গুলি

বাড়িতে চুবি হলে ওঝার কাছে বাড়ির লোক হাজির হন। ওঝা পয়সা ও পাঁচপো আটা আনতে বলে। গৃহস্বামীর কাছ থেকে জেনে নেয় কাকে কাকে তিনি সন্দেহ করছেন। আটাতে মজ্র পড়া হয়। মজ্র পড়া আটা থেকে কিছুটা নিয়ে প্রয়োজনমত জল ঢেলে শক্ত কবে মাখা হয়। এবার আসে একটি জলভর্তি বাটি। ওঝা মাখা আটা থেকে একটু করে আটা ছিড়ে নিয়ে একটি করে গুলি পাকায়, একজন করে সন্দেহভাজন মানুষের নাম বলে বাটির জলে ফেলতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মে আটার গুলি জলে ডুবে যাওয়ার কথা। যেতেও থাকে তাই। কিন্তু দর্শকরা হঠাৎ দেখতে পান একটা গুলি জলে ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার ভেসে উঠছে। এমনটা তো ঘটার কথা নয়? কার নামে আটা ফেলা হয়েছিল? যাব নামে আটা ফেলা হয়েছিল গ্রামবাসীরা তাঁকেই ধরেন। অনেক ক্ষেত্রে ধৃত ব্যক্তি চোরাই জিনিস বের

কবে দেন। অনেক ক্ষেত্রে জানান জিনিসটা বিক্রি করে দিয়েছেন অথবা জিনিসটা যেখানে বেখেছিলেন সেখানে এখন পাচ্ছেন না। কেউ বোধহয় চোবের উপর বাটপাডি করেছে।

এখন দেখা যাক কীভাবে আটাব গুলি জলে ভাসে। কীভাবেই বা সত্যিই চোব ধবা পবে ?

আটাব গুলি বানাবার সময় আটাব ভিতরে মুড়ি, খই, শোলাব টুকরো বা থার্মোকলের টুকরো ঢুকিয়ে দিলে এবং মুড়ি খইয়ের উপর অতি সামান্য আটাব আস্তরণ থাকলে, আটাব তৈরি গুলিটা সম-আয়তনের জলেব চেয়ে হালকা হলে, গুলি জলে ফেলাব পর ভেসে উঠবে। মুড়ি বা খইয়ের চেয়ে শোলা বা থার্মোকল অনেক বেশি হালকা তাই শোলা বা থার্মোকলের টুকরো আটাব গুলিতে ঢোকালে সেই আটাব গুলি আবও কম আয়তনে ভাসান যাবে।

চোব কী কবে ধবা পড়ে ? এটা আগেই মনে রাখা প্রয়োজন চুবি কবাব কথা স্বীকার কবাব অর্থ কিন্তু এই নয়, বাস্তবিকই সে চোব।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। যতদূর মনে আছে ঘটনাটা এই ধবনের একটি মহিলাব বিকৃত মৃতদেহ পুলিশের হাতে আসে। পুলিশ দপ্তর থেকে ছবিটি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি পবিবাবেব একাধিক ব্যক্তি ছবি দেখে এবং অন্যান্য পোশাক-আশাক ও চেহাবাব বিবরণ দেখে জানান এটি তাদের পবিবাবেব মেয়ে। মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি স্বামী-বত্নটি বউয়ের খোজে স্বশুববাডি এসেছিলেন। বউ নাকি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে নিকদ্দেশ। স্বশুববাডিতে এসেছে কি না, তাবই খোজ কবতেই স্বামী বাবাজীব এখানে আসা।

স্বামীটিকে গ্রেপ্তার কবা হয়। কোর্টে কেস ওঠে। স্বামী শেষ পর্যন্ত স্বীকার কবেন, তিনিই স্ত্রীকে হত্যা কবেছিলেন। কেসেব বিবরণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এবাব ঘটে যায় আব এক নাটক। ঝাব হত্যা নিয়ে এই বিচাব, তিনি স্বয়ং আদালতে হাজির হয়ে জানান, তিনি জীবিত, বাস্তবিকই স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া করে ঘব ছেড়েছিলেন। এতদিন ছিলেন এক বান্ধবীব বাড়িতে। পত্রিকায় তাঁব হত্যাব কথা স্বামী স্বীকার কবেছেন খববটি পবে হাজির হয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীব ঝগড়া একটা অদ্ভুত ঘটনায় মিটে গেল।

স্বামীটি হত্যা না কবেও কেন হত্যাব অপবাধ স্বীকার কবে কঠিন শাস্তিকে গ্রহণ কবতে চেয়েছিলেন ? সম্ভবত শাবীরিক বা মানসিক অথবা শাবীবিক ও মানসিক অভ্যাচারেব মুখে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন এব চেয়ে যে কোনও শাস্তিই অনেক লঘু।

ডাইনি প্রথাব ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু ঘোষিত ডাইনি গ্রামবাসীদেব অভ্যাচারে ভেঙে পড়েন এবং স্বীকার কবেন, তিনিই ডাইনি। ঘোষিত চোব অভ্যাচারে সহ্য কবতে না পেরে একান্ত বাঁচার তাগিদে অপবাধ না কবেও বলেন, আমিই অপবাধী।

আটাব গুলি ভাসার ক্ষেত্রে যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তিব নাম গৃহস্বামী দেন, তাদের মধ্যে কেউ চুরি কবতেই পাবে। তার নামের গুলি ওঝা জলে ভাসালে গণপ্রহাবে চোব চুরি যাওয়া জিনিস বেব করে দেয়। কিন্তু যদি ভালমানুষেব নামেব গুলি ভাসে তখন

গণপ্রহাব থেকে বাঁচতে ভাল মানুষটিও অপবোধ স্বীকার করে জবিমানা দেওয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

হাতে ফুটে ওঠে চোবের নাম

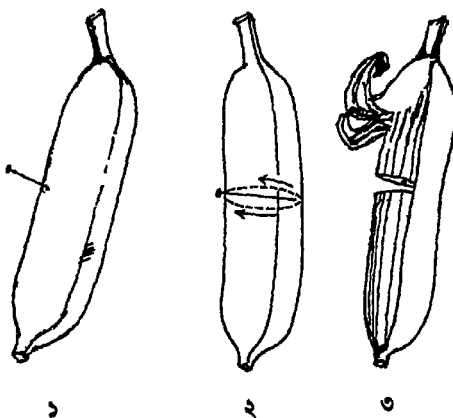
শুধু আদিবাসী সমাজেই নয় বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে অদ্ভুত পদ্ধতিতে চোব ধবা হয়। ওঝা মন্ত্র শক্তিতে চোবের নাম বলে দিতে পারেন, এই বিশ্বাস নিয়ে যখন কেউ নিজেব চুবি যাওয়া জিনিস উদ্ধাব করতে ওঝাব দ্বাবস্থ হন, তখন ওঝা জেনে নেন সন্দেহজনকদেব নাম। অনেক ক্ষেত্রেই নাম জানাব পব ওঝাব এজেন্টবা এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে আবও কিছু তথ্য সবববাহ কবে ওঝাকে।

দক্ষিণাব বিনিময়ে ওঝা চোব ধবতে নানা ধবনের অং-বং-চং মন্ত্র আওডাব। তাবপব একটা কাগজে লিখে ফেলে সম্ভাব্য চোবেদেব নাম। সেই কাগজ পুবিষে তৈরি কবা হয় ছাই। সেই ছাই ওঝা নিজেব হাতে বা সহকারী কাবো হাতে ঘষে ছাই ঝেড়ে ফেলতেই উপস্থিত দর্শকবা দেখতে পান ছাই ঘসা হাতে কালো হবফে ফুটে উঠেছে একটা নাম। যাব নাম উঠেছে সে সন্দেহাজন একজন। তাব ওপব চাপ পডলে কখনো-সখনো চাপে পবে স্বীকার কবে চুবিব কথা। কখন চুবিব মাল ফেবং পাওয়া যায়। কখনও বা জবিমানা দিয়ে উদ্ধাব পেতে হয়। যোবিত চোব কেন অপবোধ স্বীকার কবে? সে প্রশঙ্গে গেলে, বাব বাব একই কথা শোনাতে হবে বলে নীাব বইলাম। ববং আসি, কী কবে ওঝা ছাই ঘষে হাতে নাম ফুটিয়ে তোলে।

ঘন সাবান জল অথবা বট্টেব আঠা অথবা ঐ জাতীয় কিছুকে কালিব মত ব্যবহাব কবে কাঠিজাতীয় কিছু দিয়ে হাতে চোব হিসেবে যাব নাম ঘোষণা কবা হবে, তাব নামটি লিখে বাখা হয়। অর্থাৎ হাতে লেখা হল আঠা-জাতীয় জিনিস দিয়ে। ছাই ঘবতেই লেখাব আঠা ছাইগুলোকে ধবে নেয়। মুখেব ফুঁয়ে বা হাতের ঝাপটায় উড়ে যায় বাকি ছাই। তাই পববর্তী পর্যায়ে দর্শকদেব দৃষ্টিতে ধবা পড়ে ছাইয়ে লেখা নামটি।

চোবের কলা কাটা পড়ে মস্ত্রে

ওঝা সন্দেহাজনদেব হাতে ধবিয়ে দেয় একটা কবে খোসা সহ গোটা পাকা কলা, চলতে থাকে মস্ত্র-তন্ত্র। মস্ত্রেব পাঠ চুকতে একজন কবে সন্দেহাজন মানুষ এগিয়ে আসেন। কলাব খোসা ছাড়ায় সকলেব সামনে। খোসা ছাড়াবাব পব ওঝা পবীক্ষা কবে দেখেন কলাটার ভিতরটা দুটুকরো করে কাটা কিনা। গোটা থাকলে কলা ধরেছিল যে খাযও সে। এবই মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ঘটে যায় বিষ্ময়কর কিছু। খোসা ছাড়াতেই দেখা যায় কলাটা পবীক্ষার দুটুকরো কবে কাটা। অবাক কাণ্ড।



তখনও খোসা পৰীক্ষা কবলে দেখা যায়, খোসা গোটাৰি বয়েছে।

প্রতিটি আপড়-অলৌকিক ঘটনাব মতই চোবেৰ কলা কাটা পড়ে মস্ত্রে নয়, কৌশলে। কৌশলটাও অতি সহজ সবল, একটা গোটা কলা নিল। একটা পৰিষ্কাৰ চুচ। এবাৰ চুচটা কলাৰ যে কোনো এক জায়গায় ঢুকিয়ে দিযে ধীৰে ধীৰে কলাৰ শাসেৰ চাব-পাশটা ঘোবান। পূৰোটা ঘোবান হলে চুচটা বেব কৰে নিন। কলাৰ খোসাব গায়ে চুচেৰ সূক্ষ্ম ছিদ্র ছাড়া আৰ কিছু নজবে পডৰে না। অথচ ভিতৰেৰ কলাটা কাটা পড়েছে চুচটা পূৰোটা ঘূৰে আসাব ফলে। খোসা ছাড়াতেই কাটা কলা দৃশ্যমান হবে।

নখদৰ্পণ

ঘাৰ বাড়িতে চুৰি হয়, সাধাবণত তাঁদেৰ পৰিবাবেৰ কোনও শিশু, কিশোৰ বা মহিলাকে দেখান হয় নখ-দৰ্পণ বা নখেৰ আয়না। সেই দৰ্পণে ফুটে ওঠে চোবেৰ ছবি। এমনকি অনেক সময় নাকি, কেমন ভাবে চুৰি হয়েছিল, কী ভাবে চোব এলো, কী ভাবে চোব পালাল, সমস্ত ব্যাপাবটাই চলচ্চিত্ৰেৰ মতই একেৰ পব এক নখেৰ উপৰ ফুটে ওঠে। পূৰো ঘটনাটাই ঘটানো হয় অপ্রাকৃতিক উপায়ে, গুণীন বা ওঝাৰ 'অলৌকিক' ক্ষমতায়।

বহু ওঝাৰ নখ-দৰ্পণ ক্ষমতাৰ খবৰ পেয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খবৰদাতাদেৰ বলেছি, আমি একটা জিনিস লুকিয়ে রাখবো। নখ দৰ্পণে ওঝা লুকোন জিনিস বেব কৰে দিতে পাবলেই দেবো পঞ্চাশ হাজাৰ টাকা। খবৰদাতাবা প্রায়শই প্রত্যক্ষদৰ্শী বলে দাবি কৰেছেন। সেই ওঝাকে পৰীক্ষা গ্রহণেৰ সুযোগ কৰে দেবেন কথা দিয়েও কেউ বাখেনি। এখনও আমি সেই একই ভাবে নখ-দৰ্পণ কবতে পাবা ওঝাৰ খোজে আছি।

যে কেউ এমন ওঝা এনে নখ-দৰ্পণেব বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পাবলে ওঝাব হাতে তুলে দেব প্রণামীর পঞ্চাশ হাজার টাকা । এটা অতি স্পষ্ট এবং সত্য যে প্রতিটি অলৌকিক ঘটনাব মতই নখ-দৰ্পণেব অস্তিত্বও রয়েছে শুধুই গাল-গল্লে ও মিথ্যাভাষণে । এদিকে এখন একটু তাকাই—নখ-দৰ্পণ ব্যাপাবটা কী ? সত্যিই কি তাহলে কিছুই দেখা যায় না ? নখ-দৰ্পণ যেভাবে কবা হয় তা হল এই ঝাঁদেব বাড়ি চুবি হয়েছে তাঁদেব পবিবাবেব একটি শিশু, কিশোরী একান্ত অভাবে একজন আবেগপ্রবণ কুসংস্কাবাচ্ছন্ন মহিলাকে বেছে নেওয়া হয় মিডিয়াম হিসেবে । মিডিয়ামকে পাশে বসিয়ে ওঝা বাড়িৰ লোকেদেব সঙ্গে কথা বলে সন্দেহভাজন মানুষদেব নামগুলো জেনে নিতে থাকে । মিডিয়ামও নিজের অজ্ঞাতে সন্দেহভাজন মানুষগুলো বিষয়ে জেনে নেয় । স্বাভাবিক কাবণে সন্দেহভাজন এইসব মানুষগুলোও মিডিয়ামেব পবিচিত ব্যক্তিই হয় । কী ভাবে চুবি হতে পারে এ সব বিষয়েও ওঝা কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যায় । তাবপব মিডিয়ামেব বুডো আঙুলে তেল (সাধাবণত সবষেব তেল) সিদূব বা তেল-কাজল লাগিয়ে দেওয়া হয় । চক্চকে বুডো আঙুলটায় মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয় । ওঝা বলতে থাকে, ‘বুডো আঙুলে এবাব চোবেব ছবি ভেসে উঠবে, চোবেব ছবি ভেসে উঠবে। একমনে দেখতে থাক, দেখতে পারে চোবেব ছবি।’ ‘সম্মোহনেব মত কবেই

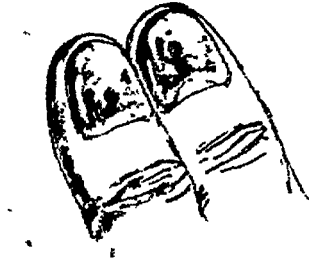


নখদৰ্পণ কবা হচ্ছে

মিডিয়ামের মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চয় কবা হতে থাকে যে চোবেব ছবি ভেসে উঠবে। সম্মোহিত কবে ধারণা সঞ্চাবেব মাধ্যমে যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটান যায় বা দেখান যায় এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবেছি ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’-এব প্রথম খণ্ডে। তাই আবার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না।

একসময় সম্মোহনী ধারণা সঞ্চাবেব ফলে মিডিয়াম বিশ্বাস কবতে শুরু কবে বাস্তবিকই চোবেব ছবি ফুটে উঠবে তাব নখে। আবেগপ্রবণতা, বিশ্বাস ও সংস্কারেব ফলে এক সময় মিডিয়াম সঞ্চাবিত ধারণাব ফলে দেখাব আকুতিতে অলীক কিছু দেখতে থাকে। এটা মনোবিজ্ঞানেব ভাষায় Visual hallucination। মিডিয়াম মানসিক ভাবসাম্য হাবিয়ে সন্দেহভাজন কোন একজনেব অস্পষ্ট একটা ছবি নিজেব নখে দেখতে পাচ্ছে বলে বিশ্বাস কবতে থাকে। কখনও বা অস্পষ্ট ছবি স্পষ্টতবও হয় মস্তিষ্ককোষে ধারণা সঞ্চাবেব গভীরতাব জন্য। কখনও হাতেব নখে মিডিয়ামে দেখতে পায় চোবেব আসা, চুবি কবা এবং পালান পর্যন্ত।

কখন কখন নখ-দর্পণেব ক্ষেত্রে Visual illusion- হ্যাঁ, ভ্রান্ত দর্শনেব ঘটনাও ঘটে। তেল-সিঁদুর নখে মাখিয়ে দেওয়ায় নখটি চকচকে হয়ে ওঠে। অনেক সময় আশেপাশেব মানুষজন, গাছপালা ইত্যাদিব ছবি অস্পষ্টভাবে চকচকে নখে প্রতিফলিত



হয়। অস্পষ্টতাব দরুন দড়িকে সাপ ভাবাব মতই প্রতিফলিত অস্পষ্ট ছবিকেই চোবেব ছবি বা চুবিব ঘটনাব ছবি বলে মিডিয়াম বিশ্বাস কবে নেয়।

যেহেতু সন্দেহভাজন একজনেব কথাই মিডিয়াম বলে, তাই তাব ঘোষিত মানুষটি চোব হতেও পারে। চোব না হলেও চুবি কবেছে, এমন স্বীকারোক্তিও প্রহাব থেকে বাঁচতে যে দিতেই পাবেন, সে বিষয়ে আগেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

বাটি চালান

চুবি যাওয়া জিনিসেব হৃদিশ পেতে বা চোব ধবতে বাটি চালানেব ব্যাপক প্রচলন এখনও আছে। নখ-দর্পণেব সঙ্গে বাটি চালানেব কিছুটা মিল রয়েছে। বাটি চালানেব মিডিয়াম ঠিক কবা হয় সাধারণত যাব বাড়ি চুবি হয়েছে, তাঁদেবই পরিবারেব কোনও

কিশোর-কিশোরীকে। এখানেও ওঝা বা গুণীন মিডিয়ামকে পাশে বসিয়ে চুবিব খুঁটিনাটি ঘটনা শুনতে থাকে গৃহস্থামীর কাছ থেকে। শুনে নেয় কাদেরকে চোর বলে সন্দেহ কবছেন গৃহস্থামী। গৃহস্থামীর সন্দেহ মিডিয়ামকে প্রভাবিত করে। তাবপব একসময় বাটি চালানোব বাটি আসে। মিডিয়ামকে বাটির উপব দু'হাতেব ভব দিয়ে উবু কবে বসান হয়। গুণীন ঘন ঘন মন্ত্র আওডায়, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকে, বাটিটা এবাব মিডিয়ামেব হাত দুটোকে টানবে। বাটিটা যে মিডিয়ামেব হাত টানবেই, এই কথাটাই বাব বাব গভীৰভাবে টেনে টেনে বলে যেতে থাকে ওঝা। আমাদেব হাত নড়ে, মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষেব নিয়ন্ত্রণে ঐচ্ছিক মাংসপেশীগুলোব সংকোচন-প্রসারণেব ফলে। ওঝাব কথা এক মনে শোনাব ফলে আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে ধাবণা সঞ্চাবিত হতে থাকে, বাটিটা তাব হাত টানছে, বাটিটা একটু একটু কবে গতি পাচ্ছে। বাটিটা চোবেব বাড়িব দিকে যাচ্ছে। অনেক সময় সন্দেহভাজন মানুষদেব বাটি চালানোব সময় হাজিব বাখা হয়। সে ক্ষেত্রে মিডিয়াম ভাবতে থাকে, বাটি চোবেব দিকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বাটির ওপব হাতেব ভব বেখে উবু হয়ে বসাব ফলে ধাবণা সঞ্চাবেব ফল দ্রুততব হয়।



বাটি-চালানোব একটি দৃশ্য

এমনিতেই বাটিব ওপৰ শৰীবেৰ ভৰ আড়াআড়ি ভাবে থাকায় বাটিব সৰে যাবাব বা এগিয়ে যাবাব সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও 'বাটি চোব ধবতে এগোবে' এই বিশ্বাস যখন তীব্রতৰ হয় তখন অবচেতন মন থেকেই মিডিয়ামে বাটিটিকে ঠেলতে শুক কৰে। অর্থাৎ মিডিয়াম নিজেৰ অজান্তেই বাটিকে চালনা কৰে। মিডিয়ামেৰ মনেৰ ভিতৰ চোব সম্বন্ধে একটা ধাৰণা সম্ভাবিত বাটিটিকে ঠেলতে শুক কৰে। মিডিয়াম নিজেৰ অজান্তেই বাটিকে চালনা কৰে। মিডিয়ামেৰ মনেৰ ভিতৰ চোব সম্বন্ধে একটা ধাৰণা সম্ভাবিত হয়ে বয়েছে। মিডিয়ামেৰ সেই সক্ষিত ধাৰণাব প্ৰভাৱে অবচেতন মন বাটিটিকে কোনও একজন সন্দেহভাজন মানুষেৰ দিকে অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিৰ বাডিৰ দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

কক্ষি চালান

চোব ধবাব ব্যাপাৰে 'কক্ষি-চালান' ওবা, জানশুকদেব একটা জনপ্ৰিয় তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাৰ নিদৰ্শন। 'নথ-দৰ্পণ' এবং 'বাটি চালান'-এৰ মতই কক্ষিও চালান হয় মিডিয়ামেৰ সাহায্যে। একই ভাবে মিডিয়াম হয় চুৰি যাওয়া বাডিৰ স্বল্পবয়স্ক কেউ



কক্ষি চালান হচ্ছে হাবানো জিনিস পেতে

অথবা আবেগপ্রবণ সংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা । চোব সম্বন্ধে মিডিয়ামের চিন্তায় কিছু নাম ঘোঁষাবুঝি করে যে নামগুলো বাড়িৰ মানুষদেব কাছ থেকে সন্দেহজনক বলে ইতিপূৰ্বেই শুনেছে ।

মিডিয়াম কক্ষি ধৰে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে কক্ষিৰ এক প্রান্ত ধৰা থাকে মিডিয়ামেব হাতে, অন্যপ্রান্ত মাটি স্পর্শ কৰে থাকে । এ ছাড়াও আবও ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও কক্ষি ধৰাব প্রথা আছে ।

ওঝাব মস্ত্ৰে বাটিব মতই কক্ষি গতি পায় । কক্ষি অনেক সময়ই চোব বা চোবেব বাড়ি চিনিযে দেয় । গণ-প্রহাব, চুবি স্বীকাৰ কৰা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আৰাব আলোচনা কবলে অনেকেবই ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটবে ভেবে নিয়ে কলম সংযত কৰলাম ।

কুলো চালান

শুধু আদিবাসী সমাজেই নয়, গ্রামে-গঞ্জে, আধা শহৰে এমনকি খোদ কলকাতাতেও ‘কুলো-চালান’ দিবি ‘চলছে-চলবে’ কৰে ঠিকই টিকে বযেছে । কুলো-চালানে বিশ্বাসী সংখ্যাও কম নয় । আসলে একবাব কুলো-চালানে নিজে অংশ নিলে অবিশ্বাস কৰা বেজায় কঠিন । কেন কঠিন, সে আলোচনায় যাওয়াব আগে কুলো-চালানে কী হয়, তাই নিয়ে একটু আলোচনা কৰে নিলে বোধহয় মন্দ হৰে না ।

যে সমস্ত প্রশ্নেব উদ্ভব ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-তে দেওয়া সম্ভব তাব সবই নাকি কুলো-চালানে জেনে নেওয়া সম্ভব । যেমন ধবন—‘আমি পৰীক্ষায় পাশ কবব কি না ?’ ‘আমাব প্রশ্নোশনটা এবাবে হৰে কি না ?’ ‘এ বছৰেব মধ্যে আমাব চাকৰি হৰে কি না ?’ ‘সুদেষ্টাব সঙ্গে আমাব বিয়ে হৰে কি না ?’ ‘এ বছৰ মেয়েব বিয়ে দিতে পাবব কি না ?’ ‘আমাব ঘড়িটা গঙ্গাধৰ চুবি কৰেছে কি না ?’ ‘চাঁদু হাসদা আমাব গৰুটাকে বান মেৰেছে কি না ?’ এমনি হাজাবো প্রশ্নেব উদ্ভব মিলতে পাবে । তবে প্রশ্ন পিছু নগদ দক্ষিণা চাই । দক্ষিণা নেবেন ওঝা, গুণীন বা তান্ত্ৰিক, যিনি মন্ত্ৰ পড়ে কুলোকে চালাবেন । কুলো ঘূৰবে, বিনা হাওয়াতেই ঘূৰবে ।

কুলো চালানে’ব কুলোব একটু বৈশিষ্ট্য আছে । না, একটু ভুল বললাম । কুলোতে বৈশিষ্ট্য নেই । তবে এই কুলোব উচু কানায় গৌথে দেওয়া হয় ধাবাল ছুঁচলো লম্বা কাঁচি । যে কাঁচি দিয়ে নাপিতেবা চুল ছাঁটে, সেই ধবনেব কাঁচিই কুলো-চালানে ব্যবহৃত হয় । কাঁচিৰ হাতল বা আঙুল ঢোকাবাব দিকটা থাকে কুলোব ওপৰে । তলাব ছবিটা দেখলে একটা আন্দাজ পাবেন ।

কুলোতো তৈবি হলো । ওঝা মন্ত্ৰও পডল । কিন্তু তাবপব ? তাবপব নয়, মন্ত্ৰ পডাব সময়ই প্রশ্নকৰ্তা কাঁচিৰ একদিকেব হ্যান্ডেলেব তলায় একটা আঙুল বাখেন । সাধাবণত তৰ্জনী স্থাপন কবতে বলা হয় । অন্য হ্যান্ডেলেব তলায় তৰ্জনী বাখেন প্রশ্নকৰ্তাব পৰিচিত কেউ অথবা গুণীন স্বয়ং । আৰাব একটা ছবি দিলে কেমন হয় ?

গুণীন এবাব প্রশ্নকৰ্তাকে বলেন, আপনি মনে মনে আপনাব প্রশ্নটা ভাবতে থাকুন ।

গভীৰভাৱে ভাবতে থাকুন। আপনাৰ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ যদি 'হ্যাঁ' হয়, দেখিবেন কুলোটা আপনাৰ থেকে ঘূৰে যাবে আৰ, উত্তৰ যদি 'না' হয়, কুলোটা ঘূৰবে না। একই বকৰ্মভাৱে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্ৰশ্নকৰ্তা ভাবতে থাকেন। এবাং বিভিন্ন প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে দেখা যায় কুলোটি ক'খনো ঘূৰে যাচ্ছে। কখনোও বা বয়েছে নিশ্চল।

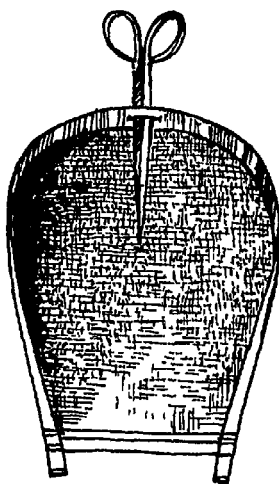
কুলোৰ এই ঘূৰে যাওয়াৰ ক্ষেত্ৰেও বয়েছে প্ৰশ্নকৰ্তাৰ অৱচেতন মন।

ওঝাৰ কথাৰ প্ৰশ্নকৰ্তা বিশ্বাস কৰলে একসময় ভাবতে শুক কৰেন, বাস্তৱিকই মন্ত্ৰপূত কুলোটা সমস্ত প্ৰশ্নেৰ 'হ্যাঁ' বা 'না'-জাতীয় উত্তৰ দিতে সক্ষম। উত্তৰটা 'হ্যাঁ' হওঁযাৰ প্ৰতি প্ৰশ্নকৰ্তাৰ আগ্ৰহ বেশি থাকলে তাৰ অৱচেতন মন নিজেৰ অজান্তেই আঙুল নেড়ে কাঁচি ঘূৰিয়ে কুলোকে ঘূৰিয়ে দেয়। প্ৰশ্নকৰ্তাৰ অৱচেতন মন 'না' উত্তৰে আগ্ৰহী হলে কাঁচিৰ তলাকাৰ আঙুল হিৰ থাকে। অতএব হিৰ থাকে কুলো। অৱচেতন মনেৰ এই জাতীয় কাণ্ডকাৰখানা সৰ্ব্বদে ওয়াকিবহাল না থাকলে প্ৰশ্নকৰ্তা অবশ্যই বিশ্বাস কৰে নিতে বাধ্য হন, তাঁৰ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰেই মন্ত্ৰপূত কুলো ঘূৰছে অথবা হিৰ থাকছে।

জানগুৰু কাঁচি ধৰলেও সাধাৰণত সে তাৰ আঙুল হিৰ বেখে দেয়। কাৰণ সে এই



বলকাভাৰ বুলে কুলোচালান



কুলো চালানোর কুলো

মনস্তত্ত্বটুকু জানে, তাব আঙুল নেড়ে কুলো চালাবাব কোনও প্রয়োজনই নেই। কুলো চালাবে প্রস্তুতকর্তাব অবচেতন মন।

অবচেতন মন দিখে আংটি চালানোর বিষয়ে ভূতে ভব নিয়ে আলোচনায যেহেতু যথেষ্ট সময় নিয়েছি, তাই আব আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট কবলাম না। শুধু এটুকু বলি—আপনি নিজে কুলো-চালানোর কুলো নিয়ে বসুন। সঙ্গী কখন কাউকে। তাকে বলুন, কোনও প্রশ্ন গভীরভাবে চিন্তা কবতে। তবে প্রশ্নটা যেন এমন হয় যাতে তার উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না'—তেই পাওয়া যায়। একমনে চিন্তা কবতে শুরু কবলেই প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কুলো ঘুববে, 'না' হলে কুলো স্থিৰ থাকবে।

একটু অপেক্ষা কবলেই দেখতে পাবেন মজা। দেখবেন, আপনার সঙ্গীৰ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কুলো কখনও ঘুবছে, কখনও বা স্থিৰ থাকছে।

এমন পৰীক্ষাব মধ্যে দিখেই বুঝতে পাববেন জানপুক বা তাত্ত্বিকদের কুলো-পড়া মস্তেব বুজককি।

থাল পড়া

থাল-পড়া দিখে সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ান বোগীকে ভাল কবাব মত ওঝা ও গুণীন এখন এদেশে অনেক আছে—এ ধবনের বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যেই বর্তমান। আবাবও বলি, শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধ্যেই এই বিশ্বাস সংক্রামিত হয়নি,

ছড়িয়ে পড়েছে বহু শহবাসী বা শহবে চাকুবীষাদের মধ্যেও ।

বোগী বোন্দুবে পিঠ খুলে বসে থাকে । গুণীন পিতল বা কাঁসাব থালায় মস্ত্র পড়ে পিঠে থাবড়ে বসিয়ে দিতেই অবাক কাণ্ড । থালাটা বোগীর পিঠেব উপর স্টেটে বসে যায় । যেন চুষকের টানে আটকে আছে লোহা । গুণীন যতক্ষণ মস্ত্র পড়ে অর্থাৎ যতক্ষণ সাপের বা কুকুবেব বিষ শরীর থেকে না নামে, ততক্ষণ থালা আটকে থাকে পিঠে । বিষ নামলেই পিঠেব থালাও সুবসুব কবে নেমে আসে ।

বহু প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জানিয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি বোগী থালা-পড়াতে বিষ-মুক্ত হয়েছেন । কিন্তু মূল প্রশ্নটা এই, কী কবে প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধান্তে এলেন বোগী বিষ-মুক্ত ছিলেন ? কুকুবে কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয় না । জলাতঙ্ক হয় এক ধবনেব ভাইবাসের আক্রমণ থেকে । যে কুকুবাটি কামড়েছে সে যদি আগে থেকেই জলাতঙ্ক বোগেব ভাইবাসে আক্রান্ত থাকে শুধুমাত্র তবেই তাব কামড়ে সৃষ্ট ক্ষত ভাইবাসে আক্রান্ত হতে পারে ।

কুকুর জলাতঙ্ক বোগে আক্রান্ত হলে সাধাবণত ছয় দিনেব বেশি বাঁচে না । জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়াব চাবদিন আগেই কুকুবেব লালায় বোগেব ভাইবাস থাকতে পারে । তাই চিকিৎসকবা সাধাবণভাবে বলেন, যে কুকুর কামড়েছে সেটাকে দশ দিন পর্যন্ত লক্ষ্য করবেন । দশ দিনেব পবও কুকুরটি বেঁচে থাকলে Anti Rabies Vaccine বা ARV নেওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না । কোনও কাবণে কুকুরটিকে নজবে বাখা সম্ভব না হলে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ARV ইনজেকশন নেওয়া উচিত । বর্তমানে অবশ্য কার্যকর আবে কিছু Vaccine বেবিযেছে । যেমন inactivated Rabies Vaccine তাব মধ্যে একটি ।

বিডাল, শোয়ালের বা নেকডের কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে, যদি যে কামড়েছে সে জলাতঙ্ক বোগেব ভাইবাসে আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

সাপে কটাঁব ক্ষেত্রেও একই বকমভাবে বলতে হয়, সাপে কামড়ালেই বিষাক্ত সাপ কামড়েছে ভাবাব কোনও কাবণ নেই । আমাদেব দেশে নির্বিষ সাপই সংখ্যাগুরু (শতকবা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ) । আবার সংখ্যালঘু বিষাক্ত সাপ কামড়ালেই যে সে কামড় মৃত্যুব কাবণ হয়ে দাঁডাবে, এমনটা ভাবাবও কোন কাবণ নেই । দেখতে হবে সেই কামড়ে একজনেব মৃত্যু ঘটানোর মত পবিমাণে বিষ ঢালতে পেবেছে কি না । অনেক সময় এমনটাও হয়ে থাকে, ছোবল মারছে দেখে দ্রুততাব সঙ্গে শরীর সবিয়ে নেওয়ায় জন্য বা অন্য কোনো কাবণে বিষাক্ত সাপ অতি সামান্য বিষ ঢালতে সক্ষম হয় । এইসব ক্ষেত্রেও বোগীর বিষ থেকে মৃত্যু-সম্ভাবনা থাকে না ।

অতএব আমবা দেখতে পাচ্ছি, কুকুর বা সাপ কামড়ালেই ‘কুকুবেব বিষ’ বা ‘সাপেব বিষ’ মুক্ত কবাব প্রয়োজন হয় না, কাবণ বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই তাবা বিষমুক্তই থাকে । কিন্তু বাস্তবিকই যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুর, বিডাল বা শিয়াল কামড়ায় তবে ARV ইনজেকশন নেওয়া প্রয়োজন । বিজ্ঞানেব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আবও কম বেদনাদায়ক টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, ইনজেকশন বা গুখুও হয়তো আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু কোন ক্রমেই থালা পডায় জলাতঙ্কেব বিষ টেনে নিয়ে বোগীকে সাবিযে তোলা সম্ভব হবে না ।



কুকুরে কামড়াবাব পব পিঠে থালা বসান হয়েছে ।

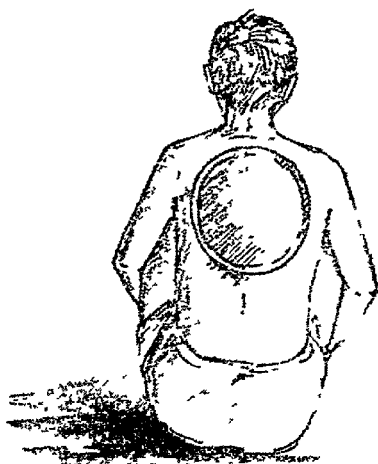
একই কথা সাপের বিষেব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিষাক্ত সাপ উপযুক্ত পবিনাণে শরীরে বিষ ঢাললে এ্যান্টিভেনম সিবাম নিতে হবে অথবা অন্য কোনও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে । কিন্তু এবকম ক্ষেত্রে মন্ত্রঃপূত থালা কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে বোগীকে বাঁচাতে পাববে না ।

কোনও ভাবেই বিষ মুক্ত করে বোগীকে বাঁচাতে পাববে না ।

তবে থালা আটকায কীভাবে ? সে প্রশ্নেই আসি । ওঝা যে থালা ব্যবহার করে, সেটা অবশ্যই যাব পিঠে বসান হবে তাব পিঠের চেয়ে ছোট মাপেব । পিতল বা কাঁসাব থালাটির মাঝখানটা চাবপাশেব চেয়ে কিছুটা উচু । বোদে বসিয়ে বাখা তথাকথিত বোগীটির পিঠ স্বাভাবিকভাবেই ঘামে ভিজ্ঞে ওঠে । থালাটির পিছন দিকটি এবাব সজোরে বোগীটির পিঠেব উপব এমন ভাবে বসান হয় যাতে থালাটির চাবপাশ ও পিঠেব মধ্যে সামান্যতম ফাঁক না থাকে । পিঠের ঘাম ফাঁক হওয়াব সম্ভাবনা বন্ধ করে । জোবে প্রায় ঠুঁড়ে থালাটি পিঠে বসানোয এবং থালাটির মাঝখানটা সামান্য উচু হওয়ায থালা ও পিঠেব মাঝখানে বায়ু থাকে না বা কম থাকে । ফলে বাইবেব বাতাসেব চাপে থালা পিঠ ঠাঁকড়ে থাকে ।

সময় বতই পাব হতে থাকে একটু একটু করে বাতাসও ঘামেব সূক্ষ্ম ফাঁক-ফোকব দিখেও ঢুকতে থাকে । ফলে এক সময় থালা পিঠ থেকে খসে পড়ে ।

আপনাবাও হাতে-কলমে পবীক্ষা কবেই দেখুন না । কোনও সাপে কাটা বা পাগলা কুকুরে কামড়ানো বোগী লাগবে না । লাগবে না কোনও মন্ত্র-তন্ত্রব । একই পদ্ধতিতে



থালি আটকাব কৌশল

ঘামে ভেজা থালি চেপে ধবলেই কিছুক্ষণেব জন্য আটকে থাকবে।

থালি পড়ায় যে সব মানুষ সাপেব বিষ বা জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হচ্ছেন, থালি পড়া না দিলেও এবং কোনও ওষুধ গ্রহণ না কবলেও তাবা সাপেব বিষ ও জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হতেন। কাবণ তাঁদেব শরীবে সাপেব বিষ বা জলাতঙ্কেব ভাইবাসই ছিল না। কামড়ে ছিল নির্বিষ-সাপ আব ভাইবাস-মুক্ত কুকুৰ।

‘বিষ-পাথব’ ও ‘হাতঢালায’ বিষ নামান

বিষ-পাথবে সাপেব বিষ তোলা যায়, এই ধবনেব বিশ্বাস বহু মানুষেব মধ্যেই বিদ্যমান। আদিবাসী ওঝা, গুলীনেব পাশাপাশি অ-আদিবাসী সম্প্রদায়েব মধ্যেও বিষ-পাথবেব প্রচলন রয়েছে।

বিষ-পাথব ব্যবহার কবা হয় এইভাবে। সাপে কাটা বোগীকে আনাব পব তাব ক্ষতস্থানে বিষ-পাথব ধবা হয়। পাথব নাকি ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত বিষ শুবে নিতে থাকে। পাথবটাকে বিষ মুক্ত কবতে এক বাটি দুধে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়। দুধেব বঙ সাপেব বিবে নীল হতে থাকে। পাথবটা তুলে আবার ক্ষতস্থানে বসান হয়। কিছু পরে পাথবেব বিষ নামাতে আবার চলে পাথবেব দুধ-স্নান। এমনি চলতেই থাকে। এবই মাঝে বোগীকে গোলমবিচ খাওয়ান হয়। বোগীকে জিজ্ঞেস কবা হয় ঝাল লাগছে কি না। বোগী জানান, ঝাল লাগছে না। আবারও চলতে থাকে বিষ পাথবেব

বিষ তোলা। এক সময় বোগী জানান, গোলমবিচ ঝাল লাগছে। আনা হয় আব এক বাটি দুধ। এবাব ক্ষতস্থানে বিষ-পাথব বসিয়ে পাথব দুধে ফেলা হয়। দর্শকবা বিস্ময়েব সঙ্গে দেখেন দুধ আব নীল হচ্ছে না। পাথবেব অদ্ভুত ক্ষমতায় প্রতিটি প্রত্যক্ষদর্শী অবাক মানেন। বোগীও বাড়ি ফেবেন সুস্থ শরীবে।

বিষ পাথর বিষ তোলে না। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তবে দুধ কেন নীল হয়? উত্তর একটাই—ওঝা বা গুণীন দুধে ছোট্ট একটা নীলেব টুকরো ফেলে দেন। সময়েব সঙ্গে সঙ্গে দুধে নীল দ্রবীভূত হতে থাকে এবং দুধও গভীর থেকে গভীরতব নীল বং ধাবণ করতে থাকে।

বোগী কেন তবে গোলমবিচের ঝাল অনুভব কবতে পাবেন না? উত্তর এখানেও একটাই—গোলমবিচ বলে বোগীকে খাওয়ান হয় পাকা পেঁপেব বীচি। ঝাল লাগবে কী করে?

কিন্তু অসুস্থ সাপে কাটা বোগী সুস্থ হয় কী কবে? উত্তর এখানেও একটাই—কামড়ে ছিল নির্বিষ সাপ। তাই, বিষে অসুস্থ হওয়াব কোনও প্রশ্নই ছিল না।

গোলমবিচ পবে কেন ঝাল লেগেছে বা দুধ পবে কেন নীল হয়নি, এব উত্তর নিশ্চয়ই আপনাবা পেয়েই গেছেন, ঝাল লেগেছে তখনই যখন গোল মবিচই খেতে দেওয়া হয়েছে। দুধ সাদা থাকে তখনই, যখন দুধে নীল পড়েনি।

এও তো ঠিক, নির্বিষ সাপেব কামড় চিনতে না পাবলে মৃত্যু-ভয়ে শরীব অসুস্থ হয়ে পড়তেই পাবে। আবার বিষ-পাথরেব পুরো কর্মকাণ্ড দেখাব পব বিষ-মুক্ত হয়েছেন বিশ্বাসেই মানসিক অসুস্থতা বিদায় নেয়।

এই প্রসঙ্গে জানাই, কৃষ্ণনগরে জনৈক পাদ্রী সাহেব দাবি কবেন, তিনি বিষপাথবে বোগীব দেহ থেকে সাপেব বিষ টেনে নিতে সক্ষম। ওই দাবিদাবকে আমাদের সমিতিব তবফ থেকে বাব বাব চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। আমাদের সহযোগী সংস্থা কৃষ্ণনগরেব 'বিবর্তন' পত্রিকা গোষ্ঠী আয়োজিত কৃষ্ণনগরেবই বিভিন্ন প্রকাশ্য সভায় আমবা এই চ্যালেঞ্জ ঘোষণা কবেছি। নদীয়া জেলাব বেথুয়াডহরী বিজ্ঞান পবিষদ আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় '৮৮ ও ৮৯' সালে পোস্টাব নিয়ে বিশাল পদযাত্রাও হয়েছ। সেখান থেকেও ঘোষিত হয়েছ আমাদের সমিতিব সবাসবি চ্যালেঞ্জ।

উত্তর ২৪ পবগনাব ঠাকুরনগরেও আব এক চিকিৎসক উত্তমকুমার বিশ্বাস একইভাবে বিষ-পাথবেব সাহায্যে সাপে-কাটা বোগীদেব চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনিও নাকি কৃষ্ণনগরেব পাদ্রী সাহেবেব মতই বেলজিয়ামেব বিষ-পাথব দিয়ে সাপেকাটা বোগীব চিকিৎসা কবেন। দাবি কবেন হাসপাতাল যে বোগীকে ভর্তি কবতে সাহস কবেননি, সেইসব বোগীদেবও তিনি ভাল কবে দেন।

এই দুই বেলজিয়াম বিষ পাথব প্রয়োগকাবী যে ভাবে বিষ-পাথব ব্যবহাব কবেন সেটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা কবছি। বোগীব সাপে কাটা জায়গাটব আশেপাশেব কয়েকটা স্থান নতুন ব্লো বা ধাবাল অস্ত্র দিয়ে চিবে ফেলেন। চেবা জায়গাব উপব বিষ-পাথব বসিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। ব্যান্ডেজ খুলে আমাকে এবং 'ইন্ডিয়া টু-ডে' প্রতিনিধিকে দেখিয়েছেন, বিষ-পাথব শরীবে লেগে বয়েছে। বিষ-পাথবগুলোকে দেখে আপাতভাবে পাথব বলে মনে হয়নি। একটা ফ্লেটকে বহু ছোট্ট ছোট্ট টুকরো কবলে যে

ধবনের দেখাবে, বিষ-পাথবগুলো অনেকটা সে ধবনের। পার্থক্য এই বিষ-পাথব কিছুটা আঠা আঠা তেলতেলে ও চক্চকে। শবীবে একটু চেপে দিয়ে দেখেছি, কিছুক্ষণের জন্য বসে যায়। পাথবের তিনটে টুকরো সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। ভূতত্ববিদ সংকর্যণ বায়কে একটি পাথব দিয়েছিলাম। তাঁর অভিমত—ন্যাচাবাল পাথব নয়। কৃত্রিমভাবে তৈরি। আঠাজাতীয় কিছু বয়েছে।

৩ জুন '৯০। বিকেলে ডাক্তার বিশ্বাসেব চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। সেদিন তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্রে বোগী ভর্তি হয়েছিলেন ন'জন। তাদেরই একজন সাধনা মণ্ডল। থাকে, ঠাকুবনগর চিকনপাডায়—কিশোরী। ডাক্তারবাবু জানালেন, 'সাধনাকে পদ্ম-গোখরো কামড়ে ছিল। খুব যন্ত্রণা ফিল করেছিল।' সাধনাও জানাল, 'যখন কামড়েছিল তাবপব থেকে যন্ত্রণা প্রচণ্ড বেড়েই যাচ্ছিল।'

অথচ মজা হলো, এই পদ্ম-গোখরো কামডালে যন্ত্রণা বাড়ত না। কাবণ এই সাপে বিষ স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে। ডাঃ বিশ্বাস এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই কেমন পসাব জমিয়ে ঠাণ্ডা মাথা মানুষ খুন করে চলেছেন। কাবণ '৯০ সালের জুনেই তাঁর কাছে চিকিৎসিত হতে এসে কয়েকজন বোগী মাঝা যান। মৃত্যেব বিষাক্ত সাপেব কামড খেয়েছিলেন এবং ডাক্তার বিশ্বাসেব পক্ষে বা বিষ-পাথবের পক্ষে বোগীকে বিষ-মুক্ত করা সম্ভব নয় বলেই বোগীদের মৃত্যু হয়েছিল।

ডাঃ বিশ্বাস ও কৃষ্ণনগরের পাত্রি নিঃসন্দেহে ঘাতকেব ভূমিকাই পালন করে চলেছেন। বোগী ও তাব আত্মীয়দের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শোষণ ও হত্যা চালিয়েই যাচ্ছেন।

আমাদের সমিতির তবফ থেকে এই দুই ডাক্তারসহ সব বিষ-পাথবের দাবিদারদের জানাচ্ছি খোলা চ্যালেঞ্জ। তাঁরা প্রমাণ করণ তাঁদের বিষ পাথবের বিষ শোষণ করার ক্ষমতা আছে। সর্ব এই—আমবাই বিষাক্ত সাপ সবববাহ করবো। এবং বিষাক্ত সাপেব কামড খাবে যে পশুটি, সেটাও আমবাই সবববাহ করবো। একই সঙ্গে সবকারী প্রশাসনের কাছে দাবি—মানুষের জীবন নিয়ে যাবা ছিনিমিনি খেলে তাদের বিকল্পে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।

এমন সর্বের পিছনে কাবণটি হলো—বিষ থলে অপাবেশন করে বাদ দেওয়া সম্ভব। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নাজিব আলিব কাছে অনেক সাপেব ওঝা ও তথাকথিত সপবিশাবদ এসে বিষেব থলিহীন বিষ দাঁতওয়ালা সাপ কিনে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে সাপটি বিষাক্ত এবং বিষ দাঁতওয়ালা হলেও বাস্তবে কিন্তু নির্বিষ। তাই সাপটি সরববাহেব দায়িত্ব বাখতে চাই নিজেদের হাতে। পশুটিকেও আমবাই হাজিব করবতে চাই এ জন্যে, যাতে বিষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা একটু একটু করে পশুর শবীবে গড়ে তুলে সেই পশুটিকে হাজিব করে বিষ-পাথবের কাববাবিবা আমাদের মাং না করবতে পারেন।

অনেকেব বিশ্বাস ওঝা, গুণীনদের অনেকে হাত চেলে সাপেব বিষ নামাতে সক্ষম। খাবণা অমূলক। মস্ত পড়ে হাত চালিয়ে ওঝা বা তাঁদেরই সুস্থ করবতে সক্ষম যাদের বিষাক্ত সাপ দংশন করেনি।

বিষাক্ত সাপ কামড়েছে অনুমান করে মানসিকভাবে ধাঁধা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁরা



বাঁ দিক থেকে ডাঃ সন্দীপ পাল, লেখক, বিষপাথর চিকিৎসক ডাঃ উত্তমকুমার বিশ্বাস ও যুক্তিবাদী সমিতির সহ-সভাপতি ডাঃ বিবল মল্লিক।

যখন দেখেন হাত চেলে দুধে হাত ধুয়ে ফেলতেই দুধ নীল হয়ে যাচ্ছে, গোল মবিচ কানডেও ঝাল না পাওয়া অসাড় জিব একটু একটু করে সাব ফিবে পাচ্ছে, অনুভব কবতে পাচ্ছে গোল-মবিচের ঝাল স্বাদ, তখন স্বভাবতই হাত-চালাব অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে ফেনেন।

পেট থেকে শিকড তোলা

অনেক ওঝা বা গুণীন বোগী দেখে জানায, কেউ বোগীকে তুচ্ছ করে শিকড খাইয়ে দিয়েছে, তাতেই এই ভোগান্তি। বোগীকে বা বোগীব বাড়ির লোকের হাতেই ধবিয়ে দেওয়া হয় একটি পিতল বা কাঁসার ঘটি। বলে পাশের পুকুর, কুয়ো, টিউবকল বা জলের হাঁড়ি থেকে জল ভরে আনতে।

জল ভরা ঘটি গুণীনের হাতে দিতে সে বোগীব পেটে জল ভরা ঘটি বসিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে। এক সময় ঘটি নামিয়ে গুণীন বোগী বা বোগীব বাড়ির লোককে ঘটির জল পবীক্ষা কবতে বলে। বিস্ফারিত চোখে বোগী ও তাদের বাড়ির লোক দেখতে

পায় শিকড় বা ওই জাতীয় কিছু। খালি ঘটিতে শিকড় এলো কোথা থেকে ? জল তো গুণীন বা তাব কোনও লোক আনেনি ? তবে ?

দু-ভাবে এমন ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকে। কখনও পিতল কাঁসাব ঘটির ভিতরে



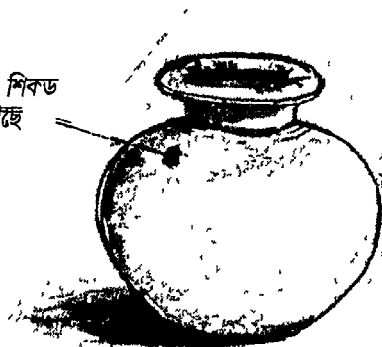
পেট থেকে শিবর তুলছেন জনৈক পুৰহিত

গলাব দিকে (সে দিকটা সাধারণভাবে দৃষ্টির আড়ালে থাকে) আটাব আঠা ও ওই ধবনের কিছু দিয়ে শিকড়টা জল আনতে দেওয়াব আগেই আটকে বাখে গুণীন। মন্ত্র-পড়াব মাঝে সুযোগ বুঝে আটকে বাখা শিকড়কে মুক্ত করে। বিষয়টা ছবিতে বোঝাবাব চেষ্টা কবলাম।

কখনও বা মন্ত্র-পড়াব ফাঁকে গুণীন সবাব চোখের আড়ালে একটা শিকড় জলে ফেলে দেয়।

এ সত্বেও অনেক সময় বোগী কিছুটা সুস্থবোধও কবেন। বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে বহু অসুখই সাবান সম্ভব। মনোবিজ্ঞানী, মনোবোগ চিকিৎসক, এমনকি

ভিতরের দিকে শিবড
লাগানো আছে



চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতাব বুলিতেও তাব প্রচুব উদাহরণও আছে। ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বয়েছে। কোন কোন অসুখের ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে অসুখ সাবান সম্ভব এবং কেন তা সাবে—এই প্রসঙ্গ নিয়ে তাই আবাব পুরোন আলোচনায় ফিবলাম না।

চাল-পড়া

বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে হাব, দুল, আংটি টাকা পয়সা বা ঘড়ি—এমন ক্ষেত্রে এই একবিংশ শতাব্দীতে পা বাড়াবাব মুহূর্তেও অনেকেই থানা-পুলিশ কবাব চেয়ে গুণীনের দ্বাবস্থ হওয়াটাই বেশি পছন্দ করেন।

শহরের চেয়ে গ্রামের মানুষ ও আদিবাসী সমাজের মানুষবাই গুণীনের চোব ধবাব ক্ষমতায় বেশি বকম আস্থাবান। গুণীনদের অনেকেই চোব ধবতে সন্দেহজনকদের ‘চাল-পড়া’ খাওয়ায়।

চোব ধবতে চাল-পড়াব প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই বয়েছে। ‘চাল পড়া’ জিনিসটা কী? আসুন ছোট্ট করে বলি। ধকন আপনাব বাড়িতে চুবি হয়েছে। বুঝতে আপনাব অসুবিধে হয়নি, এ সিধেল চোবের কাণ্ড নয়। আপনাবই চেনা-জানা, বাড়িব কাজের লোক অথবা পাড়াবই কোনও হাত-টান দু-চাবজনকে সন্দেহও কবছেন। হাতে-নাতে প্রমাণ নেই, তাই বসে বসে হাত-কামডানো ছাড়া কোনও উপায় নেই বলে যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই খবর পেলেন তিন মাইল দূরের সাঁওতাল পল্লীব কার্তিক মূর্মু খুব বড় গুণীন। অব্যর্থ ওব চাল পড়া। আপনি হাবানো জিনিস ফেবৎ পেতে পুলিশের ওপব নির্ভব কবাটা ডাহা বোকামো ধবে নিয়ে কার্তিক মূর্মুব দ্বাবস্থ হলেন। কার্তিক জানালেন কবে কখন যাবেন। আপনাকে নির্দেশ দিলেন সেই সময় পবিবাবে

সকলকে এবং সন্দেহজনকদের হাজিৰ বাখতে। সময় মত কাৰ্তিক এলেন। সঙ্গে এক ফুলধাৰীয়া। শুক হলো কাৰ্তিকেব বকবকানি। তাৰ মন্ত্ৰঃপূত চাল পড়া খেয়ে কোন্ গ্রামেব কে কৰে মাৰা গেছে তাৰ এক দীৰ্ঘ ফিৰিস্তি পেশ কৰে উপস্থিত অনেকেবই পিলে চমকে দিলেন। যাৰা হাজিৰ বয়েছে তাৰা চাল পড়া খাইয়ে চোব ধৰাব অনেক কাহিনীই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। তাই কাৰ্তিক যখন বলল, সে চালে মন্ত্ৰ পড়ে দেওযাৰ পৰ প্ৰত্যেককে খাওযাবে, যে চুৰি কৰেছে তাৰ শ্বাসকষ্ট শুক হবে, বু-ধডফড কৰতে থাকবে, চুৰিৰ কথা স্বীকাৰ না কবলে মুখ থেকে বক্ত উঠে মাৰা যাবে—তখন কাৰ্তিকেব কথায় অবিশ্বাস কৰাব কোনও কাৰণ উপস্থিত কেউ ঠুজে পেল না।

আপনাৰ গৃহিণীৰ কাছ থেকে সামান্য চাল নিয়ে মন্ত্ৰ পড়া শুক কবলেন কাৰ্তিক। সে কী মাথা ঝাঁকানি। ঝাঁপানো বাৰডি চুলগুলো উথাল-পাথাল কবতে লাগলো। কাৰ্তিকেব শবীৰ দুলতে লাগলো, মাঝে মাঝে ছুঁকাৰ। এক সময় বক্ত লাল চোখ মেলে কাৰ্তিক এক একজনৰে ধৰে ধৰে খাওযাতে লাগলো মন্ত্ৰঃপূত চাল বা চাল পড়া। এবপৰ তিন বকমেব যে কোনও একটি ঘটনা ঘটতে পাবে। একজন চাল পড়া হাতে পেয়ে মুখে পোৰাব পৰিবৰ্তে আশেপাশে পাচাব কৰাব ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰে শেষ পৰ্যন্ত হাউ-মাউ কৰে কেঁদে ফেলে একবাৰ গুণীনেব কাছে আছড়ে পড়ে, একবাৰ আপনাৰ পা ধৰে, অপবাধ স্বীকাৰ কৰে বাৰ বাৰ ক্ষমা চাইতে পাবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটতে পাবে এই ধবনেব—চাল পড়া খাওয়া মানুষদেব মধ্যে একজন কেমন যেন অসুস্থ বোধ কবতে থাকে। শ্বাস কষ্ট হতে থাকে, বুক ধডফড কবতে থাকে, বুক জ্বলে যায়, চোখ ঠিকবে বেৰিয়ে আসতে চাষ আভঙ্ক। নিজেৰে বাঁচাতে অপবাধ স্বীকাৰ কৰে। গুণীনেব পায়ে মাথা কুটে বাৰ বাৰ কৰুণ আবেদন জানাতে থাকে—‘মৰে গেলাম, আব সহ্য কবতে পাৰছি না, মন্ত্ৰ কাটান দাও।’

আৰাব এমন ঘটতে পাবে, সবাইকে চাল পড়া খাওযাবাৰ পৰেও কাৰো শবীৰেই সামান্যতম অস্বস্তি দেখা গেল না, অপবাধী ধৰা পড়লো না। গুণীনেব ঘোষণা কবলো, ‘যাৰা এখানে উপস্থিত তাদেব মধ্যে চোব নেই।’ গুণীনেব এই ঘোষণাকে অনেক মানুষই সত্য বলে মেনে নেয়।

ঘটনা তিনটিকে আমবা একটু যুক্তি দিয়ে বিচাব কৰি আসুন। চাল পড়াৰ ক্ষেত্ৰে এই তিন ধবনেব যে কোনও একটি ঘটনাই ঘটে থাকে—তবে হয়তো সামান্য বকমফেব কৰে। এব কোনটিই চাল পড়াৰ অশান্ততা বা অকাট্যতাৰ প্ৰমাণ নয। চাল পড়া না খেয়েই চোব কেন অপবাধ স্বীকাৰ কৰে এটা নিশ্চয়ই আপনাৰা প্ৰত্যেক পাঠক-পাঠিকাই বুঝতে পেবেছেন। গুণীনেব কথায় চোব বিশ্বাস কৰেছে। তাই চাল খেয়ে মৃত্যু যন্ত্ৰণা ভোগ কৰাব চেয়ে অপবাধ স্বীকাৰ কৰাকেই বুদ্ধিমানেব কাজ বলে মনে কৰেছে।

চাল পড়া খেয়ে কেন চোবেব শাবীৰিক নানা অসুবিধে হতে থাকে, সে বিষয়ে নতুন কৰে বিস্তৃত ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন দেখি না। কাৰণ ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’—এব প্ৰথম খণ্ডে এব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বহু উদাহৰণ সহ হাজিৰ কৰা হয়েছে। ঝাঁবা এখনও প্ৰথম খণ্ড পড়ে উঠতে পাবেননি, তাঁদেব জন্য খুব সংক্ষেপে দুচাৰ কথায় ব্যাখ্যা হাজিৰ কৰছি।

যে সব সন্দেহভাজনদের চাল পড়া খাওয়ানো হয়, তাদের মধ্যে চোব থাকতেই পারে। চোবের মনে চাল পড়ার প্রতি ভীতি থাকতেই পারে। যে সব আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু ইত্যাদির মধ্যে সে বড় হয়েছে তাদের অনেকের কাছেই হয় তো নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছে, শুনেছে তুচ্ছ-তাক, ঝাডফুঁকেব নানা বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা। পড়তে জানলে ছোটবেলা থেকেই বামাষণ, মহাভাবত, পুবাণ ইত্যাদি পড়ে অলৌকিক নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস। অনেক সময় চেতন মন অনেক অলৌকিক কাহিনীকে অগ্রাহ্য কবতে চাইলেও মনের গভীরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা অলৌকিক বিশ্বাস কিন্তু দুর্বল মুহুর্তে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

চোব হয়তো ইতিপূর্বে মা-ঠাকুমা, পাড়া-পড়শী অনেকের কাছেই চাল পড়া খাইয়ে চোব ধবার অনেক গা শিব-শিব কবা ঘটনা শুনেছে। শুনেছে চাল পড়া খেয়ে চোবের বুকে বাথা, শ্বাসকষ্ট, মুখ দিয়ে বক্ত ওঠা ইত্যাদি নানা গল্প। বিশ্বাসও কবেছে। হয়তো গুণীনের দেওয়া চাল পড়া খাওয়ার আগে গুণীনের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল। এমনও হতে পারে, মন্ত্র-শক্তির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল না। আব তাইতেই খেয়ে য়েলেছে। খাওয়ার পর দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল মনে চিন্তা দেখা দিল—চাল পড়ার সত্যিই যদি ক্ষমতা থাকে তবে তো আমি মাঝে য়াবো। মৃত্যুর আগে আমার শ্বাসকষ্ট হতে থাকবে, বুক ধড়ফড় কববে, বুক জ্বালা কববে। আমার কি তেমন কববে? বেশনও অস্থিতি কি শরীরে অনুভব কবছি? হ্যাঁ। আমার যেন কেমন একটা অস্থিতি লাগছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকেও যেন কেমন একটা জ্বালা জ্বালা কববে? আমি মিথ্যে ভয় পাব না। কিন্তু এ তো মিথ্যে ভয় নয়। সত্যিই তো বুকে জ্বালা কবছে। বুক জ্বলে যাচ্ছে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে।

বাস্তবিকই চোবটি তখন এইসব শারীরিক বস্তু অনুভব কবতে থাকে। চাল পড়ার ক্ষমতার প্রতি চোবটির বিশ্বাস বা আতঙ্কই তার এই শারীরিক অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়ী। এই শারীরিক কষ্টগুলো সৃষ্টি হয়েছে মানসিক কারণে, চাল পড়ার অলৌকিক ক্ষমতায় নয়।

একটি মাত্র উদাহরণ হাজির কবে আপনাদের ধৈর্যের ওপর অত্যাচার থেকে বিবত হবো। '৮৮ সালের ঘটনা। ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈঙ্গিতাব তখন বমবমা বাজাব। পত্র-পত্রিকা খুলেই টাউস-টাউস ঈঙ্গিতা। ঈঙ্গিতাব নাম, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোর প্রচারের ঠেলায় আমাদের সমিতির সভ্যদের তখন পিঠ বাঁচানোই দায়। ঠিক কবলাম, ঈঙ্গিতাব মুখোমুখি হবো। শুনে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক সদস্য আমাদের বললেন, 'আবে ধু-ব-, ঈঙ্গিতাব কোনও ক্ষমতাই নেই। ওব বৃজকব্বি ফাঁস কবতে আবার সময় লাগে? গিয়ে একবার চ্যালেঞ্জ কবুন না, ভুড়ু বাণ মেবে আপনাকে মেবে ফেলতে, দেখি কেমন ভাবে মাঝে?'

বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে, কাল দেখা কবে সেই চ্যালেঞ্জই জানাবো। বলবো বাণ মেবে আপনাকে মাঝেতে।'

শুনেই উনি হঠাৎ দপ্ কবে বেগে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে কেন মাঝেতে বলবেন? চ্যালেঞ্জ জানান আপনি। আপনি নিজেকে মাঝেতে বলুন।'

পবেৰ দিন বাত নট্টা নাগাদ আমাব বাড়িতে হাজিৰ হলেন ওই সদস্য। সবাসবি জনতে চাইলেন ঈঙ্গিতাকে বাণ মাৰাব চ্যালেঞ্জ জানিবেছি কি না। বললাম, 'জানিবেছি। এবং আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে আপনিই বাণেব মুখোমুখি হতে চান, এ কথাও জানিবেছি। আমাব কাছ থেকে আপনাব কিছু পাৰটিকুলাৰ নিবেছেন। জানিবেছেন, তিন দিন তিন বাতেব মধ্যেই আপনাব ওপৰ বাণেব অ্যাকশন শুক হবে।'।

ব্যাঙ্ক আন্দোলনেব নেতা ওই তৰুণ তুৰ্কি আমাব কথা শুনে কেমন যেন মিহিয়ে গেলেন। তাবপৰ বাব কয়েক মিন মিন কৰে বললেন, 'আমি তো ঠেকে চ্যালেঞ্জ কবতে চাইনি। আমাকে এব মধ্যে জডান নীতিগত ভাবে আপনাব উচিত ছিল না।'।

পবেৰ সন্ধ্যাব বাড়ি ফিৰেই খবৰ পেলাম, তৰুণ তুৰ্কিৰ ষ্ট্ৰোক হযেছে। দৌডলাম দেখা কবতে। প্রথমেই ঠুৰ স্ত্রীৰ মুখোমুখি হলোম। আমাকে জৰাবদিহী কৰালেন, 'আপনাব কি উচিত ছিল, ঈঙ্গিতাব বিকল্পে আমাব হাসব্যাককে লড়িয়ে দেওয়া?'।

বুঝলাম কোথাকাব জল কোথায় গড়িয়েছে। আসামী আমি বোগী ও তাব স্ত্রী দুজনেব কাছেই এবাব সত্য প্রকাশ কবলাম, 'ঈঙ্গিতাব সঙ্গে ডুডু ময়ে কাউকে মাৰাব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাই হয়নি। মজা কবতে আব কিছুটা পৰীক্ষা কবতেই মিথ্যে গল্পটা ফেঁদেছিলোম।'।

এক্ষেত্রে তৰুণ বন্ধুটি ঈঙ্গিতাব ক্ষমতায় বিশ্বাস কৰে আতঙ্কেৰ শিকাব গ্ৰহণ কৰিলেন। হয় তো মৰেও যেতেন। মাৰা গেলে যেতেন ঈঙ্গিতাব অলৌকিক ক্ষমতায়, নহ ঈঙ্গিতাব অলৌকিক ক্ষমতাব আতঙ্কে।

বাণ-মাৰা

সাধাৰণভাবে বহু মানুহেৰ মধ্যেই একটা ধাৰণা বৰেছে সত্যিই কানো কানো 'বাণ মাৰা'ৰ ক্ষমতা আছে। আদিবাসীৰা যেমন বাণ মাৰাৰ গভীৰ বিশ্বাসী, তেনেই অ-আদিবাসীদেব মধ্যেও বাণ মাৰাৰ বিশ্বাসীৰ সংখ্যা কম নয়।

বাণ মাৰাৰ যাবা বিশ্বাসী, তাদেব চোখে বিষয়টা কী ? একটু দেখা যাক। বাণ মাৰা এক ধবনেব মন্ত্ৰশক্তি, যাব সাহায্যে অন্যেব ক্ষতি কৰা যায়—তা সে যত দূৰেই থাকুক না কেন। ক্ষতি কৰা যায় নানা ধবনেব, যেমন ঘুসঘুসে জব কাশি, মুখ দিয়ে বক্ত ওঠা, শবীৰে ঘা হওয়া, ঘা না শুকোনো, ঘন ঘন অস্ত্ৰান হওয়া, প্রস্তাবে বক্ত পড়া, গৰব বাট দিয়ে বক্ত পড়া, শবীৰ দুৰ্বল কৰে দেওয়া, শবীৰ শুকিয়ে দেওয়ায় মৃত্যু, অপ্রস্তুত মৃত্যু, অন্যেব বোগ চালান কৰা। এছাড়াও দেখা যায়, কেউ হয়তো শত্ৰুতা কৰে কাৰো গৰব ওপৰ বাণ মাৰলো। এবেলা ওবেলা মিলিয়ে তিন সেব দুখ দিত। কোথায় কিছু নেই গৰব বাট থেকে বেবোতে নাগল দুধেব বদলে বক্ত। বাগানে ধনতান কৰে উঠেছিল কুমড়ো গাছ। মাচান বেঁধে গাছটাকে ওপৰে তুললেন। কড়া পড়লো বাশি বাশি। কী বিপুল সংখ্যায় কুমড়ো হাৰে ভেৰে যখন প্রতিদিন পৰম বস্ত্ৰে জনসিঞ্চন কৰে চলেছেন, তখন হঠাৎই একদিন আবিষ্কাৰ কৰলেন গাছটা 'কেমন' ঝিমিয়ে পড়েছে। গোডাব মাটি আলগা কৰে সাব চাপালে। কিন্তু বোনও কাজ হলো না।

গাছটা শুকিয়ে মবে গেল। অতএব ধবে নিলেন, আসলে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। গাছের অত ফলন দেখে কেউ হিংসেয বাণ মেবে দিয়েছে। অতএব।

এমনি বাণ মাঝব ফলেই নাকি অনেকেব কোলেব বাছা হঠাৎ কেমন কিম্ মেবে যায়। শবীবেব পোঁটা শুধু বাড়ে, আব সমস্ত শবীবাটাই কমতে থাকে। কোমবেব তামাব পয়সা, জালেব সীসে লোহা—কোন কিছুতেই কাজ হয় না। হবে কী কবে, ওকে যে বাণ মেবেছে। পোয়াতি জলজ্যাস্ত বউটা বাচ্চা বিঘোতে গিয়ে মাঝা গেল। কেন? কেউ নিশ্চয়ই বাণ মেবেছে। এমনই শতেক অসুখ আব ঘটনাব পিছনে অনেক মানুষই সর্বনাশা মস্তেব অদৃশ্য বাণ বা তীবেব অস্তিত্ব খুঁজে পায়।

বাণ মাঝা শুধুমাত্র সাঁওতাল আদিবাসীদের বিশ্বাসেব সঙ্গে মিশে নেই। অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোবাম, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, সিকিম, উত্তৰবঙ্গ, এবং ভাৰতেব বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্ৰদায়েব মধ্যেই বাণ মাঝব প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস বয়েছে। আবব কি আফ্ৰিকা, কানাডা কি অষ্ট্ৰেলিয়া সৰ্বত্ৰই বাণ মাঝব বিশ্বাসী মানুষ বয়েছেন। আফ্ৰিকাৰাসীদের অনেকেই মনে কবেন, ভুড়ু মস্তে বাণ মেবে যে কোনও শত্ৰুৰই শাৰীৰিক ক্ষতি কৰা সম্ভব। আফ্ৰিকাৰ ভুড়ু মস্তেব চৰ্চা ইউৰোপিয় দেশগুলোতেও প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰেছে।

শবীৰ বিজ্ঞানে উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব সুযোগ পাওয়া মানুষ জানতে পেবেছে, বুঝতে শিখেছে আমাদেব বোগেব কাৰণ কোনও তুচ্ছ-তাক্, বাণ মাঝা ইত্যাদি অশুভ শক্তিৰ ফল নয়, নয় পাপেব ভোগ। প্ৰতিটি বোগকে বিশ্লেষণ কৰলেই অলৌকিক কাৰণেব হৃদিশ পাওয়া যাবে। যদিও এটা বাস্তব সত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও সব বোগ মুক্তিৰ উপায় উদ্ভাবন কৰতে পাবেনি। পাবেনি মৃত্যুকে ঠেকাতে। কিন্তু না পাবাব অৰ্থ এই নয়—বোগেব পিছনে বাণ মাঝা, তুচ্ছ-তাকেব মত অলৌকিক কিছু শক্তি কাজ কৰে। ক্যান্সাৰ, যক্ষ্মা, ধনুষ্কাব, গ্যাংগ্ৰিন, ম্যালেৰিয়া, অনাহাৰজনিত অপুষ্টি ইত্যাদি বোগেব লক্ষণকেই অনেকে বাণ মাঝা বা তুচ্ছ-তাকেব অব্যৰ্থ ফল বলে ধবে নেয়।

আমাদেব কেন্দ্ৰীয় কমিটিব, শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলো আজ পৰ্যন্ত দু'শোৰ ওপৰ বাণ মাঝাব দাবীদাবদেব চ্যালেঞ্জেব মুখোমুখি হৈছে। কোনও ক্ষেত্ৰেই বাণ মাঝাব সমিতিব কোনও সদস্যেব মৃত্যু হয়নি—যদিও প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই বাণ মেবে মেবে ফেলাব দাবীই ওঝা, গুণীন, তান্ত্ৰিকবা কৰেছিল। বাণ মাঝাব শাৰীৰিক প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্বল চিন্তেব অলৌকিকে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্ৰেই শুধু হওয়াব সম্ভাবনা থাকে। আব সে সব ক্ষেত্ৰে গুণীন, তান্ত্ৰিকদেব ক্ষমতাব কাহিনী পল্লবিত হয়, ওদেব ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়ে, বমবমা বাড়ে।

বাণ মেবে কাবও যেমন মৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয়, মস্তে অন্যেব শবীৰে বোগ চালান কৰা বা বোগমুক্ত কৰা। অনেক সময় বোগী চিকিৎসক ও গুণীনেব সাহায্য একই সঙ্গে গ্ৰহণ কৰে। চিকিৎসাৰ গুণে বোগ সাৰানোও বোগী অনেক সময় বাণ মাঝাব ক্ষমতায় বিশ্বাসী হওয়াব দৰুন গুণীনেব কৃপায় বোগমুক্তি ঘটেছে বলে মনে কৰে। আবাব অনেক সময় শুধুমাত্ৰ গুণীনেব বাণ মাঝাব বোগমুক্তি ঘটেছে—এমন কথা দিব্যি গেলে বলাব মত অনেক লোকও পেয়েছি। তাৰেব কেউ কেউ হয়তো

মিথ্যাশ্রয়ী। কিন্তু সকলেই নন, কাবণ এমনটা ঘটনা সম্ভব।

বোগ সৃষ্টি ও নিবাসযেব ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধেব গুরুত্ব অপবিসীম। আমাদের বহু বোগেব উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি থেকে। মানসিক কাবণে বহু অসুখই হতে পারে, যেমন—মাথাধরা, মাথাব ব্যথা, শরীরেব কোনও অংশে বা হাড়ে ব্যথা, স্পন্ডলাইটিস, স্পন্ডালোসিস, আবথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, পেটেব গোলমাল, পেটেব আলসার, কামশীতলতা, পুঙ্খবহীনতা, শরীরেব কোনও অঙ্গেব অসাবতা, কৃশতা এমনি আবে বহু বোগ মানসিক কাবণে সৃষ্ট। এইসব বোগেব ক্ষেত্রে চিকিৎসকবা অনেক সময়ই ঔষধি-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ কবেন, সঠিক এবং আধুনিকতম চিকিৎসা সাহায্যে বোগ মুক্ত কবা হচ্ছে, এই ধাবণা বোগীং মনে সৃষ্ট কবে অনেক ক্ষেত্রেই বোগীকে আবোগ্যেব পথে নিয়ে যান। এই বোগীং বিশ্বাস নির্ভর এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে ‘প্লাসিবো’ (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। প্লাসিবো চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটিব প্রথম খণ্ডে বহু উদাহরণ সহ বিস্তৃত আলোচনা কবা হয়েছে বলে এখানে আব বিস্তৃত আলোচনায় গেলাম না। শুধু এটুকু বলেই শেষ কবতে চাই, যাবা চিকিৎসকেব সাহায্য ছাড়া বাণ মাবা বা তুচ্ছতাকেব ক্ষমতায় মুক্ত হয়েছ বলে মনে কবে, তাবা প্রতি ক্ষেত্রেই মানসিক কাবণে নিজেব দেহে বোগ সৃষ্টি কবেছিল। এবং তাংদেব আবোগ্যেব পেছনে বাণ মাবা, তুচ্ছতাক বা তন্ত্রমন্ত্ৰেব কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ কবেনি, কাজ কবেছে বাণ মাবা, তুচ্ছতাক ও মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰেব প্রতি বোগীংদেব অন্ধ বিশ্বাস।

গরুকে বাণ মাবা

গ্রামেব মানুষ মাঝে-মাঝে ওঝা বা গুণীনেব কাছে হাজির হয় দুধেল গাইয়েব সমস্যা নিয়ে। কেউ বাণ মেবেছে, অথবা কোনও ডাইনিং নজর পড়েছে। গরুং দাঁট থেকে দুধেব বদলে বেব হচ্ছে বক্ত।

ওঝা ঝাড়-ফুক কবে টোটকা ওষুধ দেয়। তাতে গরুং বক্ত দুধ সান না হলে শালপাতায় তেল পড়ে ঘোষণা কবে কোনও ডাইনিং নজর লেগেছে। কখনও বা ডাইনি কেতাও ঘোষণা কবে গুণীং। পবিণতিতে নিবীহ কোন বমণীকে নির্বাতনেব শিকার হতে হয়।

গরু শুধু নয়, মোং, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর সবার ক্ষেত্রেই দুধেব পবিবর্তে বক্ত ও গুঁজ বেব হওয়াব ঘটনা ঘটতে পারে। ভাইবাস থেকেই এই বোগ হয়। পশু চিকিৎসকংদেব ভাবায় এই বোগকে বলা হয় ‘ম্যাসটাইটিস’ বা ‘ঠুনকো’। আধুনিক চিকিৎসা সাহায্যেই এই বোগ সাবান যায়।

ভোলায় ধরা

নির্ধা গায়েব মানুষ। প্রতিদিন বিশাল ধূ-ধূ মাঠটা পাবাপার কবেছে এবেলা ওবেলা।

হঠাৎই এক ঝাঁঝ বোদুদে মাঠ পাব হয়ে বাড়ি আসতে গিয়ে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। কোথায় বাড়ি ? কোথায়ই বা গাঁ ? সেই সকালে চাট্টি আমানি পেটে ঢুকেছিল, যাতে ভাতের চেয়ে জলই ছিল বেশি। তিন ক্রোশ পথ হেঁটে টাঙির কোপে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে মাথায় বোঝাটা চাপাবার আগে গলায় ঢেলে নিয়েছিল এক বোতল তবল আঙুন। এই আঙুন শবীবে না ঢেলে দিলে তিন ক্রোশ পথেব আকাশেব আঙুনকে শবীবকে সামাল দেবে কেমন কবে ? বেচাল আঙুনে হাওয়া ঠেলে চলেছে—সে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে ছ'ক্রোশ পথ বোধহয় হাঁটা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় বাঁচিঁতা আব ঢোলকমলিব বেডায় ঘেবা গাঁয়েব বাড়িগুলো ? ভয় ধবে মনে। পথ ভুল হচ্ছে। এত দিনেব চেনা পথ, তবে তো ভোলাব ধবেছে। ভোলায় ভুলিয়ে মাবতে চায়। গবম গা ভয়েব ঠেলায় ঠাণ্ডা মেবে যায়। এক সময় জ্ঞান হাবিয়ে লুটিয়ে পড়ে। জ্বালানীব খোঁজে আসা কয়েকটি কিশোবী ও বৃদ্ধা ওকে অমন পানা পড়ে থাকতে দেখে দৌড় লাগায় গাঁয়ে। ঝাঁঝ কবে খববটা ছড়িয়ে পড়ে। নিধাকে গাঁয়েব লোকেরা নিয়ে আসে বাড়ি। কিন্তু এ কোন্ নিধা ? ডাকাবুকে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। হাবাব মত চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে। কোন কিছুই ঠাণ্ডব কবতে পাৰছে না। নিধাব বউ গোপা অমন অবস্থা দেখে ডুকবে কেঁদে উঠল। নিধাব ছেলে-মেয়েগুলো বড়দেব ভিড ঠেলে বাপেব কাছে এগুতে সাহস পেল না। অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে সকলেব কাণ্ড-কাবখানা দেখছিল। নিধাব বাপ হবি বাউডি মেলা সোবগোল তুলে চৈঁচাল, 'ওবে নিধাকে ভোলায় ধবেছে, জল নিয়ে আয়।' পুকলিয়া জেলাব এমন শুখো জায়গায় জলেব অভাবে মাটিতে ফাটল ধবে। শীর্ণ গকগুলো জল-যাসেব অভাবে ঝুঁকছে। তবু জল হাজিব হয়। নিধাকে দাওয়ায কিছুক্ষণ বসিয়ে গাঁয়েব ঘামটা মেবে দাঁড় কবিয়ে দেয় পাড়াপডশীবা। মাথায় জল ঢালা হতে থাকে। তাবই মাঝে স্বপ্নবেব আদেশে নিধাব কাপডেব কসিতে টান মাবে গোপা। একেবারে পুৰষ মা কালী। ঠা-ঠা কবে হাসতে থাকে দু-চাবজন মেয়ে মর্দ। নিধা চমকে উঠে গোপাব হাত থেকে কাপড টেনে নিয়ে আৰু বাঁচাতে তৎপৰ হয়। গোপাব আতঙ্ক দূৰ হয়। মুখে হাসি ফোটে। 'ভোলা' ছেড়ে দিয়েছে।

এতক্ষণ যে ঘটনাটি বললাম, তাতে স্মৃতিব সঙ্গে সামান্য কল্পনাব মিশেল দিয়েছি পাঠক-পাঠিকাদেব ভোলায় পাওয়া মানুষটিব মানসিকতা বোঝাতে। ঘটনাস্থল পুকলিয়া জেলাব আদ্রা শহবেব উপকণ্ঠেব বাউডি পল্লী। ওই মাঠ পাব হতে গিয়ে অনেককেই নাকি ভোলায় পেত, শৈশবে এমন গল্প অনেক শুনেছি। আমাব জ্যাঠতুতো মেজদাও যখন ষণ্ডা চেহাবাব এক প্রথব জেদি যুবক, তখন এক সন্ধ্যায় ওই মাঠ পাব হতে গিয়ে তিনিও নাকি একবার ভোলাব পাল্লায় পড়েছিলেন। যে মাঠ অগুণতি বাব পাব হয়েছেন, সে মাঠেব মাঝ ববাবব দাঁড়িয়ে থাকা অৰ্জুন হবিতকিব গাছেব কাছে পথ ভুলেছিলেন। এদিক-ওদিক উপ্টোপাল্টা ছোট্টাছুটি কবে যখন শীতেব সন্ধ্যাতেও যেমে নেয়ে একশা তখন সাউথ ইনস্টিটিউটেব বনাদা আবিষ্কাব কবলেন মেজদাকে। বিহুল মেজদাব গায়ে শীতেব বাতেও বালতি বালতি কুখোব জল ঢালতে দেখেছি।

ভোলায় ধবা যুবতীকে উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত অবস্থায় দাঁড় কবিয়ে বেখে তাব মাথায় অনববত জল ঢালতে দেখেছি। আব একগাদা নানা বয়সী নাবী-পুকষেব সামনে বয়স্ক

মহিলাকে দেখেছি যুবতীটির অনাবৃত স্তন টিপতে । তাদের ধারণা, এই ভাবে বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন সম্পর্কের নারী-পুরুষদের সামনে ভোলায় ধবা মানুষটিকে লজ্জা পাইয়ে দিতে পারলে ভোলায় ধবা ছেড়ে যায় ।

পথিকের আত্মবিশ্বাস হওয়া বা ভুলে যাওয়া থেকেই ভোলায় ধবা কথাটি এসেছে । বিশাল ফাঁকা মাঠ অতিক্রম করতে গিয়ে কিছু কিছু সময় কাবো কাবো দিক বিভ্রম ঘটতেই পারে । ঠা-ঠা বোদুব ও অন্ধকার বাতে এমন ধবনের দিক-বিভ্রম ঘটনাব সম্ভাবনা থাকে । তার ওপর আবার মাঠটির যদি ভোলায় ধবাব মাঠ হিনেবে কুখ্যাতি থাকে, তবে তো সোনাম সোহাগা । ভোলায় ধবাব আতঙ্ক থেকেই তাকে ভোলায় ধবে—ভূতে ধবাব মতই । ভোলায় ধবাব ভয় আদৌ না থাকলে দিকবিভ্রম ঘটলেও ভোলায় ধবে না কখনই ।

বাত দুপুবে অতি পরিচিত পথ চলতে গিয়ে দিক ভুল কবাব অভিজ্ঞতা কম বেশি অনেকেবই আছে । ধকন শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেছেন আবো পাঁচটা দিনেব মত । বাতের আলো বলমল শিয়ালদহ । আপনাব সঙ্গী যে দিকে এগুলো তা দেখে অবাক হলেন । ‘ওদিকে যাচ্ছিস কেন ?’ জিজ্ঞেস কবতেই জবাব পেলেন, ‘গেট দিয়ে বেকবো না ।’ আবাব আপনাব অবাক হওয়াব পালা । গেট আবাব ওদিকে কোথায় ? ওতো গেটের ঠিক উল্টো দিকে ইটছে । আপনি কিছুটা হতভম্ব, কিছুটা দ্বিধাগস্ত পায়ে সঙ্গীকে অনুসরণ কবতে গিয়ে আবাবও অবাক হলেন । অতি স্থিৰ ভাবে মনে হচ্ছে উল্টো দিকে ইটছেন কিন্তু ওই দূবে গেটটাও দেখতে পাচ্ছেন । এমন ভুল শ্যামবাজাব মোড গডিবাহাটের মোড বা পৃথিবীর যে কোনও স্থানেই হতে পারে । এই সাময়িক দিক নির্ণয়ে ভুল কবাকেই কিছু কিছু মানুষ ভাবেন—কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল মৃত্যুব গভীরে । ভোলায় মাবাব আগে অন্যেব নজবে পড়ায জীবনটা বেঁচেছে, কিন্তু ভোলায় ধবাব পবিণতিতেই এমন স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে ।

ভোলা নামক অলীক কিছুব জন্য দিক খুঁজে পাচ্ছে না ভেবে দিক-হাবা মানুষটি কেবলমাত্র ভয়েই মাৰা যেতে পারে । ভয়ে মস্তিষ্ক কোষেব ভাবসাম্য সাময়িকভাবে নষ্ট হতেও পারে । ‘ভোলায় ধবলে সব ভুলে যায় এমন একটা ধারণা শোনা কিছু কাহিনী বা দেখা কিছু ঘটনা থেকে পথিক প্রভাবিত হতেই পারে । প্রভাবিত পথিক যদি তীব্র আতঙ্কে ভাবতে শুক কবেন, আমাকে ভোলায় ভুলিয়ে নিয়ে যোবাচ্ছে, আমাকে হয় মেবে ফেলবে নতুবা সব কিছু ভুলিয়ে দেবে—তবে পথিকের হৃদয়স্তেব ক্রিয়া যেমন বন্ধ হতে পারে, তেমনই ঘটতে পারে সাময়িক স্মৃতিভ্রংশেব ঘটনা ।

আবাবও বলি দিক বিভ্রমেব মত ঘটনাকে ভোলায় ধবাব মত অতিপ্রান্ত ঘটনা বলে ভয় না খেলে মৃত্যু বা স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দেয ন’ কখনই ।

জন্ডিসেব মালা

জন্ডিস বা ন্যাৰা বোগে মস্তঃপূত মালা পবাব প্রচলন শুধু বে আদিবাসী সমাজ বা গঞ্জেই ব্যাপকতা পেয়েছে, তা নয় । বিভিন্ন শহবে এমনকি কলকাতাতেও মস্তঃপূত

জন্মিসেব মালাৰ প্ৰতি জন্মিস বোগীদেব আগ্ৰহ ও বিশ্বাস লক্ষ্য কৰাব মত ।

কলকাতাব দৰ্জিপাডাব মিণ্ডিব বাডিৰ থেকে জন্মিসেব মালা দেওয়া হয় প্ৰতি শনিবাৰ । তিন-চাৰ পুৰুষ ধৰেই তাঁৰা এই মালা দিয়ে চলেছেন । সংগ্ৰহকাৰীদেব ভিডও দেখাব মত ।

জন্মিসেব মালাৰ কী হয় । জন্মিস বোগী এই মালা পৰে সাধাবণত প্ৰাপ্ত নিৰ্দেশ মত দুদিন স্নান কৰেন না । তেল, ঘি, মাখন খাওয়া বাবণ । নিতে হয় পূৰ্ণ বিশ্বাস । মন্ত্ৰঃপূত মালা জন্মিসেব বোগ যতই শুৰে নিতে থাকে ততই মালা বাডতে থাকে । বুক ছাডিয়ে পেটেব দিকে নামতে থাকে । আৰ পাঁচটা স্বাভাবিক মালাৰ মত এ মালা একই আয়তন নিয়ে থাকে না । মালাৰ অভূত ব্যবহাবে ব্যবহাবকাৰীৰ বিশ্বাস বাড়ে । এবং সাধাবণত দেখা যায় বোগী ধীৰে ধীৰে সুস্থ হয়ে উঠছেন ।

সমগ্ৰ বিষয়টাব মধ্যে একটা অলৌকিকেব হোঁচা ছডিয়ে আছে । কোনও মালা কি এমনি কৰে বাড়ে ? বাড়ে বইকি, মালাটা যদি বিশেষভাবে তৈৰি হয় ফুলেব বদলে বামনহাটি, ভূঙ্গবাজ অথবা আপাং গাছেব ডাল দিয়ে । এইসব গাছেব ডাল ফাঁপা এবং দ্রুত শুকিয়ে কৃশ থেকে কৃশতব হতে থাকে ।

এই জাতীয় গাছেব ডাল ছোট ছোট কৰে কেটে তৈৰি কৰা হয় মালা । ডালেব টুকবোগুলোকে গোঁথে মালা তৈৰি কৰলে সে মালা কিন্তু বাডবে না । মালা বাডতে গেলে সুতো বাডতে হবে । ছুঁচে গাঁথা মালাৰ বাডতি সুতো পাওয়া সম্ভব নয় বলেই সে মালা বাড়ে না । জন্মিসেব মালা তৈৰি হয় বিনা ছুঁচে । বলা চলে জন্মিসেব মালা বোনা হয় । এই বোনাৰ কৌশলেই বাডতি সুতো মালা বাডায় । এবাব আসা যাক মালা বানাবাব পদ্ধতিতে ।

বামনহাটি, ভূঙ্গবাজ বা আপাং অথবা ফাঁপা অথচ দ্রুত শুকোয় এমন কোনও গাছেব ডাল কেটে বানান হয় ছোট ছোট কাঠি, এক একটা কাঠি আডাআডিভাবে ধৰে আঙুলেব সাহায্যে ফাঁস দিয়ে গা ঘেঁষে ঘেঁষে বাঁধা হতে থাকে কাঠিগুলো । এই বিশেষ পদ্ধতিব ফাঁস বা গিটেব নাম শিফাৰ্স নট্ (shiffer's knot) বা সেলাৰ্স নট্ (sailor's knot) ।

গা ঘেঁষে ফাঁস জডান কাঠিগুলো সময়েব সঙ্গে সঙ্গে যতই শুকোতে থাকে ততই সুতোব ফাঁক ডিলে হয়, দু'কাঠিব মধ্যে ফাঁক বাড়ে । মালা বাডতে থাকে ।

এই মালা বাডাব পিছনে যেমন মন্ত্ৰশক্তি কাজ কৰে না, তেমনই জন্মিস বোগ শুৰে নেওয়াও এই বাডাব কাৰণ নয় । এই একই পদ্ধতিতে মন্ত্ৰ ছাড়া আপনি নিজে হাতে মালা বানিয়ে একটা পোৰেকে ঝুলিয়ে পৰীক্ষা কৰে দেখুন । মন্ত্ৰ নেই, জন্মিস নেই তবুও মালা বাডছে ।

জন্মিস হয় বিলিকবিন নামে হলুদ বঙেব একটি বঞ্জক পদাৰ্থেব জন্ম । স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য মাংসানী প্ৰাণীৰ পিণ্ডে বিলিকবিনেব অবস্থান । বঙে এৰ স্বাভাবিক উপস্থিতি প্ৰতি ১০০ সি সি -তে ০ ১ থেকে ১ মিলিগ্ৰাম । উপস্থিতিৰ পৰিমাণ বাডলে প্ৰথমে প্ৰস্ৰাব হলুদ হয় । তাৰপৰ চোখেব সাদা অংশ ও শৰীৰ হলুদ হতে থাকে । বঙে বিলিকবিনেব পৰিমাণ বিভিন্ন কাৰণে বাডতে পাৰে । প্ৰধানত হয় ডাইবাসজনিত কাৰণে । 'স্বাভাবিক বোগ প্ৰতিবোধ ক্ষমতা থাকলে, বিশ্ৰাম নিলে, চৰ্বি

জাতীয় খাবার গ্রহণ না কবলে বোগী কিছুদিনের মধ্যেই আবোগ্যালাভ কবেন।

এছাড়াও অবশ্য জন্ডিস হতে পারে। পিণ্ডনালীতে পাথর, টিউমার, ক্যানসার হওয়াব জন্য অথবা অন্য কোন অংশে টিউমার হওয়াব জন্য পিণ্ডনালী বন্ধ হলে পিণ্ড গন্তব্যস্থল ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে পারে না, ফলে রক্তে বিলিকবিনেব পবিমাণ বাড়তে থাকে এবং জন্ডিস হয়।

আবার কোনও কারণে বস্ত্রে লোহিত কণিকা অতিবিস্তৃত মাত্রায় ভাঙতে থাকলে হিমোগ্লোবিনেব তুলনায় বেশি পবিমাণে বিলিকবিন তৈরি হবে এবং জন্ডিস হবে।

ভাইবাসজনিত কারণে জন্ডিস না হয়ে অন্য কোনও কারণে জন্ডিস হলে চিকিৎসাব সাহায্যে মূল কারণটিকে ঠিক না কবতে পাবলে জন্ডিস-মুক্ত হওয়াব সম্ভাবনা নেই।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও খাদ্য গ্রহণেব ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে জন্ডিস থেকে মুক্ত হওয়া যায় বটে (তা সে জন্ডিসেব মালা পকন, অথবা নাই পকন), কিন্তু জন্ডিসেব মালাব ভবসায় থাকলে ভাইবাসজনিত কারণে হওয়া জন্ডিস থেকে মৃত্যুও হতে পারে। যকৃত স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে চিবকালেব জন্য যেমন ভুগতে হতে পারে। তেমনই বিলিকবিনেব মস্তিস্কে উপস্থিতি স্থায়ী স্নায়ুরোগে এমনকি মৃত্যুও হানতে পারে।

জন্ডিস হলে চিকিৎসকেব সাহায্য নিয়ে জানা প্রযোজন জন্ডিসেব কারণ। পববর্তী ধাপ হবে প্রতিকাবেব চেষ্টা।

জন্ডিস ধোয়ান

জন্ডিস হলে বোগীবা যেমন মালা পডতে দৌড়ান, তেমনই অনেকে দৌড়োন জন্ডিস ধোয়াতে।

ওঝা বা গুণীন জন্ডিস বোগীব শরীবে মস্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুতেই মস্ত্র শক্তিব প্রভাবে জল হলুদ বঙ ধাবণ কবতে থাকে। আপনি যদি ভেবে থাকেন 'বামবাবু' বা 'শ্যামবাবু' যে কেউ বোগীব গায়ে হাত বুলিয়ে জলে হাত ধুতেই জল জন্ডিসেব বিষ ধাবণ কবে হলুদ বর্ণ ধাবণ কববে তবে ভুল কববেন। এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখা পব অনেক বিজ্ঞান পড়া মানুষ যদি মস্ত্র-তন্ত্র বা আদিবাসীদের তুক-তাক, ঝাড়ফুকে বিশ্বাস স্থাপন কবে ফেলেন, তবে অবাক হবো না। আমাদের যুক্তিতে কোনও কিছুব ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে অহংবোধে ধবে নিই, এব কোনও ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব নয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যাব অতীত, অলৌকিক। আমবা অনেক সময়ই বিন্মৃত হই, আমাব জ্ঞানেব বাইবেব কোনও কারণ দ্বারাই এমন কাজটি ঘটা সম্ভব।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায় বোগী একটু একটু ভালও হচ্ছেন। জন্ডিস-ধোয়া গুণীনেব নাম ও পসাব বাড়ে। কেন সাবে, এই প্রসঙ্গেব আবার অবতারণা কবা অপয়োজনীয়, কারণ জন্ডিসেব মালা নিয়ে আলোচনাতে এই প্রসঙ্গে আমি এসেছিলাম। ববং এই প্রসঙ্গে আসি, কী কবে জন্ডিস বোগীব গায়ে বোলান হাত ধুলে জল হলুদ হয়।

একটু কষ্ট কবে আম ছাল বেটে বস তৈরি কব্বন । একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে চুন ফেলে রাখুন । ঘণ্টা কয়েক পরে যে পবিষ্কাব চুন জল পাবেন সেটা একটা বাটিতে ছেঁকে স্লেফ জল বলে যাব সামনেই হাজির কব্বন—সকলেই সাধাবণ জল বলেই বিশ্বাস কববেন । হাতে ঘষুন আমগাছেব বস । এবাব একজন সুস্থ মানুষেব গায়ে হাত বুলিয়ে হাতটা বাটিব চুন জলে ধুতে থাকুন, দেখবেন সেই অবাক কাণ্ডটাই ঘটে যাচ্ছে—জল হলুদ হয়ে যাচ্ছে ।

যেসব প্রচলিত তুক-তাক,
 ঝাড়-ফুক বিষয়ে আমরা আলোচনা
 করলাম, এর বাইরেও কিছু কিছু থেকে গেছে,
 যেগুলো অপ্রধান বলে আলোচনায় আনিনি, অথবা
 এমন কিছু কিছু তুক-তাক নিয়ে আলোচনা করলে ভাল
 হতো, যেগুলোর বিষয়ে আমি এখনও কিছু শুনিনি
 বলে আলোচনা করতে পারলাম না । সে সব তুক-তাক,
 ঝাড়-ফুকের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানিয়ে কেউ যদি
 এর লৌকিক ব্যাখ্যা চান, নিশ্চয়ই দেব । এই
 বিষয়ে আপনাদের কোনও অনুসন্ধান
 প্রয়োজনে আমার এবং আমাদের
 সমিতির সমস্ত রকম সহযোগিতার
 প্রতিশ্রুতি রইলো । শুধু
 অনুরোধ, চিঠি জবাবী খাম
 সহ পাঠাবেন ।



ঈশ্বরের ভব

ঈশ্বরের ভব কখনও মানসিক বোগ, কখনও অভিনয়

মনসা, শীতলা, কালী, তাবা, দুর্গা, চডক পূজোব সময় শিব এবং কীর্তনের আসবে বাধা বা গোঁবাস্বে ভব, এমনি আবও কত পবিচিত, অল্পপবিচিত, অপবিচিত ঠাকুব-দেবতা বা যে মানুষেব ওপব ভব কবে তাব ইয়ত্তা নেই। ঠাকুবে ভব হওয়া মানুষগুলোব বেশিমাত্রায খোঁজ মিলবে মফস্বলে গ্রামে-গঞ্জে। শহব কলকাতাতেও অবশ্য ভব হওয়া মানুষেব সাক্ষাৎ মেলে। ভবিষ্যৎ জানতে, অসময় থেকে উদ্ভবণেব জন্য দৈব ওষুধ পেতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বহু মানুষই এইসব ভব হওয়া মানুষগুলোব দ্বাবস্থ হন। অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুবে ভব হওয়া মানুষগুলো এমন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য আচরণ কবেন যে সাধারণ বুদ্ধিতে অনেকে এতে অলৌকিকেব অস্তিত্ব আবিষ্কার কবেন। বিশ্বাস কবেন মানুষটিব শরীর ঈশ্বব দখল কবাতাই এমনটি ঘটছে।

কৈশোবেব একটি ঘটনা। তখন দমদম পার্ক-এ থাকি। আমাব এক বন্ধুব বাড়িতে মাঝে-মাঝে নাম গানেব আসব বসত। শুনেছিলাম নাম-গান শুনতে শুনতে বন্ধুব মায়েব ওপব বাধাব ভব হত। একবার দেখতে গেলাম। বন্ধুব মা নাম সঙ্কীর্তন কবতে কবতে এক সময় হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মাথা দোলাতে লাগালেন। মনে হতে লাগল মাথাটাই বুঝি বা গলা থেকে ছিড়ে বেবিযে আসবে। উন্মত্তেব মত আচরণ কবতে লাগলেন। ভক্তবা তাঁকে ধবোধবি কবে এক জাযগায বসালেন। ভক্তবা অনেকেই এই সময় বন্ধুব মাকে শুয়ে পড়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। সেদিন শাবীব-বিদ্যা বিষয়ে জ্ঞানেব অভাবে বন্ধুব মায়েব এমন অদ্ভুত ব্যবহাবেব কাণ আমাব অজান; ছিল, তাই বিস্মিত হয়েছিলাম। আজ কিন্তু শাবীব-বিদ্যায কল্যাণে জানতে পেবেছি সে-দিন আমাব বন্ধুব মা নাম-সঙ্কীর্তন কবতে কবতে ভক্তিবসে, ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে যা বা কবেছিলেন সে সব ছিল হিস্টিবিয়া বোগেবই অভিব্যক্তি, অথবা নিজেকে অন্যদেব চেয়ে বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয বলে প্রচাব কবাব মানসিকতায় তিনি ইচ্ছে কবেই পুরো ব্যাপাট্টা অভিনয় কবছিলেন।

প্রাচীন যুগ থেকেই হিস্টিবিয়া বোগকে মানুষ অপার্থিব বলেই মনে কবতেন।

বোগেব উপসর্গকে মনে কবা হত ভূত বা ঈশ্ববেব ভবেব বহিঃপ্রকাশ । এ যুগেও সংস্কাৰাচ্ছন্ন মানুযই সংখ্যাগৰিষ্ঠ । ফলে এখনও অনেক ক্ষেত্ৰেই হিষ্টিবিয়া বোগী পূজিত হয় ঈশ্ববেব প্ৰতিভূ হিঁসেবে । সাধাৰণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্ৰগতিব আলো থেকে বঞ্চিত সমাজেব মানুযদেব মধ্যেই এই ধবনেব হিষ্টিবিয়া বোগীৰ সংখ্যা বেশি । সাধাৰণভাবে এই শ্ৰেণীৰ মানুযদেব মস্তিষ্ককোষেব স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা কম । যুক্তি দিয়ে বিচাৰ কৰে গ্ৰহণ কৰাব ক্ষমতা অতি সীমিত । বহুজনেব বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত । মস্তিষ্ককোষেব সহনশীলতা যাদেব কম তাৰা এক নাগাড়ে একই ধবনেব কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কেব কাৰ্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে । একান্ত ঈশ্ববে বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসেব ফলে বোগী ভাবতে থাকে তাৰ শৰীৰে ঈশ্ববেব বা ভূতেব আৰ্ৰিভাব হয়েছে, ফলে বোগী ঈশ্বব বা ভূতেব প্ৰতিভূ হিঁসেবে অদ্ভুত সব আচৰণ কৰতে থাকে ।

‘ভূত-ভব’ প্ৰসঙ্গে এই নিষে বিস্তৃত আলোচনা আগে কবা হয়েছে । তাই পাঠকদেব একই ধবনেব কথা বলে তাঁদেব ধৈৰ্যেব উপৰ অত্যাচাৰ কৰাব চেষ্টা থেকে নিজেৰে বিবত কবলাম । বৰং এখানে একটি গণহিষ্টিবিয়াৰ উদাহৰণ তুলে দিছি ।

হিষ্টিবিয়া যখন ভব

১৯৬৬ সালেব মে মাসেব ২৭ তাৰিখ । স্থান—বাঁচীৰ উপকণ্ঠেব পল্লী । সময়—সন্ধ্যা । নাযিকা একটি কিশোৰী । প্ৰচণ্ড মাথা দোলাতে-দোলাতে শৰীৰ কাঁপাতে-কাঁপাতে কী সব আবোল-তাবোল বকতে লাগল ।

সঙ্গে বেলায় জল বয়ে আনাৰ পবই এমনিটা ঘটেছে, নিশ্চয়ই ভূতেই ধবেছে । বাডিৰ লোকজন ওঝাকে খবৰ দিলেন । ওঝা এসে কাঠকয়লায় আগুন জ্বলে তাতে ধুনো, সবষে আব শুকনো লঙ্কা ছডাতে শুক কবল, সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি কৰে মন্ত্ৰ-পাঠ । মেঘেটি কঠিন গলায় ওঝাৰ ওইসৰ কাজ-কৰ্মে বিবক্ত প্ৰকাশ কবল । ওঝা দেখলে ভব কবা ভূতেবা চিবকালই ক্ষুদ্ৰ হয় । অতএব ভূতেব বাগে ওঝাৰ উৎসাহ তো কমলই না, বৰং দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্ৰসহ নাচানাচি শুক কবল ।

গম্ভীৰ গলায় মেঘেটি জানাল, সে ভূত নয়, ভগবান, সে ‘বড়ি-মা’ অৰ্থাৎ মা’ দুৰ্গা । ওঝা ওব সামনে বেয়াদপি কবলে শান্তি দেবে । ওঝা অমন অনেক দেখেছে । ভূতেব ভয়ে পালাবাৰ বান্দা সে নয় । সে তাব মত মন্ত্ৰ-তন্ত্ৰ পাঠ চালিয়ে যেতে লাগল । মন্ত্ৰ পড়া সবষেব কিছুটা কাঠকয়লাৰ আগুনে আব কিছুটা মেঘেটিৰ গায়ে ছুঁতে মাৰতেই মেঘেটি অগ্নিকুণ্ড থেকে টকটকে লাল একমুঠো জ্বলন্ত কাঠ কয়লা হাতে তুলে নিষে ওঝাকে বলল, “এই নে ধব প্ৰসাদ ।” ওঝাৰ হাতটা মুহূৰ্তে টেনে নিষে মুহূৰ্তে ওব হাতে উপুড় কৰে দিল জ্বলন্ত কাঠকয়লাগুলো ।

তাপে ও যন্ত্ৰণাব তীব্ৰতায় ওঝা চিৎকাৰ কৰে এক ঝটকাৰ কাঠ কয়লা উপুড় কৰে ফেলে দিল । মেঘেটি কিন্তু নিৰ্বিকাব । তাব চোখে-মুখে যন্ত্ৰণাব সামান্যতম চিহ্ন লক্ষ্য কবা গেল না । এমনিহি হাতে ফোন্স পৰ্যন্ত নয় । উপস্থিত প্ৰতিটি দৰ্শক হতচকিত,

বিস্মিত। এ মেয়ে ‘বডি-মা’ না হয়েই যায় না। প্রথমেই নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা কবল ওঝাটি। তাব বশ্যতা স্বীকারে প্রত্যেকেবই বিশ্বাস দৃঢ়তব হলো।

মেয়েটি তাব মা-বাবাকে নাম ধবে সম্বোধন কবে জানান, “আমাব কাছে মানত কবেও মানত বাবিসনি বলে আমি নিজেই এসেছি।”

মা-বাবা ভবে কেঁপে উঠলেন, মানত কবে মানত না বাখতে পাবাব কথাও তো সত্যি। মা-বাবা মেয়েব পাবেব ওপব উপুড হয়ে পডলেন। মেয়েটি বাতাবাতি ‘বডি-মা’ হয়ে গেল। আশপাশেব গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মানুষ বডি-মা-ব দর্শনেব আশায়, কৃপালাভেব আশায়, সমস্যা সমাধানেব আশায় বোগ-মুক্তিবে আশায় হাজিবে হতে লাগলেন। কিশোবীটিব ব্যবহাবে অভূত একটা পবিবর্তন এসে গেছে। কেউ জুতো পাবে, লাল পোশাক পবে বা চশমা পবে ঢুকতে গেলেই ভৎসনা কবছে। বডদেবও নানা ধবনেব আদেশ কবছে। ভক্তবা ফল, ফুল, মেঠাইয়ে ঘব ভবিবে তুলতে লাগলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে চলতে লাগল। বডি-মাব পুজো। এবই মধ্যে বডি-মাব কিছু সেবিকাও জুটে গেছে। বডি-মাব আবির্ভাবেব দিন দুয়েকেব মধ্যে এক বয়স্কা বিবাহিতা সেবিকা ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। এক সময় বডি-মাব মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোষণা কবলেন তিনি ‘ছোট-মা’। একই ঘবে দু-মায়েবই পুজো শুক হয়ে গেল।

কিশোবী ও বিবাহিতা মহিলাব ওপব বডি-মা ও ছোট মা-ব ভবেব কাহিনী ঘিবে আশেপাশে বিবটি অঞ্চল নিয়ে তখন দাক্ষ উদ্বেজনা, বলতে কি ধর্মোন্মাদনা। ৩০মে এক অষ্টাদশী তকণী ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। পডশীবা ব্যস্ত হয়ে পডলেন। মেয়েটিকে ভূতে পেয়েছে কি ঠাকুরে—বোঝাব চেষ্টা কবতে লাগলেন। ওঝা আসবে, কি পুজো কববে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁদেব বেশিক্ষণ অপেক্ষা কবতে হল না। মেয়েটি ঘোষণা কবল, সে মা কালী। এখানেও দলে দলে ভক্ত জুটে গেলেন। ঝাঁচীব আশেপাশে ঈশ্ববেব ঘন ঘন আবির্ভাবে ভক্তবা শিহবিত হলেন। বুঝলেন কলিবে শেষ হলো বলে। কলি যুগ ধ্বংস কবে আবার সত্য যুগ প্রতিষ্ঠা কবতে এবাব হাজিবে হলেন ধ্বংসেব দেবতা মহাদেব। আট বছবেব একটি বালকেব মধ্যে তিনি ভব কবলেন।

৩১মে একটি বিবাহিতা তকণীব ওপব ভব কবলেন ‘মাবলী-মা’। সে-বাতাই এক সদ্য তকণী নিজেকে ঘোষণা কবল ‘সাবলি-মা’ বলে। এদেব ক্ষেত্রেও মায়েদেব আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল ঘন ঘন ফিট ও হিস্টিবিয়া বোগীব মতই মাথা ঝাঁকান, শবীব দোলানব মধ্য দিয়ে।

ঝাঁচীব মানসিক আবেগ্যাশালাব চিকিৎসকদেব দৃষ্টি স্বভাবতই এমন এক অভূত গণহিস্টিবিয়া ঘটনাব দিকে আকর্ষিত হয়েছিল। সাত দিনেব মধ্যেই এইসব ভবেব বোগীব তাদেব স্বাভাবিক জীবনে ফিবে আসে। ঝাঁচী মানসিক আবেগ্যাশালাব চিকিৎসকদেব মতে, গ্রামেব ভবে পাওয়া বোগীব প্রত্যেকেই পবিবেশগতভাবে বিশ্বাস কবত, ঈশ্বব সময় সময় মানুষেব শবীবে ভব কবে। একজন মানসিক ভাবনাম্য হাবিয়ে হিস্টিবিয়াব শিকার হলে সে নিজেব সস্তা ভুলে গিয়ে ঈশ্ববেব সস্তা নিজেব মধ্যে প্রকাশিত ভেবে অভূত সব আচরণ কবতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদেব মধ্যে বেশিব ভাগই শিক্ষালাভে বঞ্চিত, ধর্মাহ, যুক্তি-বুদ্ধি কম, আবেগপ্রবণ এবং তাদেব

মস্তিষ্ককোষেব সহনশীলতা কম। ফলে একজনের হিস্টিবিয়া বোগ অন্যের মধ্যে দ্রুত সঞ্চারিত হয়েছে। যারা হিস্টিবিয়া বোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাবা প্রত্যেকেই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিল ঈশ্বর তাদের ওপরেও ভব করেছে। শুরুর পর্যায়ে তাদের ভাবনা ছিল আমাব ওপরেও যদি ঈশ্বর ভব করে? এক সময় ‘যদি’ বিদায় নিয়েছে। রোগীবা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল ঈশ্বর তাব ওপব ভব করেছে। যে ঈশ্বর অপর একজনের ওপব ভব করেছে, সে আমাব ওপরেও ভব করতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তাদের প্রত্যেকের ওপব ভর করেছে এক একটি নতুন নতুন ঈশ্বর।

কল্যাণী ঘোষপাডায় সতীমা'য়েব মেলায় ভব

নদীয়া জেলাব কল্যাণী ঘোষপাডায় প্রতি বছব দোল উৎসবে সতী'-মাব বিবাট মেলা বসে। সার্কাস, সিনেমা, ম্যাজিক, নাগবদোলা, বাউলের গান, দোকান-পাঠ আব লক্ষ লক্ষ ভক্ত। সমাগমে মেলা আশপাশেব বিবাট অঞ্চলকে জাঁকিয়ে বাখে। ‘কর্তাভজা’ সম্প্রদায়েব আউলিয়া এই মেলায় দেউশ-দু'শ তাঁবু ও আখড়া হয়, পুলিশ ফাঁড়ি বসে। পশ্চিমবাংলাব বহু মানুষ নানা মানসিক ও প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কেউ আসেন বোগ মুক্তিব কামনা নিয়ে, কেউবা আসেন সন্তান কামনায়, কেউবা অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে। এখানেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণ-ভব'। কয়েক শত পুরুষ ও মহিলাব উপব সতী'-মাব ভব হয়।

সতীমায়েব বাকসিদ্ধ হওয়াব যে কাহিনী ভক্তদের মুখে মুখে যোবে, তা এবকম। অষ্টাদশ শতকেব গোড়ায় ভাগ্য-অধেষণে ব্রাহ্মশরণ পাল এসে বসবাস শুরু করেন নদীয়া জেলাব কল্যাণীব কাছে ঘোষপাডায়। বিয়ে করেন সদগোপ জমিদাব গোবিন্দ ঘোষেব মেয়ে সবস্বতীকে। আউলচাঁদ ফকিরেব সঙ্গে পথে আলাপ ব্রাহ্মশরণেব। ব্রাহ্মশরণ তাঁকে নিজেব বাড়ি নিয়ে আসেন। আউলচাঁদ ডেবা বাঁধেন ব্রাহ্মশরণেব বাগানেব ডালিমতলায়। পাশেই হিমসাগব পুকুর দেখে ফকির আনন্দে আত্মহাবা। বললেন, “বাঃ, এটায় চান কবলেই গঙ্গা চানেব কাজ হয়ে যাবে। এব সঙ্গে গঙ্গাব যোগাযোগ রয়েছে বে।”

অদ্ভুত ব্যাপাব, তাবপব থেকে গঙ্গাব সঙ্গে সঙ্গে পুকুরেও জোয়াব-ভাটা হতো। ব্রাহ্মশরণ ও সবস্বতী বুঝেছিলেন, ফকির বাকসিদ্ধ। একদিনেব ঘটনা, সবস্বতী কিছুদিন ধবেই অসুখে ভুগেছিলেন। সে-দিন অসুস্থতা খুব বাড়তে চিন্তিত ব্রাহ্মশরণ দৌড়ালেন কবিবাজ মশাইকে ধবে আনতে। পথে আউলচাঁদ ব্রাহ্মশরণকে থামালেন। সবস্বতীব অসুস্থতা'ব খবর শুনে বললেন, “তোকে আব কবিবাজেব কাছে যেতে হবে না। আমাকে ববং তোব বউয়েব কাছে নিয়ে চল।”

ব্রাহ্মশরণেব কী যে কি হনো। কবিবাজেব কাছে না গিয়ে আউলচাঁদকে নিয়ে ফিবলেন। ফকির সবস্বতীব শরীবে হাত বলিয়ে দিতেই বোগেব উপশম হলো। মুগ্ধ,

ভক্তি আশ্রিত বামশবণ ও সবস্বতী আউলচাঁদ ফকিরের কাছে দীক্ষা নিলেন। সিদ্ধপুরুষ আউলচাঁদ জানান, সবস্বতী বাক্‌সিদ্ধ হবেন। পববর্তী ছয় পুরুষও হবেন বাক্‌সিদ্ধ। বামশবণ ও সবস্বতীর কর্তৃত্বভা সম্প্রদায়ের কর্তা হয়ে আউলিয়া ধর্মমত প্রচার কবতে শুরু করেন। সবস্বতীর বাক্‌সিদ্ধ ক্ষমতার কথা প্রচারিত হতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষের স্রোত এসে ভেঙে পড়তে লাগল সবস্বতীর বাড়িতে। বাক্‌-সিদ্ধা সবস্বতী যাকে যা বলতেন তাই হতো। যে বোগীদের উপর সদয় হতেন, বলতেন, “যা ভাল হয়ে যাবি। একটু হিমসাগবেব জল আব ডালিমতলাব মাটি মুখে দে গে যা।” বোগীবা ভালও হয়ে যেত। একটাই শুধু নিষেধ ছিল—শুক্রবাব মাছ, মাংস, ডিম, বসুন, পেঁয়াজ, মুসুরডাল আব গুঁই খাওয়া চলবে না, চলবে না কোনও নিমন্ত্রণ খাওয়া।

শুক্রবাবটা সবস্বতী ও বামশবণের কাছে ছিল পুণ্য-বাব। ওই দিনেই আউলচাঁদ ফকির ডালিমতলায় এসেছিলেন।

দ্রুত বাক্‌-সিদ্ধা সবস্বতী ভক্তদের কাছে হয়ে উঠলেন সতীমা। বামশবণ ও সতীমা বিশ্বাস কবতেন গৌরাসই আউলচাঁদ ফকির বেশে এসেছিলেন। আউলচাঁদ দীক্ষা দিয়েছিলেন বাহিশ জনকে। গৌরাস মহাপ্রভুও বাহিশ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দু’জনের মধ্যে ছিল এমনি নাকি আবও অনেক মিল।

সতী-মার মৃত্যুর পর দোল পূর্ণিমায মেলা হচ্ছে তাও বহু বছর হলো। এই সতীমার মেলায় নাকি বামকৃষ্ণদেব, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেবী সাহেব, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অনেকেই গিয়েছিলেন। নবীন সেনের আত্মজীবনীতেও মেলার গণ-ভবের বিবরণ মেলে—

“আমি দেখিযাছি যে শতশত নবনারী ‘সতীমার’-এ সমাধি সমীপস্থ ‘দাড়িমতলায়’ বৈষ্ণবদেব মত দশাপ্রাপ্তা ইইবা অচৈতন্য অবস্থায় দিনবাত্রি ধবলা দিয়া পড়িয়া থাকে, বেহ বা অপদেবভাবিত লোকের মত মাথা ঘুবাইতেছে ও কেহ উম্মাদেব মত নৃত্য কবিতেছে।”

এখনও একই জিনিস চলছে। অনেক ভক্তবাই হিমসাগবে স্নান কবে ভিজ়ে কাপড়ে দণ্ডী খেটে ডালিম তলা ঘুরে আবাব হিমসাগবে যায়। ডালিমতলাব মাটি আব হিমসাগবেব জল এখনও বহু বিশ্বাসীই পবম ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ কবেন। অনেকে মানত কবে ডালিমতলায় বর্তমানে যে ডালিম গাছ আছে তাতে ঢিল বেঁধে যায়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে অনেকেই ডালিমতলায় সতীমাকে শাড়ি চড়ায়। মেলায় তিন দিনে শ’গাঁচেক শাড়ি তো চড়েই। ‘গদি’-তে আসীন ‘বাবুমশায়’-কে ভক্তবা প্রণামী দিয়ে প্রণাম কবে তাঁদের সমস্যাব কথা জানান। ভক্তেবা বিশ্বাস কবেন, গদি’-তে বসাব অধিকারী বাবুমশায় সতীমার কুণায় সে-সময় বাক্‌-সিদ্ধ হন। বাবুমশায় অনেককেই বলেন, “যা তোব সেবে যাবে,” কাবও হাতে তুলে দেন ফুল, কাউকে আদেশ দেন ডালিমতলাব মাটি নিয়ে যেতে, যাকে যেমন ইচ্ছে হয় তেমনই আদেশ কবেন। প্রণামী পড়ে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা।

মেলায় ভব দেখাব মত ব্যাপার। কয়েকশ মহিলা পুরুষ ভবে আক্রান্ত হন। তাদের মাথা প্রচণ্ডভাবে দুলাতে থাকে, কেউ মাটিতে সশব্দে মাথা ঠুকতে থাকেন, কেউ ছেঁড়েন চুল। হিষ্টিবিয়া বোগে আক্রান্ত মানুষগুলো এক সময় কিমিয়ে মাটিতে লুটিয়ে

পড়েন। 'গদি'-র 'বাবুমশায়' ভবে ঝিমিয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর হাতে ফুল ধবিযে দিতেই তাঁদের ভব কেটে যায়, উঠে পড়েন। গত পনের বছর ধবে গদিতে আসিন অজিতকুমার কুণ্ডুই এই দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন।

হাড়োয়ার উমা সতীমার মন্দিরে গণ-ভব

উত্তর ২৪-পবগনার হাড়োয়াতে জন্মাষ্টমীর দিন উমা সতীমার মন্দিরে কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়েব হাজাব হাজাব ভক্ত সমাগম হয়। উমা বিশ্বাস সতীমা হিসেবেই পবিচিতা। ওখানেও গদিতে বসেন, 'বাবুমশায়' অজিতকুমার কুণ্ডু। ভক্তেরা বোগ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বাবুমশায়েব কাছে প্রণামী নিয়ে মানত কবে যান, বাবুমশায় নানাজনকে নানা বকমেব ব্যবস্থাপত্র দেন।

এখানেও ৬০ থেকে ৮০ জনেব ভব হয়। এই ভবও একান্তভাবেই গণ-হিস্তিবিয়া। হিস্তিবিয়াগ্রস্ত বোগীব মতই মাথা দোলানো, মাথা-ঠোকা, হাত-পা ছোঁড়া, সবই কবেন এঁরা। শাবীক তীর আক্ষেপেব ফলে একসময় বোগীবা ঝিমিয়ে পড়েন। ঝিমিয়ে পড়ে থাকা বোগীদের হাতে বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ফুল গুঁজে দিতেই ভব কেটে যায়। বোগীবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিবে আসেন।

যোগীপাডায় শ্রাবণী পূর্ণিমায গণ-ভব

দমদমেব যোগীপাডায় জীবনী দাসেব মন্দির। জীবনী দাস কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। এখানে শ্রাবণী পূর্ণিমায কর্তাভজা আউলিয়া সম্প্রদায়েব ভক্তবা আসেন। গানেব মাঝে ভক্তদেব অনেকেবই ভব হয়। প্রতি বছরই শ্রাবণী পূর্ণিমায উৎসবে ১৫ থেকে ২৫ জন ভবে পড়েন। এখানেও ভব থাকে মিনিট পঁয়তাল্লিশেব মত। ভব একজনেব শুক হতেই তাব দেখাদেখি অন্যবাও ভবে আক্রান্ত হয়। প্রত্যেকেই হাত পা ছোঁড়াছুড়ি কবেন, প্রচণ্ড বেগে মাথা ঘুবিয়ে দোলাতে থাকেন। যখন শবীব আব দেয় না, অবসন্ন হয়ে পড়েন তখন 'গদি'-র বাবুমশায় অজিত কুণ্ডু ভক্তদেব হাতে ফুল ধবিযে দেন। ভক্তদেব ভব কাটে।

সতী-মা মেলাব 'গদি'-র বাবুমশায় যুক্তিবাদী হলেন

১৯ মার্চ '৯০-এব সন্ধ্যা। অজিতকুমার কুণ্ডু এলেন আমাব ফ্ল্যাটে। কিছুটা অভাবনীয ঘটনা, সন্দেহ নেই। আমিই সাধাবণত অবতাব- জ্যোতিষীদের কাছে যাই। তাঁদের আসাটা তুলনায় খুবই কম। অজিত কুণ্ডু হাসিখুশি মানুষ। চোখেব দৃষ্টিতে যথেষ্ট বুদ্ধিব তীক্ষ্ণতা। ফর্সা, মেদহীন লম্বা চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক, কাঁচা-পাকা চুল, পড়নে ধুতি পাঞ্জাবি, যদিও বয়স সাতাত্তব কিন্তু চেহারা ও সপ্রতিভতা দেখে বয়সটা ষাটের বেশি কিছুতেই মনে হয় না।

আসাব উদ্দেশ্যটা যখন জানালেন, তখন আবও কিছুটা বিস্মিত হলাম। অজিতবাবু

আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। অবশ্য অজিতবাবুই প্রথম ধর্মীয় নেতা নন, যিনি আমাদের সমিতির সদস্য হতে চাইলেন। এব আগে একাধিক জ্যোতিষী আমাদের সমিতির প্রচেষ্টায় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্র আদৌ কোনও বিজ্ঞান নয়, লোক ঠকানোর ব্যবস্থামাত্র এবং তাবপব জ্যোতিষ চর্চা বন্ধ করে আমাদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে মানুষ গড়াব কাজে ব্রতী হয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃ-স্থানীয় একাধিক ধর্মীয় নেতা আমাদের সদস্য হয়েছেন। তাঁবাই তথাকথিত ধর্মীয় সংস্থাটির অনেক নৈতিক অপবাধ, যৌন বিকৃতির খবর জানিয়েছিলেন। অতি উচ্চশিক্ষিত এই ধর্মীয় নেতাবা প্রতিষ্ঠানটির নামে, ঈশ্বরবে পাওয়াব আকৃতিতে, মানব সেবাব মধ্য দিয়ে মানবিকতাব বিকাশ ইচ্ছাতে সংসাব ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মোহ ভঙ্গ হয়েছে। বুঝেছেন ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর অনুভূতি মানসিক ভাবসাম্যহীনতা থেকে আসা অলীক দর্শন বা অলীক অনুভূতি মাত্র। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় এমনই এক প্রখ্যাত ধর্মীয় নেতা জানিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে ভূতে ভব দেখেছেন, আধুনিক মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেব জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই সাবিয়েছেন, কিন্তু সে বিষয়ে মুখ না খুলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাব দ্বাবা ভূত তাড়িয়েছেন বলে চালাবাব চেষ্টা কবেছেন। ধর্মীয় নেতাবা এ-ও জানিয়েছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শাখায় তাঁদের উদ্যোগেই গোপনে পড়ন হচ্ছে ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি। জানিয়েছিলেন, অনেকেই আমাদের সমিতির হয়ে কাজ কবতে উৎসাহী। অনেক সন্ন্যাসীই সবাসবি আমাদের হয়ে কুসংস্কার-বিবোধী কাজে সামিল হতে চান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বেবিয়ে এসে। আমাদের কাছে আলোচকবা একটি সমস্যাব কথা বলেছিলেন, যেটা আমাদের ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা বাধাব প্রাচীর তুলে বেখেছে। উচ্চ শিক্ষিত সন্ন্যাসীবা চেয়েছিলেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা কবে বহু সন্ন্যাসীবা তাঁদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে বেবিয়ে আসবেন। তবে, তাব আগে আমাদের সমিতিতে সন্ন্যাসীদের জীবনধাবণেব জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনেব মোটামুটি একটা ব্যবস্থা কবে দিতে হবে।

’৮৮-ব ১১ ডিসেম্ববেব ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনেও আমবা এই প্রসঙ্গটি তুলে জানিয়েছিলাম, সবকাবি সহযোগিতায়, পুনর্বাসনেব ব্যবস্থা কবতে পাবলে আমবা সাংবাদিক সম্মেলনেই ওই সন্ন্যাসীদের হাজিব কবব।

সেদিন আর্থিক সঙ্গতি-শূন্য আমবা লডাকু সন্ন্যাসীদের আবও কাছে আবও লড়াইতে নিয়ে আসতে পাবিনি। আজ পর্যন্ত আমবা পাবিনি তাঁদের পুনর্বাসনেব প্রতিশ্রুতি দিতে।

বাবু মশায় অজিতবাবুকে নিয়ে দ্বিধা ছিল অন্য বকম। তিনি কি বাস্তবিকই ওয়াকিবহাল তাঁব চিন্তাধাবাব বিপবীত শিবিরে আমাদের বাস। ধর্মগুরু সাজটা যে মানুষেব অজ্ঞতাব সুযোগ নিয়ে লোক ঠকানোবই নামাস্তব মাত্র, এটাই তো তথ্য-প্রমাণ সহযোগে আমবা প্রমাণ কবি।

অজিতবাবুকে সদস্য কবতে আমাদের সমস্যা কোথায়, সবই খোলাখুলি জানালাম। জিজ্ঞেস কবলাম, “আমাদের একজন হওয়াব বিনিময়ে সতী মেলাব গদীতে বসা বন্ধ বাখতে পাববেন?”

‘অজিতবাবু জানালেন, “আমি কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আসিনি, আপনাদের কাছ থেকে কিছু শিখে নিয়ে, সে-সব কাজে লাগিয়ে আবও বড় অবতাব হয়ে বসব। আমার এখানে আসাব কাৰণ আপনাব ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি। আমি যখন গদীতে বসি, তখন আমি যেন কেমন একটা শক্তি পাই। কেউ যখন প্রণাম কৰে উপায় জানতে চায়, আমার তখন মনে হয় সতীমাই যেন আমার মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে নিচ্ছেন। বছবেব পব বছব দেখে আসছি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের মানত জানাতে আসছে। আবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে। আপনাব বইটা পড়াব পব মনে হলো, আমি ছোটবেলা থেকেই সতীমা, তাঁব অলৌকিক বাক-সিদ্ধ ক্ষমতা, সতী মেলায় গদিব ক্ষমতা, এইসব শুনে শুনে এগুলোকে পবিপূর্ণভাবে বিশ্বাস কৰেছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার প্রচণ্ড আবেগকে, লক্ষ লক্ষ মানুষেব ভক্তি, বাউল গান, সতীমাব জয়ধ্বনি এইসব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ভক্তিবসান্ধিত পবিবেশ আবও বেশি প্রভাবিত কবত। তাবই ফলে গদিতে বসলেই আমি মানসিক ভাবসাম্য হাবিয়ে মনে কবতে থাকতাম আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হযেছে। আমার কথাগুলো সতীমাবই নির্দেশ।

আপনাব বইটাব ‘বিশ্বাসে অসুখ সাৰে’ অধ্যায়টা পড়াব পব আমার মনে হচ্ছে, যাবা সতীমাব মেলায় এসে বোগ মুক্ত হচ্ছে, তাবা সতীমাব প্রতি বিশ্বাসে, আমার কথায় বিশ্বাস কৰেই বোগ মুক্ত হচ্ছে। এবাব দোলেব মেলাব যাদেব ভব হযেছিল, তাদের লক্ষ্য কৰে আমার মনে হযেছে আপনাব কথাই সত্য। ওবা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আবেগে, অন্ধবিশ্বাসে হিষ্টিবিয়া বোগেব শিকাব হযেছিল। একজনেব ভব দেখে আবেকজন, তাকে দেখে আবেবজন, এভাবেই জনে জনে স্বেফ হিষ্টিবিয়ায় আক্রান্ত হযে উন্নততা দেখিয়েছে, আব তাকেই সাধাবণ মানুষ মনে কৰেছে সতীমাব কৃপাব ফল, স্থান মাহাত্ম্য ইত্যাদি। যখনই দেখেছি ভবে পাওয়া মানুষগুলো উন্নততা প্রকাশ কবতে কবতে ক্লাস্ত হযে লুটিয়ে পড়েছে তখনই ওদেব হাতে একটা কৰে ফুল ধৰিয়ে দিয়েছি। যাবা এখানে আসে তাবা এও জানে আমি ফুল হাতে দিলে ভব কেটে যায়। তাদের এই অন্ধ-বিশ্বাসেব ফলেই ফুল হাতে পেতে ভব কেটেছে।

১৯ মাৰ্চ ’৯০ শেষ সন্ধ্যায় বাবুমশায় অজিতকুমাব কুণ্ডুৰে যুক্তিবাদী অজিত কুণ্ডু কৰে নিয়েছি। লিখিত প্ৰতিজ্ঞাপত্ৰে জানিয়েছেন—আগামী বাব থেকে আব বাবুমশাযেব ভূমিকা নেবেন না। প্ৰত্যাশা বাখি, তিনি কথা বাখবেন।

আব একটি হিষ্টিবিয়া ভবেব দৃষ্টান্ত

এবাব যে ঘটনাব কথা বলছি সেটা ঘটেছিল তোলাডী গ্রামে। তোলাডী সাতগাছিবাব বিধানসভাব অন্তৰ্গত একটি গ্রাম। খেটে খাওয়া গৰিববাই সংখ্যাধিক। শিক্ষিতেব হাব শতকৰা কুড়ি ভাগ। গ্রামেব প্ৰভাবশালী মণ্ডল পবিবাবেব উদ্যোগে প্ৰতি বছব একবাব মহোৎসব হয়। এানে প্ৰতিটি বাড়ি থেকেই চাল, ডাল টাকা তোলা হয়।

হিন্দু-মুসলমান নিৰ্বিশেষে সকলেই এই মহোৎসবে যোগ দেয়।

বহু কয়েক আগে পুৰ্ণিমাব পৰে দিন মহোৎসবেৰ অনুষ্ঠানে সহদেব পণ্ডিতৰ বউয়েৰ ভব হলো। বউটি উপোস কৰে ঘূৰে ঘূৰে মাগন মেগে (ঈশ্বৰেৰ নামে ভিক্ষা চাওযা) এসে স্নান কৰে ভিজো কাপড়ে গম্ভী কাটছিলে। দু’তিনটে গম্ভী কাটাৰ পৰ উঠেই কেমন নাচতে লাগলেন। নেচে নেচে ঘূৰতে ঘূৰতে বলতে লাগলেন, “তোবা ঠিকমত আমাব পূজো দিসনি। তোদেব পূজোয ক্ৰটি বযেছে।”

ধুলো-কাপা মাখা শাড়ি, খোলা লম্বা ধুলো মাখা ভেজা চুল, পাগলেৰ মত দুষ্টি, অনৰ্গল কথা শুনে উপস্থিত প্ৰায় সকলেই ধৰে নিলেন—সহদেবেৰ বউয়েৰ উপৰ ঠাকুৰেৰ ভব হযেছে।

মহিলাটি পূজো মণ্ডপ ঘূৰছেন আৰ নিৰ্দেশ দিয়ে চলেছেন কী কী কবতে হৰে। ব্যবস্থাপকবা প্ৰত্যেকেই ঠুৰ কথাকেই ঠাকুৰেৰ নিৰ্দেশ ধৰে নিয়ে তা পালন কবতে দৌডোদৌড়ি শুক কৰে দিলেন। ঠাকুৰেৰ আদেশ অমান্য কৰাৰ পৰিণতিৰ কথা ভেবে তাঁদেৰ চেষ্টাৰ কোনও ক্ৰটি ছিল না।

আবাব নতুন কৰে পূজোৰ আয়োজন চলতে লাগল। মহিলাৰ আদেশে হৰিনামেৰ দল নামগান সৰ্বোচ্চসুৰ তুলে শুক কবলেন, খোলেৰ উপৰ চাঁটিও পডতে লাগল আৰও জোৰে। এমন এক অসাধাৰণ অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য ঘাৰা দেখাৰ সুযোগ পেলেন তাৰা নিজেৰ জীবন ধন্য মনে কৰে অনেকেই আনন্দে বেঁদে ফেললেন। ঝাডেৰ মত খবৰটা ছড়িয়ে পডল। কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই মহোৎসাবেৰ চাৰিপাশে শুধু মানুষ, আৰ মানুষ। অনেকেই ধাৰণা ব্যক্ত কবলেন, “আজকালকাৰ ছেলে-ছোকৰাদেব দিয়ে কি আৰ আগেৰ মত কৰে ভক্তি ভবে পূজো হয় ? কেউবা বিড়ি ফুৰতে ফুৰতে হাতটাও ভাল কৰে না ধুয়ে পূজোৰ আয়োজনে লেগে পডল। আৰে পূজো কি তোদেব ছেলেখেলা ?”

এই ধৰনেৰ একটা মানসিকতা হয় তো মহিলাটিৰও ছিল। হয় তো পৰম ভক্ত মহিলাটিৰ পূজোৰ আয়োজনেৰ অনেক কিছুই মনে ধৰেনি। বৰং বিবস্ত্ৰিতে মন ভবেছে। তাৰই ফলে এক সময় মেয়েটি মানসিক ভাবসাম্য হাবিয়ে ভাবতে শুক কৰেছেন তাৰ উপৰ দিয়েই বৰ্বিত হছে ঈশ্বৰ নিৰ্দেশ—বাস্তবে যা ছিল একান্তভাৱে তাৰই নিৰ্দেশ।

চিন্তামণিৰ ভব মানসিক অবসাদে

হিস্তিবিয়া ছাড়া ম্যানিয়াক ডিপ্ৰেসিভ ৰোগীবাও অনেক সময় নিজেদেৰ মধ্যে ঈশ্বৰেৰ সত্তাৰ প্ৰকাশ ঘাটছে বলে বিশ্বাস কৰে অদ্ভুত সব কাণ্ডকাৰখানা কবতে থাকেন, বা স্বাভাৱিক অবস্থায় সন্তৰ নয়। ম্যানিয়াক ডিপ্ৰেসিভ ৰোগীবাও বৈশিষ্ট্য ভাগই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং কুসংস্কাৰে এ বৰ্মীয় বিশ্বাসে অদ্ভুত। আক্ৰান্তদেব বৈশিষ্ট্য ভাগই মহিলা এবং বিবাহিতা। পাৰিবাৰিক জীবনে এৰা অনেক সময়ই অসুখী এবং দায়িত্বভাৱে জৰ্জৰিত। এবং তাৰ দৰুন মানসিকভাৱে অৱসাদগ্ৰস্ত। বহুৰ তিৰিশ আগেৰ ঘটনা। খঙগপুৰেৰ চিন্তামণি বাড়ি বাড়ি বাসন

মাজার কাজ কবত। যখনকাল ঘটনা বলছি তখন চিন্তামণি তিনটি ছেলেমেয়েব মা। স্বামী বেল ওয়ানগন ভেঙে মাঝে-মধ্যে যা বোজগাব কবে তাব সিংহভাগই নেশাব পিছনে শেষ কবে দেয়। মাঝে-মধ্যে নানা কাবণে জেলে ঘূবে আসতে হয়। চিন্তামণিব স্বশুব-শাশুডি স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাব জন্য চিন্তামণিকেই দোষ দেয়। স্বামী মাঝে-মধ্যে নেশাব টাকাব জন্য চিন্তামণিকে প্রচণ্ড প্রহাব কবে। এক সময় স্বামী কয়েক মাস জেলেব লপসি খেয়ে ফিবে এসে চিন্তামণিব চবিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ কবে কয়েকটা দিন ওব ওপব শাবীবিক ও মানসিকভাবে অকথ্য অত্যাচাব চালাল। একদিন বাতে হঠাৎ স্বামীর তর্জন-গর্জন শুক হতেই চিন্তামণি ততোধিক গর্জন কবে তাব স্বামীকে আদেশ কবল, সপ্তাঙ্গে তাকে প্রণাম কবতে। আদেশ শুনে স্বামী তাকে প্রহাব কবতে যেতেই চিন্তামণি পাগলেব মত মাথা দোলাতে দোলাতে দিগম্ববী হয়ে স্বামীর দুগালে প্রচণ্ড কয়েকটি চড কষিয়ে বলল, ‘জানিস আমি কে? আমি ম্মা-কালী!’

চিন্তামণিব এই ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বোগ অনেকব চোখেই ছিল নেহাতই ঈশ্ববেব লীলা। জনৈক বেলওয়ে হাসপাতালেব চিকিৎসক চিন্তামণিব স্বামীকে বলেছিলেন, অসুস্থ চিন্তামণিব চিকিৎসা কবতে। বুঝিয়েছিলেন এটা একটা পাগলামো ছাড়া আব কিছু নয়। কিন্তু চিন্তামণিব স্বামী, স্বশুব-শাশুডি কেউই চিকিৎসকেব সাহায্য নিতে বাজি হয়নি। বাজি না হওয়াব একটা অর্থনৈতিক কাবণও বোধহয় ছিল। ভক্তদেব কাছ থেকে বোজগাবপাতি খুব একটা কম হজিল না। স্কিজোফ্রিনিয়া বোগীদের মধ্যে

স্কিজোফ্রিনিয়া বোগীদের মধ্যে ভব জিনিসটা অনেক সময় দেখা দেয়। স্কিজোফ্রিনিয়া বোগীবা অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীব হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণ মনে ঈশ্বব বিশ্বাস অনেক সময় এমনই প্রভাব ফেলে যে বোগী মনে কবতে থাকেন ঈশ্বব বোধহয় তাঁব সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁব সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। স্কিজোফ্রিনিয়া এই ধবনেব ভুল দেখায বা ভুল শোনায। এই ভুল থেকেই তাঁবা নিজেব সত্তাব মধ্যে ঈশ্ববেব সত্তাকে অনুভব কবে।

আমাদেব দেশে ভবে পাওয়া বোগীর চেয়ে ভবেব অভিনয় কবা অবতাবদেব সংখ্যা অনেক বেশি। এইসব অবতাব মাতাজী বাবাজীদের বেশিব ভাগই হিস্তিবিয়া, ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ বা স্কিজোফ্রিনিয়া বোগেব শিকাব নয়। এবা মানুষেব অজ্ঞতায ও দুর্বলতায সুযোগ নিয়ে পকেট কাটে। সোজা কথায এবা বোগী নয়, এবা অপবাধী প্রতাবক।

মা মনসাব ভব

দমদম জংশনেব কাছে নিমাই হাজাবাব বাড়িতে মনসাব থান। সেখানে ফি হপ্তাব মঙ্গলবাব নিমাইয়েব বিবাহিতা বোন লক্ষ্মী মযবাব ভব হয়। ভব কবেন মা মনসা। ভিড নেই-নেই কবেও কম হয় না। ৭০ থেকে ১০০ ভক্তকে নানা সমস্যাব বিধান দেন মা মনসা। ভব দুপবে ভব লাগে। শেষ ভক্তটি বিদায় নিতে ঘণ্টা তিনেক সময় কেটে যায।

আমাদেবই এক প্রতিবেশীব কাছে শুনেছিলাম লক্ষ্মীব অতিপ্রাকৃতিক সব ক্ষমতাব

কথা। তিনি বললেন, লক্ষ্মীকে দেখাব আগে বিশ্বাসই কবতেন না, ঈশ্বর সর্বত্রগামী, তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। ভবে লক্ষ্মী এমন সব কথা বলেছে, যেগুলো সর্বত্রগামী ঈশ্বর ছাড়া কাবও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। শুনলাম প্রতিবেশী স্বপ্নাদেশে মা মনসাব ঘট পেতেছেন। ২৪ মার্চ ৯০-এ লক্ষ্মীমা ঔব বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। দুপুরে গেলাম। লক্ষ্মীমা তখনও ভবে বসেননি। আলাপ কবিয়ে দিলেন প্রতিবেশী। পাতলা, শ্যামা তকনী। একমাথা বব কবা চুলে আজ তেল হোঁয়ানো হয়নি। ডাগব দুটি চোখ। কথা বলতে গিবে বুঝলাম ফুলঝুড়িতে 'আগুন' দিয়েছি। অনেক অনেক অলৌকিক ঘটনাব কাহিনী শোনালেন। শুনলাম, স্বামী বিজ্ঞা চালান। পুজোব সঙ্গী হিসেবে ভাই দেবাশিসও এসেছিলেন। বি কম পাশ। টিউশনি কবে সামান্য রোজগার। লিখি শুনে তিনিও আমাকে শোনাতে লাগলেন দিদি ও মনসাকে ঘিবে অভুত সব ঘটনাব বিবরণ। লক্ষ্মীকে ভিক্টোরিয়া কবলাম, "মা মনসাকে দেখছেন?"

লক্ষ্মীর জড়তাহীন উত্তর, "বহুবাব।"

আমি কেমনভাবে দেখেছেন, একেবারে স্পষ্ট?

লক্ষ্মী - "নিশ্চয়।"

আমি 'দেখতে কেমন?'

লক্ষ্মী দাক্ষণ সুন্দরী। এক মাথা চুল প্রায় পায়ের হাঁটু ছুঁয়েছে।'

আমি 'গায়ের বঙ কেমন?'

লক্ষ্মী একটু শ্যামা, এই কিছুটা আমার মত, তবে এত সুন্দরী যে বলাব নয়।'

আমি 'ফিগার কেমন? দেখলে বয়স কেমন মনে হয়?'

লক্ষ্মী 'একেবারে সিনেমার হিবোইনেব মত। দেখলে মনে কববেন সদ্য যুবতী।

উনি যখনই আসেন, তখন অভুত একটা মিষ্টি গন্ধ সাবা বাড়ি ছড়িয়ে থাকে।'

প্রতিবেশীর উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী জানালেন, তিনিও মায়ের শরীরের অভুত গন্ধ পেয়েছেন।

এক সময় পুজো শুরু হলো। পুজোয় সময় লাগে খুবই কম। ইতিমধ্যে বহু ভক্ত মানুষই হাজির কবলেন পেন, ডটপেন। এগুলো দিয়ে লিখলে নাকি কৃতকার্য অনিবার্য, দেবাশিস জানালেন।

তৃতীয় ও শেষবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই লক্ষ্মীমা শরীরে বাব কয়েক দুলুনি দিয়ে দড়াম কবে আছড়ে পড়লেন মেঝেতে। তারপর কাটা মুবগীর মত ছটফট কবতে লাগলেন, সঙ্গে দুহাতে চুল ধবে টানটানি।

শিক্ষিত-শিক্ষিতা ভক্তেরা লক্ষ্মীমাকে না ছুঁয়েই গদগদ ভক্তিতে প্রণাম জানাতে শুরু কবলেন। কাঁসাব ঘটটা, শাঁখ উলু বেজে চলল, সেই সঙ্গে ভক্তরা জোড় হাত কবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, 'মা তুমি শান্ত হও মা, মা তুমি শান্ত হও।'

মা এক সময় শান্ত হলেন। উপুড় হয়ে পড়ে বইলেন। গৃহকর্ত্রী পবম ভক্তিবাবে মাকে নানা সমস্যাব কথা বলছিলেন। উত্তরণেব উপায় হিসেবে মা মনসা ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছিলেন, কখনও পুজোব ফুল ছুঁতে দিয়ে সঙ্গে বাখতে বললেন, কখনও দিলেন ঘটেব জল পানের বিধান, কখনও বা অদেখা মানুষটির বোগ মুক্ত কবতে বিষহবি মা মনসা হঠাৎ হঠাৎ মাথা তুলে বড় বড় পাগল পাগল চোখে তাকিয়ে তিন বাব ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে

দিলেন ।

এক সময় আমাকে প্রশ্ন কবতে বললেন গৃহকর্তী । মা মনসাব পাশে বসলাম । আমার সম্বন্ধে লক্ষ্মীমা এবং দেবাশিস কেউই বোধহয় কিছু জানতেন না । হাতে গ্রহবল্লব কপোয় বাঁধান আংটি গলায় ঝোলান একটা তাবিজ দেখে সন্দেহে উর্ধ্বেই বেঁকেছিলেন । এটা-সেটা জিজ্ঞেস করাও পব বললাম, “আমার ছোট বোনের গলায় ক্যানসাব ধরা পড়েছে । চিকিৎসা চলছে । ভাল হবে মা ?”

বহু ভক্ত কলবোল তুললেন, “বোনের নাম বলুন ।”

বললাম, “বঞ্জিতা কদ্র ।”

মা মনসা বললেন, “ভাল হবে না । এই বৈশাখের আগেই মাঝা যাবে ।”

আবও কিছু কথা-বার্তার পব ফিবে এসেছিলাম ।

সে-বাতাই প্রতিবেশী আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন । আমার বোনের ক্যানসাবের কথা লক্ষ্মীমা কেমন অদ্ভুত বকম বলে দিলেন, সেই প্রশ্ন প্রতিবেশী উত্থাপন কবতে জানালাম, “বোন বঞ্জিতা বহাল তবিতাই আছে ক্যানসাব তো হয়নি । বৈশাখে গিয়ে দেখে আসতে পাবেন । এতদিন মা লক্ষ্মী কথায় শুধু শুনেছিলাম । ওব ভবেব মহিমা পরীক্ষা কবতেই মিথ্যে বলেছিলাম । আপনাবা শিক্ষিত হয়েও এত আবেগতাজিত হয়ে ঠকতে চান - কেন বলুন তো ?”

জানি না আমার কথাগুলো উনি কীভাবে গ্রহণ কবেছিলেন ।

মীরা সাই

মহাবাহুব কোকন জেলায় মীরাব আদি নিবাস । আঠাবাটি বসন্ত অতিক্রম কবাব আগেই মীরা ভালোবেসে বিয়ে কবেন মেহেমুদকে । মেহেমুদ যখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, তখন মীরা ছ-মেয়েব মা । মীরা এই সময় সিবডী'ব সাই-এব ভক্ত হয়ে ওঠেন । সাই ভক্তদেব সঙ্গে গড়ে ওঠে পরিচয় ও সম্পর্ক । সাই ভক্তদেব সামনেই একদিন মীরাব ভব হয় । ভবে মীরা জানান, তিনি সিবডী'ব সাই । এবপব থেকে মাঝে মাঝেই মীরাব ওপব সাইয়েব ভব হতে থাকে । দ্রুত ভক্ত সমাগমও বাড়তে থাকে । ভক্তরাই মীরাব নতুন নাম বাখেন মীরা সাই, মীরা ভক্তদেব পান কবতে দিতেন মস্তপড়া পবিত্র জল । মীরা বেশ কয়েকবার ভক্তসহ পদযাত্রায় তীর্থভ্রমণ কবলেন, মীরা সাইয়েব খ্যাতি এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, একটি সেবা সংস্থা তাঁকে দিল দু-একব জমি ও একটি বাংলো ।

এই সময় মীরা বিয়ে কবেন চন্দ্রকান্তকে । চন্দ্রকান্ত মীরা সাইয়েব নামে কবে দিলেন তাঁব নাসিকেব কাবখানা । চন্দ্রকান্ত ও মীরাব নতুন আবাস হয় ৫৫ আবামনগর কাকেবী কমপ্লেক্সে । মীরাব ভব ও ভক্ত সমাগম বাড়তেই থাকে ।

এই সময় নবিশ মাগনামী ডি এম নগব থানায় এফ আই আব কবেন, মীরা সাই তাঁব স্ত্রী পুমমকে প্রতাবণা কবে আড়াই লক্ষ টাকাব গয়না আত্মসাৎ কবেছেন । অভিযোগেব ভিত্তিতে থানা একটি মামলা রুজু কবে । পুলিশ কেসেব তদন্তেব দায়িত্ব এসে পড়ে সাব-ইন্সপেক্টব বাজা সন্তেব উপব । সন্তেব নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমেই মীরা সাইয়েব

কাকোবী কমপ্লেক্সেব বাড়িতে হানা দেন। বাড়িতে মীবা ছিলেন না, ছিলেন তাঁব দুই মেয়ে। বাড়ি সার্চ কবাব সময় ঠাকুব ঘরে একটি মাঝারী আকাবেব তলাবন্ধ বাস্ক দেখতে পান। মেয়েবা জানান, বাস্কের চাবি মায়ের কাছে আছে। মা আছেন সিংবডীব কোপব গাও-এব বাড়িতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে তলা ভাঙা হয়। বাস্ক ছিল দু'লক্ষ টাকাব মত গয়না। বাস্কের একটি কাগজে 'উষা' লেখা ছিল, তলায় ঠিকানা।

বাস্ক নিয়ে পুলিশ বাহিনী থানায় ফেবে। কাগজের ঠিকানায় পুলিশ পাঠান হয়। পুলিশ সেখানে উষা নামের এক বিবাহিত মহিলাব খোঁজ পেয়ে তাঁকে থানায় আনেন।

থানায় জেবাব জবাবে তিনি জানান, আমার স্বামী মদ ও জুয়াচ আসক্ত হয়ে পড়েন। স্বভাবতই তাঁব খবচের বহুদিন দিন বেড়েই চলেছিল। আমি মীবা সাই-এব কথা শুনে তাঁব কাছে হাজিব হই এবং তার উপর সাইয়েব ভব দেখে বাস্তবিকই ভক্তি আশ্রিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কবতে মীবা সাইয়েব শরণাপন্ন হই। মীবা সাই আমাদের গয়নাগুলো আমার স্বামীর হাত থেকে বাঁচাতে সেগুলো তাঁব কাছে রাখতে বলেন। কিন্তু পববর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে মীবা সাইয়েব কাছে গয়নাগুলো ফেবত চাইলে তিনি প্রতিবাবই নানা বাহানা বানিয়ে আমাকে ঘুবিয়েছেন। আজ পর্যন্ত সে গয়না আব ফিবিযে দেননি, ফিবে পাব এ আশাও ছেড়েছি।

থানায় কেন অভিযোগ কবেননি, গয়নাব মূল্য কত হবে বলে উবার ধাবণা, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তবে উষা জানান, তাঁব হাতে লিখিত কোনও প্রমাণ না থাকায় তিনি মীবা সাইয়েব মত প্রচণ্ড প্রভাবশালিনী মহিলাব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে গিয়ে আবও বেশি বিপদে জড়িয়ে পড়তে চাননি। গয়নাব আনুমানিক মূল্য ছিল দু'থেকে আড়াই লাখ টাকা। কিছু কিছু গয়নাব খুঁটিনাটি বিববণও উষা দেন। বিববণ মিলে যাওয়ায উষাকে বাস্কের গয়নাগুলো দেখান হয়। তিনি জানান এগুলোই মীবা সাইয়েব হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মীবা সাইয়েব দুই মেয়েকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ কবা হতে থাকে। পুলিশবাহিনী সেদিনই বওনা হন কোপ গাও-এ। ভোর বাতে মীবা সাইকে গ্রেপ্তার কবা হয়। থানায় নিয়ে এলে মীবা সাই জেবাব উত্তবে কোনও কথা বলতে অস্বীকার করেন। ১০ জানুয়ারি '৮৬ পুলিশ মীবা সাইকে আন্ধেবীর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজিব কবেন, এবং ১৪ দিন পরে তাঁকে আবাব পুলিশ হাজতে ফিবিযে আনা হয়। দু-দিনের একটানা জেবায় মীবা সাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং তাঁব অপবোধ স্বীকার করে জানান পুনমের আত্মসাৎ কবা গয়না বয়েছে তাঁব মেয়ে জামাই ফতিমা ও বুলু শোখের কাছে। পুলিশ ফতিমা ও বুলুব হেফাজত থেকে পুনমের গয়না উদ্ধার কবেন।

তাৰা মা-ৰ ভব

২২/১, বফি আহমেদ বিদওয়াই বোড়ে তাৰা কুটিৰে প্রতি শনি, মঙ্গলবাব অসংখ্য

মানুষের ভিড় হয়। ভক্তেরা আসেন দূব-দূবাস্ত থেকে। কেউ তাবা মাকে প্রণাম জানাতে ছুটে আসেন। কেউ আসেন সমস্যাব সমাধানের আশায়। এখানে শনি-মঙ্গলে বিজলী চক্রবর্তী'র ওপৰ মা তাবাব ভব হয়, অর্থাৎ সহজ-সবল অর্থে ঈশ্বৰ তাবা মা ভক্তদেব আর্জি মত প্রশ্নের উত্তৰ, সমাধানের উপায় বাংলায় মিডিয়াম বিজলী চক্রবর্তী'র মাধ্যমে।

৩০-৩৫ বছৰ আগে স্বপ্নে তাবা মূৰ্তি দেখেন বিজলী। এই সময় থেকে ভবেব শুক। প্রথম ভবেব সময় পাডাব ছেলেবাই ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার পৰীক্ষা কবে অবাক হন। সব কিছুই স্বাভাবিক। বিজলী দেবী'ৰ দাবি মত ডাক্তার বোগ সাবাত্তে তাঁ'ৰ অক্ষমতা জানান। কোনও ওষুধ প্রেসক্রাইব না কবেই বিদায় নেন। এব কিছুদিন পৰ দ্বিতীয় ভব সম্ভাব সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়ে, সেই সময় মা তাবা নাকি বিজলী'ৰ মুখ দিয়ে জানান তাঁ'ৰ ঘট-স্থাপন কবে পূজো দিতে। তাবপৰ থেকে ঘট-স্থাপন ও পূজো। মন্দিৰে মায়েব যে মূৰ্তিটি আছে বিজলী'ৰ ভগ্নিপতিই তা তৈবি কবান স্বপ্নে দেখা মূৰ্তি'ৰ অনুকৰণে।

বিজলী তাবা মা নামেই বেশি পৰিচিতা। তিনি যে সব ওষুধ দেন বা ঝাঁদেব ঝেড়ে দেন, তাঁদেব অনেকেই নাকি বোগমুক্ত হয়েছেন। তাবামাব কথায় দৈব ওষুধ-টষুদেব আমি কিছুই জানি না। আমাব অলৌকিক কোনও ক্ষমতাই নেই। যা কবেন, যা ক্ষমতা সবই মা তাবাব।

অসুখ-বিসুখে অনেকে ঝাডাতে যান। ভবে তাবা মা ঝেড়েও দেন। কয়েক বছৰ আগে আমি তাঁ'ৰই এক ভক্ত শিষ্যেব সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলাম। অতি স্পষ্টভাবেই জেনে ফিবেছিলাম, 'তাবা মা'ব সত্যি-মিথ্যা বোঝাব সামান্যতম ক্ষমতাও নেই।

দুপূৰ থেকে সন্ধ্যে তাবাপীঠ ছেড়ে 'মা' নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এব শরীবে

নাওভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়েব কাছে শান্তিনগৰ ইন্সটার্ন বাইপাসে ভাঙবেব একটি অতি সাধাবণ ঘাবে থাকেন নমিতা মাকাল। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় ছবি সহ তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় সময় ভালই যাচ্ছে। ভক্তেরা প্রণামী দিচ্ছেন টাকা-পয়সা, শাড়ি, কাপড়, এটা-ওটা। শহবতলী'ৰ এই এলাকাটি কিছুদিন আগেও ছিল হতশ্রী। এখন কিছুটা বং ফিবেছে।

নমিতা'ব বয়স বছৰ তিবিশ। বিয়ে বছৰ পনের আগে। স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে সংসাৰ। দ্বিতীয় সন্তান হবাব এক বছৰ বাদে বাড়িতে প্রথম কালীপূজো হলো নমিতা'বই একান্ত আগ্রহে। মূৰ্তি বিসর্জনেব সময় এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। নমিতা'ব দাবি—কেউই মায়েব মূৰ্তি তুলতে পাবেনি। সকলে বললেন, মা যখন যেতে চান না, এখানেই থাকুন। সেই থেকে এখানেই মা আছেন। মায়েব মন্দিৰও তৈবি হয়েছে বছৰ ছয়েক হলো।

কালীপূজো'ব মাস দুয়েক পবেব ঘটনা। বাড়িতে জন্ম অশৌচ চলছিল। সেদিনটি ছিল মঙ্গলবাব। নমিতা'ব বোন এসেছেন বাড়িতে। তাঁকেই ঠাকুবেব কাছে সন্ধ্যাদীপ

দিতে পাঠান নমিতা। বোন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ফিবে আসেন। বলেন, ঘবে কে যেন আছেন মনে হলো, সাবা শবীবের লোম আমাব খাড়া হয়ে উঠল সেই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে। আমি প্রদীপ জ্বালতে পাবব না। অশৌচ থাকা সত্ত্বেও নমিতাই গেলেন। প্রদীপ জ্বালতেই কি যে হয়েছিল, নমিতাব জানা নেই। পরে তিনি বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীদের কাছে শুনলেন, মা তাবা তাঁব ওপব ভব কবেছিলেন। ভবে জানিয়েছেন, প্রতি শনিবাব ও মঙ্গলবাব আসবেন।

আগে ভব হতো সন্ধ্যাব সময়। এখন হয় দুপুরে। এই বিষয়ে নমিতাব বক্তব্য—সন্ধ্যাব সময় তাবাপীঠে মাযেব সন্ধ্যাবতি হয়, তাই দুপুর ১টা ১৫ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মা তাবা আসেন নমিতাব শবীবে।

নমিতাব কথা শুনে একটা নতুন তথ্য জানতে পাবলাম, তাবা মা ঈশ্বর হলেও সাধাবণ মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা তাঁব পক্ষে সম্ভব হয় না। নমিতাব দাবি, ভবের সময় যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে মাযেব কৃপা হলে সমস্যাব সমাধানের পথও তিনি কবে দেন। ঈবাই বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তাঁবাই ফল



নমিতা মাকাল

পেয়েছেন, ডাক্তার না ডেকেও শুধুমাত্র মায়েব দয়ায় জীবন পেয়েছে এমন অনেক উদাহরণও আছে।

নমিতা মাকালকে বলেছিলেন, “আপনার কথা শুনে বুঝতেই পাবছি মা শনি-মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা থাকেন আপনার কাছে, বাতে তাবাপীঠে। এবং বাতে তাবাপীঠে থাকেন বলেই আপনার কাছে আসা তাঁব পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ দেখুন, বেলেঘাটা থেকে এক ভদ্রলোক জ্যোতি মুখোপাধ্যায় আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন—শনি-মঙ্গলবার দুপুর ১ টা ১৫ থেকে ৬টা পর্যন্ত মা তাব তাঁব কাছেই থাকেন, এবং তিনি নাকি তাঁব এই কথাব স্বপক্ষে প্রমাণও দেবেন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, আপনি শ্রেফ টাকা বোজগাবেব ধান্দায় লোক ঠকাতে ভাবেব গল্পো ফেঁদেছেন। জ্যোতিবাবু আবও জানিয়েছেন, আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলে তিনি প্রমাণ কবে দেবেন আপনি একজন প্রতাবক। জ্যোতিবাবু এই বক্তব্য জানিয়েই আপনার বিষয়ে যে পত্রিকা প্রচাব কবেছে, তাতেব কাছেও একটি চিঠি দিয়েছেন। আমি একটি বিজ্ঞান সংস্থাব সম্পাদক, জ্যোতিবাবু চান, আমি আপনাদেব দুজনেব দাবিব বিষয়ে পৰীক্ষা নিয়ে জানাই কাব দাবি যথার্থ। আপনি কি আমাদের পৰীক্ষা নেওয়াব বিষয়ে সহযোগিতা কববেন?”

নমিতা'ব সহজ-সবল বক্তব্য, “আ মোলো যা, ওই লোকটা'ব কুঠ হবে, কুঠ হবে গো। ভাত দেওয়াব মুবদ নেই কিল মাবাব গোসাই।”

না, নমিতা আমাদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা কবতে বাজি হন না। এবাব একটা গোপন খবব ফাঁস কবছি, জ্যোতি মুখোপাধ্যায় শ্বাস-প্রশ্বাসে, ঘুমে-নিঘুমে যুক্তিবাদী, আমাদের সমিতিব অতি সক্রিয় এক আটাল বহবেব কিশোব, চ্যালেঞ্জটা বেখেছিলেন নমিতা মাকালকে ‘মাকাল’ প্রমাণ কবতে।

একই অঙ্গে সোম-শুক্লব ‘বাবা’ ও ‘মা’য়েব ভব

নদীয়া জেলাব মদনপুর স্টেশনে নেমে সপ্তগা গ্রাম, সে গ্রামেব গৌবী মণ্ডলেব ওপব ভোলাবাবা ও সন্তোবী মা'ব অপাব কৃপা। সোম-শুক্লব পালা কবে তাঁবা গৌবীব ওপব ভব কবেন। গৌবী আঠাশ-তিবিশেব সূঠাম যুবতী। ভবে পডলে নাকি যে কোনও প্রশ্নেব নিখুৎ উত্তব দেন। বাংলে দেন নানা সমস্যাব সমাধানেব উপায়। হপ্তাব ওই দুটি দিন গৌবী মা'ব থানে বেজায় ভিড হয় বলে লাইন ঠিক বাখাতে স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকাবা দর্শনার্থীদেব নম্রব লেখা টিকিট ধবিযে দেয়।

ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব মদনপুর শাখাব দুই সদস্য অসীম হালদাব এবং সুবীব বায় শাখা সম্পাদক চিববজ্ঞন পালেব কথা মত হাজিব হলেন গৌবী মা'ব থানে। গৌবী মা'ব ছোট বোন সন্ধ্যা অসীম ও সুবীবেব হাতে নম্রব লেখা টিকিট ধবিযে দিলেন। বাঁশেব বেডাব দেওয়াল ও টালিব ছাদেব নিচে বসেন গৌবী মা। ধীবে ধীবে লাইন এগোচ্ছিল। সুবীবেব ঢোকাব সুযোগ যখন এলো, পিছনে তখনও বিবাট লাইন। এক স্বেচ্ছাসেবিকা জানালেন, জুতো খুলে পা ধুযে ঢুকুন। ভিতবে ঢুকতেই আবাব

স্বচ্ছাসেবিকা। তিনি বললেন, “ষোল আনা দক্ষিণা নামিয়ে বেখে প্রণাম কবে বলুন—বাবা আমি এসেছি।”

আজ সোমবার ২০ অক্টোবর ’৯০। অতএব বাবাব ভব লেগেছে গৌরীর ওপৰ। সুবীৰ পৰম ভক্তের মতই নির্দেশ পালন কবলেন। চোখ বোলালেন ঘরের চাবপাশে। একটা বড় সিংহাসনে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি। কিন্তু যে বস্তুটি বিশেষ করে নজর কাডলো, সে হলো একটা বিশাল উই টিবি। টিবিটা কিসের প্রতীক কে জানে? তবে নজর টানে।

গৌরী মা, একটু ভুল হলো, আজ তিনি বাবা, সামনে পিছনে দোল খাচ্ছিলেন। খোলা ছড়ানো চুলগুলো একবার নেমে আসছিল সামনের দিকে, ঢেকে যাচ্ছিল মুখ। আব একবার চলে যাচ্ছিল পিছনে। ‘বাবা’র পাশে বসে এক প্রীতা।

প্রীতা বললেন, “বাবা প্রণাম কবলে উত্তর দিও। উত্তর দিলে সায দিও।”

সুবীৰ মাথা নাড়ালেন। বাবা মাথা নাড়তে নাড়তেই জিজ্ঞেস কবলেন, “কাব জন্যে এসেছিস?”

“আমাব আব দাদাব জন্যে।”

“তোব মন স্থিৰ নেই। কোনও কাজে মন দিতে পাবিস না। নানা দিক থেকে বাধা বিপত্তি হাজির হচ্ছে। তোব কাজ হতে দিচ্ছে না।”

সুবীৰ প্রীতার নির্দেশমত প্রতি কথায় সায দিয়ে ‘হ্যা’ বলে যেতে লাগলেন। ‘বাবা’ সামান্য সময়ের জন্য কথা বলা থামালেন। তাবপৰ বললেন, “তোব সমস্যা মিটিয়ে দেবো, খুশি কবে দেবো। তুইও আমাকে খুশি কববি তো?”

—“নিশ্চয়ই কবব বাবা।”

—“তুচ্ছ কববি না তো?”

—“না, না।”

—“আমাব আদেশ মানবি?”

—“নিশ্চয়ই মানব।”

—“আগামী সোমবার একটা জবা ফুল আব একটা বোতাল নিয়ে আসিস। ফুলটা পড়ে দেব। ওটাকে বোজ সন্ধ্যায় ধূপ আব বাতি দিবি, ভক্তি ভবে পূজো কববি। কাউকে নোংবা কাপড়ে ছুঁতে দিবি না। ঘটে জল পড়ে দেব। বোজ সন্ধ্যায় ফুল পূজো সেবে একটু কবে খাবি। যা এবাব।”

—“কিন্তু বাবা, আমাব আসল সমস্যাব কথাই তো কিছু বললেন না।”

—“সেটা আবাব কী?”

—“পেটে প্রায়ই ব্যথা হয়।”

—“সুবীৰেব কথা শেষ হবাব আগেই স্বৰ্গ থেকে গৌরীতে নেমে আসা ভোলাবাবা বলতে শুক কবলেন, “তোব অম্বলের বোগ আছে। গলা বুক জ্বালা কবে, প্যাটে ব্যথা হয়, খিচ ধবে। যখন ব্যথা ওঠে সহ্য কবতে পাবিস না।”

সায দেন সুবীৰ—“হ্যা। কিন্তু কী কবলে সাববে?”

—“আবে জল পডাটা সে জনোই তো দিযেছি। অসুখ তো তোব আসল সমস্যা নয়, আসল সমস্যা তোব মন নিয়ে, কাজে বাধা নিয়ে। যা, এবাব আয।”

—“আমাব দাদাব বিষয়ে কিছু বললেন না?”

—“তোব দাদাব বুকো যজ্ঞা হয, গা-হাত-পায়ে ব্যথা, বুক জ্বালা কবে, প্যাটে ব্যথা হয। তোব দাদাও ফুল পূজো কববে, ধূপ আব বাতি জ্বালে। পূজো সেবে জল পড়া খাবে।”

—“কিন্তু দাদাকে ফুল-জল দেব কেমন কবে?”

—“কেন, বাডি এলে দিবি?”

—“ওখানেই তো সমস্যা। দাদা বাডি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেমন আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিছুই জানি না।”

—“চিন্তা কবিস না। ওই ফুলেব অপাব ক্ষমতা। ফুলই তোব দাদাকে এনে দেবে।”

—“কবে?”

—“তাতাতাডি।”

—“তাতাতাডি মানে দু মাসও হতে পাবে, আবাব দশ বছবও হতে পাবে? ঠিক কবে নাগাদ আসবে?”

—“ছ’মাস থেকে এক বছবেব মধ্যে।”

সুবীব বেবিযে আসতেই গৌবীব বোন সন্ধ্যা বললেন, “আপনি আমাকে আগে বলবেন তো—দাদা নিখোঁজ। সমস্ত উত্তব পাইযে দিতাম। মনে হয ওকে কেউ ওমুধ কবেছে।”

ইতিমধ্যে আবও কিছু ভক্ত ঘিবে ধবলো। তাদেব অনেক প্রশ্ন—“আপনাব দাদা বুঝি নিখোঁজ?” “বাবা বলে দিযেছেন কবে আপনাব দাদা ফিববে?” “মনে হয আপনাদেব বাড়িতে কেউ ওমুধ পুঁতেছে।”

সন্ধ্যা ভক্তদেব বোঝাতে লাগলেন, “বাবাব কাছে অজানা তো কিছু নেই, তাই গুঁকে দাদা নিখোঁজ হওয়াব কথা বলে দিযেছেন। কবে ফিববে, তাও। তবে নিয়ম পালন কবতে হবে নিষ্ঠাব সঙ্গে।”

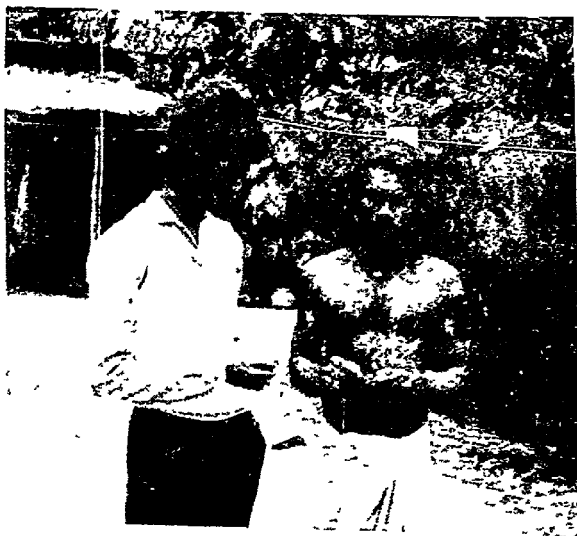
সন্ধ্যাব কথায় আবো অনেক ভক্ত উৎসাহী হলেন। ঐদেব অনেকেই হয তো গৌবী-সন্ধ্যাদেব এজেন্ট, কেউ বে-ফাঁস কিছু বলে গোলমাল পাকাবাব চেষ্টা কবলে নেবাব জন্য মজুত বযেছেন। সুবীব তাই ওখানেই সোচ্চাব হতে পাবলেন না—নিজেব পেটে ব্যথাব গল্পোটা বাবা-মা’ব ভবেব পবীক্ষা নিতেই বলালো। আব দাদাব নিখোঁজ হওয়াটা? নিজেই বড ভাই। দাদা কই, যে নিখোঁজ হবে?

আমাদেব সমিতিব শাখা ও সহযোগী সংস্থাগুলোব মধ্যে সবচেযে বেশি ভবেব জালিয়াতি ধবেছে কাজল ভট্টাচার্যেব নেতৃত্বে আমাদেব সমিতিব ময়নাগুড়ি শাখা—১৯টি। তাবপবই অমিত নন্দীব নেতৃত্বে আমাদেব চুঁচডো শাখা ৩টি। শশাঙ্ক বৈবাগ্যেব নেতৃত্বে কৃষ্ণনগবেব ‘বিবর্তন’—৩টি।

ঈশ্ববে ভব নিয়ে আমাদেব সমিতিব বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থা কম কবে এক’শব ওপব (আমাদেব কেন্দ্রীয় কমিটিব হিসেব বাদ দিযে) শীতলা, মনসা, কালী,

তাঁরা, বগলা, তাবকডোলা, পাঁচুঠাকুর, বনবিবি ওলাইচণ্ডী, জ্বাসুর, পীব গোবাচাঁদ, ওলাবিবি ইত্যাদি দেবতার ভবেব দাবিদারদের ওপর অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা কবে এবং অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সঙ্গে সহমত হয়েছি—এঁরা কেউই মানসিক বোগী নন। ভব ঐদের ভড়ং। অর্থ উপার্জনের সহজতর পন্থা। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের শক্তি বা ক্ষমতা বিষয়ে অতি সচেতন। ভবেব বোগী হলে সচেতনতা বোধ দ্বারা কখনই তাঁরা পবিচালিত হতে পাবতেন না।

একশোব ওপব এই ভবে পাওয়া বাবাজী-মাতাজীর বিষয়ে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখতে পাচ্ছি—এঁরা প্রত্যেকেই বোগ মুক্তি ঘটাতে পাবেন বলে দাবি বাখেন। ভবে পাওয়া অবস্থায় এঁরা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় বাতলে দেন বলেও দাবি করেন। এঁরা প্রত্যেকেই ভব হওয়াব আগে নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরিব ছিলেন। ভব পববর্তীকালে ঐদের প্রত্যেকেই আর্থিক সম্ভতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁরা অনেকেই ক্যানসার সাবিষেছেন, বোবাকে দিয়ে কথা বলিয়েছেন, অন্ধকে দৃষ্টি ফিবিষে দিয়েছেন বলে দাবি বেখেছেন। এইসব দাবিদারদের প্রতিটি দাবিব ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, ওই নাম-ঠিকানার কোনও মানুষের বাস্তব অস্তিত্বই নেই বা ছিল না। আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে সেইসব মানুষদের হদিশ পাওয়া গেলেও তাঁরা বাস্তবিকই বোবা বা অন্ধ ছিলেন, অথবা ক্যানসারে ভুগছিলেন—এমন কোনও তথ্যই ওইসব মানুষগুলো হাজির কবতে পাবেননি। ববং দেখা গেছে ওইসব মানুষগুলো হয় ভব হওয়া বাবাজী-মাতাজীদের



কাজল ভট্টাচার্য ও জনৈক অলৌকিকক্ষমতাব দাবিদার



আত্মীয়, অথবা ভক্ত । ওবা যে এজেন্ট হিসেবে প্রচাবে নেমেছে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহেব অবকাশ থাকে না ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকদেব কাছে একটি বিনীত অনুবোধ—কাবো কথায় কাবো অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা স্থাপন না কবে একটু জিজ্ঞাসু মন নিয়ে ভবেব অবতাবটিকে বাজিয়ে দেখুন—আপনার চোখে তাব মিথ্যাচাবিতা ধবা পডবেই ।

তবু আমবা, সাধাবণ মানুষবা, বিভ্রান্ত হই । আমাদের বিভ্রান্ত কবা হয় । নামী দামী বহু প্রচাবিত পত্র-পত্রিকায় অলৌকিকতা, জ্যোতিষ বা ভবেব পক্ষে গুরুত্ব দিষ্টে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিই আমাদের, সাধাবণ মানুষদেব, বিভ্রান্ত কবাব হাতিযাব-এ

বহু থেকে একটি উদাহরণ হিসেবে আপনাদেব সামনে হাজিব কবছি । ৩০ মে '৯০ আনন্দবাজার পত্রিকায় বহুবর্ণেব তিনটি ছবি সহ একটি বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো “পূজাবিণীব শবীব বেযে” শিবোনামে । আপনাদেব অবগতিব জন্য এখানে তুলে দিচ্ছি ।

পূজারিণীর শরীর বেয়ে

দেবদেবীর ভব হয় পূজাবিণীর শরীরে । সে সময় যা বলা যায় তাই মেলে । যা
দাওয়াই দেওয়া হয় তাতেই বোগ নির্মূল হয় । ভব হয় কীভাবে ?

শনিবার বেলা দুটো । ঢাকুবিয়া স্টেশনের পাশে তিন-চাব হাত উচু ছোট্ট একটি
কালী মন্দির । মন্দিরের মাথায় চক্র ও ত্রিশূল । মন্দিরটির নাম 'জয় মা বাঠের কালী ।'
মন্দিরের সামনে একটি সিমেণ্টের বাঁধানো চাতাল । সেই চাতাল ও পাশের মাঠে
ইতস্তত ছড়ানো অনেক লোক । আব সেই দাওয়াব ওপব চিৎ হয়ে শুয়ে এক যুবতী,
পবনে লাল পাড সাদা শাড়ি এলোমেলো, চোখ দুটি বোজা, নাকের পাটা ফোলা, মুখেব



দুপাশে ক্ষীণ বস্ত্রের দাগ। মহিলাটির ডব হয়েছে। কালী পূজো কবতে কবতে অচেতন হয়ে চিং হয়ে শুয়ে পড়েন মহিলা। মুখ দিয়ে বক্ত বেবোতে থাকে। হঠাৎ মহিলা বলে উঠলেন, ‘স্বামীব লগে এয়েছিস কে?’ উপস্থিত জনতার মধ্যে সাজা পড়ে গেল। শাখা-সিদুব মাঝবয়সী এক আধা-শহবে মহিলা ঠেলাঠেলি কবে সামনে এলেন। মন্দিবে ছোট দবজাব সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ‘মা’ বলে হাতজোড কবে ডাকতে লাগলেন। ‘মা’ বললেন—‘সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু হবে না। আমার জল পড়া খাইয়েছিস?’

‘খাইয়েছি মা। সাবছে না মা’।

‘ওতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।’

এবপব ‘মা’ ডেকে উঠলেন, “ব্যবসাব জন্য এয়েছিস কে? বোস। আমার কাছে আয়।” শার্ট-প্যান্ট পবা মাঝবয়সী ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। একইভাবে—হাত জোড। হাঁটু মুড়ে বসা। ‘মায়েব কাছে সমস্যাব কথা জানালেন। মা অভয় দিলেন। ভদ্রলোক চলে গেলেন। ফেব ‘মা’ ডাকলেন ‘কোমবে পিঠে পেটে ব্যথাব জন্য এয়েছিস কে?’ আয়, আয় সামনে আয়।’

এক এক কবে ছেলে মেয়ে বুড়ো মাঝবয়সী সবাই হাজিব হতে লাগল। ‘মা’ তাদের কোমবে, পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তাবা এক এক কবে চলে গেলে একটি যুবক এগিয়ে এল। ‘মা’ তাব পেটে হাত বুলিয়ে দিলেন নাভিতে হাত বাখলেন। ‘মা’য়েব মুখ দিয়ে বক্ত বেবিযে এল। মায়েব ‘ঝাড়া’ব বকমই এই।

‘সন্তানের লগে এয়েছিস কে?’ যুবকটি চলে যেতেই ‘মা’-য়েব ডাক। শিশুকোলে এক বমণী এগিয়ে এলেন। ‘মা’ শিশুটাকে তাঁব বুকেব ওপব শুইয়ে দুই হাতে সজোবে শিশুটির পিঠেব ওপব চড মাবতে লাগলেন। তাবপব শিশুটিকে দু হাত দিয়ে উচু কবে তুলে ধবলেন এবং আবাব চড মাবতে লাগলেন, এবপব ‘মা’ শিশুটিকে তাব মা-য়েব কাছে ফিবিযে দিলেন।

মায়েব ভবমুক্তিব সময় হয়ে এল। মহিলা, পুরুষ ঠেলাঠেলি কবে এগোতে লাগলেন। নিজেব নিজেব সমস্যাব কথা বলবেন ঐবা। মায়েব ভবমুক্তি হল। চিং হওয়াব অবস্থা থেকে উপুড় হয়ে শুলেন ‘মা’। কিছুক্ষণ পব উঠে বসলেন তিনি। পূজো কবতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে, হাততালি দিয়ে দেবীব আবাধনা চলল।

এক মধ্যবয়সী মহিলাব হাত-পা কাঁপে। উঠে বসতে পাবেন না। কথা বলতেও কষ্ট হয়। জানা গেল, তাঁব অসুখ দীর্ঘদিনেব। তাঁকে ‘মা’ সামনে বসিয়ে প্রথমে মন্ত্র পড়ালেন। তাবপব ওঠ বস কবতে বললেন। মহিলা ওঠবস কবতে পারছিলেন না। তাঁকে জল পড়া খাওয়ানো হল। মহিলা উঠে বসলেন। এক মধ্যবয়স্ক পুরুষেব পিঠ ও কোমবেব ব্যথা এবং এক মহিলাব গ্যাসট্রিকেব বেদনাব একইভাবে উপশম কবলেন ‘মা’। পবিচয় হল বিজয়ভূষণ গুহব সঙ্গে। তিনি ন্যাশনাল হেবাল্ডেব সঙ্গে যুক্ত। তিন-চাব বছব আগে তাঁব স্ত্রীব হাঁপানি সেবে যাওয়াব পব থেকে তিনি ‘মা’য়েব একনিষ্ঠ ভক্ত। এখন ‘মা’য়েব কাছে আসেন নিয়মিত। কোনও উদ্দেশ্য নয, শুধু ‘মা’-য়েব টানে আসেন।

মহিলাব নাম প্রতিমা চক্রবর্তী। স্বামী বেলে কাজ কবেন। ছেলে একটিই। বয়স,

বাবো তেবো । স্বাস্থ্য মাঝারি, চোখগুলি কোটেবে বসা, গভীর । চেহাবাব গডন মজবুত হলেও কোথাও একটা ক্লান্তির ছাপ আছে । মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন । কাজ কবতে পারেন না । ‘মা’য়েব দযাতেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন ।

যাদবপুৰ পলিটেকনিকেব ঠিক শেছনে শীতলবাড়িতেও ভব হয় । এখানে একটি নেপালী পবিবাব থাকে । যাদবপুৰ পলিটেকনিকেব পিওনেব কাজ কবতেন ভদ্রলোক । সম্প্রতি বিটাযাব কবেছেন । । তাঁব স্ত্রীব ভব হয় প্রতি শনিবাব । ভদ্রমহিলাব বযস চল্লিশেব কোটায়, গায়েব বঙ কালো হলেও চেহাবাব বেশ একটি স্ত্রী আছে । মুখেব গডনটি ভাবি সুন্দব । ছেলে, নাতি-নাতনী নিয়ে তিবিশ বছবেব পবিপূৰ্ণ সংসাব । ৬৫ সালে দেবীব মূর্তি প্রতিষ্ঠা । যাদবপুৰ পলিটেকনিকেব কর্মী হিসেবে পলিটেকনিকেব পিছনেই থাকাব জায়গা পেয়েছিলেন তাঁবা । ১৯৭০ সালে নকশাল আন্দোলনেব সময় দিল্লি থেকে আসা ১৬০০ পুলিশ ইউনিভার্সিটিব চত্ববেই বাস কবতে থাকে । তাবা চাঁদা তুলে ‘মা’য়েব জন্য পাকা দালান তৈরি কবে দেয় । এখন সেই দালানে প্রতি শনিবাব ভক্ত সমাগম ঘটে । যে যাব সমস্যা নিয়ে আসে । পুজো শুক কবাব কিছুক্ষণ পৰই ‘মা’য়েব ভব হয় । তখন সবাই প্রশ্ন কবতে শুক কবে এবং ‘মা’ প্রশ্নেব উত্তব দেন । সব মিলে যায় । একটি বোবা মেয়েকে সাবিয়ে তুলেছেন ‘মা’ । মায়েব দেওয়া জলপডায় উপশম ঘটেছে একটি সুন্দবী নববধূব জটিল ব্যাধিব, একটি শিশুব কঠিন অসুখ ।

কলকাতাব বাইবে আন্দুলেব সৰ বাস্তা দিয়ে ঘেবা একটি পুকুবেব পিছনে বছদিন থেকে একটি বাড়িতে পাশাপাশি বয়েছে লক্ষ্মী-নাৰায়ণ, বাধা-কৃষ্ণ ও কালী । বাংলা ১৩৭১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা । তাব আগে একটি ছোট্ট বেড়া দেওয়া ঘবে পুজো হত । তখনই ‘মা’-এব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এখানে ওখানে ।

মন্দিবে যিনি পুজো কবেন, তাঁব বযস ষাটের কোঠায় । শীর্ণকায় । বিধবা, কিছুদিন হল স্বামী-বিয়োগ হয়েছ । ভক্তদেব দেওয়া অর্থেই সংসাব চলে । প্রতি শনি ও মঙ্গলবাব পুজোব বসাব পব ‘মা’য়েব ভব হয় । তখন ‘মা’-কে যে প্রশ্ন কবা যায়, ‘মা’ তাব উত্তব দেন । প্রশ্ন কবাব জন্য কুড়ি পযসা দক্ষিণা । পুজোব বসাব কিছুক্ষণ পব মায়েব মাথা দুলাতে থাকে । কাসব-ঘণ্টাব আওয়াজেব সঙ্গে সঙ্গে মায়েব মাথাব দোলাও ক্রমশ বাড়তে থাকে । তাবপব একসময় ‘মা’য়ের হাত থেকে ফুল খসে পড়ে, ঘণ্টা স্থানিত হয় । ‘মা’ আচ্ছন্ন হয়ে যান । ভব হয় । ভক্তবা তখন প্রশ্ন কবতে শুক কবেন । ‘মা’ আচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তব দিয়ে থাকেন ।

এবং উত্তব মিলেও যায় । বোগভোগ সেবে যায় । মানুষগুলিব ভিড তাই বাড়ে ।

□ সাবর্গী দাশগুপ্ত

ছবি □ শুভজিৎ পাল

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পব সমাজেব বিভিন্ন শ্রেণীব মানুষ আমাব ও আমাদেব সমিতিব কাছে প্রশ্ন হাজিব কবেছিলেন, এই বিষয়ে আমাদেব মতামত কী ? আমবা কি তুড়ি দিয়েই প্রতিবেদকেব বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে চাই ? আমবা কি ঈশ্ববেব ভবে পাওয়া ওইসব পূজাবিগীদেব মুখোমুখি হবো ? আমাব বন্ধু আকাশবাণী

কলকাতার অধিকর্তা ডঃ মলয় বিকাশ পাহাড়ীও জানতে চেয়েছিলেন, ভবে পাওয়া মানুষগুলো বাস্তবিকই বোগীদের সাবাচ্ছেন কী ? সাবালে কীভাবে সাবাচ্ছেন ? উদ্ভব কি সত্যি মেলে ? মিললে তার পিছনে যুক্তি কী ? এ জাতীয় প্রশ্ন শুধু ডঃ পাহাড়ীকে নয়, বহু মানুষকেই দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

যথাবীতি উদ্ভব দিয়েছিলাম। ৩ জুলাই, '৯০ আনন্দবাজারে আমাদের সমিতির একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

পূজাবিগীৰ শবীৰে দেবতাব ভব ?

সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'পূজাবিগীৰ শবীৰ বেয়ে' প্রতিবেদনটি (৩০ মে) পড়ে অবাক হয়ে গেছি। লেখাটি পড়ে বিশ্বাস করা বসন্ত কাবণ রয়েছে যে, সাবর্ণী দাশগুপ্ত 'ভব' হওয়ার বিজ্ঞানসম্মত কাবণগুলি বিষয়ে অবহিত নন এবং উনি ভবগ্রন্থদেব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য তিনি তাঁর লেখার সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকেন তবে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এ বিষয়ে সত্যানুসন্ধানে মুক্ত মনে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে। সাবর্ণীর হাতে তুলে দেব কয়েকজন ব্যক্তি যাবা ভবগ্রন্থদেব কাছে প্রশ্ন রাখবেন। তুলে দেব পাচজন বোগী। ভব নাগা পূজাবিগীৰা বোগীদের বোগ মুক্ত করতে পাবলে এবং প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্নে সঠিক উদ্ভব পেলে আমবা সাবর্ণীর কাছে চিব কৃতজ্ঞ থাকব এবং আমবা অলৌকিকতা-বিবোধী ও কুনংস্কাব বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিবত থাকব।

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসারে 'ভব' কখনও মানসিক বোগ, কখনও স্ত্রেফ অভিনয়। ভবলাগা মানুষগুলো হিন্দিবিয়া, ম্যানিযাক ডিপ্রেসিভ, স্কিটসোফ্রিনিয়া—ইত্যাদি বোগেব শিকাব মাত্র। এইসব উপসর্গকেই ভুল করা হয় ভূত বা দেবতাব ভবেব বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। সাধাবণভাবে যে সব মানুষ শিক্ষাব সুযোগ লাভে বঞ্চিত, পবিবেশগত ভাবে প্রগতিব আলো থেকে বঞ্চিত, আবেগপ্রবণ, যুক্তি দিয়ে বিচার কবাব ক্ষমতা সীমিত তাঁদের মস্তিষ্ককোষেব সহনশীলতাও কম। তাঁরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময় মস্তিষ্কেব কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে। দৈবশক্তিব বা ভূতে বিশ্বাসেব ফলে অনেক সময় বোগী ভাবতে থাকে, তাঁর শবীৰে দেবতাব বা ভূতেব আবির্ভাব হয়েছে। ফলে বোগী দেবতাব বা ভূতেব প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব আচরণ কবতে থাকেন। অনেক সময় পাবিবাবিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভাবে জর্জবিত ও মানসিক অবসাদগ্রস্ততা থেকেও 'ভব' বোগ হয়। স্কিটসোফ্রিনিয়া বোগীরা হন অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীৰই হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণতা থেকেই বোগীরা অনেকসময় বিশ্বাস কবে বসেন তাঁর উপর দেবতা বা ভূত ভব কবেছে।

তবে 'ভব' নিয়ে যাবা ব্যবসা চালায় তাবা সাধাবণভাবে মানসিক বোগী নয়, প্রতাবক মাত্র।

ভব-নাগা মানুষদেব জলপড়া, তেলপডায় কেউ কেউ বোগমুক্তও হন বটে, কিন্তু

যা বা বোগমুক্ত হন তাঁদের আবোগ্যে পিছনে ভব-লাগা মানুষের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা সামান্যতমও কাজ কবে না, কাজ কবে ভব লাগা মানুষদের প্রতি বোগীদের অন্ধবিশ্বাস। বোগ নিবাময়েব ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধেব গুৰুত্ব অপবিসীম। হাড়ে, বুক্কে বা মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটেব গোলমাল, গ্যাসট্রিকেব অসুখ, ব্লাডপ্ৰেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল-অ্যাজমা, ক্লাস্তি, অবসাদ ইত্যাদি বোগেব ক্ষেত্রে বোগীৰ বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ওষুধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইঞ্জেকশন বা ট্যাবলেট প্ৰয়োগ কৰ্কে অনেক ক্ষেত্ৰেই ভাল ফল পাওয়া যায়। একে বলে ‘প্ল্যাসিবো’ চিকিৎসা পদ্ধতি।

‘যা বলা যায় তাই মেলে’—এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কিন্তু ভব-লাগা মানুষটিৰ নয়, তাঁব খবৰ সংগ্ৰহকাৰী এজেন্টদেব।

প্ৰবীৰ ঘোষ। সাধাৰণ সম্পাদক,
ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি,
কলিকাতা-৭৪।

না, সাবৰ্ণী দাশগুপ্ত বা ভবে পাওয়া পূজাবিগীদেব কেউ আজ পৰ্যন্ত আমাব বা আমাদেব সমিতিৰ সঙ্গে সহযোগিতা বা সাহায্য কবতে এগিয়ে আসেননি। কাবণটি শ্ৰদ্ধেয় পাঠকবা নিশ্চয়ই অনুমান কবতে পাবছেন।

অবাক মেয়ে মৌসুমী’ৰ মধ্যে সবস্বতীৰ অধিষ্ঠান (?) ও প্ৰডিজি প্ৰসঙ্গ

মৌসুমী প্ৰসঙ্গে গণমাধ্যম

১৯৮৯-এ বকেট গতিতে প্ৰচাবেব ব্যাপকতা পেয়ে দেশ-বিদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবাংলাৰ কক্ষ জেলা পুৰুলিয়াৰ এক সাত বছৰেব বালিকা মৌসুমী। অবাক মেয়ে মৌসুমী যে ‘Prodigy’ অৰ্থাৎ ‘পবম বিস্ময়কৰ প্ৰতিভা’, এই বিষয়ে প্ৰচাব মাধ্যমগুলো সহমত পোষণ কবলেও, কত বড় মাপেব ‘প্ৰডিজি’ এটা প্ৰমাণ কবতে দস্তব মত প্ৰতিযোগিতা শুক হয়ে গিয়েছিল। যেন, যে পত্ৰ-পত্ৰিকা বা প্ৰচাব-মাধ্যম মৌসুমীকে যত বড় প্ৰডিজি বলে প্ৰমাণ হাজিৰ কবতে পাববে, তাব তত সুনাম, সম্মান ও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে। সেই সময় মৌসুমী স্বস্বক্ষে প্ৰচাব মাধ্যমগুলোৰ বক্তব্য কী ধবনেব ছিল সেটা বোঝাতে বহু থেকে গুটিকয়েক উদাহৰণ এখানে হাজিৰ কবছি।

১৩ আগষ্ট ’৮৯-এব আনন্দবাজ্ৰাব পত্ৰিকায় প্ৰতিবেদক বিমল বসুৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশিত হলো “বুদ্ধিতে যে প্ৰতিভাব ব্যাখ্যা নেই” শিৰোনামে। প্ৰতিবেদক বিজ্ঞান-লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পৰিচিত। সাতটি ছবিসহ প্ৰচুব গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনটিৰ শুকতেই বড় বড় হবফে লেখা ছিল, “অল্প বয়সে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিৰ পৰিচয় দিয়ে সম্প্ৰতি ইইচই ফেলে দিয়েছে পুৰুলিয়াৰ মৌসুমী।” লেখাটিতে শ্ৰীবসুৰ স্পষ্ট ঘোষণা—“মৌসুমী এক বিস্ময় বালিকা। এককথায় প্ৰডিজি।

এখন তাব বয়স ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংবেজি, হিন্দি—এই তিনটি ভাষায় যেমন বিন্ময়কর তাব দক্ষতা, তেমন পদার্থবিদ্যা, বসায়ন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।”

ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, “কলকাতা পাভলভ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডি এন গাঙ্গুলী বিন্ময় বালিকা মৌসুমী সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর বাখেন। তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়েও ছিলেন আদ্রায় মৌসুমীর সঙ্গে কথা বলতে। শ্রীগাঙ্গুলীর মতে, মৌসুমীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বিন্ময় পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্রজন্ম পূর্বের কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটির মধ্যে যাব আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।”

প্রতিবেদনটিতে ডি এন গাঙ্গুলীর মতামত হিসেবে আরও প্রকাশিত হয়েছে, “মৌসুমীর বুদ্ধি বিন্ময় যে স্তর তাতে তাব জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বিদেশে, বিশেষত আমেরিকায় উচ্চবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের বাছাই করে তাদের জন্য বিশেষ ধরনের পাঠক্রম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।”

প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান এবং মস্তিষ্কবিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডঃ জে জে ঘোষ আক্ষেপ প্রকাশ করে জানান, “মৌসুমীর মতো প্রজিজি ব সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও এখানকার বিজ্ঞানীরা ওকে নিয়ে তেমন মাথা ধামাচ্ছেন না, সিবিয়াস গবেষণার কথা ভাবছেন না।”

জনপ্রিয় পাক্ষিক ‘সানন্দা’র ৭ সেপ্টেম্বর ’৮৯ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী “বিশেষ বচনা” প্রকাশিত হয়। শিবোনামে ছিল ‘অবাক পৃথিবীর অবাক মেয়ে’। আটটি বঙ্কিন ছবিতে সাজান এই বিশেষ বচনার বচয়িতা সৃজন চন্দ্র মৌসুমীর ইংবেজি উচ্চারণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “একেবাবে মেম সাহেবেব মতো উচ্চারণ।” শ্রীচন্দ্র আবও জানাচ্ছেন, “সেই তুলনায় বাংলা উচ্চারণ ততটা ভাল নয়। কিছুটা আঞ্চলিক টান আছে তাতে। তবে হিন্দি উচ্চারণে বেশ মুগ্ধিযানা আছে।”

মৌসুমীর টাইপের স্পিড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীচন্দ্র জানাচ্ছেন, “ও যেভাবে দ্রুত টাইপ করছিল তাতে ইলফ করবেই বলা যায় স্পিড কম করবেও ৪৫। চমৎকার ফিঙ্গারিং।”

প্রতিবেদক আবও জানিয়েছেন, শুধু জ্ঞানের পরীক্ষায় নয়, বুদ্ধির ও বাজনীতিব পরীক্ষাতেও মৌসুমী পাকা ডিপ্লোমেট। মৌসুমী এখন গবেষণা করছে কয়লাকে সালফারমুক্ত করা নিয়ে। এ কাজে সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী। মৌসুমীর ধারণা ও সফল হইবেই, নোবেল প্রাইজ পাবে ওর সাড়ে ন’বছর বয়সের মধ্যেই।

জনপ্রিয় বাংলা মাসিক ‘আলোকপাত’ মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর ’৮৯ সংখ্যায়। শিবোনাম—“বিন্ময় বালিকা মৌসুমী সাত বছরের সবস্বতী”, সঙ্গে ছিল আধ ডজন ছবি। প্রতিবেদনটির শুরুতেই বড় বড় হবফে লেখা ছিল—

“আদ্রা রেলশহরের ৭ বছরের
মৌসুমী চক্রবর্তী বাংলা, হিন্দী,
ইংরাজি ভাষায় সারা বিশ্বের রাজনীতি,
সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞান
বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক
পর্যদ থেকে ৯ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার
অনুমতি পেয়ে ‘বিস্ময় বালিকা’ হিসেবে নিজেকে
প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিস্ময়বালা মৌসুমীর
এই জীবন কাহিনী পেশ করা হল তার সঙ্গে
দুদিনব্যাপী দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ধরে নেওয়া
ইন্টারভিউ-এর প্রেক্ষাপটে।”

শিবোনামে মৌসুমীকে কেন সবস্বতী বলা হয়েছে, তাই উত্তর মেলে মৌসুমীর মা শিপ্রাদেবীর কথা। প্রতিবেদকের ভাষায়, “শিপ্রাদেবী জ্ঞান, মৌসুমীর জন্মের আগে এক আশ্চর্য অনুভূতি মাঝে মাঝে গ্রাস করে ফেলত শিপ্রাদেবীকে। শিপ্রাদেবী তা স্বামীকেও বলতেন। মাতৃগর্ভে মৌসুমীর আসাব আগে শিপ্রাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁর আবাধ্য দেবী লক্ষ্মী স্বৈতবর্ণা রূপ নিয়ে অনেক দূরের থেকে হেঁটে আসছেন তাঁর দিকে। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি দেখলেন কোলের কাছে আসামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।”

শিপ্রাদেবীর এই স্বপ্নের কথা পাঠকরা খেয়েছিলেন ভাল, যুক্তিটা তাঁদের অনেকেই মনে ধরেছিল—স্বয়ং সবস্বতী ভব না কবলে এমন বিদ্যে-বুদ্ধি কী এই বয়সে হওয়া সম্ভব ?

প্রতিবেদক আবও জানিয়েছেন, “মৌসুমীর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদক দু-দফায় প্রায় ১৮ ঘণ্টা সাক্ষাৎকার করেন। সেই সাক্ষাৎকারে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতি, বাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, আধ্যাত্মবাদ কিছুই বাদ ছিল না। আর প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী এই প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমাবোধ থেকে অনেক উচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছেন।” “সাত বছরের মৌসুমী টাইপেও সিদ্ধহস্ত। ওব সমস্ত বিসার্চ পেপার ও নিজেই টাইপ করে। টাইপে ওব স্পিড ইংল্যান্ডে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। মৌসুমী খুব ভাল গানও গাইতে পারে। ববীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান দুধবনেরই।”

আবও বহু পত্র-পত্রিকার মত এই পত্রিকাতেও ঘুরে ফিরে মৌসুমীর বিসার্চের কথা এসেছিল। প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, মৌসুমীর বাবা “সাধনবাবুবাববাব খুবই আন্তরিক। আমাদের জন্য চা পর্বের ব্যবস্থা করে এসে জানালেন—মৌসুমী একটু বিসার্চের কাজ

করছে। আধঘণ্টা পবেই আসবে।

বিসার্চ ? চমকে উঠলাম, সাত বছরের মেয়ে বিসার্চ করছে—সে আবার কি ? মনের ভাব গোপন বেখে বললাম,—বিসার্চ ? আপনাব মেয়ে বিসার্চও করে নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে বিষয়টা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, যে বিষয়টা নিয়ে ও বিসার্চ করছে সেটা অবশ্যই মানব কল্যাণের পক্ষে।

—মৌসুমী বছরাবই বলেছে সে ডাক্তার হতে ভালবাসে। তা এই বিসার্চ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে ?

—বললাম তো, ওব বিসার্চ সফল হলে ভাবভের মর্যাদা বিশ্বের দববাবে বেড়ে যাবে। আব এই বিসার্চ এত গোপনীয় বাখাব কাবণ হল, বিষয়টি এতই নতুন এবং প্রয়োজনীয় যে খবর বাইবে গেলে আমবা বিপদে পড়ে যেতে পারি।”

—আচ্ছা, এব আগে মৌসুমী, কি কোন বিষয়ের উপর বিসার্চ করেছে ?

—কয়লাব ওপর কাজও করেছে। তবে সেটা উল্লেখ কবাব মত নয়। আব সে ব্যাপাবটায় ওকে আগাতে দিইনি। এই বড় কাজটিব দিকে তাকিয়ে। আসানসোল বি ই কলেজের অধ্যাপকবা ওকে নিয়ে এখানে একবাব একটা গ্রুপ ডিসকাশন করেছিলেন।”

মৌসুমী বিসার্চ করছে। অর্থাৎ ওব জ্ঞান বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রিব সীমাকে অতিক্রম করেছে এবং ও আব আড়াই বছরের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কাব পাবে এই বিশ্বাস বহু বঙ্গবাসী ও ভাবতবাসীকে প্রাণীত করেছিল, গর্বিত করেছিল।

৩০ জুলাই ১৯৮৯। দিল্লি দূরদর্শনের বঙ্গীয় কার্যক্রমের ইংরেজি সংবাদে প্রায় দুমিনিট ধরে নানাভাবে মৌসুমীকে হাজিব কবা হলো কোটি কোটি দর্শকদের কাছে। মানুষ দেখলেন, পবিচিত হলেন ‘ওয়াভাব গার্ল’—এব বিশ্বযকব প্রতিভাব সঙ্গে।

এবও দু’বছর আগে আমবা একটা পিছিয়ে গেলে মন্দ হয় না। ‘দ্য স্টেটসম্যান’ দৈনিক পত্রিকা ২১ এপ্রিল ’৮৭ মৌসুমীব এক বিশাল ছবি সহ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে। শিবোনাম ছিল, “Wonder girl of Purulia Village”। প্রতিবেদক অলোকেশ সেন। তখন মৌসুমীব বয়স মাত্র চাব বছর আট মাস।

প্রতিবেদক মৌসুমী প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “Mousumi's interest in studies became evident when she was only one and a half years old. Since then she has learnt to read, write and speak in Bengali, Hindi and English. At present, she is learning German at home”

অর্থাৎ, মৌসুমীব পড়াশুনাব প্রতি আগ্রহ সূচিত হয় মাত্র দেড় বছর বয়সে। তাবপব ও বাংলা, হিন্দি ও ইংবেজিতে পডতে, লিখতে ও বলতে শিখেছে। বর্তমানে বাড়িতেই জার্মান শিখছে।

প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী টাইপ করছে। ছবিব তলায় লেখা—Mousumi Chakraborty typing out some paragraph from one of her text books

সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্ববিজ্ঞাপিত মাসিক পত্রিকা ‘উৎস মানুষ’ আগস্ট ’৮৭ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী কবলেন, ছবি সহ। শিবোনাম ছিল,

“পুল্লিনিয়াব আশ্চর্য মেয়ে মৌসুমী।” প্রতিবেদক অভিজিৎ মজুমদার।

পাঠকরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার সময়ও মৌসুমী পাঁচবে কোঠায় পা দেয়নি। প্রতিবেদক অবশ্য জানাচ্ছেন সাড়ে চাব বছরবে মৌসুমীকে ধানবাদের সেট্রাল ফুয়েল বিসার্চ ইনস্টিটিউট-এব বিজ্ঞানীবা “অজস্র প্রশ্ন কবেছে ইংবাজি, বাংলা বা হিন্দীতে। যেমন, সালফিউবিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডেব সাংকেতিক নাম কিংবা কয়লা গবেষণা বিষয়ে নানা জটিল উত্তব দিয়ে সবাইকে অবাক কবেছে।” সেই সঙ্গে প্রতিবেদক এও জানিয়েছেন, এত সব উত্তব দিচ্ছে—“যদিও সব কথা এখনো স্পষ্ট নয়।” সত্যিই তো সাড়ে চাব বছব আধো-আধো কথা বলাবই বযস।

উৎস মানুষ আবো জানাচ্ছে, “বিস্ময়েব ব্যাপাব, মৌসুমী টাইপ মেসিনে অনায়াসে টাইপ করতে পাবে নির্ভুল ফিংগারিং-এ প্রায় চল্লিশ স্পিড-এ।” “এই শেষ নয়। মৌসুমী জানে বাংলা ব্যাকবণ, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানেব নানা কথা। অঙ্কেব অনেক ফবমুলাই ওব ঠোটবে ডগায়। অনুবাদ কবতে পাবে বাংলা, ইংবাজি বা হিন্দীতে। সম্প্রতি ও জার্মান ভাষা শিখছে।” “মৌসুমীব মাও খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন।” আব মৌসুমীব বাবা ? প্রচাব মাধ্যমগুলোব কল্যাণে তাও কারোই অজানা ছিল না। তিনি ছিলেন জুনিয়ব সাইনটিস্ট।

মৌসুমীকে নিয়ে গণ-উদ্ভাদনাব মতই এক ধবনেব প্রচাব-উদ্ভাদনা শুক হয়ে গিয়েছিল। এবং তা প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন পেশাব মানুষকে। ফলশ্রুতিতে আমি এবং আমাদের সমিতি প্রচুব চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলো এসেছিল ‘মৌসুমীব বিষয়ে বিভিন্ন বকমেব কৌতূহল নিয়ে, দ্বন্দ্ব নিয়ে, বিভ্রান্তি নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত অগুনতি সেমিনাবে বক্তব্য বাখতে গিয়ে মৌসুমীকে নিয়ে হাজারো প্রশ্নেব মুখোমুখি হয়েই চলেছি। প্রশ্নগুলো মোটামুটি এই জাতীয়—মৌসুমীব এই পবম বিস্ময়কব প্রতিভাব ব্যাখ্যা কী ? বাস্তবিকই কি মৌসুমী পবম বিস্ময়কব প্রতিভা ? মৌসুমী কি তবে জাতিস্মব ? অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারিণী ? ও কি মানুষেব ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম ? ওব মধ্যে বাস্তবিকই কি ঈশ্ববেব প্রকাশ ঘটেছে ? মা লক্ষ্মী ও সবস্বতীকে যিবে মৌসুমীব মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মৌসুমীব প্রতিভা কি সেই স্বপ্নেবই বাস্তবকপ নেওয়ার প্রমাণ নয় ? মৌসুমী কি লক্ষ্মী ও সবস্বতীবই অংশ ? স্বয়ং সবস্বতী মৌসুমীব জিবেব ডগায় না থাকলে মুখে ভালমত বুলি ফোটাব আগেই কী কবে গবেষণা কবে, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানেব পবিচয় দিয়ে পবীক্ষক গুণীজনদেব হতবাক কবে দেয় ?

এবই পাশাপাশি অন্য ধবনেব প্রশ্নও এসেছে— মৌসুমী ’৯১-৯০ মাধ্যমিক দেবে, অর্থাৎ ওব বিদ্যে বুদ্ধি ক্লাস নাইনেব মানেব। অথচ অনেক পত্র-পত্রিকাব প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী গবেষণা কবেছে বিজ্ঞান নিয়ে। ওব বিদ্যে-বুদ্ধি অনার্স গ্রাজুয়েট স্তবেব। ইংবাজি টাইপেব স্পিড কেউ বলছেন কম কবে ৪৫, কেউ ৬০, কেউবা বলছেন ৯০। বাংলায় টাইপ কবেছে ৪০ স্পিডে। কখনও জানা যাচ্ছে মৌসুমী বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক, কখনও জানা যাচ্ছে ডাক্তাব হতে চায়। কোন প্রতিবেদক

লিখলেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, বাজনীতি, সমাজনীতি, বাষ্টনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, অধ্যাত্মবাদ, নিয়ে প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী প্রতিবেদকের জ্ঞানের সীমাবেধা থেকে অনেক উচুতে থেকে সব উত্তর দিয়েছে। কেউ জানাচ্ছেন, মৌসুমী তাব সাড়ে ন'বছর বয়সেই গবেষণাব ফসল হিসেবে আনবে নোবেল পুরস্কার। বাংলা, ইংবাজি, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই বিস্ময়কর তাব দক্ষতা। জানে ডাচ, জার্মান। পদার্থ বিজ্ঞান, বসায়ন, গণিত সবেই ওব অগ্রগতি বিস্ময়কর। স্বভাবতই বহুজনের কাছেই বিবাট জিজ্ঞাসা—মৌসুমীব শিক্ষাব প্রকৃত মান কী? আব এইসব জিজ্ঞাসাবই মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে বাব বাব এবং তা শুধু সেমিনাবে নয়, বিযেবাডিতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অফিসে, সহযোগী বিজ্ঞানীকর্মীদের কাছে, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে। একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই বিষয়ে আমাব মতামত জানতে চেযেছেন। প্রত্যেকেই বিনীতভাবে জানিযেছিলাম, “এখনও মৌসুমীকে দেখিনি, মৌসুমীর মুখোমুখি হইনি। তাই মৌসুমীব বিষয়ে কোনও কিছু মন্তব্য কবা আমাব পক্ষে অসম্ভব।” জনৈক সাংবাদিক কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম জানিযে বলেছেন, ঐবা প্রত্যেকেই মৌসুমীকে পবীক্ষা না কবেই তো মতামত জানিযেছেন। বলেছিলাম, ঔবা আপনাদের বা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্য কাবও মাধ্যমে মৌসুমীব ওপব পবীক্ষা চালিযে মতামত জানাবাব যে ক্ষমতা বাখেন, আমাব সে ক্ষমতা নেই। এই অক্ষমতা বিনীতভাবে স্বীকাব কবে নিযেই জানাচ্ছি—মৌসুমীকে নিজে পবীক্ষা না কবে কোনও মন্তব্য কবতে আমি অপারগ।”



প্রডিজি কী ? ও কিছু বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা

পবন বিস্ময়কর শিশু প্রতিভাব অনেক কাহিনীই মাঝে-মাঝে শোনা যায়। এদের বেশির ভাগই বিখ্যাত হয় মিথ্যা প্রচাবে, গুজবে, অলীক-কল্পনায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঈশ্বরের কৃপাধন্য, ঈশ্বরের অংশ বা অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী, বুদ্ধিতে যাব ব্যাখ্যা নেই—ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়। বেশ কিছু শিশু প্রতিভাব খবর অবশ্য নির্ভরযোগ্য তথ্যে ভিত্তিতে আমরা অশ্রান্ত বলে মেনে নিই। বাস্তবিকই যাবা পবন বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা তাদের ক্ষেত্রেও ‘বুদ্ধিতে যে প্রতিভাব ব্যাখ্যা নেই’ ধবনের কোনও বিশেষণ প্রয়োগ একান্তই বিজ্ঞান বিবোধী, বিজ্ঞানমনস্কতা বিবোধী চিন্তাব ফসল। একজন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাব সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই ধবনের বাক্য প্রয়োগ কবলে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষকেই তা ব্যথিত কবে, শঙ্কিত কবে। কাবণ,—

বিজ্ঞান বর্তমানে যতটুকু
এগুতে পেরেছে তারই সাহায্যে যে
কোনও অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভাধরের
কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে ;
তা সে শিশু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক
শারীরভিত্তিক ধর্মের অকাল বিকাশের
ফলেই হোক, জেনেটিক কোনও
কারণেই হোক, অথবা অন্য যে
কোনও কারণেই হোক।

সব দেশেই বিভিন্ন সময়ে বিস্ময়কর প্রতিভাধব শিশুব দেখা মেলে। এবা কেউ পডাশুনোব, কেউ খেলাধুলায়, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যে, কেউ বা ছবি আকায অথবা অন্য কোনও বিষয়ে বিবল প্রতিভা বলে চিহ্নিত হয়েছ। এদের অনেকেই পববর্তীকালে চূড়ান্তভাবে নিজেব প্রতিভাকে বিকশিত কবতে সমর্থ হয়েছ, আবার অনেকে হাবিয়ে গেছে সাধাবণের মিছিলে।

আবার এব বিপবীতটাও ঘটতে দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে। শৈশবে যাব মধ্যে অসাধাবণত্বের হৃদিশ ঝুঞ্জে পাওয়া যায়নি, পববর্তী সময়ে তাবই প্রতিভাকে মানুষ বাব বাব সেলাম জানিয়েছে। মাইক্রোসকোপের আবিষ্কাবক লিউয়েনহুক, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডাবউইন, বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শবৎচন্দ্র—এবা কেউই শিশু প্রডিজি ছিলেন না। ববং লিউয়েনহুক এবং ডাবউইন

‘ফালতু’ বলেই চিহ্নিত হয়েছিলেন। লেখাপাঠ্য মোটেই জুতসই ছিলেন না, ছিলেন নড়বড়ে। ছাত্র জীবনে আইনস্টাইনও ঐদেব থেকে ভিন্নতর কিছু ছিলেন না। একবার পদার্থবিদ্যায় অকৃতকার্যও হয়েছিলেন। ববীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল না, শবৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথাই বলতে হয়। বিশ্বত্রাস বোলাব চন্দ্রশেখর শৈশবে পোলিও-তে আক্রান্ত হয়ে চিহ্নিত হয়েছিলেন ‘বিকলাঙ্গ’ হিসেবে। তাঁর ক্রীড়া-জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের কথা সেই সময় কাবো কষ্ট-কল্পনাতেও আসেনি। এমন উদাহরণ বহু আছে।

আমাদের দেশে শুধু মৌসুমীই নয়, বর্তমানে আবো কয়েকজনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনই একজন চাব বছবেব মেয়ে পায়েল। ‘৮৯-তে পুনে ম্যাবাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটি ৫২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সাবা বিশ্বকে চমকিত করেছে। দৌড়ের সময় পায়েলের ওজন ছিল মাত্র ১৫ কেজি, উচ্চতা ৫৪ মিটার। অনসূয়া নটবাজন ১১ বছবেব বালিকা। নিবাস কোলকাতায়। ভবতন্যাট্যমে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ইতিমধ্যেই। তাল ও লয়েব দখল, ভাব উপলব্ধির ক্ষমতা বিস্ময়কর।

মধ্যপ্রদেশের গ্রামেব ছেলে ন’ বছবেব বীবেল্ল সিং ইতিমধ্যেই ৩০০ কবিতা লিখেছে, যেগুলো কাব্যগুণে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভূপালের কবি মহল থেকে পেয়েছে ‘বাল কবি নাদান’ উপাধি। ওব প্রতিভাব প্রকাশ মাত্র চার বছব বয়সে। ওর কাব্য প্রতিভা শুধু কবিতাতেই আবদ্ধ থাকেনি। বেশ কিছু গল্পও লিখেছে, লিখেছে সিনেমাব চিত্রনাট্য। ইতিমধ্যে বোম্বাই ফিল্ম জগতের চিত্র-পরিচালক শেখব কাগুবের ফিল্মে সাহায্যকারী হিসেবে নাকি থাকাব আমন্ত্রণ পেয়েছে।

অমিত পাল সিং চাড্ডা ক্লাস থ্রিব ছাত্র। পড়ে বালভাবতী এয়াবফোর্স স্কুলে। ইতিমধ্যে জীবন্ত ‘ইয়াব বুক’ হিসেবে অনেক প্রচাব মাধ্যমেব নজব কেড়েছে। টু-তে পড়তে ওব বাবা কিনে দিয়েছিলেন ‘কম্পিটিশন সাকসেস বিডিউ’। মাত্র দু-ঘণ্টায় মুখস্থ করে অমিত শুক করেছে ওব জয়যাত্রা।

আমেবিকান টেলিভিশন একটি সাত বছবেব শিশুব অদ্ভুত কাণ্ডকাবখানাব সঙ্গে ‘পবিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি দর্শকেব। শিশুটি ভাবতীয়—জিপসা মাক্কেব। মাকতি, ফিফটি ও মাকতি জিপসি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগেব দুবস্ত-গতিব স্টিয়াবিং কন্ট্রোল কবছে চূড়ান্ত নিখুঁতভাবে।

অক্সে কিশোব শ্রীনিবাস মাত্র ছ-বছব বয়সেই ম্যান্ডলিন বাজানো শুরু কবেছিল। বর্তমান বয়স ১৯। বিদেশী এই যন্ত্রে ভাবতীয় বাগ-বাগিণীব সুব সাগবে দেশ বিদেশের সুব-বসিকদের ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।

পেবামবুবের ন’ বছবেব বাসুদেবন মুখে মুখে চাব অক্সেব যে কোনও সংখ্যাব স্কোয়াব কট, কিউব কট, ফোবথ কট কবে ফেলছে।

তেব বছবেব ভবতন্যাট্যম শিল্পী বর্ণনা বসু তালে, লয়ে, ভাবে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভার প্রমাণ রেখেছে।



অনুসূয়া নটবাজ

বীবেক সিং





আমিত পান

জিগসা মাক্‌ব





বাসুদেবন

শিনাকী



ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয় নব্বছবেব স্বৈতা ভবদ্বাজ আজ ভবতনাট্যমের পেশাদার নৃত্য শিল্পী। মুদ্রা, তাল, লয়, ভাবে এক কথায় অনন্য।

বাস্কালোবেব ১৬ বছবেব কিশোর আব নিবঞ্জন কম্পিউটাৰ প্ৰযোগে নতুন তত্ত্ব হাজিৰ কৰে বিশ্বেব কম্পিউটাৰ বিশেষজ্ঞদেব যথেষ্ট নাডা দিযেছে।

প্ৰবাসী ভাৰতীয় বালা অশ্বতি মাত্ৰ ১১ বছবেব বয়সে অসাধাৰণ বিদ্যা-বুদ্ধিব পৰিচয় দিযে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰেব শিক্ষাবিদদেব স্তুতিত কৰে দিযেছে। ও ইতিমধ্যে একটা বইও লিখেছে—এইডস্ নিয়ে। বালা এ বছৰ কলেজে পডছে, বয়স মাত্ৰ ১৩।

১৬ বছবেব কিবণ কেডনায়া ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিয়াডে প্ৰথম স্থান দখলে বেখে অসাধাৰণ প্ৰতিভাব স্বাক্ষৰ বেখেছে। অঙ্কেব বিবল প্ৰতিভা কিবণেব দখলে আজ বহু পুৰস্কাৰ।

নেহাতই-উদাহৰণ টানতে এই প্ৰসঙ্গে এমন একজনেব প্ৰসঙ্গ টানতে চলেছি, যে আমাবই পুত্ৰ হওয়াব দৰুন একান্তভাবেই সন্কোচ অনুভব কৰছি। পিনাকী যখন ১১ বছবেব বালক, ক্লাস ফাইভেব ছাত্ৰ তখন থেকেই সম্মোহন কৰতে সক্ষম। না ; জাদুকৰদেব মত নকল বা সাজান অথবা লোক ঠকানো সম্মোহনেব কথা বলছি না , বলছি পাভলভিয পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে মনোৰোগ চিকিৎসকবা বা মনোবিজ্ঞানীবা যে সম্মোহন কৰেন—তাৰ কথা। আমাব যে কোনও পাণ্ডুলিপি প্ৰকাশেব আগে একজনই পড়ে, পিনাকী। সংযোজন, সংকোচন বা পৰিমার্জনেব ক্ষেত্ৰে ওব মতামতকে বহুক্ষেত্ৰেই যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি। ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটিব দ্বিতীয় খণ্ডেব সম্পাদনাৰ দায়িত্ব ওব ওপৰই তুলে দিযেছিলাম। ওব বয়স এখন ষোল, ক্লাস টেনেব ছাত্ৰ।

আমবা আপাতভাবে যে-সব ঘটনা দেখে অলৌকিক ক্ষমতাৰ প্ৰকাশ বলে মনে কৰি, সাধাৰণভাবে সে-সবই ঘটে থাকে হয় কৌশলেব সাহায্যে, নতুবা আমাদেব বিশেষ শৰীৰবৃত্তিৰ জন্ম। জাদু কৌশল ও শৰীৰবৃত্তি বিষয়ক বিষয়ে পিনাকীৰ আপাতত যতটুকু জ্ঞান আছে, তাতে কোনও অলৌকিক বাবাব পক্ষে পিনাকীৰ সামনে কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিযে দেখিযে পাব পাওয়া অসম্ভব, পিনাকীৰ চ্যালেঞ্জে পৰাজিত হওয়াব সম্ভাবনা প্ৰায় একশো ভাগ।

এতক্ষণ যাদেব কথা বললাম, তাবা সকলেই এ-যুগেবই মানুষ। এ-বাব যাঁব কথা বলবো, তাঁব মুঠোতেই বযেছে সবচেয়ে কম বয়সে ম্যাট্ৰিক অৰ্থাৎ দশম মান পাশ কৰাব বেকৰ্ড।

১৯৩৯ সালে অৰ্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছৰ আগে মাত্ৰ ১০ বছৰ ৭ মাস বয়সে ম্যাট্ৰিক পাশ কৰে চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি কৰেছিলেন বাণী ঘোষ। পাশ কৰেছিলেন প্ৰথম বিভাগে।

বাণীদেবীৰ বিয়েব পৰ পদবী হযেছে গুহঠাকুৰতা। থাকেন কলকাতাব বেহালায়। বাবা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্ৰমোহন ঘোষ ছিলেন নেপাল সবকাৰেব চিকিৎসক। থাকতেন কাঠমাণ্ডতে। নেপালে সে সময় মেয়েদেব পড়াশোনাৰ চল ছিল না। তাই মেয়েদেব স্কুলও ছিল না। গৃহশিক্ষকেব কাছেই পড়াশোনা। গৃহশিক্ষক আনা হযেছিল কলকাতা থেকে, নেপালেব মহাবাজা এনে দিযেছিলেন জিতেন্দ্ৰমোহনেব অনুৰোধে। কাকা

শচীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতায় স্মল জাজেস কোর্টের উকিল। তিনিই নিয়মিত বইপত্র ও সিলেবাস পাঠাতেন কাঠমান্ডুতে। পবীক্ষাব তিন মাস আগে কলকাতায় এলেন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কাছেই পড়েছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি গার্লস স্কুল থেকে পবীক্ষা দেন।

দশ বছরে ম্যাট্রিক পাশ কবেই বাগীদেবী বসে থাকেননি। '৪১-এ মাত্র ১২ বছর বয়সে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন ইন্টারমিডিয়েট। এটাও সবচেয়ে কম বয়সে ইন্টারমিডিয়েট পাশের রেকর্ড। খুববটা লন্ডন টাইমস, আনন্দবাজার, যুগান্তর সহ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। '৪৩-এ বি এ পাশ কবলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রাইভেটে পবীক্ষা দিয়ে। বয়স তখন ১৪। ভর্তি হলেন এম এ ক্লাসে। '৪৫-এ বিয়ে হলো। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। তাবপব আব পড়তে পাবেননি।

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে বাগীদেবীর বহু বম্যবচনা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অংশ নিয়েছেন আকাশবাণীর কথিকায়। বাগীদেবী এখনও প্রচণ্ড কর্মকর্ম। দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ে ডাক্তার, অন্যজন আর্কিটেক্ট। একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার।



বাগী গুহঠাকুরতা (ঘোষ)

আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রডিজি চিহ্নিত প্রতিভাব দেখা মেলে আমাদের দেশেব তুলনায় বহুগুণ বেশি। প্রডিজিব আবির্ভাব অনেক ঘটে, কিন্তু কালজয়ী প্রতিভাব আবির্ভাবের ঘটনা একান্তই বিবল। প্রডিজি পবম বিন্ময়কব প্রতিভা বলে যাকে আমবা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তাব প্রতিভাব সঙ্গে মৌলিকত্ব যুক্ত হলে তবেই কালজয়ী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হওয়াব দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভাব দ্রুত বিকাশ-গতি শিশুকাল থেকে ধাবাবাহিকতা বজায় বেখে এগিয়েই চলে। ফলে সমাজ পায় এক এক অসাধাবণ প্রতিভা। কিন্তু বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই উদ্ভবকালে এদেব বিকাশ-গতি মধ্বব হয়ে আসে। ফলে সম্ভাবনাময় শিশু-প্রতিভা পববর্তীকালে নেমে আসে প্রায় সাধাবণেব পর্যায়ে। যে হেতু শিশু বিকাশেব উচ্চগতিব সঙ্গে সাধাবণভাবে আমবা পবিচিত নই। তাই এই ধবনেব শিশু প্রতিভাব সঙ্গে যখন আমবা পবিচিত হই, তখন তাব অনেক কিছুই আমাদেব কাছে বহস্যময়, বিন্ময়কব, ব্যাখ্যাহীন, অলৌকিক ক্ষমতাব প্রকাশ, ঈশ্ববেব দান, ঈশ্ববেব প্রকাশ, জাতিস্ববতাব প্রমাণ ইত্যাদি মনে হয়।

‘আই কিউ’ প্রসঙ্গে

মানুষ আজ অনেক এগিয়েছে, এগিয়েছে বিজ্ঞান। বহু আবিষ্কাব মানবজাতিকে সমৃদ্ধ কবেছে। বহু তত্ত্ব ও তথ্য অজানা অনেক কিছুকে জানতে সাহায্য কবেছে। আমবা আপাত অদৃশ্য অণু-পবমাণুব অবযব নির্ণয় কবতে পেবেছি। পেবেছি মহাকাশ গবেষণাব মাধ্যমে বহু অজানাকে জানতে, অধবাকে ধবতে। অথচ আমাদেব মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষেব বিষয়ে আমবা শতকবা দশভাগ খববও জানতে পেবেছি কি না সন্দেহ। এ সন্দেহ আমাব নয়, বিজ্ঞানীদেব। এই মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ থেকেই চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞাব উৎপত্তি। উনিশ শতকে হার্বাট স্পেনসাব, কার্ল পিয়াবসন, ফ্রান্সিস গ্যালটন প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দাশনিকবা বুদ্ধিব বিকাশ, বিবর্তন, বংশগত ভিত্তি, বুদ্ধিব পবিমাপ ইত্যাদি নিয়ে বহু গবেষণা কবেছেন।

ইংলণ্ডেব প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ চার্লস স্পিয়াবম্যান প্রথম বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধাবণাকে রূপ দেন এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তত্ত্বে। স্পিয়াবম্যানেব ওই মতবাদ সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদেব কেউই প্রায় মেনে নেননি। যদিও পববর্তীকালে তাঁব তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। স্পিয়াবম্যান মনে কবতেন, একটি মানুষেব সার্বিক বোধশক্তি জন্মগত।

এলেন ফবাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনেট। সে সময় ফ্রান্সে ছাত্রদেব নিয়ে এক অভূতপূর্ব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশাল সংখ্যক স্কুল ছাত্রবা পবীক্ষায় অকৃতকার্য হতে থাকে। পবীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়াব সম্ভাবনা কোন্ কোন্ ছাত্রদেব বেশি, তাদেব সনাক্তকবণেব দাযিত্ব দেওয়া হয় বিনেটকে। উদ্দেশ্য ওই সব চিহ্নিত ছাত্রদেব বিশেষ প্রশিক্ষণেব সাহায্যে পবীক্ষায় কৃতকার্য কবা যায়। বিনেটেব দাযিত্ব

পাওয়াব সময় ১৯০৪-০৫ সাল। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বিনেট যে অভীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করেন, তা সবই ছিল ছাত্রদের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা বৃদ্ধি ও মেধার তারতম্যের ফল, এই ধারণা থেকেই এই অভীক্ষা প্রশ্নকে ‘বুদ্ধি অভীক্ষা’ নামে বা আই কিউ (Intelligence Quotient সংক্ষেপে। Q) নামে অবহিত করা হতে থাকে।

‘আই কিউ’তে যে নম্বর দেওয়া হতো, তাব হিসেব করা হতো এইভাবে প্রশ্নাবলীর বিন্যাস হতো বয়স অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। উদ্ভবদাতা যে বয়সের, সেই বয়সের জন্য নির্ধারিত সঠিক উত্তর দিলে উদ্ভবদাতার মানসিক বয়স (mental age) ও প্রকৃত বয়স (chronological age) সমান বলে ধরে নিয়ে তাকে দেওয়া হতো ১০০ নম্বর। অর্থাৎ দশ বছরের কোনও বালক দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পাবলে তাকে দেওয়া হবে ১০০। এব অর্থ দশ বছর বয়সে সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের যে ধরনের বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছরের বালকটি ২০ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের সবগুলোর ঠিক উত্তর দিতে পাবলে তাব প্রাপ্য বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি বাব কবতে হলে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সেই মানসিক বয়সের সংখ্যাটিকে উদ্ভবদাতার প্রকৃত বয়সের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ কবতে হবে। এই ক্ষেত্রে বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{20}{10} \times 100 = 200$ । আবার দশ বছরের বালকটি যদি কেবল মাত্র ৫ বছরের একটি শিশুর বয়সের উপযোগী প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তবে তাব মানসিক বয়স ধরা হবে ৫। অতএব বালকটির বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি হবে $\frac{5}{10} \times 100 = 50$ । মানসিক বয়স — প্রকৃত বয়স \times ১০০ কবলে বেরিয়ে আসবে বুদ্ধি পরিমাপক সংখ্যাটি।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে আলফ্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পরিমাপক প্রশ্নাবলী তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তাব পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নামে বিকৃতকরণের পর আমবা পেলাম বর্তমান আই কিউ-এব রূপ। ব্রিটেন ও আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষীরা আউ-কিউকে সামাজিক শ্রেণী ও জাতি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ শুরু কবলো। অর্থাৎ, যে আই কিউ বিনেট প্রয়োগ করা শুরু কবেছিলেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টির ক্ষেত্রে। বিকৃতকাবীরা এই প্রয়োগের দ্বাৰা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রমাণ কবতে চাইলো, সাদা চামড়াদের আই-কিউ কালো চামড়াদের চেয়ে অনেক বেশি, আই কিউ মেধা বা বুদ্ধির পরিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সাদা চামড়াদের মেধা ও বুদ্ধি কালো চামড়াদের তুলনায় অনেক উন্নত।

আই কিউ-এব প্রয়োগ সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ বা জাতি গোষ্ঠীর উপর প্রয়োগ না কবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ কবলেই আই কিউ অভীক্ষার প্রশ্নাবলী নির্ভরযোগ্যতা পাবে, এমনটা ভাবাবও কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। কারণ প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত অনুশীলনে আই কিউ বাড়ানো সম্ভব, এমনকি স্মৃতিকেও বাড়ানো সম্ভব। প্রতিভা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এব প্রাপ্ত সংখ্যা বা পরীক্ষা সাফল্যের ওপর সব সময় নির্ভর কবে না। বহু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এব সাহায্যে জিনিয়াস দূবে থাক, বুদ্ধি

বৃত্তিবও কোনও হৃদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বৰ ১৯৮৮ সংখ্যাৰ ‘নিউ সাইনটিষ্ট’ পত্ৰিকায় একটি প্ৰবন্ধ প্ৰকাশিত হয়। লেখক একজেটাৰ (Exeter বিশ্ববিদ্যালয়েৰ Human cognition বিভাগেৰ অধ্যাপক এম হাও (M Howe) সন্তৰ জন বিবল সংগীত প্ৰতিভাৰ জীবন বিশ্লেষণ কৰে দেখিয়েছে—

জিনিয়াস তৈৰি হয়, জন্মায় না (Geniuses may be made rather than born)

আমবা পৰীক্ষাৰ সাফল্য নিয়ে বিচাবে বসলে আইনষ্টাইন, ডাবউইন, ববীন্দ্ৰনাথ, শবৎচন্দ্ৰ, সমবেশ বসু প্ৰমুখ বহু প্ৰতিভাধৰদেব ক্ষেত্ৰেই একেবাবে বোকা বনে যেতাম।

বংশগতি বা জিন প্ৰসঙ্গে কিছু কথা

বিগত একশো বছৰে আমবা Biological determinist (এঁবা মনে কৰেন মানব প্ৰতিভা বিকাশে জিনই সব) Cultural determinist (এঁদেব মতে পৰিবেশই মানব প্ৰতিভা বিকাশে সব) এবং Interactionist (এঁদেব মতে জিন ও পৰিবেশ দুইই মানব প্ৰতিভা বিকাশে ক্ৰিয়াশীল)—এদেব নানা বক্তব্য ও ব্যাখ্যা শুনেছি। সে-সব নিয়ে সামান্য আলোচনায় ঢোকাৰ প্ৰয়োজন অনুভব কৰছি।

ইদানীং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ নিয়ে নানা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা চলছে মানুষেৰ বুদ্ধিৰ ওপৰ বংশগতি বা জিনেৰ প্ৰভাৱ ও পৰিবেশেৰ সম্পৰ্ক নিয়ে।

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষয়ে দীৰ্ঘ আলোচনা কৰে আপনাদেব মূল বিষয় জানাব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না। জিন আলোচনা তাই স্বল্প বাক্যে সীমাবদ্ধ ৰাখবো।

মানুষেৰ জন্মেৰ শুক ডিম্বকোষ শুক্ৰাণুদ্বাৰা নিৰ্মিত হওয়াৰ মুহূৰ্ত্ত থেকে। নিৰ্মিত কোষ দু-ভাগ হয়ে গিয়ে হয়ে যায় দু-টি কোষ। দুটি কোষ বিভক্ত হয়ে হয় চাৰটি কোষে। এমনিভাবে চাৰ থেকে আট, আট থেকে ষোল—প্ৰয়োজন না মেটা পৰ্যন্ত বিভাজন ক্ৰিয়া চলতেই থাকে।

বেশিৰভাগ কোষেৰ দুটি অংশ। মাঝখানে থাকে ‘নিউক্লিয়াস’ ও তাৰ চাৰপাশে ঘিৰে থাকে জেলিৰ মত জলীয় পদাৰ্থ ‘সাইটোপ্লাজম’। নিউক্লিয়াসেৰ মধ্যে থাকে ‘ক্ৰোমোজোম’। এই ক্ৰোমোজোম আৰাব জোড়া বেঁধে অবস্থান কৰে। মানুষেৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰতিটি নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া অৰ্থাৎ ৪৬টি ক্ৰোমোজোম থাকে। ক্ৰোমোজোম আৰাব এক বিশেষ ধৰনেৰ ‘ডিঅক্সিৰাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড’-এব (Deoxyribonucleic

acid) অণুব সমষ্টি—সংক্ষেপে ডি এন এ। দু-গাছা দড়ি পাকালে যেমন দেখতে হবে, অণুগুলো তেমনি ভাবেই পৰস্পৰকে পেঁচিয়ে থাকে। সব প্ৰাণীৰ বংশগতিৰ সংকেত এই ডি এন এ-তেই ধৰা থাকে। ডি এন এ থেকে আৰ এন এ বা (Ribonucleic acid) তৈৰি হয়। আৰ এন এ থেকে তৈৰি হয় প্ৰোটিন (Protein)।

২৩ জোড়া ক্ৰোমোজোমৰ প্ৰতিটি জোড়াৰ ক্ষেত্ৰে একটি আসে পুৰুষৰ শুক্ৰাণু থেকে, অন্যটি নাবীৰ ডিম্বাণু কোষ থেকে। ক্ৰোমোজোমৰ এই জিন এককভাৱে বা অন্য জিনেৰ সঙ্গে মিলে দেহেৰ প্ৰতিটি বৈশিষ্ট্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। চুলেৰ বঙ, চোখেৰ তাবাব বঙ, দেহেৰ বঙ ও গঠন, বস্তুৰ শ্ৰেণী (O, A, B, AB) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যেৰ' জন্ম বিশেষ বিশেষ জিনেৰ ভূমিকা বহেছে।

জিন বিষয়ক গৱেষণাৰ সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীবা মনে কৰেন নাবী-পুৰুষেৰ মিলনেৰ ফলে ক্ৰোমোজোমৰ সংযুক্তি ৮০ লক্ষ বকমেৰ যে কোনও একটি হ'বাব সম্ভাবনা থাকে। তাই দেখা যায়, একই পিতা-মাতাৰ সন্তানদেৰ মध्ये বহু ধৰনেৰ অমিল থাকতেই পাৰে। লম্বা-বেঁটে, মোটা-বোগা, বাদামী চোখ, নীল চোখ, শান্ত-হটফটে ইত্যাদি।

মা-বাবাৰ চোখেৰ মণি কালো, কিন্তু সন্তানেৰ চোখেৰ মণি কটা, মা বাবা স্বল্প দৈৰ্ঘ্যেৰ মানুহ সন্তান বেজায় লম্বা, মা বাবা ফৰ্সা সন্তান কালো অথবা এব বিপৰীত দৃষ্টান্তও প্ৰচুৰ চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানেৰ প্ৰকৃত জনক হলেও এমনটা ঘটনা সম্ভব। কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে কৰেন, পিতা সন্তানেৰ প্ৰকৃত জনক হলেও এমন ঘটনা সম্ভব একাধিক বা বহু প্ৰজন্ম পৰে জিনেৰ সৃষ্টি ভাঙাব জন্ম। যেখানে বাবাই প্ৰকৃত সন্তানেৰ জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্ৰতিটি ক্ষেত্ৰেই দেখতে পাওযা যাৰে সন্তানটিৰ মা অথবা বাবাৰ পূৰ্বপুৰুষদেৰ কাৰো না কাৰো চোখেৰ মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়েৰ বঙ ছিল কালো ইত্যাদি। আমাৰ এক নিকট আত্মীয়বা দু-হাতেৰ কড়ে আঙুল থেকে বেৰিয়ে এসেছিল বাডতি দুটো আঙুল। আত্মীয়বাৰ নামটি প্ৰকাশ কৰায় অসুবিধে থাকায় আমাৰ এখানে বোঝাব সুবিধেৰ জন্ম ধৰে নিলাম, নামটি তাৰ মাধুবী। মাধুবীৰ মা এবং বাবাৰ নাম মনে কৰন মিটা ও আদিত্য। মিটা ও আদিত্যেৰ কোনও হাতেই বাডতি আঙুল নেই। মাধুবীৰ এই বাডতি আঙুলেৰ মध्ये আদিত্য বহস্য খুঁজে পেৰেছিলেন। মিটাৰ চবিত্ৰ নিয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰেছিলেন। নিজেৰে মাধুবীৰ জনক হিসেবে মনে নিতে পাৰেননি। শ্ৰেফ দুটি বাডতি আঙুল ওদেৰ শাস্তিৰ পৰিবাবে নিয়ে এসেছিল অশাস্তিৰ আগুন।

ওদেৰ অশাস্তিৰ কথা আমাৰ কানেও এসেছিল। মিটা বাবাকে হাবিয়ে ছিলেন শৈশবে। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে জানতে পাবি, মিটাৰ বাবাৰ দু'কড়ে আঙুল থেকেই বেৰিয়েছিল বাডতি দুটি আঙুল। একটা পুৰোন ছবিও উদ্ধাৰ কৰা গিয়েছিল, যাতে মিটাৰ মা ছিলেন চেৰাবে বসে, বাবা দাঁড়িয়ে। বা হাতেৰ দৃশ্যমান কড়ে আঙুল নজৰ কৰলেই চোখে পড়ে বাডতি আঙুল। এটুকু বললে বোধহয় খুব একটা অপ্ৰাসঙ্গিক হ'বে না আদিত্যকে বুঝিয়েছিলাম, জিনেৰ সৃষ্টি ভাঙাব তত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদেৰ মতামত। ওদেৰ পৰিবাবে ফিৰে এসেছিল শাস্তি।

এই তত্ত্ব ঠিক হলে এমনটা ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়—যে পূৰ্বপুৰুষেৰ প্ৰতিভা

বিকশিত হওয়াব সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল পৰিবেশেব অভাবে বিকশিত হয়নি, সেই প্রতিভাই আজ বিকশিত হয়েছে উদ্ভব-পুরুষেব মধ্যে ।

বিস্ময়কর স্মৃতি নিয়ে দু-চাৰ কথা

বেদ বচিহন হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূৰ্বে । সে-যুগেব ঋষিবা বেদকে লিপিবদ্ধ না কৰে কঠস্থ কৰে বাখতেন । বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাঁবা যে অসাধাৰণ স্মৃতিব মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চাৰণে, সুব ও ছন্দ বজায় বেখে কঠস্থ বেখেছিলেন, তা বাস্তবিকই অতি-বিস্ময়কৰ ।

প্রাচীন যুগে স্মৃতিব সাহায্যেই গুৰু শিক্ষাদান কৰতেন । শিষ্যবাও তা স্মৃতিতেই ধৰে বাখতেন এবং পববৰ্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েই শিক্ষা দিতেন । স্বভাবতই সে যুগেব পণ্ডিত ও শিক্ষাগুৰুদেব স্মৃতি হয়ে উঠেছিল অসাধাৰণ । তাঁদেবই কিছু কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ (recessive) জিন বিবৰ্তন পবম্পৰায় বাহিত হয়ে বহু প্রজন্ম পৰে কোনও ব্যক্তিব মধ্যে এসে থাকতে পাৰে । কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ জিন ঋষিবা পেয়েছিলেন কোন পূৰ্বপুৰুষেৰ থেকে ? আসলে ঐবা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধৰে বাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রযোজনে স্মৃতিতে ধৰে বাখতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

এত দীৰ্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায় বাখতে সক্ষম ? এই প্রশ্নেব উত্তৰে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীবা উদাহৰণ হাজিব কৰেন—অনেক শিশু জন্মায় মনুষ্যেতব প্রাণীব অঙ্গ নিয়ে—যেমন ছোট্ট ‘লেজ’ একটি দৃষ্টান্ত । তাঁদেব মতে মনুষ্যেতব যে প্রাণীটি অতীতে ছিল, তাবই প্রচ্ছন্ন জিনেব বৰ্তমান উপস্থিতিই এব জন্য দায়ী ।

একান্ত প্রযোজনে ঋষিবা বা গুৰুবা শাস্ত্রকে স্মৃতিতে ধৰে বাখতেন , তেমন উদাহৰণ এ যুগে আমাদেব দেশে বিবল হলেও অসম্ভব নয় । বিদেশে প্রচুর উদাহৰণ তো আছেই । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্রে তুমুল আলোডন তুলেছে কৰ্নাটকেব যুবক বাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন । অংক শাস্ত্রে ‘পাই’ π এব অর্থ বৃত্তেব পৰিধিকে ব্যাস দ্বাৰা ভাগেব ফল । এই ফল প্রায় ২২-৭ এবং মোটামুটি ধৰে নেওয়া হয় সংখ্যাটি ৩.১৪ । কাৰণ দশমিকেব পব সংখ্যাব শেষ নেই । ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫ এভাবে চলতেই থাকবে । বাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকৰ্ড-এব নেওয়া পবীক্ষায় দশমিকেব পব ৩১, ৮১১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একেব পব এক বলে গেছে নির্ভুল ভাবে স্মৃতি থেকে । সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট । প্রতি মিনিটে বাজন বলেছিল গড়ে ১৫৬ ৭টি কৰে সংখ্যা । কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে অবাৰ হতে হয় । এখানেই বাজনেব বিস্ময়কৰ স্মৃতিব শেষ নয়, ও উল্টো দিক থেকেও ‘পাই’ বলে যেতে পাৰে । বাজনেব এই অনন্যসাধাৰণ স্মৃতি-শক্তিব কাৰ্য-কাৰণ জ্ঞানতে আমেৰিকান বিজ্ঞানীবা ১ লক্ষ ৫৭ হাজাৰ ডলাৰেব গৰেবণা প্রকল্পে হাত দিয়েছেন ।



বাজেন শ্রীনিবাসন মহাদেবন

বাজন-বিশ্বময় এখানেও শেষ নয়। ‘গীতা’ বাজনের মুখস্থ। স্মৃতি থেকে বলে যেতে পারে ব্র্যাডমানেব লেখা ‘ফেয়াবওয়েল টু ক্রিকেট’ বইটিব প্রতিটি লাইন, ভারতীয় বেলওয়ার ‘টাইম টেবিল’ ওব কণ্ঠস্থ দৃবত্, ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য সবই স্মৃতি থেকে যখন তখন আহবণ কবতে পারে।

বিদেশেব প্রচুব উদাহরণ থেকে একটি দিই। জাপানেব হিদেযাকি টোমোওবি ১৯৮৭ সালে রাজনেব গিনিস বেকর্ড ভেঙে বলেছে দশমিকেব পব ৪০ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা। বাজনও ছাড়াব পাত্র নয়। প্রস্তুত হচ্ছে ১ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে বেকর্ডকে নিবাপদে বাখতে।

পানিহাটিব এক পণ্ডিতেব অসাধাবণ স্মৃতিব কথা আজও কিংবদন্তি হয়ে বযেছে। পণ্ডিতেব নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তখন ইংবেজ আমল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একদিন নিত্যকাব মত গেছেন গঙ্গা স্নানে। ঘাটে তখন দুই সাহেবেব মধ্যে তুমুল ঝগড়া আব হাতাহাতি চলছে। কয়েক দিনেব মধ্যে দুই সাহেবেব লড়াই গডালো আদালতেব কাঠগোডায়। সাক্ষ্য দিতে পণ্ডিতেব ডাক পড়ে। পণ্ডিত সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দু’জনেব হুবহু ইংরেজি কথোপকথন তুলে ধবেন বিচাবকেব সামনে। বাদী-বিবাদী দু’জনেই পণ্ডিতেব বক্তব্যেব সত্যতা মেনে নিলেন। বিচাবক পণ্ডিতেব স্মৃতিশক্তিব পবিচয় পেয়ে অবাক। বললেন, “আপনি এতদিন আগেব দু’জনেব প্রতিটি কথা কি কবে মনে বাখলেন? সতিই আপনাব অসাধাবণ স্মৃতি।”

পণ্ডিত তো সাহেবেব ইংবেজি বুঝতে না পেবে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে পেশকাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, “সাহেব কি বলছেন?”

পণ্ডিতকে পেশকাব বললেন, “সে কি, আপনি ইংবেজি জানেন না?”

পণ্ডিত জানালেন, “না।”

“তাহলে দু-সাহেবেব এত ঝগড়াব কথা মনে বাখলেন কি কবে?”

পণ্ডিতেব সবল জবাব, “সে তো শুনেছিলাম, তাই মনে ছিল।”

পেশকাবের কাছে পণ্ডিতের কথা শুনে বিচাৰক তো আবো অবাক । এমন আশ্চৰ্য স্মৃতিও মানুষেব হয় ।

‘দুৰ্বল স্মৃতি’ বলে কিছু নেই, ঘটতি শুধু স্মৰণে

একটা কথা বলি । অনেকেব কাছেই হয়তো অদ্ভুত শোনাৰে । স্বাভাবিক মস্তিষ্কেকোষেব অধিকাৰী মানুষদেব ক্ষেত্রে ‘দুৰ্বল স্মৃতি’ বলে কিছু নেই । আমাদেব স্মৃতি-শক্তিৰ একটা পৰ্যায় সংবক্ষণ (Retention) । শেষ পৰ্যায়ে আছে স্মরণ (Recall) । যা দেখি, যা শুনি সে-সব সংবক্ষণেব বিষয়ে আমাদেব কাকবই কোনও ঘটতি নেই । স্মৰণেব ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদেব নানা ধৰনেব ত্ৰুটি ।

আমাব কৰ্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘূৰে ঘূৰে আমাদেব চা দিত । প্ৰতিদিন দেডশো মানুষকে চা খাওযাতো । কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু’কাপ, কেউ অভ্যাগতকে অভ্যৰ্থনা জানাতে নিতেন পাঁচ কাপ । প্ৰতিদিনই প্ৰায় সকলেব ক্ষেত্রেই হিসেবেৰও তাবতম্যা হতো । কাল যিনি এক কাপ নিষেছিলেন, আজ তিনি হয় তো নিষেছেন তিন কাপ । ‘টি-বয়’ ছেলোটো প্ৰত্যেকেব হিসেব স্মৃতিতে ধৰে বাখতো এবং প্ৰয়োজনেব সময় স্মৰণ কৰতে পাবতো । এমনকি সে পাঁচ কাপেব হিসেব দিলে যদি কেউ অভ্যাগতব কথা ভুলে তিন কাপ নিষেছেন বলে জানাতেন, ‘টি বয়’ ছেলোটোই মনে কৰিয়ে দিত—‘এগাবোটা নাগাদ নীলশাৰ্ট সাদা প্যান্ট পৰা এক ভদ্ৰলোককে এক কাপ চা খাওযালেন, দুটো তিৰিশ নাগাদ একটা ঝাঁকডা চুলো ইয়ং ছেলেকে খাওযালেন এক কাপ ।’ এমন অসাধাৰণ স্মৃতিব অধিকাৰী ছেলোটোব দৃঢ় ধাৰণা, ওব স্মৃতি খুবই দুৰ্বল তাই লেখাপড়া শেখা হয়ে ওঠেনি ।

আমাব শৈশব কেটেছে পুৰুলিয়া জেলাব ছোট বেল-শহৰ আদ্রাব বড-পলাশখোলায় । বোজকাব দুধ নেওয়া হতো একটি আদিবাসী প্ৰবীণাব কাছ থেকে । তিনি ছিলেন নিবক্ষব । কিন্তু কৰে কতটা বাডতি দুধ বাখতাম, তাব পাক্কা হিসেব বাখতেন । ঔকে জিজ্ঞেস কৰেছিলাম, “তুমি তো আবো অনেক বাডিতেই দুধ দাও, না লিখে সৰাব বাডিব হিসেব বাখ কি কৰে ।”

প্ৰবীণা জানিযেছিলেন, “কী কৰে আবাব ? সে তো মনে থেকেই যায় ।”

সে সময় প্ৰবীণাব উত্তৰে অবাক হয়ে গিযেছিলাম, ভেবেছিলাম মা মুদিব দোকান থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছটা আনি, একটা ভুলে যাই, আব ও এত বাডিব এত হিসেব মনে বাখে কী কৰে ?

এমন অনেক মা-বাবা আমাব কাছে এসেছেন, যাঁদেব সমস্যা সন্তানেব দুৰ্বল স্মৃতিশক্তি । পড়লে মনে থাকে না, পৰীক্ষাব ফল খাবাপ হচ্ছে । সন্তানদেব সঙ্গে কথা বলে দেখেছি এদেব অনেকেই এক একটি জীবন্ত তথ্যভাণ্ডাৰ । কেউ কপিল, ববি শাস্ত্ৰী, ইমবান, মুদস্‌সব নজব, আজাহাবউদ্দিন, হ্যাডলি, বণতুস্‌সেব ব্যাটিং, বোলিং-এব গড বলে চলেছে , কেউ বা ব্ৰুস লী, সিলভেস্টাৰ স্ট্যালোন প্ৰমুখদেব বহু তথ্য স্মৃতি থেকে উদ্ধাৰ কৰে অনগলি বলে চলেছে চৰম উত্তেজনাৰ সঙ্গে । কোনও কিশোৰীকে দেখেছি

বোম্বেব নাযক-নাযিকাদেব যত খবব জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকাগুলোব প্রকাশিত হয় সবই কঠস্থ। কেউবা চিমা, চিবুজোব, সুব্রত, মনোবঞ্জনেব নাডি-নক্সত্রেব খবব জানে। এব পবও এদেব কাউকেই কি আমবা স্মৃতিশক্তিৰ দুৰ্বলতাৰ জন্য অভিযুক্ত কবতে পাৰি ? ওবা সেই সব তথ্যই মনে রাখে যা মনে বাখতে ওবা খুব ভালোবাসে অথবা প্রয়োজনে বাধ্য হয়। আমাদেব টি-বযটি বা আদিবাসী দুখওয়ালী অমনি বাধ্য হযে মনে বাখাব নজিব। অমন নজিব আৰো বহু সহস্র আছে। আমাব জীবনেই অমন বহু নজিব দেখেছি। আপনাদেব মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় দেখেছেন।

মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পৰিবেশেৰ প্রভাব

আমাদেব মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুরোপুৰি জিন বা বংশগতি প্রভাবিত নয়। পৰিবেশেও আমাদেব মানসিক বৃত্তিব ওপৰ বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তাব কৰে থাকে।

আমরা যে দু'পায়ে
ভর দিয়ে দাঁড়াই, হাঁটি, পানীয়
পশুর মত জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে
পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ
করি—এ-সবের কোনোটাই
জন্মগত নয়।

এইসব অতি সাধাবণ মানব-ধর্মগুলোও আমবা শিখেছি, অনুশীলন দ্বাৰা অর্জন কৰেছি। শিবিযেছে আমাদেব আশেপাশেব মানুষগুলোই, অর্থাৎ আমাদেব সামাজিক পৰিবেশ।

মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনেব প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হবাব পৰিপূৰ্ণ সম্ভাবনা (Potentialities) নিয়ে অবশ্যই জন্মায়। কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেয় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলাব সঙ্গী, পরিচিত ও আশেপাশেব মানুষবা অর্থাৎ সামাজিক পৰিবেশ। এই মানব শিশুই কোনও কাৰণে মানুষেব পৰিবৰ্তে পশু সমাজেব পৰিবেশে বেড়ে উঠতে থাকলে তার আচরণে সেই পশু সমাজেব প্রভাবই প্রতিফলিত হবে। আমাব সমবয়স্ক বা ভাব চেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাঠকদেব অনেকেবই জানা নেকড়েদেব দ্বাৰা প্রতিপালিত হওয়া 'বামু' ও 'কমলাব' ঘটনা। নেকড়েদেব ডেবা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধাব কৰাব পর তাদেব এই নামকরণ কবা হযেছিল। ওবা দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতো, জিব দিয়ে চেটে জল পান কবতো, বামা কবা খাবাব খেত না। কথাও বলতে জানতো না, পৰিবৰ্তে নেকড়েব মতই আওয়াজ কবতো। এবা মানুষেব সমাজেব সঙ্গে মানিযে না নিতে পেবে বেশি

দিন ঝাটেনি ।

আমাব আপনাব পবিবারেব কোনও শিশু সভ্যতাব আলো না দেখা আন্দামানেব আদিবাসী জাডোয়াদেব মধ্যে বেড়ে উঠলে তাব আচাব আচরণে, মেধায় জাডোয়াদেবই গড় প্রতিফলন দেখতে পাব । আবাব একটি জাডোয়া শিশুকে শিশুকাল থেকে আপনি-আমি আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলে দেখতে পাব শিশুটি বড় হয়ে আমাদেব সমাজেব আব দশটি ছেলে-মেয়েব গড় বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব পবিচয় দিছে । কিন্তু একটি মানুষেব পবিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলেও এবং আমাদেব পবিবাবেব শিশুব মতই তাকেও পড়াশোনা শেখাবাব সর্বাঙ্গক চেষ্টা চালালেও তাকে আমাদেব সমাজেব স্বাভাবিক শিশুদেব বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব অধিকারী কবতে পাববো না , কাবণ ওই বনমানুষ বা শিম্পাঞ্জিব ভিতব বংশগতিব ধাবায় বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায় তা অনুকূল পবিবেশ পেলেও বিকশিত হওয়া কোনও ভাবেই সম্ভব নয় । অর্থাৎ মানব গুণ বিকাশে জিন ও পবিবেশ দুয়েবই প্রভাব বিদ্যমান ।

**আমাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক
মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে অনুকূল
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে । জিনগত
কারণে বা বংশানুক্রমিক কারণে পশুদের মধ্যে
মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার
সম্ভাবনা না থাকায় অনুকূল পরিবেশের
সাহায্যে পশুদের মানবিক গুণের
অধিকারী করা সম্ভব নয় ।**

এই তত্ত্ব আজ সমস্ত মনোবিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে ।

মানবগুণ বিকাশে পবিবেশেব প্রভাব

একটি মানুষেব শিশু বয়স থেকে বার্ষিক্য পর্যন্ত মানবিক গুণেব ক্রমবিকাশেব বিষয়ে উন্নততব দেশগুলোতে বহু পরীক্ষা-নিবীক্ষা চালান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে । ওইসব দেশেব মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীবা এখন স্বীকাব কবেই নিয়েছেন—মানুষেব বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পবিবেশ দ্বাবা প্রভাবিত । সেই কাবণে “মানবিক গুণেব বিকাশে কাব প্রভাব বেশি—বংশগতি অথবা পবিবেশ ?” এই জাতীয় শিবোনামেব বিতর্কে ওসব দেশেব বিজ্ঞানীবা আজকাল আব অবতীর্ণ হন না, এককালে যেমনটি হতেন । তবে এখনও এদেশেব বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী বংশগতিক অত্যধিক বা

চূড়ান্ত শুক্ল দিতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীবা পৰীক্ষা-নীৰিক্ষাব মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগ্ৰহ কৰেছেন তাকেই অস্বীকাৰ কৰে বসেন, নাকচ কৰে দেন। এমনটা কৰাব কাৰণ সম্ভবত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰগতি বিষয়ে খোজ-খবৰ না বাখা, এক সময় বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা কৰাব পৰ প্ৰতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হয়ে যাওয়া।

বিজ্ঞানীবা কিন্তু বৰ্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, বিগত বহু হাজাৰ বছৰেৰ মধ্যে মানুষেৰ শাবীৰবৃত্তিক কোনও উল্লেখযোগ্য পৰিবৰ্তন হয়নি।

এই কম্পিউটাৰ যুগেৰ আধুনিক সমাজেৰ মানব শিশুৰ সঙ্গে বিশ হাজাৰ বছৰ আগেৰ ভাষাহীন, কাঁচামাংসভোজী সমাজেৰ মানব শিশুৰ মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও পাৰ্থক্য ছিল না।

অৰ্থাৎ সেই আদিম যুগেৰ মানব শিশুকে এ-যুগেৰ অতি উন্নততৰ বিজ্ঞানে অগ্ৰবৰ্তী কোনও সমাজে বড় কবতে পাবলে ওই আদিম যুগেৰ শিশুটি আধুনিকতম উন্নত সমাজেৰ গড় মানুষদেব মতই বিদ্যে-বুদ্ধিৰ অধিকাৰী হতো। হয় তো গবেষণা কবত মহাকাশ নিয়ে অথবা সুপাৰ-কম্পিউটাৰ নিয়ে, অৰ্থাৎ অনুকূল পৰিবেশে শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠাৰ সুযোগ পেলে এশিয়া, আফ্ৰিকা, লাতিন আমেৰিকান দেশেৰ নিবন, হতদৰিদ্ৰ, মূৰ্খ মানুষগুলোও হতে পাবে ইউৰোপ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা জাপানেৰ উন্নত প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ মধ্যে গড়ে ওঠা মানুষগুলোৰ সমকক্ষ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেৰ জন্য স্বাতন্ত্ৰ্যতা নিশ্চয়ই থাকতো, যেমনটি এখনও থাকে।

বৰ্ণপ্ৰাধান্য, জাতিপ্ৰাধান্য, পুৰুষপ্ৰাধান্য বজায় রাখতে বিজ্ঞানেৰ বিকল্পে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এক ধৰনেৰ প্ৰচাৰ চালান হয়, উন্নত দেশেৰ উন্নতিৰ মূলে বয়েছে তাদেব বৰ্ণেৰ, তাদেৰ জাতিৰ মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকৰ্ষতা ও বৈশিষ্ট্য। পুৰুষবাও একইভাবে প্ৰচাৰ কৰে নাবীৰ চেয়ে তাদেব মেধাগত, বুদ্ধিগত উৎকৰ্ষতাৰ। বুদ্ধি মাপেৰ নামে বুদ্ধ্যাক্ষকে কাজে লাগিয়ে অনেক সাদা-চামডাই প্ৰমাণ কবতে চায় কালো চামডাৰ তুলনায় তাদেব মেধা ও বুদ্ধিৰ উৎকৰ্ষতা। আবাবও বলি এ যুগেৰ বিজ্ঞানীবা কিন্তু যে বংশগতিৰ তথ্য হাজিৰ কৰেছেন, তাকে স্বীকাৰ কৰলে বলতেই হয়, অনুকূল সুযোগ সুবিধে না পাওযাৰ দকনই নিপীড়িত, নিৰ্যাতিত মানুষগুলো অনুকূলতাৰ সুযোগ পাওয়া মানুষেৰ মত মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত কৰাৰ সুযোগ পায়নি।

এ কথাও সত্যি সামান্য অনুশীলনেই কিন্তু বুদ্ধ্যাক্ষপ্ৰচুৰ বাডানো সম্ভব—প্ৰজ্ঞা বা মেধাকে আদৌ না বাড়িয়েই।

বাশিয়াৰ শিক্ষাসংক্ৰান্ত আকাদেমিৰ (Pedagogical Acedemy)-ৰ পূৰ্ণ সদস্য এ

পেট্রোভস্কি (A Petrovsky)-ব পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পাবছি—স্কুলে ভর্তি হওয়াব আগেই শিশুদের অনেক বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের কার্যক্রম বাশিয়ায় গ্রহণ কবা হয়েছে যাতে বিস্ময়কর শিশু প্রতিভা সৃষ্টি কবা যায়। দু-সপ্তাহেব শিশুকে সাতাব শেখান হচ্ছে, স্কুলে ঢোকাব আগেই তিন মিটার স্প্রিং বোর্ড থেকে ডাইভিং শিখছে। অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেকে প্রতিভাকে পৰিপূর্ণভাবে বিকশিত কবে পবিনত বয়সে।

পবিবেশকে আমবা প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ কবতে পাবি। এক প্রাকৃতিক পবিবেশ, দুই সামাজিক পবিবেশ। মানব জীবনকে এই দুই পবিবেশই প্রভাবিত কবে।

মানব-জীবনে প্রাকৃতিক পবিবেশেব প্রভাব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাব উন্নতি প্রতিকূল প্রাকৃতিক পবিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীৰ প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিৰ সাহায্যে অনুকূলে আনাব চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক পবিবেশেব প্রভাব আমাদেব বিভিন্ন শাবীবিক বৈশিষ্ট্যতা দিয়েছে। আমবা যে অঞ্চলে বসবাস করি তাব উচ্চতা, তাপাঙ্ক, বৃষ্টিপাত, জমিব উর্বরতা ইত্যাদিৰ উপব আমাদেব বহু শাবীবিক বৈশিষ্ট্য নির্ভবশীল। তাইতেই গ্রাম-বাংলাব মানুষেব সঙ্গে পাঞ্জাবেব মানুষেব, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলেব মানুষেব সঙ্গে দক্ষিণ ভাবতেব মানুষেব, আফ্রিকাৰ দক্ষিণবাসী মানুষেব সঙ্গে ইউরোপেব মানুষেব, মেৰ অঞ্চলেব মানুষেব সঙ্গে মৰ অঞ্চলেব মানুষেব শাবীবিক বৈশিষ্ট্যেব পার্থক্য দেখতে পাই।

বিজ্ঞানবা স্বীকাৰ কবেন—চুলেব বঙ, দেহেব বঙ, চোখেব তাবাব বঙ, দেহ গঠন, ইত্যাদিৰ মত অনেক কিছুব পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতিব অবদান যেমন আছে, তেমনই এও সত্যি—দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পবিবেশেব প্রভাব শবীবগত নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি কবে এবং সেই বৈশিষ্ট্যই আবাব জিনকে প্রভাবিত কবে। বিজ্ঞানীবা এও স্বীকাৰ কবেন—অতি বিস্ময়কর জটিল আধুনিক কম্পিউটারেব চেয়েও ডি এন-এব ক্ষমতা ও কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্ময়কর।

প্রকৃতিব প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্শেব উপব প্রভাব ফেলে থাকে, এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়াব সুযোগ আমাদেব নেই। পবিবর্তে বিষয়টা বুঝতে আমবা একটি দৃষ্টান্তকে ধবে নিয়ে আলোচনা কবতে পাবি।

যে মনুষ্যাগোষ্ঠী বংশ পবম্পবায় আফ্রিকাৰ উষ্ণ অঞ্চলে বসবাস কবে, তাদেব ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীবে ধীবে ওই অঞ্চলেব অধিবাসীদেব চামড়াব নীচে যোব কৃষ্ণ বঙ্কক পদার্থেব উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহেব ভেতবেব যন্ত্রপাতিকে বক্ষা কবতে। শবীবেব ভেতবে যন্ত্রপাতিকে ঝাচানোব প্রয়োজনেই দেহ বর্শেব এই পবিবর্তন বংশ পবম্পবায় ধীবে ধীবে সূচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পবিবেশ শুধু আমাদেব শবীববৃত্তিৰ ওপব নয়, মানসিকতাৰ ওপবও

প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলের চাষী উর্বর জমির মালিক, সহজেই সেচের জল পায়, সে অঞ্চলের চাষীরা আয়াসপ্রিয় হয়ে পড়ে। হাতে বাড়তি সময় থাকার জন্য গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতেই পারে। এমনি ভাবেই তো বঙ্গ সংস্কৃতিতে এসেছে ‘বাবো মাসে তেব পার্বণ’। আবাব একই সঙ্গে আয়াসপ্রিয়তা আমাদের আড্ডা প্রিয়, পবনিন্দা প্রিয়, ঈর্ষাকাতব, তোষামোদ প্রিয় ইত্যাদির মত বদ্দোষের পাশাপাশি বড় বেশি নিবীহ, আপোষমুখি কবতেই পারে, দূরে সবিয়ে রাখতে পারে লড়াকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পবিরেশের প্রভাব তাদের এইসব দোষ থেকে মুক্ত করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বা মক্ক অঞ্চলের মানুষ নিজেদের নূনতম খাদ্য পানীয় সংগ্রহেই, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই দিন-রাতের প্রায় পুরোটা সময়ই ব্যয় কবতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে বুদ্ধি, মেথাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগ কবাব মত সময়টুকুও থাকে না।

আবাব যে অঞ্চল পেট্রলের ওপব ভাসছে, সে অঞ্চলের মানুষদের পায়েব তলাতেই তো গলানো সোনা। আয়াসহীন ভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচুর্যের অধিকারী যে ফেলে ছড়িয়েও শেষ কবতে পারে না তাদের সুবিশাল আয়েব ভগ্নাংশটুকুও। শ্রমহীন, প্রয়াসহীন মানুষগুলো শ্রেফ প্রকৃতির অপাব দাক্ষিণ্যে ধনকুবের বনে গিয়ে ভোগ সর্বস্ব হয়ে পড়ে। ভোগ থেকে কিছু সময় বুদ্ধি মেথাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে খবচ কবতেও এদের অনীহা হিমালয়ের মত বিশাল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কী প্রয়োজন শ্রমে, বুদ্ধি মেথা বাডাবাব শ্রমে? জীবিকাব জনোই তো? প্রাচুর্য যেখানে অসীম, ফুবিয়ে দেওয়ার ফুবসং নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিশ্চয়োজন। পেট্রল-খনিব মালিকদের অর্থ প্রাচুর্যেব হোঁয়া লাগে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যেও। অনেক কম শ্রমে অনেক আয়াস কেনাব সুযোগ গডাগডি দেব এদের হাতেব মুঠোয়। প্রায় আয়াসহীন প্রাচুর্য এদেরও ভোগ-সর্বস্ব কবে। ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের মানুষদের কাছে অধবাই থেকে যায়।

বনে-বাদাডে, পাহাডে যাদের বাসভূমি তাদের না আছে আবাদী জমি, না আছে শিল্প-কাবখানা, না আছে কাজ পাওয়ার সুযোগ। বেঁচে থাকাব জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সামান্যতম খাদ্য পানীয় যোগাড কবতে এবা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম কবে, সেই সংগ্রামই এদের অনেক বেশি অনমনীয় কবে তোলে। আবাব যে সব পাহাডি অঞ্চল যিবে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অঞ্চলের মানুষবা ভিন্নতব মানসিকতাব দ্বাবা পবিচালিত হয়।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পবিরেশের মধ্যে বেডে ওঠা মানুষদের যে কোনও প্রাকৃতিক পবিরেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবাব ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে।

বন্যা, খবা, ভূমিকম্প ইত্যাদিব মত প্রাকৃতিক বিপর্যয দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপর্যযে বিপন্ন মানুষদের অনেকেই কষ্টকব এই চাপের মুখে মানসিক বোগেব শিকাব হয়ে পড়েন, এবং মানসিক বোগেব কাবণেই বক্তচাপ বুদ্ধি, হাঁপানি, আত্মিক ক্ষত, বুক ধডফড, স্বাসকষ্ট ইত্যাদি বোগও অনেকেই ভোগ কবেন।

মানবিক গুণেব বিকাশে জনসংখ্যাব ঘনত্বেরও কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি

অঞ্চলে বেড়ে ওঠা কিশোব-কিশোবীরা না পায় খেলাব মাঠ, না দেখে মুক্ত আকাশ। বিবল বসতি বা পবিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলে মেয়েরা বড় হয়, তাবা পার্কে ঘোবে, মাঠে খেলে, নদীতে বা পুকুরে সঁতাৰদেয়, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, সবই তাদের ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য কৰে। এখান থেকেই দেশেৰ ভবিষ্যৎ সঁতারু, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটার কি অ্যাথলিট তৈরি কৰে।

সামাজিক পৰিবেশেৰ দু'টি ভাগ

সামাজিক পৰিবেশেৰ প্ৰভাব মানুহেৰ জীৱনে প্ৰাকৃতিক পৰিবেশেৰ চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সামাজিক পৰিবেশকে দু'ভাগে ভাগ কৰলে সুবিধে হয়। এক আৰ্থ-সামাজিক, দুই - সমাজ-সাংস্কৃতিক।

মানব-জীৱনে আৰ্থ-সামাজিক পৰিবেশেৰ প্ৰভাব

দৰিদ্ৰ ও উন্নতিশীল দেশে, যেখানে জীৱন ধাবণেৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে বয়েছে বঞ্চনা ও অনিশ্চয়তা, সেখানে মানুহেৰ জীৱনে আৰ্থ-সামাজিক পৰিবেশেৰ গুৰুত্ব সবচেয়ে বেশি। এ-সব দেশেৰ সংখ্যাগুৰু জনসাধাৰণেৰ হাতে নেই জীৱন ধাবণেৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম অৰ্থ, নেই চিকিৎসাৰ সুযোগ, নেই শিক্ষা লাভেৰ সুযোগ, আছে অপুষ্টি, আছে বোগ, আছে পানীয় জলেৰ অভাৱ, আছে লজ্জা নিবাবণেৰ বস্ত্ৰটুকুৰও অভাৱ, আছে বঞ্চনা, আছে দুৰ্নীতি, আছে শোষণ।

শৈশবে সন্তানেৰ সবচেয়ে কাছৰ মানুহ মা। মায়েৰ স্বাস্থ্য, মায়েৰ মানসিকতাৰ সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সন্তানেৰ স্বাস্থ্য ও মানসিকতা। মায়েৰ অপুষ্টি, মায়েৰ বুকেৰ দুধ দানেৰ অক্ষমতা, শিশু পৰিচৰ্যাৰ ক্ষেত্ৰে অক্ষমতা, যে অক্ষমতাৰ কাৰণ মাকে বেঁচে থাকাব ভাত কটি যোগাড়েই জেগে থাকা সময়েৰ পুৰোটাই প্ৰায় ব্যয় কৰতে হয়। সময়েৰ অভাৱ ছাড়াও থাকে অৰ্থেৰ অভাৱজনিত অক্ষমতা। মায়েৰ দৰিদ্ৰ কল্প স্বাস্থ্য ও মানসিক অবসাদ শিশুৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থাৰ ওপৰ বিশাল প্ৰভাব ফেলে।

শৈশৱ ও কৈশোৰে শিশুবা ভোগে অপুষ্টিতে। খাদ্যাভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণ প্ৰোটিন ও ক্যালোৰিৰ অভাৱে আমাদেৰ দেশে কিশোব-কিশোবীৰা বেশিৰ ভাগই অপৰিণত দুৰ্বল দেহ ও মনেৰ অধিকাৰী। এৰা স্নায়ু দুৰ্বলতায় ভোগে, বোধ-শক্তি কম। আমাদেৰ দেশে প্ৰতি বছৰ আড়াই লক্ষ শিশু ও কিশোব-কিশোবী দৃষ্টি শক্তি হাবাব স্ৰেক ভিটামিন 'এ'-ৰ অভাৱে।

'ইউনিসেফ'-এৰ হিসেব মত এই দুনিয়ায় প্ৰতিবছৰ উদবাময়ে মৃত্যু হয় চল্লিশ লক্ষ শিশুৰ, নিউমোনিয়াৰ বাইশ লক্ষ, হান্স পনেৰ লক্ষ, ম্যালেরিয়াৰ দশ লক্ষ, ধনুষ্টিগ্ৰাৱে

আট লক্ষ । অনাহাবেব তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণায় শিকাব পনেব কোটি শিশু—যাদেব বয়স পাঁচ বছবেব নিচে । ক্ষুধা আব বোগেব আক্রমণে মৃত্যু পবোয়ানা লেখা জীবন্ত কঙ্কাল এইসব শিশুদেব প্রায় সকলেই ভাবতীয় উপমহাদেশ, লাতিন আমেবিকা এবং আফ্রিকাব সাহাবা মক সন্নিহিত অঞ্চলেব অধিবাসী ।

বর্তমানে আমাদেব দেশে দশ কোটি শিশু কোন দিনই স্কুলেব মুখ দেখেনি ও দেখবেও না—যাদেব বয়স পাঁচ থেকে পনেবোব মধ্যে । '৯০ সালে যে দশ কোটি শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাতেব মধ্যে চাব কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও শেষ কবতে পাববে না শ্রেফ দাবিদ্র্যভাব কাবণে ।

যে বয়সেব শিশুবা পড়ে খেলে, আবদাব কবে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশেব শিশুবা সেই বয়সেই নিজেব পেট চালাতে, পবিবাবকে সাহায্য কবতে শ্রম বিক্রি কবে । এবা কাজ কবে ক্ষেতে, ইট ভাটায়, চায়েব দোকানে, মুদিব দোকানে, গাড্ডি সাবাইয়েব গ্যাবেজে, বিডি তৈবিব কাবিগবকাপে, গৃহভূতাকাপে, বাস, লবীব ক্লিনাবকাপে, ফেবিয়াওয়ালাকাপে, দোকানীকাপে, ঠোঙা তৈবিব শ্রমিককাপে, আবও বহু বহু কাপে । আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা দ্বাবা প্রকাশিত ১৯৭৯-এর তথ্য অনুসাবে ভাবতবর্বে শিশু-শ্রমিকেব সংখ্যা ১১ কোটিব কাছাকাছি ।

এব বাইবেও আবো কয়েক কোটি শিশু ও কিশোব-কিশোবী আছে জীবন ধাবণেব জন্য পাচাব কবে ঢোলাই মদ, অন্যান্য মান্দকদ্রব্য, বেআইনি বিদেশী দ্রব্য, বেআইনি খাদ্যশস্য । কয়েক লক্ষ কিশোবী বেঁচে থাকাব তাগিদে দেহ বিক্রি কবে ।

এবাই যখন বড় হয়, হয়ে ওঠে সমাজবিবোধী শক্তি । চুবি, ডাকাতি, লুণ্ঠ-পাট ওয়াগান ভাঙা, ছিনতাই কবা, দোকান-বাজার থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় কবা, সাট্টা, জুয়া, ঢোলাই-হেবোইন ইত্যাদিব ব্যবসা কবা, নির্বাচনে বুথ দখল কবা, লালসা মেটাতে ধর্ষণ কবা ইত্যাদি নানা সমাজবিবোধী কাজেব সঙ্গে যুক্ত হয়েপড়ে । যে কোনও উপায়ে জৈবিক প্রযোজন মেটানেই এদেব একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ।

গ্রামেব কিশোবী-যুবতীদেব চেয়ে শহব ও শহবতলী বস্তিবাসী ও ঘিজি এলাকাব বস্তিবাসী কিশোবী ও যুবতীদেব অবস্থা অনেক বেশি খাবাপ । এখানে একটি ছোট্ট ঘবে বহু মানুষকে গাদাগাদি হয়ে ভাবেব সূর্যেব প্রতীক্ষা কবতে হয় । অনেক সময়ই এবা নাবী-পুকষেব গোপন ক্রিয়াকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বাবা চালিত হয় । ফুটপাতবাসী কিশোবীদেব অবস্থাও একই বকম । অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও এবং অনেক সময় অপবিগত যৌন আবেগে এবা যৌনজীবনে প্রবেশ কবে মস্তান, আত্মীয় বা পবিচিত্তদেব হাত ধবে । বহুক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদাবদেব কাছে কাজ কবতে গিয়ে, পবেব বাড়ি বাধুনী বা দাসীব কাজ কবতে গিয়ে, অনেকেব লালসা মেটাতে বাধ্য হয় ।

এ দেশেব বাজনৈতিক নেতাবা নির্বাচনে জিতে জনগণেব চেয়ে পেশী শক্তিব ওপব উদ্বোধনব নির্ভবতা বাড়িয়েই চলেছেন । এই নির্ভবশীলতা যত বাড়বে, সমাজে সমাজবিবোধীদেব অত্যাচাবও ততই বাড়বে । কাবণ সমাজবিবোধীবা জানে—আমবা হতাই কবি আব ধর্ষণই কবি বাজনৈতিক দাদাবা তাতেব স্বার্থেই, এলাকা দখলেব স্বার্থে আমাদেব উদ্ধাব কবতে বাধ্য ।

আমাদেব দেশেব আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় শ্রেফ বেঁচে থাকাব তাগিদে

অসামাজিক কাজে নামতে হয়, মেঘেদেব নিজেৰে ও সংসাবকে বাঁচাতে ইচ্ছাত বেচতে হয়। হবিজন নাবীকে বিয়ে কৰাব অপৰাধে বৰ্ণহিন্দুৰ চাকৰী হাবাতে হয়। বয়েছে অস্পৃশ্যতা। বয়েছে বেগাব-শ্রম। বাজনীতিকদেব আশীৰ্বাদখন্য না হলে 'ঋণ-মেলা'য় ঋণ মেলে না। চাকৰীৰ সুযোগ সীমিত, বেকাব অসীম। ফলশ্রুতি প্ৰায়শই 'খুটিব জোৰ'ই প্ৰধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। তাই যে মুষ্টিমেয়বা শেষ পৰ্যন্ত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে (তা সে 'খুটি' পাকডাবাব হলেও) জীবন ধাবণেৰ জন্য একান্ত প্ৰয়োজনীয় একটা কোনও চাকৰী জোটানোই বিবেচিত হয় 'অপাব ভাগ্য', 'মানতেব ফল', 'গুৰুদেবেব আশীৰ্বাদ', 'গ্ৰহবভ্ৰেব ভেঙ্কি' ইত্যাদি বলে। দেশেব প্ৰতিটি মানুৰেব জন্য 'কাজেব অধিকাৰ'—এব ফাঁকা আওযাজেব পবিবৰ্তে যত বেকাব তত কাজ থাকলে এমনিটা ভাবাব কোনও সুযোগ বা কাৰণ ঘটতো না। এটাও তো সত্যি,—

মানুষগুলো শুধু
খাওয়ার জন্য মুখ আর পেট
নিয়ে জন্মায় না, কাজের জন্য
দুটো হাত আর মগজও
নিয়ে জন্মায়।

ওদেব হাত ও মগজকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ কৰাব দায়িত্ব যদি শাসক শ্ৰেণী পালন না কৰে, তবে অবশ্যই আমবা ধৰে নিতে পাবি—শাসক শ্ৰেণী এমনিটা কবছে অক্ষমতা থেকে, নতুবা শোষণেব স্বার্থে। সমাজে 'ধনী' আব 'গবিব' এই ধবনেব দুটি শ্ৰেণীৰ মানুৰ যদি থাকে, তবে ধনীবা তো নিজেদেব স্বার্থেই গবিবদেব বাঁচিয়ে বাখাব জন্য যতটুকু নিতান্তই দেওয়া প্ৰয়োজন, তাব বেশি দিতে চাইবে না। ছলে, বলে, কৌশলে গবিবদেব ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত কৰবে। শোষণ না কবলে কাকে বঞ্চিত কৰে ধনী হৰে ? আবাব গবিবদেব বাঁচতেও হৰে নিজেদেবই প্ৰয়োজনে। গবিববা না বাঁচলে কাদেব শ্ৰমে ধনী হৰে ? কাদেব শোষণ কৰবে ? ওবা জোকেব মতই এমনি চতুৰ সাবল্যে নিঃশব্দে গবিবদেব শোষণ কবতে চায়। তাই কতই না ব্যাপক ব্যবস্থা, কতই না অসাধাৰণ প্ৰচাৰ। ওবা আমাদেব ঢালাও অধিকাৰ দেয চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধা গ্ৰহণেব, শিক্ষা গ্ৰহণেব এবং আবও অনেক কিছুব, কিন্তু অধিকাৰ বক্ষাব কোনও ব্যবস্থা কৰে না। গবিব ঘবেব মানুৰেব বিনে মাইনেব স্কুলে সন্তান পডাবাব স্বাদ থাকলেও সাধে কুলোয না। ঘবেব ছেলে মেয়ে পডতে গেলে বোজগাব কৰবে কে ? শিশু শ্ৰমেব ওপৰ প্ৰায় সমস্ত দবিদ্র পবিবাবকেই কিছুটা নিৰ্ভব কবতে হয়। এটাও কঠিন সত্য যে আত্মবক্ষা কৰে স্কুলে যাওয়াব মত সাধাৰণ পোশাকটুকুও অনেকেব জোটে না। এখন এইসব নিৰ্বাচিত মানুৰদেব গবিষ্ঠ অংশই মনে কবেন—এসবই গত জন্মেব পাপেব ফল। এখনও অচ্ছুৎ-বঞ্চে হোলি খেলা হয়। এখনও ওবা পানীয় জলেব ছিটে-ফোটা পেতে কুয়োব কাছে অপেক্ষা কৰে।

উচ্চবর্ণের কেউ কৃপা করে তাদের পাত্রে সামান্য জল ঢেলে দিলেই ঠুঁবা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। নতুবা পান করেন খাল বিল-ডোবাব দূষিত জল।

‘৮৯ মার্চের একটি ঘটনা। আমাদের সমিতির চাইবাসা ও জামশেদপুরের সদস্য মাৰফৎ খবর পেলাম বিহাবের সিংভূম, গুমালা ও সাহেবগঞ্জ জেলায় এক অজানা বোগে আক্রান্ত হয়ে গত এক মাসেব ভিতব মাৰা গেছে একশোব ওপব মানুষ। এটা অবশ্য সবকাবি মত। আক্রান্ত হয়ে মাৰা গেছে বহু গবাদি পশু। ইতিমধ্যে এই অসুস্থতাৰ খবব এসেছে সংলগ্ন ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেব অঞ্চল সমূহ থেকে। সিংভূম জেলাব ওপব একটা বিস্তৃত বিশোট পেলাম। বোগাক্রান্তবা সকলেই আদিবাসী, দবিদ্র, নিবন্ধব ও সংস্কাৰাহীন। বোগটা এই ধবনেব—বোগীব ধুম জ্বব হচ্ছে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, মাথায যন্ত্রণা, ঘাড শস্ত হয়ে যাওয়া, গলা ঝুঁজে যাওয়া এবং তিনচাব দিনেব মধ্যে মৃত্যু। অজানা বোগটি সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসীদেব ধাবণা—এসবই বোগাব অভিষাপেব ফল। বোগেব শিকাৰ যেহেতু অতি-অবহেলিত সম্প্রদায় এবং এই মৃত্যুব জন্য, বোগ-ভোগেব জন্য তাদেব সবকাব ও সবকাবি ব্যবস্থাৰ বিকল্পে অভিযোগ নেই, অভিযুক্ত কবছে নিজেদেব ভাগ্যকেই, তাই ওসব ব্যাপাব নিয়ে আব মাথা ঘামাবাব প্রযোজন বোধ কবেননি কোনও বিধানসভাব প্রতিনিধি বাসাংসদ। স্থানীয় সাংসদ বাগুণ সমব্রই মাৰণ বোগেব খবব পেয়ে একবাবেব জন্যেও ওসব অঞ্চলে যাওয়াব প্রযোজন অনুভব কবেননি। যে বিষয়টিব প্রতিকাবেব সোচ্চাবে কোনও দাবি ওঠেনি, ওঠেনি প্রাতবাদের ঝাড, সেখানে হেতুহীন সময় নষ্ট না কবে কংগ্রেস সাংসদ নয়াদিল্লিৰ আসল খুঁটিব আশেপাশে থাকা ও তোষামোদ কবাকে অনেক বেশি প্রযোজনীয় মনে কবেছিলেন। তাঁব এই মনে কবাব পিছনেও ছিল আমাদের আর্থ-সামাজিক পবিরেশেবই প্রভাব।

গিয়েছিলাম পিনাকীকে সঙ্গী করে সিংভূম জেলাব বান্দিজাবি গ্রামে। চাইবাসা থেকে মাত্র পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারেব পথ। কিন্তু বেশ দুর্গম। গ্রামটি জঙ্গলেব ভেতব। জঙ্গল ভেদ কবে আলো আসে না, সবসময় অন্ধকাব ঘেবা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি এলাকা। গ্রামে শ’দুই ঘব—শ’ দুই পবিবাব। প্রত্যেক পবিবাবেই কেউ না কেউ মাৰণ ব্যাধিৰ শিকাৰ। খাওয়াব জল চাওয়াতে যে জল এনে দিলেন সে জলেব বঙ কালচে শ্যাওলাব মতো, তীব্র দুর্গন্ধ। জল খেতে পাৰিনি। শুনলাম এ জলই ওবা পান কবেন। সংগ্রহ কবেন একটা প্রাচীন কুয়ো থেকে। এক বাড়িৰ জলেব হাঁডিতে উকি মাৰতেই দেখতে পেলাম জলেব পোকা ও বেঙাচি।

গায়েব অধিকাংশ লোকজনই দেখলাম নেশাগ্রস্ত। হাড়িযাব নেশা আব কুসংস্কাৰেব নেশায ওদেব ডুবিযে বেখে বাজনীতিকদেব যখন ভালই চলে যাচ্ছে, তখন নেশা কাটাৰাব চেষ্টায নামবে, এমন আকাঠ বোকা তাঁবা নন। অবাক বিন্মযে এও জানলাম, এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীয কোনও নেতাই এই মাৰণ বোগেব প্রসঙ্গ বিধানসভায তুলে তুচ্ছ কাৰণে ব্যতিব্যস্ত কবতে চাননি সভাব শ্রদ্ধেয প্রতিনিধিদেব। ঠুঁবা তোলেননি কাৰণ ঠুঁবা শাসক শ্রেণী ও শোবক শ্রেণীৰই প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেৰে তেবি কবে নিয়েছিলেন, ওইসব বন্ধিত আদিবাসীদেব আদৌ আপনজন ঠুঁবা কেউ নন। পদবি ভাঙিয়ে উপজাতি, অনুপজাতিব প্রতিনিধি সেজে বিধানসভা,

লোকসভা, বাজ্যসভা ইত্যাদিতে স্থান কবে নিয়েছেন মাত্র।

বান্দিজাবি গ্রামেব মোডল লুগদি মুণ্ডাব সঙ্গে কথা বলেছি। ওব নিজেব ছেলোটো এই অজানা বোগে মাৰা গেছে দিনকয়েক আগে। লুগদিব ধাবণা, বোঙ্গাব অভিশাপেই এই মডক। দূবেব হাসপাতালে বোগী পাঠায়নি। কাবণ পাঠিয়ে লাভ নেই। যাদেব মাৰবাব, বোঙ্গা তাদেব মাৰবেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধাব পাবাব একাটাই পথ, তা হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট কৰা। তুষ্ট কবতে তাই বোঙ্গাব পূজো দেওয়া হয়েছে, বলি দেওয়া হয়েছে ছাগল-মূবগী।

বান্দিজাবিব কাছেই মনোহৰপূব অঞ্চল। মনোহৰপূব ব্লকেব বাবোটি গ্রামই আক্ৰান্ত। মনোহৰপূবেব আদিবাসীদেবও ধাবণা বান্দিজাবিব আদিবাসীদেব মতই। তাবাও বোঙ্গাব বোষ কমাতে পূজো দিয়েছে। বাডি বাডি মৰাব খবৰ দিতে গিয়ে তাঁবা কাঁদছিলেন। না দোষাবোপ কবেননি সবকাবেব উদাসীনতাৰ। দোষ দেননি বোঙ্গাকে পৰ্যন্ত। দোষ দিয়েছেন নিজেদেব ভাগ্যকে।

এবকম গ্রাম আমাদেব দেশে একাটি দুটি বা দশটি বিশটি নয়, আছে লক্ষ লক্ষ। এমন বঞ্চিত মানুষ কোটি কোটি। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতেব আলো আব স্যাটেলাইটেব মাধ্যমে টি ভি যোগাযোগেব বিজ্ঞাপনেব বা তথ্যচিত্রে যে ছবি দূবদৰ্শনে প্রচাৰিত হয়, তাব চেয়ে বহুগুণ বেশি গ্রাম দূবদৰ্শনে হাজিৰ হয়না, আপনাব আমাব কাছে অধবাই থেকে যায়।

দূবদৰ্শনেব পর্দায় বা বাণিজ্যিক সিনেমায আমবা যে সুন্দৰ শাস্ত্র গ্রামেব ছবি দেখি, তা নিয়ে কিন্তু আমাদেব দেশ নয়। আমাদেব দেশ লক্ষ বান্দিজাবি গ্রাম নিয়েই।

এত সবই আৰ্থ-সামাজিক পৰিবেশেবই ফল।

এই পরিবেশের
চাবিকাঠি যাদের হাতে
তারা চায় না ওইসব বঞ্চিত
মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম
ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন
হোক। এই সচেতনতা আনতে পারে
অনুকূল, সুস্থ সমাজ—
সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

আব এও চৰমতম সত্য—অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভেব স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্ৰহণেব স্বাধীনতা, জীবিবাব স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন বসিকতা মনে হয়।

মানব জীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব

সংস্কৃতি দেশে দেশে ভিন্নতর। আবার একই দেশের ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, অর্থভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের কথা ভাবুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলের বা প্রদেশের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা, বৈচিত্র্যের অভাব নেই। দার্জিলিং জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে মালদা জেলার সংস্কৃতির রয়েছে বহু বিভিন্নতা, যদিও দুটিই উত্তরবঙ্গেরই জেলা। মেদিনীপুর ও পুর্নালিয়া সংস্কৃতিতেও রয়েছে অনেক অসাদৃশ্য, যদিও দুটি জেলার অবস্থান পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে। আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে তামিল, গুজরাতি, ওড়িয়া, বাংলা, বিহারী ইত্যাদি ভাষাভাষীদের সংস্কৃতির মধ্যে অসাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সঙ্গে শূদ্রের সংস্কৃতির যেমন অসাদৃশ্য আছে, তেমনই অসাদৃশ্য আছে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিবদের গড়ে ওঠা সংস্কৃতির মধ্যেও।

আবার এই পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভাষাতন্ত্র এমনকি অন্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপকরণে ও গড়নে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। তাই একথাও মনে হয় ভাবত-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ-সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপবেশা তৈরি করা অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের মধ্যেও আবার খুঁজলেই সংস্কৃতিগত মিল আমবা অনেক পাব। পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ, আমবা 'মানব সংস্কৃতি'ই অংশ।

আমাদের বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্য, নৃত্য, নীতিবোধ, সমাজ ও পরিবার চালাবার বীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সুতরাং একজন মানুষ কোন দেশের কোন গোষ্ঠির, কোন ধর্মের, কোন ভাষার, কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাব উপরই নির্ভর করবে মানুষটি কোন ভাষায় কথা বলবে, কী জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, কোন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হবে, অংশ নেবে, কোন জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে, কোন বীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিশুকাল থেকে আমবাণ আমাদের প্রভাবিত করে আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি, ফলে আমবা সাধারণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে পড়ি। শিশুকালে ও কৈশোরে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, শিক্ষা চেষ্টনার স্ফূরণ শুরু হয় মা-বাবা, আত্মীয়, গৃহশিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, পাড়া-প্রতিবেশীদের মাধ্যমে। প্রভাব পড়তে থাকে স্কুলের বন্ধু, খেলার সঙ্গী ও সমবয়সী বন্ধুদের আচরণ, ব্যবহার, কথাবার্তা ভালোলাগা, খাবার লাগার। গড়ে উঠতে থাকে বাজনৈতিক মতবাদ বা বাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন করার মানসিকতা। কেউ জেনে বুঝে, কেউ না জেনে তাব স্কুলের শিক্ষকের প্রভাবে, পরিবারের গুরুজনদের প্রভাবে অথবা কলেজের নিকটতম বন্ধুদের অথবা কোনও বাজনৈতিক সচেতন কারো প্রভাবে কোনও বাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে শুরু করে, অথবা কেউ ব্যক্তিগতভাবে জড়িয়ে পড়ে কলেজ-বাজনৈতিক। এমন দেখাই যায় বাবা-মা'র বাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক-মতাদর্শকে অগ্রহণীয়, ব্রাহ্ম মনে করে সন্তান বিপণীত কোনও মতাদর্শকে গ্রহণ করবে।

আমাদের এবং অন্যান্য বহু সমাজেই শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের কী পড়াশোনা, কী জীবনে প্রতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতাৰ মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সম্ভানের মা-বাবাবাও ভীষণ ভাবেই চাইতে শুরু করেছে, এই তীব্র প্রতিযোগিতাৰ যুগে আমাৰ সম্ভানকে টিকে থাকতে হলে, ভাল হতে হবে, দাক্ষণ কিছু ফল কবতে হবে। সম্ভান স্কুলে প্রথম দু-চাবজনের মধ্যে না থাকলে মা-বাবাবা শঙ্কিত হন। সম্ভানের ওপৰ প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন তাঁবা। এব ফল অনেক সময়ই প্রীতিপ্রদ হয় না। অনেক মনোবোগ চিকিৎসকই এর জন্য সাধাবণত অভিভাবকদের সবাংবি অভিযুক্ত করেন, অথবা পত্র-পত্রিকা ও বেতাৰ মাৰফৎ মা-বাবাদের দোষাবোপ করেন। কিন্তু তাঁবা সাধাবণত কেউই বলেন না এই সামাজিক পৰিবেশেৰ জন্য আমাদের সমাজেৰ চূড়ান্ত অনিশ্চয়তাই দায়ী। অর্থাৎ এ সবই আর্থ-সামাজিক অবস্থাই ফল।

মানুষ যে ছোট গোষ্ঠীৰ মধ্যে বেড়ে ওঠে, যে গোষ্ঠীৰ সঙ্গে একাত্ম, সেই গোষ্ঠীর চোখ দিয়েই দেখে, কান দিয়ে শোনে। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অন্য গোষ্ঠীৰ অনেক কিছুৰ সঙ্গে পৰিচিত হয়ে তাদের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব কৰে, তাদের আচাৰ-ব্যবহাৰ, ভালো লাগাৰ সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। যে পূর্ববঙ্গীয় বালক উদ্বাস্ত হয়ে এপাৰ বাংলায় এসে ‘জববদখল’ কলোনীৰ বাসিন্দা, তাৰ ক্লাসেৰ প্রিয় বন্ধুটিই হয়তো কলকাতাৰ কোনও বনেদি পৰিবাবেৰ ছেলে। বইয়েৰ অভাৱ মেটাতে, একসঙ্গে পড়াশোনা কবতে, কলেব গান শুনতে, বেডিও শুনতে ‘বাঙাল’ ছেলেটি অনেকটা সময়ই কাটায় বনেদি ‘ঘটি’ৰ বাড়িতে। বনেদি বাড়িৰ অনেক কিছুই একটু একটু কৰে ভালো লাগতে থাকে। ভালো লাগে বনেদি সংস্কৃতি, আচাৰ ব্যবহাৰ, মহিলাদের অন্দবমহলেৰ আডালকে মনে হয় আভিজাত্যেৰ লক্ষণ। ‘বাঙাল’দের প্রাণখোলা উচ্চস্বৰে খুঁজে পায় কচিৰ অভাৱ। ইন্সটেব্জলেব চেয়ে মোহনবাগানেৰ জয় বন্তে বেশি তুফান তোলে।

একই ঘটনা ঘটে প্রবাসীদের ক্ষেত্রেও। তাঁবা প্রবাসভূমিৰ মানুষদের সংস্কৃতিৰ অনেক কিছুই গ্রহণ কৰেন পৰম সমাদৰে।

আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক চলচ্চিত্র, পত্র-পত্রিকা, দূবদর্শন আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত কৰে। নাবী-পুৰুষদের ‘ফ্রি-মিকসিং’ যখন সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে বিপুলভাবে বিবাজ কৰে তখন সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলাৰ সঙ্কট সংযোজিত হয়। ছাপাৰ অক্ষৰ বা সেলুলয়েডেৰ বুকুে অপবাধ যখন অ্যাডভেঞ্চাবেৰ কাপ পায় তখন অ্যাডভেঞ্চাৰ প্রিয় তরুণ-তরুণীবা অপবাধ প্রবণতাৰ মধ্যে উত্তেজনাৰ আগুন পোহাতে চায়। পত্র-পত্রিকা ও প্রচাৰ মাধ্যমগুলো যখন শোভবাজেৰ মত ঘণ্য অপবাধীদের ‘সুপাৰ হিবো’ কবাৰ তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, তখন বহু কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীবাই যে তাদের আদর্শ হিসেবে শোভবাজেৰ মত সমাজবিবোধীদের জীবনচর্যাকেই গ্রহণ কবতে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক। দূবদর্শনে বামাষণ, মহাভাবত যেমন অসাধাবণ জনপ্রিয়তা অর্জন কৰেছে, তেমনই অসাধাবণ দক্ষতায় চতুৰ সাবল্যে মানুষকে আৰাৰ ভাববাদী, অদৃষ্টবাদী, ঋচাচাৰ পুডতে চাইছে, ঘড়িৰ কাঁটাকে প্রগতিৰ বিপবীতে ঘূৰিয়ে দিতে চাইছে। ভক্তিৰ প্লাবন এনে ধর্মেবাদনা সৃষ্টি কৰে মৌলবাদী শক্তিগুলোকেই উৎসাহিত কৰে, শক্তিশালী কৰে। প্রচাৰ

মাধ্যমগুলো নানা আজগুবি অলৌকিক ঘটনার গালগল্পে ছেপে এক তবফাভাবে সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত কবছে। লটাবি কালচাব আজ সর্বক্লাবখাসী হতে চলেছে। পুজোব আডম্বব ও পুজো কালচাব যতই বাড়ছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে স্বঘোষিত বস্ত্রবাদীবা জনগণকে সঙ্গে পেতে পুজো কালচাবেব সঙ্গী হযেছিলেন, তাঁবাই স্বযং ঘোব আন্তিক হযে উঠেছেন—একটু চোখ কান খোলা বাখলে দৃষ্টান্ত মিলবে হাজাব নয়, লাখে লাখে। সাংস্কৃতিক নানা ‘উৎসব’-এ হাজিব হযেছে নানা ঝাঁ-চকচক আডম্বব ও ছল্লোড। চাটার্ড প্লেন, ফাইভ স্টাব হোটেল, গ্যামাব কিং ও কুইনদেব গা থেকে ঠিকবে পড়া আলো, ক্যামেবাব ফ্ল্যাশ, কী নেই ?—সুস্থ সংস্কৃতি ছাড়া অনেক কিছুই উপস্থিত।

এবই মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পাপ্টাতে তৎপব একদল। পাপ্টে যাচ্ছেও। এবই পাশাপাশি সাধাবণেব সাংস্কৃতিক চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গ্রামে-শহবে হাজিব হযেছেন আব একদল-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ। মানুষ পাপ্টে যাচ্ছেও। এবই নাম ইতিহাস।

আমরা সমাজবদ্ধ জীব।
সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন
তাই আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমরা
কীভাবে বিকশিত হবো, তার অনেকটাই
তাই আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক
পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে।

অবাক মেযে মৌসুমী ও বিস্ময়কব প্রতিভা বা Prodigy নিয়ে আলোচনা কবতে গিয়ে এতক্ষণ খুবই সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা কবলাম তাতে অনেকে হয় তো ‘ধান ভানতে শিবেব গান’-এব উদাহরণ ঝুঞ্জে পেযেছেন। কিন্তু অমাব কাছে এ সবই অতি প্রাসঙ্গিক মনে হযেছে। কাবণ আমি চাই, ভবিষ্যতে আবাব কোনও বিস্ময়কব প্রতিভাব খবব প্রচাবিত হলে পাঠক-পাঠিকাবা বিভ্রান্ত বোধ না কবেন, নিজেবাই সঠিক অনুসন্ধানে নামতে পাবেন, অথবা এমন বিস্ময়কব প্রতিভাব পিছনে জাগতিক কাবণগুলোব হদিশ অপবকেও দিতে পাবেন।

অবাক মেযে মৌসুমীব বহস্য সন্ধান

মৌসুমীকে জানতে, মৌসুমীব ওপব প্রাথমিক পবীক্ষা চালাতে আদ্রায যাবো ঠিক কবে ফেললাম। ২৯ আগস্ট ’৮৯ সন্ধ্যায পাভলভ ইনস্টিটিউটে ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যাযকে পেযে গেলাম। ডাঃ মুখোপাধ্যায আলিপূব সেম্ভাল জেলেক্ট্র মনোবোগ

বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমীর কাছে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট '৮৯-র আনন্দবাজারে একেই পাতলভ ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা ডাঃ ডি এন গান্ধুলী'র ছাত্র বলে পবিচয় দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “মৌসুমীকে পরীক্ষা করে কী মনে হলো আপনার?”

—“অসাধারণ! কথা বললে অবাক হয়ে যাবেন। যে কোনও প্রশ্ন করুন, কম্পিউটারেব মত উত্তর দিয়ে যাবে। আপনিও কি যাবেন নাকি?”

বললাম, “যাওয়াই ইচ্ছে আছে। আপনি কী ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন?”

—“ও অনেক কিছু। যেমন অসাধারণ স্মৃতি, তেমনই মেধা। এইটুকুন তো বয়েস, এব মध्येই ডাচ, জার্মান ও দস্তব মতো শিখে ফেলেছে। স্মার্টলি ডাচ, জার্মান বলে।”

এই পর্যন্ত বলেই সুব পাণ্টালেন বাসুদেববাবু, “আমি মশাই শুধুই মনোবোগ বিশেষজ্ঞ, আপনার মত গোয়েন্দা নই। দেখুন, আপনি হয়তো মৌসুমীর মধ্যে অন্য কিছু খুঁজে পাবেন।”

কথায় শ্রোষের সুব স্পষ্ট। অবতাব, অলৌকিক ক্ষমতাব ও জ্যোতিষীদের দাবি যাচাই করতে সত্যানুসন্ধান কবি বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিবি তো আমাব নেশা বা পেশা নয়। এই ধরনের ঠেস দেওয়া কথা কি নিজের প্রতি আস্থাহীনতার ফল? মৌসুমীর মেধা বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেটা সঠিক নাও হতে পারে মনে করেই কি এমন কথা বললেন?

২ সেপ্টেম্বর '৮৯ বাতে ‘হাওড়া-চক্রধবপুৰ প্যাসেঞ্জার’ ধবলাম। সঙ্গী হলেন চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমাদের সমিতির সদস্য মানিক মৈত্র। ট্রেনে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম সুবীর চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর মালাকাবকে। গুঁবাও মৌসুমীর বাড়িই যাচ্ছেন ‘প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থা’র তবফ থেকে। ৭ সেপ্টেম্বর ববীন্দ্রসদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবেন প্রমাব তবফ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর বায়, তাবই প্রযোজনে কিছু কথা সাবতে। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায এই অনুষ্ঠানের বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছে প্রমা।

আদ্রায় যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ছটা। ঝড়িয়াডিহিব রেল কোয়ার্টাবে মৌসুমীদের বাড়ি পৌঁছলাম সাড়ে ছটায। পাহাবাবত পুলিশ ঢোকাব মুখে বাধা দিলেন। মৌসুমীর বাবা সাধনবাবু'র সঙ্গে আমাদের পবিচয় কবিযে দিলেন সুবীবাবু। সাধনবাবু ভিতবে নিয়ে গেলেন। এক ঘবেব ছোট কোয়ার্টাব। সামনে একফালি কাঠের জাফবি ঘেবা বাবান্দা। ভিতবে বাবা ঘব। ঘবে দিনেব বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। সাধনবাবু আলাপ কবিযে দিলেন স্ত্রী শিপ্রা ও দুই মেযে মৌসুমী এবং মহুযাব সঙ্গে।

সাধনবাবু টানা ঘণ্টা দুযেক মৌসুমী বিষয়ে নানা কথা শোনালেন, দেখালেন দেশেব বিভিন্ন প্রান্তেব পত্র-পত্রিকায মৌসুমীকে নিয়ে প্রকাশিত লেখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিব কাছ থেকে আসা চিঠি ও টেলিগ্রাম। জানালেন ২১, ২২, ২৩ সেপ্টেম্বর মৌসুমীকে নিয়ে দিল্লিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে। অফিস ‘স্পেশাল লিভ’ দিয়েছে। আমন্ত্রণেব চিঠি দেখতে চাওয়ায বললেন, চিঠি অফিসে আছে। শুনলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেব বিশ্বখ্যাত প্যাবাসাইকোলজিস্ট আইন স্টিভেনসন সাধনবাবুকে

চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, মৌসুমীকে পবীক্ষা কবতে আসছেন।

সাধনবাবুর কথায় মাঝেই জিজ্ঞেস কবলাম, “কিছু কিছু পত্রিকায লেখা হয়েছে মৌসুমীৰ জ্ঞান গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের। মৌসুমী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা কবছে। কথাগুলো কি সত্যি?”

সাধনবাবু জানালেন “গ্র্যাজুয়েশন কী বলছেন, ওব জ্ঞান অনার্স লেভেলের। ও মাধ্যমিকে বসতে বাধ্য হচ্ছে, মাধ্যমিক না দিলে কলেজে ভর্তি কবায় আইনগত অসুবিধে আছে বলে। তবে এটুকু জেনে রাখুন মাধ্যমিকে ও ফার্স্ট হবেই এবং বেকর্ড নাশ্বার পেয়েই। ওর হাই স্ট্যাভার্ডেব উত্তর কজন এগজামিনাব বুঝবেন সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। আর ওর গবেষণাব যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সত্যি। ওব রিসার্চের কাজ শেষ হলে পৃথিবী জুড়ে হে-ঠে পড়ে যাবে। একটুও না বাড়িয়েই বলছি, প্রত্যাশা বাখছি ও নোবেল প্রাইজ পাবে এবং শিগগিরই।”

“কী বিষয় নিয়ে রিসার্চ কবছো তুমি?” মৌসুমীকে প্রশ্নটা কবলে উত্তর দিলেন সাধনবাবুই “তিনটি বিষয় নিয়ে বিসার্চ কবছে। বিষয় তিনটি খুবই গোপনীয়। আব যে সব সাংবাদিক এসেছিলেন তাঁদের কাউকে বলিনি। আপনাকে বলেই শুধু বলছি—এয়ার পলিউশন, সোলাব এনার্জি ও কোলকে সালফার মুক্ত কবাব বিষয় নিয়ে বর্তমানে গবেষণা কবছে। পববর্তীকালে জেনেটিকস নিয়ে গবেষণাব ইচ্ছে আছে। অনেক দেশের নজর ওর ওপর বয়েছে। গবেষণাব বিষয়টি জানাজানি হবে গেলে বিদেশী শক্তি ওকে কিডন্যাপ কবতে পারে। তাই এই গোপনীয়তা।”

“মৌসুমী তোমাব গবেষণাব কাজ কেমন এগোচ্ছে।”

এবাবের উত্তর মৌসুমীই দিল, “খুব ভালমতই এগোচ্ছে, আশা কবছি এব জন্যে নোবেল পাব আডাই বছরের মধ্যে।”

ষষ্ঠা দুয়েকের মধ্যে নানাবকম গল্প-সল্প, হালকা বসিকতা, মুড়ি-তেলেভাজা, চা ইত্যাদি মাঝে মাঝে মৌসুমীকে যত বাবই প্রশ্ন কবেছি প্রায় ততবাবই উত্তর দিয়েছেন সাধনবাবু এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিপ্রাদেবী। ইতিমধ্যে ওঁবা দুজনেই জানালেন, বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কথা, যাঁবা প্রত্যেকেই মৌসুমীৰ জ্ঞানের দীর্ঘ পবীক্ষা নিয়ে বিস্মিত হয়েছেন। আমাকে সাধনবাবু বললেন, “আপনি যে কোনও কেন্দ্রীয় বা বাজ্য মন্ত্রীৰ নাম জিজ্ঞেস ককন, দেখবেন পটাপট উত্তর দেবে, অথবা জিজ্ঞেস ককন না কোনও দেশেব বাষ্ট্র প্রধানের নাম। অথবা অন্য কিছুও জিজ্ঞেস কবতে পাবেন।”

সাধনবাবু মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কবলেন, “বাজীৰ গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন?”

মৌসুমী বলে গেল, “থার্ট ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইটটি ফোব।”

সাধনবাবুব আবাব প্রশ্ন, “কবে কলকাতাব জন্ম হয়েছিল?”

সাধনবাবুব চকচকে চোখে উৎসাহিত প্রশ্নে ও মৌসুমীৰ জবাবে সুবীৰবাবু ও শঙ্কবাবু যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছিলেন।

সুবীৰবাবু আমাকে জিজ্ঞেস কবলেন, “সব ঠিক ঠিক উত্তর দিচ্ছে তো?”

বললাম, “হ্যাঁ।”

ইতিমধ্যে সাধনবাবু আবও অনেক প্রশ্নই কবেছেন। আমাকেও এই ধবনের প্রশ্ন কবে মৌসুমীৰ স্ববণ শক্তির পবীক্ষা নিতে আবাবও উৎসাহিত কবলেন সাধনবাবু ও

শিপ্রাদেবী ।

না, জিজ্ঞেস কবলাম না । কাবণ মৌসুমীৰ বাবা মা যেভাবে আমাকে পৰীক্ষা নিতে মানসিক ভাবে চালিত কৰবেন সেভাবে পৰীক্ষা নিলে যে বাস্তবিকই পৰীক্ষাটা আব পৰীক্ষা থাকবে' না, সে বিষয়ে সচেতন ছিলাম ।

পত্ৰ-পত্ৰিকা পড়ে ও দূৰদৰ্শনেৰ কল্যাণে জেনেছিলাম সাধনবাবু বিজ্ঞানী । মৌসুমী তাঁকে বিজ্ঞান গবেষণাৰ সাহায্য কৰে । এও জেনেছি মৌসুমীৰ মা শিপ্রাদেবীও ভাল ছাত্ৰী ছিলেন । কিন্তু সাধনবাবু আব শিপ্রাদেবীৰ কথাবার্তায, ব্যবহাবে এই জানাকে সত্য বলে মেনে নিতে খুবই কষ্ট হ'ছিল দুজনেৰ বাক্ চাতুৰ্যকে তাবিফ কৰেও বাস্তব সত্যকে টেনে আনতে বললাম, “ডাক্তাৰ ডি এন গাঙ্গুলী আনন্দবাজাবেৰ প্ৰতিবেদককে বলেছেন, “মৌসুমীৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিৰ পিছনে আছে সম্ভবত বহু প্ৰজন্ম পূৰ্বেৰ কোনও সুপ্ত জিন, এই মেয়েটিৰ মধ্যে যাব আত্মপ্ৰকাশ ঘটছে।” এই পৰিপ্ৰেক্ষিতে আপনাৰ ও আপনাৰ স্ত্ৰীৰ কাছে আপনাদেৰ পূৰ্ব পুৰুষদেৰ বিষয়ে জানতে চাই ।”

সাধনবাবু জানালেন, “আমাদেৰ পূৰ্বপুৰুষদেৰ কেউ ঋতিধৰ ছিলেন বলে কোন দিনই শুনি নি ।” আবও জানালেন চাষ-বাসই ছিল পূৰ্ব পুৰুষদেৰ জীৱিকা । সাধনবাবু ও তাঁৰ দাদাই প্ৰথম চাকৰী কৰেছেন । শিপ্রাদেবী জানালেন, “আমাৰ বাবা ঠাকবুদাৱা ছিলেন বড় বড় অফিসাৰ ।”

“কি ধবনেৰ বড় অফিসাৰ ?” প্ৰশ্ন কৰে জানতে পাবলাম, বাবা ছিলেন গ্ৰামেৰ পোষ্ট অফিসেৰ পোষ্ট মাষ্টাৰ এবং ঠাকবুদা ছিলেন বাঁকুড়া জেলাৰ একটি গ্ৰামেৰ প্ৰাইমাৰি স্কুলেৰ হেডমাষ্টাৰ ।

সাধনবাবু '৬৯ সালে স্কুল ফাইনালে পাশ কৰেছেন থাৰ্ড ডিভিশনে । '৭৩-এ পাশ কোর্সেৰ বি এস সি পাশ কৰেন । বিষয় ছিল ফিজিক্স, কেমেস্ট্ৰি ম্যাথমেটিক্স । '৭৮ এ ধানবাদেৰ ফুয়েল বিসার্চ ইন্সটিটিউট-এ স্টেনোগ্ৰাফাৰ হিসাবে যোগ দেন । '৮২-তে প্ৰমোশন পেয়ে জুনিয়াৰ লেবোৰেটৰি অ্যাসিস্ট্যান্ট হন এবং বৰ্তমানে জুনিয়ৰ সাইনটিস্ট পদে কাজ কৰেছেন ।

শিপ্রা দেবী স্কুল ফাইনাল পাশ কৰেছেন '৭৪-এ থাৰ্ড ডিভিশনে । '৭৮-এ পাশ কোর্সে বি এ পাশ কৰেন । স্টেনোগ্ৰাফি জানেন । '৮৬-তে ইনটিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভলাপমেণ্ট-এ সুপাৰভাইজাৰ পদে যোগ দেন ।

শিপ্রা দেবী লক্ষ্মীৰ ভক্ত । সাধনবাবু মা-কালীৰা । শিপ্রা দেবীকে জিজ্ঞেস কবলাম, “একটি পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশিত হয়েছ, আপনি নাকি মৌসুমীৰ জন্মেৰ সময় দেখেছিলেন মা লক্ষ্মী শ্বেতবৰ্ণা সৰস্বতীৰ ৰূপ নিয়ে আপনাৰ কোলেৰ কাছে এসে মিলিয়ে যান । ঘটনাটা কি সত্যি ?”

শিপ্রা দেবী উত্তৰ দিলেন, “পুবোপুৰি সত্যি ।”

“আপনি কি বিশ্বাস কৰেন মৌসুমীই সৰস্বতী ?”

“মৌসুমী এই বয়সেই যেভাবে গবেষণাৰ কাজ দ্ৰুততাব সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তাতে এমনটা বিশ্বাস কৰা কি অবাস্তব কিছু ?”

“মৌসুমী কী কী ভাষা তুমি জান ?” জিজ্ঞেস কৰায় মৌসুমীৰ বাবা ও মা জানালেন, বাংলা, হিন্দি, ইংবেজি, জাৰ্মান ও ডাচ ভাষা জানে ।

আমার লেখা ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ বইটি থেকে দুটি বাক্য একটি সাদা পাতায় লিখে ফেলল মানিক। পাতাটা এগিয়ে দিল মৌসুমীর কাছে। অনুবোধ কবলাম চাবটি ভাষাতেই বাক্য দুটি অনুবাদ করে দিতে।

সাধনবাবু বললেন, “ও পবীক্ষা কবতে চাইছেন? আপনাদেব এত কামেনাব ও কষ্টেব কোনও দবকাব হবে না।” তাক থেকে একটা বই বেব কবে তাব থেকে একটা পৃষ্ঠা মৌসুমীর সামনে মেলে ধবে বললেন, “এখান থেকে বাংলাটা পড়ে চারটে ভাষাতেই অনুবাদ কবে কাকুদেব শুনিযে দাও।”

সাধনবাবু বাখা বইটা তুলে নিয়ে বললাম, “হিন্দি, ডাচ, জার্মানেব কিছুই বুঝবো না। তাইতেই মৌসুমীকে দিয়ে লিখিযে নিচ্ছি। যাঁবা জ্ঞানেব তাঁদেব দেখিযে নেব।”

মৌসুমী বাব কয়েক পড়ে বললো, “ইংবেজি কবতে পাববো না।” বললাম, “তাই লিখে দাও।” ‘English’-এব জায়গায় ‘No’ লিখে তলায নিজেব নাম সই করে দিল। হিন্দিতে প্রথম দুটি বাক্য অনুবাদ কবলো। ইতিমধ্যে মা বললেন, “কেন, তুমি ইংবেজি পাববে না, চেষ্টা কব না।” মৌসুমী বললো, “যুগেব ইংবেজি কি?” মা বললেন, “তুমি তো জ্ঞান যুগেব ইংবেজি era। চেষ্টা কব চেষ্টা কব।” মৌসুমী ‘In modern era’ পর্যন্ত লিখে প্রথম বাক্যটা অসমাপ্ত বাখলো কয়েকটা ডট চিহ্ন দিয়ে। তাবপব দ্বিতীয় বাক্যটা শেষ কবলো। Dutch লিখে লিখলো No। German লিখেও No। তাবপব স্বাক্ষব ও তাবিখ।

সাধনবাবু আমাকে কিছু বলছিলেন। শুনছিলাম। সেই সুযোগে শিপ্রা দেবী মৌসুমীকে ইংবেজি অনুবাদেব অসমাপ্ত অংশটুকু ইংবেজিটা বলে দিয়ে লেখালেন আমাদেব পাঁচ আগন্তুকেব উপস্থিতিতেই। আমি শিপ্রাদেবীকে বললাম, “পবীক্ষাটা মৌসুমীর নিচ্ছি, আপনাব নয। অতএব, আপনাব বলে দেওয়া অংশটা কাটুন।” অসন্তুষ্ট শিপ্রা দেবী লম্বা দাগ টেনে কাটলেন। অবশ্য না কেটে মৌসুমীর ইংবেজি জ্ঞানেব প্রমাণ হিসেবে ধবে নিলেও মৌসুমীর মূল্যায়নেব ক্ষেত্রে সামান্যতম তাবতম্য ঘটতো না। কাবণ শিপ্রা দেবীর অনুবাদও ছিল সম্পূর্ণ ভুলে ভবা। কাটা অংশে মৌসুমী, সাধনবাবু ও সুবীর চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষব কবলেন।

শিপ্রা দেবী আবাব মুখ খুললেন, “মৌসুমী, তুমি ডাচ ও জার্মান বে সব শব্দগুলো শিখেছ সেগুলো বলে দাও তো।” বললাম, “তাব কোন প্রয়োজন নেই। ‘ধন্যবাদ’ কথাটা ২৫টি ভাষায় কেউ বলতে বা লিখতে শিখলে এই প্রমাণ হয় না যে সে ২৫টি ভাষা জানে।”

দুটি বাক্যেব হিন্দি অনুবাদে মৌসুমী ভুল কবেছিল ১৩টি। একথা পবেব দিন জেনেছিলাম কলকাতা ৫৫-ব বাষ্ট্রভাষা জ্ঞানচক্রেব অধ্যক্ষ নিমাই মণ্ডলেব কাছ থেকে। ইংবেজি অনুবাদেব অবস্থা আবও খাবাপ। প্রথম বাক্যটিব কথা তো আগেই বলেছি। দ্বিতীয় বাক্যটিব অনুবাদও ছিল আগাগোড়া অর্থহীন ও ভুলে ভবা।

সাধনবাবু এক সময় বলতে শুরু কবলেন, “বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী ও পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে ‘প্রডিজি’ বলে ঘোষণা কবেছে। মৌসুমীর আই কিউ অবশ্যই প্রডিজি মিনিমাম লেভেলেব চেয়ে অনেক বেশি, ওব আই কিউ ২৮০।”

তৈবই ছিলাম। নর্মান সুলিভান-এব লেখা ‘টেন্ট ইয়োব ইনটেলিজেন্স’ বই-এব

‘ইজি’ গ্রুপ থেকে তিনটি এবং ‘মোব ডিস্ট্রিকাল্ট’ গ্রুপ থেকে দুটি আই কিউ দিলাম। যাবা আই কিউ ক্ষমতাব ন্যূনতম দাবীদাব তাবা প্রত্যেকেই এই পাঁচটিব মধ্যে অন্তত তিনটি প্রশ্নেব উত্তর দিতে সক্ষম। মৌসুমী আমাদের প্রত্যেককে নিবাশ কবে সাধনবাবুব দাবিব চূড়ান্ত অসাড়তা প্রমাণ কবলো দুটিব ক্ষেত্রে “পাববো না” জানিয়ে এবং তিনটিব ক্ষেত্রে ভুল উত্তর দিয়ে।

তিনটি অংক দেওয়া হলো। যাব মধ্যে দুটি সিল্ল সেভেন লেভেলের। প্রথম অংকটি—দুটি মৌলিক সংখ্যাব যোগফল ৭৫। সম্ভাব্য সংখ্যা দুটি কত? ইংবেজিতে লেখা প্রশ্নটা মানিককেই পড়ে দিতে হলো। মৌসুমী মানে বুঝতে পাবছিল না। বাংলা মানে কবে মৌলিক সংখ্যাব ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলো—যে সংখ্যাকে শুধু মাত্র সেই সংখ্যা এবং ১ দিয়ে ভাগ কবা যায় তাকেই বলে মৌলিক সংখ্যা।

এত বোঝানোব পবও মৌসুমী লিখলো ৫২ ও ২৩। উত্তরটা অবশ্যই ভুল। কাবণ ৫২কে ২, ৪, ১৩ ইত্যাদি দিয়ে ভাগ কবা যায়।

দ্বিতীয় অংকটি ছিল, বাম শ্যামেব দোকানে এলো। ৫০ টাকাব জিনিস কিনে ১০০ টাকা দিল। শ্যামেব কাছে খুচরো না থাকায় শ্যাম মধুব দোকান থেকে বামেব ১০০ টাকা দিয়ে খুচরো এনে ৫০ টাকা বামকে দিল বাম চলে গেল। মধু এসে জানালো ১০০ টাকাটা নকল। শ্যাম মধুকে ১০০ টাকাব একটা নোট ফেবত দিতে বাধ্য হলো। শ্যামেব কত টাকা ক্ষতি হলো?

মৌসুমী বাব কয়েক প্রশ্নটা পডলো। ওব বাবাও প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিতে সাহায্য কবলেন। মৌসুমী বাবাব দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন কবলো, “২০০ টাকা হবে না বাবা।”

সাধনবাবু বললেন, “তাই লেখো।” এই কথাব মধ্য দিয়েই সাধনবাবু মৌসুমীকে ২০০ টাকা লেখাব সংকেত দিলেন। আমি নিশ্চিত, সাধনবাবুব কাছে উত্তরটা অন্য কিছু মনে হলে “আব একটু ভাব” জাতীয় কিছু বলে বুঝিয়ে দিতেন উত্তর ঠিক হচ্ছে না।

মৌসুমী উত্তর ২০০ টাকা লিখে স্বাক্ষর কবলো। এই উত্তরটাও মৌসুমী ও সাধনবাবুব ভুল হলো। উত্তর হবে ১০০ টাকা। কাবণ, শ্যাম মধুব কাহ থেকে ১০০ টাকা পেয়েছিল, ১০০ টাকাই ফিবিষে দিল। লাভ-ক্ষতি শূন্য। ক্ষতি শুধু বামকে, দেওয়া ৫০ টাকাব জিনিস ও ৫০টি টাকা।

ব্যর্থতা ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেবিষে আসতে সাধনবাবু বললেন, “ও ফিজিঙ্গ, কেমোস্তিতে অনার্স স্ট্যান্ডার্ডেব। ওকে বুঝতে হলে ওই সব নিয়ে প্রশ্ন কবন।”

এমন একটা অবস্থাব জন্যও তৈবি ছিলাম। পাঁচটা প্রশ্ন লিখে উত্তর দেওয়াব মত জায়গা বেখে হাজিব করলাম মৌসুমীব সামনে। প্রশ্নগুলো অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বি এস সি পাশ কোর্স মানেব। প্রথম প্রশ্ন “What is the formula of Chrome alum?”

মৌসুমী পবিকার অক্ষবে লেখা ইংবেজিও পডতে পাবছিল না। পডে বাংলা মানে কবে দেওয়াব পবও মৌসুমী উত্তরবেব সংকেতবেব আশায বাবাব মুখেব দিকে চেয়ে বইলো। বাবা বললেন, “মনে নেই পটাসিয়াম অ্যালার্মেব ফর্মুলা?” বাবাব সব চেষ্টাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে মৌসুমী লিখল “No”। কবলো স্বাক্ষর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল “What is the clue of chemical reactions ?” মৌসুমীকে পূর্ববৎ বাংলা মানে কবে দিতে হলো। মৌসুমী আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত লিখলো “No”। কবলো স্বাক্ষর।

তৃতীয় প্রশ্ন “What is the equivalent weight of an acid ?” প্রশ্ন নিয়ে মৌসুমী এবাবও খাবি খেল। সাধনবাবু বললেন, “অ্যাসিড কাকে বলে মনে নেই।” মৌসুমী দম দেওয়া পুতুলের মত বলে গেল, অ্যাসিড কাকে বলে। সাধনবাবু মেয়েকে বাব বাব কবে ধবিযে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৌসুমী আবার ব্যর্থতার পবিচয় দিয়ে লিখলো “No”।

চতুর্থ প্রশ্ন “What is dynamic allotropy ?” বাংলা মানে বলে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমীর কিছুই বোধগম্য হলো না। বাবা allotropy-ব মানে ধবিযে দিতে বলেছিলেন, “কার্বন মানে হিবে।” না, মৌসুমী তাও উত্তর খুঁজে পায়নি। লিখেছিল “No”।

শেষ প্রশ্ন ছিল “What is the condition for the angle of contact to wet the surface ?” এবাব বাংলা কবে দেওয়া সত্ত্বেও মৌসুমী কেন, সাধনবাবুও মানে ধবতে পাবলেন না।

প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তরের পাতায় সাধনবাবু ও সাক্ষী হিসেবে সুবীরকুমার চ্যাটার্জির স্বাক্ষর কবিযে নিলাম।

সাধনবাবুব নিজের বাড়ি বেল-কোয়ার্টারের কাছেই। সেখানেই মৌসুমীর গবেষণাগার। আমবা সকলেই গেলাম সেখানে। ছোট বাড়ি। তাবই ঘরের দেওয়ালের ব্যাকের দুটি সাবিতে কয়েকটা টেস্ট টিউব, বাউন্ড বটম ফ্লাস্ক ইত্যাদি সাজান। এটাকে গবেষণাগার বললে গবেষণা ব্যাপারটাকেই ছেলেখেলা পর্যায়ে টেনে নামান হয়।

সাধনবাবুকে বললাম, “আলোকপাত পড়ে জানলাম, মৌসুমীর টাইপের স্পিড ইংবেজিতে ৯০ এবং বাংলায় ৪০। ওব টাইপের স্পিড নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন কথা লেখা হয়েছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে—আমাব মত অনেকেই বুঝে উঠতে পাবছেন না। এ বিষয়ে আপনাব মুখ থেকেই শুনতে চাই।”

সাধনবাবু জানালেন, “ইংবেজিতে ওব স্পিড মিনিটে ৬০, তবে বাংলায় ধবে ধবে টাইপ কবে। কোনও স্পিড নেই।”

ইংবেজি টাইপের পৰীক্ষা নিতে চাওয়ায শিপ্রা দেবী একটা বই এগিয়ে দিলেন মেযের দিকে। আমি সেই বইটা সবিয়ে এগিয়ে দিলাম ‘সানডে’ পত্রিকাব ২৩—২৯ জুলাই সংখ্যাব পৃষ্ঠা ২১। মৌসুমী টাইপ কবলো ১ মিনিট সময়ে যতটা পাবলো। স্বাক্ষর কবলো নিজেই। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন সাধনবাবু ও সুবীবাবু। সাধনবাবু এও লিখে দিলেন এটা এক মিনিটে টাইপ কবা হয়েছে।

দমদম মতিঝিল কলেজের গায়ে হিলনাব কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট-এব ইনস্ট্রাক্টর নিবঞ্জন দাসেব সঙ্গে দেখা কবে মৌসুমীর কবা টাইপের পাতাটা দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এটার টাইপিং স্পিড কত? শ্রীদাস এই কাগজেই লিখে দিলেন স্পিড ২২। অবশ্য টাইপিং নির্ভুল ছিল না। ভুল ছিল তিনটি। আমবা কয়েকজন টাইপ

On a given working day, the office of Maharashtra's solitary of urban development, Dinesh Kumar Jain, is invaded by any number of represent



মৌসুমী ও তার গবেষণাগার

শিক্ষার্থীর উপর পবীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, তাঁরা ওই অংশটুকু ৩৫ থেকে ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে করে দিতে পেরেছেন।

বিদায় লগ্নে মৌসুমীর বাবা অনুবোধ কবলেন, যেযেব ঐ অকৃতকার্যতাকে প্রকাশ না কবার জন্য। সেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় ববীন্দ্র সদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন জানানাব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানলেন।

আমাদের পাঁচ আগন্তুককে বিজ্ঞায় তুলে দিতে এলেন সাধনবাবু। সাধনবাবুকে বললাম, “মৌসুমী খুব সুন্দর যথেষ্ট সম্ভাবনাময় একটি মেয়ে। ওর মুখ চেয়ে আপনাকে একটি অনুবোধ, ওকে না বুঝিয়ে মুখস্থ কবাবেন না। এতে প্রচাব হয়তো পাবেন কিন্তু এই না বুঝে মুখস্থ কবাব-প্রবণতা ওর বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বাধা হতে পারে।”

৭ আগস্ট “The Telegraph” দৈনিক পত্রিকায বঙ্গ করে প্রকাশিত হলো মৌসুমীকে পবীক্ষা কবাব ও তার অনুষ্ঠীর্ণ হওয়ায খবর।

The Telegraph

THURSDAY 7 SEPTEMBER 1989 VOL VIII NO 62

Prodigy fails test by rationalist

By Pathik Guha

Calcutta, Sept. 6: Six-year-old Mousami Chakraborty is not the prodigy her parents have been making her out to be

As a special case, Mousami has been allowed by the state government to sit for the Madhyamik examination in 1991. But rationalist Prabir Ghosh, masquerading as a journalist, met her on September 3 at Adra in Purulia and found that she could not answer a single of his IQ posers

Mr Ghosh interviewed Mousami for an hour. He had for her five IQ posers, three class-VIII mathematical problems and five science problems. Mousami drew a blank on each of these and Ghosh has the answers on paper.

Mousami made headlines when her father took her to Writers' Buildings to meet the state relief minister, Ms Chhaya Bera. The minister was so impressed that she persuaded the education department to allow the girl to sit for the Madhyamik examination.

Earlier, Mousami's father had failed to get her admitted to class-VIII of a local school because she was underaged.

Since the visit to Writers', Mousami has been something of a celebrity. Her father has

an appointment with the Prime Minister later this month. And tomorrow an organisation called Proma will be "honouring" the little girl at Sisir Mancha.

Mousami's parents say she knows Dutch, German, Hindi and has a typing speed of 45 words per minute.

Mr Ghosh, who is a secretary of the Science and Rationalists' Association, found none of this to be true. Mr Ghosh is a veteran at debunking godmen and investigating paranormal feats.

One of the mathematical puzzles he put her was: Ram bought items worth Rs 50 from Shyam's shop. He gave him a 100-rupee note. Shyam did not have change and so he got it (exchanging the note) from a shop next to his. After Ram left Shyam's shop with the purchase, the shopkeeper came to Shyam to tell him that the 100-rupee note was a forged one and Shyam had to compensate him. How much loss did Shyam incur? Mousami's answer: Rs 200. (The correct answer: Rs 100).

Mr Ghosh believes that Mousami has an extraordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote. But a prodigy, he says, she definitely is not.

৭ আগস্ট সন্ধ্যায় আমাদের সমিতির পক্ষে আমি এবং কয়েকজন ‘ববীন্দ্র সদন’-এ উপস্থিত ছিলাম মৌসুমীর অভিনন্দন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ কবতে।

মৌসুমীকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা মত অন্নদাশঙ্কর বাবু কয়েকটি প্রশ্ন কবলেন। মামুলি প্রশ্ন। সচেতন দর্শকবা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য কবলেন অন্নদাশঙ্কর বাবুকে ইংবেজিতে কবা প্রশ্ন “ডু ইউ ওয়ান্ট হ্যাপিনেস ?” স্পষ্ট ভাষায় উচ্চাবিত হলেও ও মানে ধবতে পাবলো না। উত্তর দিল “আই ওয়ান্ট টু বি এ সায়েন্টিস্ট”। অন্নদাশঙ্কর হেসে ফেলে আবাব প্রশ্নটা কবলেন। মৌসুমী বিষয়টা ধবতে চাইছিল কিন্তু পাবছিল না। পাশে বসা কৃষ্ণ ধব প্রশ্নটা বাংলা কবে দিলেন। এবপবও অন্নদাশঙ্কর যেসব ইংবেজি প্রশ্ন কবেছিলেন, তাব বাংলা অনুবাদ কবে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধবকে।

সাধনবাবু কিছু বলতে উঠলেন। মেয়েব বিষয়ে অনেক কিছুই বললেন। আবাবও ঘোষণা কবলেন হিন্দি, ইংবাজি, ডাচ, জার্মান ভাষা জানে। সাধনবাবুই মেয়েকে কয়েকটা প্রশ্ন কবলেন। ও উত্তর দিল। আমি প্রশ্না সংস্থাব অন্যতম ব্যবস্থাপক সুধীববাবু ও শংকরবাবুকে বললাম আমাকে কিছু প্রশ্ন কবাব অনুমতি দেবেন ? সভাব পরিচালক অমিতাভ চৌধুরী আমাকে অনুবোধ কবলেন কোনও প্রশ্ন না কবতে এবং সাধনবাবুব মিথ্যা ভাষণেব প্রতিবাদ না কবতে। যুক্তি হিসাবে শ্রীচৌধুরী দুটি কাবণ দেখিয়েছিলেন। এক মেয়েটি তাব অভিনন্দন অনুষ্ঠানেই অপমানিত হলে চবম আঘাত পাবে। দুই অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পাবে। অগ্রজ-প্রতিম অমিতাভ চৌধুরীব অনুবোধকে আদেশ হিসেবে শিবোধার্য কবে নিয়েছিলাম।

৭ সেপ্টেম্ববেব টেলিগ্রাফে মৌসুমীব বিষয়ে আমাদের সমিতির মতামত প্রকাশিত হওয়াব পবদিনই, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্ববেব টেলিগ্রাফে দেখলাম সাধনবাবু টেলিগ্রাফেব সাংবাদিককে জানিয়েছেন, সে দিনেব পরীক্ষায় খাবাপ কবাব কাবণ মৌসুমী সেদিন ‘ব্যাড মুড’-এ ছিল এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সাধনবাবুবও বোধশক্তিব অগম্য। মৌসুমীকে নাকি আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলেব প্রশ্ন কবেছি। আই কিউ-এব প্রশ্নগুলো নাকি ব্যাক্সেব প্রবেশনাবি অফিসাব নিয়োগ পরীক্ষায় দেওয়া হয়। অনুবাদ কবতে দিয়েছিলাম গ্র্যাজুয়েশন লেভেলেব। তাবপবই সাধনবাবু আবাব পরীক্ষা কবাব জন্য আমাব ও আমাদের সমিতির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

সেই সঙ্গে জানিয়েছেন এটা ভুললে চলবে না সে সাত বছবেব শিশু এবং ১৯৯১-এ মাধ্যমিকে বসবে।

মৌসুমীব মুড ছিল না বলে সবই ভুল কবেছে, এমনটা বিশ্বাস কবা খুবই কঠিন। তবু আমবা সাধনবাবুব দেওয়া আবাব পরীক্ষা গ্রহণেব প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছি।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতাব, দূবদর্শন, সংবাদ সবববাহ সংস্থা সহ প্রচাব মাধ্যমগুলো, বাজ় শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, মধ্য শিক্ষা পর্যদেব সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক বক্তব্যে আমাদের সমিতির পক্ষে সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি জানান, মৌসুমীকে পরীক্ষা কবতে কী কী ধবনেব প্রশ্ন কবা হয়েছিল, তাবই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌসুমীব ব্যর্থতাব খবব। আবও জানান, মৌসুমী লিখিতভাবেই জানিগেছে ‘ডাচ’, ‘জার্মান’ জানে না, হিন্দি ও ইংবেজিতে অনুবাদেব ক্ষেত্রে ব্যর্থতাব পরিচয় দিয়েছে, ইংবেজিতে টাইপ কবেছে ২২ স্পিডে, তাও টাইপে

Child prodigy was in a bad mood

Calcutta, Sept. 7: The seven-year-old child prodigy, Mousami Chakraborty, said here today that she "performed miserably" in a recent test by rationalists because she was "in a bad mood on the day of the interview and some of the questions were beyond my comprehension."

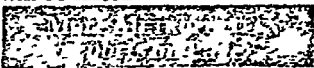
Mousami was honoured by Proma a cultural organisation for "being endowed with surprising qualities of memory and intelligence" at a function in Rabindra Sadan here today. The noted litterateur Ananda Shankar Ray presented Mousami with a trophy and praised the girl's "unique perception of knowledge considering her tender age."

Mousami's father, Mr Sadhan Chakraborty, a resident of Adra, today criticised Mr Prabir Ghosh, secretary of the Science and Rationalist Association for "passing a hurried judgment about the girl's intelligence without resorting to any scientific ways of assessing her intelligence." He said, "Mousami is just seven years old and she has been allowed to sit for the Madhyamik examinations in 1991 when she would be nine years old. But the questions asked by Mr Ghosh were of post graduate level."

Referring to the IQ posers which Mousami could not answer, Mr Chakraborty said the questions asked were those asked in tests for probationary

officers in Indian banks. The Bengali to Hindi translation was "too difficult and surely of the graduate level. You cannot just expect her to know everything. It would be unjust to say that because she is out of the ordinary, there is nothing she does not know."

Mr Chakraborty said he challenged the rationalist to test his daughter once again after the questions were vetted by independent authority. "It is not without reason that the West Bengal government has allowed my daughter to appear for the Madhyamik examinations in 1991 where her actual talents will be tested."



Mousami's mother said it was true that the seven-year-old girl had an exceptional memory and "does not forget anything if she has read it only once." Mousami is also a talented singer and has composed many songs. She added, "We must appreciate that the girl has several marvelous qualities which she has proved to several journalists, ministers and professors. And it is they who discovered the prodigy." After being honoured at the function here, Mousami recited by rote the Oath of President of India.

However, Mousami faulted while mentioning the birthdate of Ananda Shankar Ray.

ভুল ছিল। মৌসুমীর বাবা দাবি করেছেন—অনুবাদ কবতে দেওয়া হয়েছিল গ্রাজুয়েট লেভেলেব, আই কিউ ছিল ব্যাক্সেব প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ পরীক্ষা পর্যায়েব এবং প্রশ্নগুলো ছিল পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলেব'। আমবা সেভেন, এইটের কয়েকজন ভাল ছাত্র-ছাত্রীকে ওইসব অঙ্ক, আই কিউ ও ইংবেজি অনুবাদ কবতে দিযে দেখেছি, তাবা প্রত্যেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তবদানে সমর্থ হয়েছিল। মৌসুমীর বাবা আমাদের সমিতিকে জানিয়েছিলেন, মৌসুমীর জ্ঞান যদিও অনার্স গ্রাজুয়েটেব মান অতিক্রম কবেছে, কিন্তু শুধুমাত্র আইনসম্মতভাবে উচ্চশিক্ষা লাভেব প্রয়োজনে ও '৯১-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। মৌসুমীর বাবা যে হেতু জানিয়েছিলেন পরীক্ষা গ্রহণেব দিন মৌসুমী মুড়ে ছিল না, আমবা মৌসুমীকে কিছু প্রস্তাব বাখছি।

১। মৌসুমী যখন ভাল 'মুড়ে' থাকবে তখন আবাব ওব পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সংস্থা মৌসুমীর এবং ওব মা-বাবাব যাতায়াত খবচ পর্যন্ত বহন কববে।

২। সংবাদপত্র, দূবদর্শন, বেতাব এবং অন্যান্য প্রচাব-মাধ্যম, শিক্ষা দপ্তব ও অন্যান্য সবকাবি দপ্তর মৌসুমীর বিষয়ে পরীক্ষা চালাতে চাইলে নিশ্চয়ই সহযোগিতা কববে।

৩। মৌসুমীর মা-বাবা মৌসুমীর মেধাব সত্যিকার মান বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত কবন।

তাঁবা কখনো বলছেন মৌসুমীর জ্ঞান অনার্স গ্রাজুয়েট মানেব, কখনো বা বলছেন, এটা ভুললে চলবে না, মৌসুমী '৯১-এ মাধ্যমিক দেবে।

বহু ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতিব এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে আবাব পরীক্ষায় হাজির কবতে সম্ভাব্য সমস্ত বকম চেষ্টা কবেছেন, কিন্তু মৌসুমীর বাবা-মা তাঁদেব দাবিব সত্যতা প্রমাণে এগিয়ে আসেননি।

সেই সময় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কোলফিল্ড টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছিলাম—

সাধনবাবুকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা কবে জানান মৌসুমীর জ্ঞান কোন্ পর্যায়েব। তাবপব তা আবাব ঘোষণা কবন। আপনিই এতদিন সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বলেছেন মৌসুমী গবেষণা কবেছে, জ্ঞান অনার্স লেভেলেব, দাক্ষণ আই কিউ, দাক্ষণ টাইপ স্পিড, বাংলা, হিন্দি, ইংবেজি, জার্মান ও ডাচ জানে (যা ৭ সেপ্টেম্বর ববীন্দ্রসদনেও প্রকাশ্যে বলেছেন), আজ তা হলে বলছেন কেন এটা ভুললে চলবে না ও সাত বছবেব মেয়ে ১৯৯১-তে মাধ্যমিক দেবে। আপনি কি মানুষকে বোকা বানাতে সেন্টিমেন্টে সুডসুড়ি দিতে চাইছেন ?

ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়েব পক্ষে ২২ স্পিডে টাইপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু ৬০-৯০-এ তোলাব মিথ্যে চেষ্টা কেন ? কোন উদ্দেশ্যে ডাচ, জার্মানেব মিথ্যে গল্প ফাঁদছেন ? কোন উদ্দেশ্যে ওব গায়ে অনার্স লেভেলেব তকমা এঁটেছেন ? গবেষক ইত্যাদি উদ্ভট কথা বলেছেন ? বহু সংবাদ মাধ্যমকে এইসব কথা বলাব পব এখনি কি আবাব 'বলিনি' বলবেন ভাবছেন ? আপনি যে বাস্তবিকই ওসব কথা বলেছেন, এমন প্রমাণ হাজির কবলে কী কববেন ভেবেছেন কি ? আবাব একটি বিনীত অনুবোধ, মৌসুমীকে 'দেবী' বা 'দেবশিশু' বানিয়ে শেষ কবে দেবেন না।

একটি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে চক্রান্তও শুরু হয়ে যায় তাবপবেই। প্রচাব কবতে থাকেন, 'সাত বছরের বাচ্চাব পিছনে লেগেছে,' 'বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ঝাঁশ দিচ্ছে', 'নাম কেনাব জন্য চিপ স্টান্ট দিচ্ছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। ঐদেব উদ্দেশ্যে জানাই—ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি যুক্তিবাদী মানসিকতাব প্রসাব চায়। যুক্তি মিথ্যেকে আশ্রয় কবে থাকতে পাবেনা। কোন্ বাজ্জনৈতিক নেতা, কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি, কোন্ প্রচাব মাধ্যম কাকে সমর্থন কবেছে দেখে সত্যানুসন্ধানে নামা বা না নামাটা আমাদের সমিতি ঠিক কবে না। যাঁরা সাত বছরের বাচ্চাব প্রসঙ্গ তুলেছেন, সাত বছরের বাচ্চাটির ক্ষতি তাঁবাই কবছেন। তিলে তিলে মিথ্যে প্রচাবের গাঁকে ডুবিয়ে দিচ্ছেন একটা শিশুব সম্ভাবনাকে, একটা সত্যকে। ধবংস কবতে চাইছেন একটা আন্দোলনকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে। মিথ্যাচারীদের সহানুভূতি ও কৃপাব উপব কোনও আন্দোলন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠবেও না। সমালোচকদের প্রতি আব একটা জিজ্ঞাসা—আপনাবা কি চান এবপব থেকে যুক্তিবাদী সমিতি বযস, লিঙ্গ, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিচার কবে মিথ্যাচারিতা ধবতে নামবে? যাঁরা সমালোচনাব গণ্ডি পাব হয়ে 'নাম কেনাব জন্য মিথ্যা চিপ স্টান্ট' বলে নোংরা কুৎসা ছড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে আমাদের চ্যালেঞ্জ—সাহস থাকলে সামনাসামনি প্রমাণ কবন আপনাদের বক্তব্যেব সত্যতা।

আন্তর্জাতিক সাক্ষবতা দিবস উদ্‌যাপন ও পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধবতা দূরীকরণ সমিতি'ব অষ্টম বাজ্জা সম্মেলন উপলক্ষে যুবভাবতী ক্রীড়াঙ্গনে বক্তা হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর '৯০ আমন্ত্রিত ছিলাম। কয়েক হাজাব শিক্ষক ও সাক্ষবতা কর্মীদের সোচ্চাব জিজ্ঞাসা ছিল মৌসুমীকে ঘিবে। উত্তবে সব কিছুই জানিবেছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন কবেছিলেন, মৌসুমী কি সতিই মাধ্যমিকে প্রথম হবে বলে মনে কবেন?

বলেছিলাম, আগেব দাবি প্রমাণেব ক্ষেত্রে দেখেছি মৌসুমী'ব মা-বাবা যে ধবনের ভূমিকা পালন কবেছেন, তাতে এমনটা ঘটাব অস্বাভাবিক নয, মৌসুমী'ব মাধ্যমিক পবীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেও কিছু ফাঁক ও ফাঁকিব ব্যবস্থা থেকেই যাবে, অর্থাৎ বাইবে থেকে মৌসুমীকে সহায়তা কবাব সুযোগ থেকেই যাবে।

১৭ সেপ্টেম্বর '৯০-এ 'আজকাল' দৈনিক পত্রিকায় 'ববিবাসব'-এ পাভলভ ইন্সটিটিউটেব ডিবেন্টব ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব একটি লেখা প্রকাশিত হলো। ১৩ আগস্ট আনন্দবাজাব পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁব বক্তব্য থেকে তিনি অন্ত্রুত বকম সবে এসেছেন, লক্ষ্য কবলাম। ১৭ সেপ্টেম্বর লিখছেন, "মৌসুমী'ব সঙ্গে আমাব প্রত্যক্ষ পবিচয় হয়নি। কাগজপত্রে তাব কথা পড়েছি, আব শুনেছি আমাব সহকর্মী ডঃ বাসুদের মুখোপাধ্যায়েব কাছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় আলিপুব সেণ্ট্রাল জেলেব মনোবোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি মৌসুমী'ব কাছে গিবেছিলেন। তাঁব কাছে শুনেছি তিনি আব সকলেব মত কোন প্রশ্ন না কবে মৌসুমীকে শুধু অবজার্ড কবে গেছেন। তাঁব কাছে যা শুনেছি এবং কাগজপত্রে যা পড়েছি তাতে তো অবাক হওয়াব কিছু নেই। সকলেই বলেছেন, মৌসুমী'ব তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি খুব প্রখব। সূতবায় মৌসুমীকে নিয়ে হইচই কবাব কোন কাণণ নেই। মনে বাখতে হবে স্মৃতিব সঙ্গে বুদ্ধিব কোন সম্পর্ক নেই। তাব স্মৃতিব মত বুদ্ধি ততটা নেই শুনেছি।"

কিন্তু বাসুদেববাবু কাছ থেকে শুনে ও কাগজপত্র পড়ে আনন্দবাজার প্রতিনিধিকে যে জানিয়েছিলেন, মৌসুমী বুদ্ধি বুদ্ধি পিছনে সুপ্ত জিনেব আত্মপ্রকাশেব সম্ভাবনাব কথা । মৌসুমী বুদ্ধি যে স্তব তাতে বিদেশে বিশেষত আমেরিকায ওব শিক্ষাব ব্যবস্থা কবাব পক্ষে মত প্রকাশ কবেছেন । এবপব এমন কী ঘটলো, যাতে মাত্র ১ মাস ৪ দিনেব মধ্যেই তাঁব মত খ্যাতিমান মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসককে এমন অস্বাভাবিক বকমেব মত পাণ্টে বিপবীত কথা বলতে বাধ্য হলেন ? তবে কি ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায ৭ সেপ্টেম্ববে “Prodigy fails test by rationalist” শিবোনামেব প্রকাশিত খববটিই তাঁকে এই বিপবীত বক্তব্য প্রকাশে বাধ্য কবেছে ? ওই সংবাদেব শেষ পংক্তিতে ছিল “Mr Ghosh believes that Mousami has an extra-ordinary memory and may have been tutored to answer questions by rote ” অর্থাৎ ‘শ্রী ঘোষ মনে কবেন, মৌসুমী স্বৃতি অসাধাবণ এবং ওকে কিছু প্রশ্নেব উত্তব মুখস্থ কবান হয়েছে ।’ আব তাইতেই কি মৌসুমী স্বৃতিকে ‘খুব প্রখব’ বলে মেনে নিয়েছেন ? জানিনা, প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থাব কর্ণধাব সুবীব চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কব মালাকাবাব সঙ্গে ওই ৩ সেপ্টেম্ববই আমাব মৌসুমী স্বৃতি বিষয়ে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল তা যদি কোনও পত্রিকায প্রকাশিত হয়ে ডাক্তাব গাঙ্গুলীব নজবে পডত, তাবপবও ডঃ গাঙ্গুলি মৌসুমী স্বৃতি বিষয়ে নিজেব বর্তমান মতে স্থি থাকতেন কি না ? সুবীবাবু ও শঙ্কবাবুকে বলেছিলাম, “মৌসুমী যে স্বৃতি দেখে আপনাবা বিন্মিত তেমন স্বৃতি শক্তি তৈবি কবা কঠিন হলেও অসম্ভব নয । আপনাবা তো অনুষ্ঠান স্পনসব কবেন । স্বৃতি শক্তিব এক মজাব পবীক্ষাব সঙ্গে উৎসাহী দর্শকদেব পবীক্ষা কবতেই না হয় স্পনসব কবলেন । ফেব্রুয়াবি নাগাদ ববীন্দ্রসদন ‘বুক’ ককন । হিন্দু, বেথুন, বামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিয়াস, সাউথ পয়েন্টেব মত ভাল স্কুলেব ক্লাস এইট-নাইনেব ছাত্র-ছাত্রীদেব থেকে ছটি আগ্রহী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বেছে আমাব হাতে তুলে দিন সাত দিনেব মধ্যে । অনুষ্ঠানেব দিন দর্শকদেব সামনে হাজিব ককন মৌসুমীকে ও ‘আমাব হাতে তুলে দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদেব । হলেব যে কোনও একটা অংশকে বেছে নিয়ে পঞ্চাশটিব মত দর্শকাসন বঙিন বিবন দিয়ে ঘিবে দিন । বিবন ঘেবা দর্শকদেব এক এক কবে নিজেদেব নাম বলতে বলুন । নামগুলো টেপ-বেকর্ডাবে ধবে বাখুন । তাবপব মৌসুমী ও ওই ছ’টি ছেলে-মেয়েকে দর্শকদেব নাম বলতে বলুন । দেখুন, মৌসুমী কতজনেব ঠিক বলতে পাবে । আশা বাখি আমাব ছ’জনই প্রতিটি দর্শকেব নাম বলতে পাবে ।

সুবীবাবু ও শঙ্কবাবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, “মৌসুমীবা দু-চাব দিনেব মধ্যেই তো কলকাতায আসছে, সেই সময় এ বিষয়ে সাধনাবাবুব সঙ্গে কথা বলে নেব । ওঁবা বাজি হলে নিশ্চয়ই স্পনসর কববো ।” জানুয়াবি ’৯১ অতিক্রান্ত । সুবীবাবুদেব মৌসুমীকে হাজিব কবাব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । প্রসঙ্গত জানাই, চলতি কথায় যাকে ‘স্মৃতিশক্তি বাডানো’ বলে, সেই ‘স্মৃতি বুদ্ধি’ বিষয়ে জানতে ও স্মৃতি বাডাতে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদেব উৎসাহ মেটাতে ‘স্মৃতি প্রসঙ্গ’ নিয়ে ভবিষ্যতে একটি বই লেখাব ইচ্ছে আছে ।

মৌসুমী প্রসঙ্গে দুটি ঘটনাব উল্লেখ কবছি । প্রথম ঘটনা ১৭ সেপ্টেম্বব ’৮৯

আজকাল পত্রিকাব সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অমিতাভ চৌধুরী লিখলেন, “মৌসুমীকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বছর দুয়েক। মৌসুমী যে একটি অসাধারণ প্রতিভা সে বিষয়ে কোন কাগজেবই দ্বিমত নেই। কিন্তু যে মেয়ে বলে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে, অর্থাৎ সাড়ে ন’বছর বয়সে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, তখন সন্দেহ হয় তাব এই প্রতিভা ঠিক পথে পবিচালিত হচ্ছে তো ? তাছাড়া সেদিন ববীন্দ্রসদনে সে প্রতিভাব পবিচয় দিলেও অমদাশঙ্কর যেসব ইংবেজি প্রশ্ন কবেছিলেন, তাব বাংলা অনুবাদ কবে দিতে হয় পাশে বসা কৃষ্ণ ধবকে।” “মৌসুমীব বিস্ময়কর প্রতিভা স্বীকার কবে নিয়েও বলতে ইচ্ছে কবছে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ? প্রথমত একটা বঙ্গমঞ্চে তাকে হাজির কবে একমাত্র তাব বাবাই অনববত প্রশ্ন কবে যাবেন-এবং সে সবকটিব নির্ভুল উত্তর দেবে—এব মধ্যে কোথাও কোন গুণগোল আছে বলে মনে হয়।” “মৌসুমীব প্রতিভা যাচাইযেব তাব তাব বাবাব ওপর না ছেড়ে অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটিব হাতে দেওয়া উচিত।”

দ্বিতীয় ঘটনা আদ্রা থেকে ফেব্রাব পব মৌসুমীব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেব আগে সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তেব সঙ্গে মৌসুমীব প্রসঙ্গ নিয়ে ফোনে কথা হয়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, মৌসুমী অন্য পত্রিকা প্রতিনিধিদেব সামনে অত দ্রুততাব সঙ্গে টাইপ কবছে কী কবে ?

বলেছিলাম, “সাংবাদিকদেব সামনে মৌসুমী টাইপ কবেছিল নিশ্চয়ই ওব মা-বাবাব এগিয়ে দেওয়া কোনও বইযেব অংশ, যে সব অংশ ও দীর্ঘকাল ধবে টাইপ কবে কবে অস্তি-অভ্যস্ত।” “মৌসুমীব অসাধারণ সব উত্তরদান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম, “সাধারণত মৌসুমীকে প্রশ্ন কবাব দায়িত্ব পালন কবেন সাধনবাবু স্বয়ং। এমনভাবে উনি প্রশ্ন কবা শুরু কবেন যেন সাংবাদিকদেব সাহায্য ও সহযোগিতা কবতেই ওঁব প্রশ্নকর্তাব ভূমিকা নেওয়া। সাধনবাবুব বাক্য-বিন্যাসে মোহিত হয়ে এবপব কেউ যদি সাধনবাবুব ধবনেব প্রশ্ন কবতে থাকেন, তবে দেখা যাবে মৌসুমী সঠিক উত্তর দিয়ে চমকে দিচ্ছে। সাধনবাবুব দ্বাবা চালিত না হয়ে প্রশ্ন কবলে অর্থাৎ প্রকৃত পৰীক্ষা কবলে মৌসুমীব তেমন বিস্ময়কর প্রতিভাব কিন্তু হৃদিশ মিলবে না।”

১৭ সেপ্টেম্বর ‘৮৯ ‘আজকাল’, ‘ববিবাসব’-এব একটা পুরো পৃষ্ঠা ছিল মৌসুমীকে নিয়ে লেখায় ও ছবিতে সাজান। তাতে ছিল মৌসুমীব এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেব পবে। নিয়েছিলেন অক্লান্তী মুখার্জী। শ্রীমতী মুখার্জীব লেখা দুজনেব কথোপকথনেব কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। “মৌসুমীকে প্রশ্ন কবাব ভাব নিলেন ওব বাবা—সাধন চক্রবর্তী। জিজ্ঞেস কবলেন, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব কী কী উদ্দেশ্য। মৌসুমী প্রথমত, দ্বিতীয়ত কবে পাঁচটি পৃষ্ঠেট টানা মুখস্থ বলে গেল। অদ্ভুত দ্রুত উচ্চারণে—একবাবও না থেমে। আব আমি সুযোগ পেলাম না। ওব সাত বছরেব মেয়েব পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রশ্ন কবে চললেন ইংবেজিতে। ইংবেজিতে উত্তরও। সবই সঠিক। গডগড কবে উত্তর—কোন অ্যাকসেটেব বলাই না বেখেই। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস সবেব ওপব প্রশ্নবান হুঁডলেন তিনি। একটি বানও বিদ্ধ কবতে পাবেনি তাব মেয়েকে।” “প্রায় আধঘণ্টা চলল বাবা-মেয়েব কুইজ টাইম। জিজ্ঞেস কবলাম “ভূমি যা বলছ বাংলায়

বলতে পাববে ?”

পাশ থেকে ওব বাবা—হ্যাঁ পাববে ।

ইংবেজিতে আবার বাবাব প্রশ্ন, বাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী-হন ?

—থার্টী ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইটি ফোব ।

প্রশ্নটা বাংলায় বলে বাংলায় উত্তর চাইলাম । এবাবও স্মার্ট মেয়ে মৌসুমী দ্রুততাব সঙ্গে বলল, থার্টী ফার্স্ট অক্টোবর নাইনটিন এইটি ফোব ।

(এখানেও সাধাবণ বোধ-বুদ্ধিব দ্বাবা পবিচালিত না হয়ে স্রেফ মুখস্থ উগড়ে গেছে ।)

আবাব ওব বাবা শুধু কবলেন, কলকাতাব জন্ম কবে হয়েছিল ? এটা কলকাতাব কত বছর ? কে প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন ? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা কবে হয়েছিল ?

এবাব বাধা দিলাম আমবা—পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা জিনিসটা কী ?

—উত্তর দেবনি মৌসুমী ।”

“স্টেফি গ্রাফেব নাম শুনেছ ?

—১৯৮৮-ব গোল্ডেন গার্ল ।

—সে কী কবে ?

—(একটু চুপ থেকে) বান বান কবে ।

পাশ থেকে উৎসাহে ওব বাবা বললেন—বল, বল, কত মিটাব ।”

মৌসুমী এই বযসে মৌসুমী যা পাবে, অনেকেই পাবে না । মৌসুমীব স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশের স্বার্থেই তাব মা বাবাব উচিত ওই ধবনের মুখস্থ কবাবাব প্রবণতা থেকে বিবত থাকা । মৌসুমী জীবন্ত সবস্বতী বা সবস্বতীব অংশ, প্রমাণ কবতে গিয়ে তাঁবা তাত্ক্ষণিক লাভেব আশায় শুধুমাত্র মানুষকে প্রতাবিতই কবছেন না, একটি শিশুকে তিলে তিলে শেষ কবে দিচ্ছেন ।

বক্সিংঘেব কিংবদন্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লা-বিশ্বাসে ।

কিংবদন্তী বক্সাব ক্যাসিয়াস ক্লে ওবফে মহম্মদ আলি তাঁব সোনালি দিনগুলোয দুনিয়া কাঁপিয়ে ছিলেন স্ব-উদ্ভাসিত ‘বোপ-এ-ডোপ’ কৌশলে । আবাব কাঁপালেন বডদিনেব ঠিক পবেব দিনই ।

মঙ্গলবাব বডদিনেব বাতে আলি কলকাতায় পৌছোন । কলকাতায় আসাব আগে আলি কালিকট ও বোম্বাই গিয়েছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী ধর্মীয় সংস্থাকে উৎসাহিত কবতে । গত কযেকটা বছর আলিকে দেখা গেছে ধর্মীয় ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোব পাশে । অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যে তাঁকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, অধ্যাত্ম-জগতেই যে তিনি ডুবে থাকতে চান, তা তাঁব জীবনচর্যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না । আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে আলি নেমে এসেছিলেন মানুষ দেবতাদেব কাছাকাছি । আর্ত ও শিশুদেব সেবাব মধ্যেই আল্লাব সেবা কবতে চেয়েছিলেন, আল্লাকে পেতে

চেয়েছেন আপন কবে। এমনই এক সন্ধিক্ষণে আলি এমন এক বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা ঘটালেন, যা তাঁকে বাতাবাতি মানুষের দেবতা কবে দিল। দীর্ঘদেহী আলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোরে নিজেকে শূন্য ভাসিয়ে বেধে বুঝিয়ে দিলেন—মাটিব বৃকে নেমে এসেও বয়ে গিয়েছেন সবাব চেয়ে কিছুটা উপরে। যে কথা বাববাব শুনিযেছেন পৃথিবীর মানুষকে, “আলি ইজ আলি। আই অ্যাম দ্য গ্রেটেষ্ট।” সে কথাটাই আবাব সবাইকে মনে কবিয়ে দিলেন বজ্রিং জগৎ থেকে অধ্যাত্মিক জগৎ ও সেবাব জগৎ—এ প্রবেশ করে।

২৭ ডিসেম্বর '৯০ বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাগুলোয় বিশাল গুরুত্ব সহকাবে প্রকাশিত হলো আলিব শূন্য ভেসে থাকার অসাধারণ কাহিনী। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাতে নমুনা হিসেবে ভাবতবর্ষের সবচেয়ে প্রচলিত দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পৃষ্ঠাতেই আলিব বিশাল ছবি সহ বিবট কবে।

বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বলেন আলি

স্টার্ক বিপোর্টার . ছয় ফুটের উপরে লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহম্মদ আলি। হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন দেহের সমান্তরালে। কয়েক সেকেন্ড পরে উপস্থিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হোটেলের ঘরে মেঝে থেকে ইঞ্চি দুয়েক উপরে উঠে গেলেন তিনি। প্রায় নির্ভাব একটি পালকের মতো কয়েক সেকেন্ড শূন্য ভেসে থাকলেন বজ্রিংয়ের কিংবদন্তী নায়ক। তারপরে মাটি ছুঁলো তাঁর পা। হতবাক দর্শকদের দিকে ফিরে অক্ষুণ্ণে বললেন আলি - বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল।” “আকাশ-ছোয়া উচ্চতা থেকে নেমে এসেছেন মাটির কাছাকাছি। তবু সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেও নেই তিনি,” “শূন্য ভেসে থেকে তিনি সেটাই বোঝালেন সবাইকে।”

আলিব শূন্য ভাসা নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই বহুসভ্যদের আমন্ত্রণ এলো ‘আজকাল’ পত্রিকার তবফ থেকে। আমন্ত্রণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

বিশ্বাসের জোরে, স্রেফ বিশ্বাসের জোরে আলি ভেসে ছিলেন।” মেনে নিতে মন চায় না। যতই প্রত্যক্ষদর্শী থাকুক, নিজের চোখে একবার না দেখে আমার পক্ষে মেনে নেওয়াটা না, কিছুতেই পাবলাম না। বাববাবই মনে হতে লাগলো ফাঁকিটা প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছি এ-জাতীয় ঘটনাব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় কিছু কিছু ফাঁক থেকেই যায়। তবু প্রাথমিক একটা ধারণা গড়ে তুলতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এক সাংবাদিক বললেন, “আলি একটা অন্য ব্যাপার। উনি যখন এসে দাঁড়ালেন, ঠুঁব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ঠুঁব সাবা শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরচ্ছে।

এখনও ভাবতে গেলে গা শিবশিব কবে । ও এখন অন্য জগতের মানুষ । খুব কাছ থেকে ঊঁব শূন্যে ভাসা দেখেছি । না স্টেজ, না আলোব কাবসাজি, উনি শূন্যে ভেসে বইলেন । না না, এত্বে কোনও কৌশল-টোশলের ব্যাপাব ছিল না ।”

আব এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, “আলি তো অলৌকিক ক্ষমতাব দাবি কবেননি । যোগ ক্ষমতাব দ্বাৰা তো এমনটা কৰা যায়ই । আমাদের দেশে এ তো নতুন কিছু নয় । অনেক সাধু-সন্তাই যোগ ক্ষমতায় এমনটা ভেসে দেখিয়েছেন । এমনটা যে ভেসে থাকা যায় সে তো প্রমাণ হয়েই গেছে ।”

এক সাহিত্যিক বন্ধু তো একটা গল্পই শোনালেন । একটা বিখ্যাত সাধকদের জীবন-গ্রন্থে নাকি আছে, কোনও এক সাধু গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসে ভব কবে হেঁটে উত্তাল নদী পাব হচ্ছিলেন । সাধু হেঁটে চলেছেন ঈশ্বর বিশ্বাসে বঁদু হয়ে, নেশাগ্রস্ত মানুষের মত । পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ সাধু হাঁশ ফিবে পেলেন—আমি এতটা পায়ে হেঁটে চলে এসেছি । শেষ পথটুকু পাব হতে পাবব তো ? যেমনি ভাবা, অমন টুপ কবে এক টুকরো পাথরবেব মতই ডুবে গেলেন । আসলে বিশ্বাসই সব । ঈশ্ববে অন্ধ বিশ্বাস বাখলে অমন অনেক কিছুই ঘটে, ঘটান যায়—যেগুলো সাধাবণ মানুষদের চোখে ‘অলৌকিক’ বলেই প্রতিভাত হয় ।

স্টেজে নয়, হোটেলের ফ্লোরে মোট দু’বার সাংবাদিকদের শূন্যে ভেসে দেখিয়েছেন আলি । কী এমন কৌশল ॥ যাব ফলে একজন মানুষ একটু একটু কবে উঠে পড়েন শূন্যে ? যে সব তথাকথিত অবতাববা শূন্যে ভাসেন বলে কথিত আছে তাঁদের সে-সব কৌশল আমাব অজানা নয় (উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের অবগতিব জন্য জানাই ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’-এব প্রথম খণ্ডে সেইসব গোপন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছি বহু ছবি সহ) । তাঁবা কেউই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যে উঠে পাবেননি । এ এক নতুন ভাবে শূন্যে ভাসা, নতুন পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসা ।

২৯ ডিসেম্বর শনিবাব দুপুরে আমাদের সমিতিব জ্যোতি মুখার্জিকে সঙ্গী কবে তাজ বেঙ্গল হোটলে পৌঁছোলাম । তখন হোটেলের লাউঞ্জে আলিব খবব সংগ্রহ কবতে সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের ভিড । শুনলাম, তিনদিন ধবে সকাল থেকে বাত ঊঁবা ঘাঁটি গেড়ে বয়েছেন । কিন্তু আলিকে যাঁবা এদেশে এনেছেন তাঁদের হার্ডেল টপকে ৩২৪ নম্বর ঘবে ঢুকে আলিব সঙ্গে আলাপ জমাবাব সুযোগ পাননি কেউই । আলি একতলাব বৈস্তোবায় এলে বা বাইবে বেকলে আলিকে ফিল্ম বন্দী কবাব সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন পাহাবা এডিয়ে কথা বলাব তেমন সুযোগ জুটছে না ।

‘আজকাল’-এব সাংবাদিক অনুকপ ভৌমিক ও চিত্র-সাংবাদিক সজল মুখার্জিব দেখা পেলাম হোটেল লাউঞ্জেই । তাবপব প্রতীক্ষা । আলিব মুখোমুখি হতে পাবলেও তাঁব মত বিশাল ব্যক্তিত্ব আমাব অনুবোধকে মর্যাদা দিয়ে আবাব শূন্যে ভেসে দেখাবেন কি না, এ বিষয়ে আমাবও সন্দেহ ছিল । কিন্তু এখানে এসে দেখছি—প্রবেশাধিকাবের হার্ডেলই এভাবেস্টেব উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

এবই ফাঁকে আলাপ হলো আলিব জীবনী নিয়ে গড়ে ওঠা ‘দ্য হোল স্টোবি’ব পবিচালক লিগুসে ক্রেনেল-এব সঙ্গে । জানালেন, ‘দ্য হোল স্টোবি’ব শুটিং উপলক্ষেই তাঁব ভাবতে আগমন । ছবিটিব প্রযোজক মহম্মেডান ক্লাবেব সহ-সভাপতি মিব মহম্মদ

ওমবেব দাদা । খবচ হবে কয়েক লক্ষ ডলাব । সাবা পৃথিবীতে ছবিটি মুক্তি পাবে ।

মিব মহম্মদ ওমবেব সহযোগিতায় ৩২৪ নম্বর ঘবে আলিব মুখোমুখি হলাম । তখনও দুটো হার্ডেল অতিক্রম কবা বাকি । এক আলিব শূন্যে ভাসা দেখা, দুই শূন্যে ভাসাব বহস্যভেদ । শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল ? না, আমি আব মুখ খুলছি না । আপনাদেব নিষে যাচ্ছি ৩০ ডিসেম্বর ‘আজকাল’-এব প্রথম পৃষ্ঠায় । আলি এবং আমাব ছবি সহ প্রতিবেদনটি থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি ।

ফেবাব দিন ম্যাজিক দেখলেন, দেখালেনও

আজকালের প্রতিবেদন মহম্মদ আলি আবাব শূন্যে ভেসে উঠলেন । একবার নয়, পাঁচবার । এবং এবাব পবিত্রাবভাবে বোঝা গেল ব্যাপাবটা অলৌকিক নয় । যতবার শূন্যে উঠলেন একটা দিকে কাউকে থাকতে দেননি । ব্যালে নর্ভকীব মত সেদিকে মুখ কবে এক পায়েব বুড়ো আঙুলে ভব দিয়ে কয়েক মুহূর্তেব জন্য মাটি থেকে উঠলেন, দূব থেকে বোঝাব উপায়ও নেই, পা মাটি স্পর্শ কবে আছে । বোঝা যেতও না, যদি না প্রবীৰ ঘোষ থাকতেন । শনিবার আলি ফিবে গেলেন । তাব আগে দুপূবে তাব কাছে



মহম্মদ আলি ও লেখক

গিয়েছিলেন ভাবতীৰ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিৰ প্ৰবীৰ ঘোষ, যিনি নিজে ম্যাজিকেৰ ভাণ্ডাৰ এবং যাঁৰ কাজ অলৌকিক ঘটনাৰ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া। তিনিই ধবলেন ম্যাজিকটো। পৰে হোটেলৰ লাউঞ্জে নিজে কৰেও দেখালেন। আধ ঘণ্টা আলিৰ সঙ্গে ছিলেন ভদ্ৰলোক। জমে উঠল দাক্ষণ আড্ডা। দুজনে মেতে উঠলেন ম্যাজিক বিনিময়ে। আলি বের কবলেন ম্যাজিক বক্স। দুটো ছোট স্পঞ্জৰ বল নিয়ে একটা নিজেৰ বাঁ হাতে বেখে অন্যটি দিলেন প্ৰবীৰবাবুৰ হাতে। কয়েক সেকেণ্ড পৰ আলি হাত খুললেন, দেখা গেল হাত ফাঁকা। দুটি বলই প্ৰবীৰবাবুৰ হাতে। প্ৰবীৰবাবু এক টাকাৰ মুদ্ৰা চুকিয়ে ফেললেন সক মুখেৰ একটা বোতলেৰ মধ্যে। আবাব বেৰ কৰে আনলেন বোতল ও মুদ্ৰা অক্ষত বেখে। পৰে বিস্মিত আলিকে বহুসটা ফাঁস কৰে দিলেন প্ৰবীৰ ঘোষ—মুদ্ৰাটো বিশেষভাবে নিৰ্মিত, ভাঁজ কৰে সক কৰা যায়। আলিকে কয়েকটা উপহাৰ দিলেন। আলি আবও অবাক একটা মুদ্ৰা থেকে দুটো হওয়া দেখে।



অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও জ্যোতিষীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থার সমন্বয়কারী হিসেবে এবং নিজের শাখা সংগঠনগুলোকে নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতে কাজ করছে। এই আন্দোলনেরই এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—‘চ্যালেঞ্জ’। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গল্পগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই ‘চ্যালেঞ্জ’। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতবদের কাছে চ্যালেঞ্জ ‘অশোভন’ মনে হতেই পারে, কেন না, ‘চ্যালেঞ্জ’ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাব ও জ্যোতিষীদের বিকল্পে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাই—অলৌকিকত্ব ও জ্যোতিষশাস্ত্রের অশ্রান্ততাব অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থে, বইয়ের পাতায় এবং অতিবজ্রিত গল্প বলিযেদের গল্পে। তাই ঘোষণা করছি—

আমি প্রবীণ ঘোষ, এই বইটির লেখক এবং ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, ঘোষণা করছি বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতাব দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পৰিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে সমর্থ হন, তাকে পঞ্চাশ হাজার ভাবতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি কৌশল ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতাব সাহায্যেই ঘটিয়ে দেখাতে হবে—

- ১। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।
- ২। যোগবলে শূন্য ভাসা।
- ৩। একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজির হওয়া।
- ৪। টেলিপ্যাথি সাহায্যে অন্যের মনের খবর জেনে দেওয়া।
- ৫। জলের ওপর হাঁটা।
- ৬। এমন একটি বিদেশী আত্মাকে হাজির করা, যার ছবি তোলা যায়।
- ৭। বিদেশী আত্মা এনে তাব সাহায্যে পকেটবন্দী বা খাম-বন্দী নোটের নম্বর বলা।
- ৮। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।
- ৯। একটা নোট দেখাবো, সেই নোটের ছবছ প্রতিলিপি তৈরি করতে হবে।
- ১০। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চলন্ত গাড়ি থামাতে হবে।
- ১১। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সবাতে হবে।

১২। জলকে পেট্রলে বা ডিজলে পরিণত করতে হবে।

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমাব দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারী অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি কবে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি কবে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে হবে।

১৪। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাস্তবে বাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে—

১। আমাব চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমাব চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমাব কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমাব চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিবিষে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমাব সময় ও অকাবণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যাবা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলাব জন্য এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাব নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া কাবও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও বকম আলোচনা চালানো আমাব পক্ষে সম্ভব নহ। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পববর্তী আলোচনায় আমাব সঙ্গে অথবা আমাব মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পাববেন বা যোগাযোগ কবতে পাববেন।

৪। চ্যালেঞ্জ-গ্রহণকারীকে আমাব মনোনীত ব্যক্তির সামনে দাবিব প্রাথমিক পবীক্ষা দিতে হবে।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবিব প্রাথমিক পবীক্ষায় কোনও কারণে হাজিব না হলে অথবা দাবি প্রমাণ কবতে ব্যর্থ হলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবিব প্রাথমিক পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পবীক্ষা গ্রহণ কবব।

পবীক্ষার চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর ক্ষমতা প্রমাণ কবতে পাবলে আমি পবাজয় স্বীকার কবে নেব। একই সঙ্গে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত বকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ বিবোধী প্রচার অভিযান ও কাজকর্ম থেকে বিবত থাকবে।

আপনাবা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কবেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলো নিয়ে বিভিন্ন অবতাবদের বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত বয়েছে বা কিংবদন্তিব রূপ পেয়েছে।

যদি বইটি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ার কাজে, মানুষের কুসংস্কার মুক্তিব কাজে সামান্যতম ভূমিকাও গ্রহণ করতে পাবে—আমাব চেষ্টা সার্থক বলে মনে কবব।

গ্রন্থটির সাহায্যকারী সূত্র :

- ১। Essays in Modern Indian History Aparna Basu
- ২। Communal Interpretation of Indian History Satish Chandra
- ৩। Communalism in Modern India Bipan Chandra
- ৪। ভাবভববর্ষে ইতিহাস বোমিলা থাপাব
- ৫। The Communal Triangle in India Ashoka Mehta
- ৬। Film-Flam James Randi
- ৭। Anglo, Surgeon of the Rusty Knife John Fuller
- ৮। পবিবর্তন
- ৯। আজকাল
- ১০। আনন্দবাজার
- ১১। আলোকপাত
- ১২। বর্তমান
- ১৩। বর্তিকা
- ১৪। বাঁকুড়া জেলা হ্যাণ্ডবুক
- ১৫। সূচেনা
- ১৬। Witch Killing Among The Santals A B Chowdhury
- ১৭। সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, ধীবেন্দ্রনাথ বাসুকে
- ১৮। The Tribes and Castes of Bengal H H Risley
- ১৯। Witchcraft and Sorcery Max Marwick
- ২০। কৈশোব ও তাব সমস্যা ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
- ২১। Labashev M Genetics Leningrad referred by Dmitri Lebayev
- ২২। Fedosyev P The Problem of the Social and Biological in Philosophy and Sociology Moscow
- ২৩। Gasell A and Amatruda C The Embryology of Behaviour Newyork
- ২৪। Piaget Jean, Genetic Approach of The Psychology & Thoughts , Journal of Educational Psychology
- ২৫। Linton The Study of Man New York
- ২৬। Merni Society and Culture New Jersey
- ২৭। Child of the Thirld World P P H , New Delhi

বিষয়-সূচী



ভূমিকা	৯
কিছু কথা	১৩

অধ্যায় এক ভূতের ভব



ভূতের ভব বিভিন্ন ধবন ও ব্যাখ্যা	৩৩
চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে ভূতে পাওয়া কী ?	৩৪
হিস্তিবিয়া থেকে যখন ভূতে পায়	৩৫
এক ধবনের ভূতে পাওয়া বোগ স্কিটসোফ্রেনিয়া	৩৮
গুরুব আত্মাব খপ্পবে জনৈক শিক্ষিকা	৩৯
অবচেতন মনের একটা পবীক্ষা হয়েই যাক	৪৪
প্রেমিকের আত্মা ও এক অধ্যাপিকা	৪৭
সবাব সামনে ভূত শাড়ি কবে ফালা	৪৭
গ্রামে ফিবলেই ফিরে আসে ভূতটা	৫০
যে ভূত দমদম কাঁপিয়ে ছিল	৫২
অস্থিত জল ভূত	৫৮
গুরুদেবের আত্মা	৬২
একটি আত্মাব অভিশাপ ও ক্যাবাটে মাস্টার	৬৪

অধ্যায় দুই পত্র-পত্রিকার ধবনে ভূত

ট্যাক্সিতে ভূতের একটি সত্যি কাহিনী ও এক সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক	৭৬
এক সত্যি ভূতের কাহিনী ও এক বিজ্ঞানী	৭৯
বেলঘরিয়ার গ্রীন পার্কে ভূতুড়ে বাড়িতে ঘড়ি ভেসে বেডায় শূন্যে	৮৩
নিউ জলপাইগুড়িতে ভূতের হানা	৮৪
দমদমের কাচ ভাঙা হল্লাবাজ-ভূত	৮৫

অধ্যায় তিন যে ভূতুড়ে-চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলেন

ভূত আনলেন বিজ্ঞা ঘোষ	১০০
----------------------	-----

অধ্যায় চার ভূতুড়ে চিকিৎসা

ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব ও ভূতুড়ে অস্ত্রোপচার	১০৮
ফেইথ হিলাব ও জাদুকর পি সি সবকার (জুনিয়র)	১৩৪
পরলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তার	১৩৯
বিদেহী আত্মাব দ্বাবা প্রতিকার	১৪১

অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা	১৪২
‘বিদেহী’ ডাক্তার দ্বারা আবোগ্যলাভ	১৪৩
বিচিত্র ঘটনা	১৪৩
কনট্যাক্ট হিলিং	১৪৫
প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু কথা	১৪৫
ডাইনি সমাজী ঈঙ্গিতাব ভূতুড়ে চিকিৎসা	১৪৭

অধ্যায় পাঁচ ভূতুড়ে তান্ত্রিক

সৌতম ভাবতী ও তাঁব ভূতুড়ে ফটোসম্মোহন	১৫৯
ভূতুড়ে সম্মোহনে মনেব মত বিয়ে কাজী সিদ্দিকীব চ্যালেঞ্জ	১৮৪
ভূতেব দুধ খাওয়া	১৮৭
জাগ্রত নবমুণ্ড সিগারেট টানল তাবাপীঠেব মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দেব নির্দেশে	১৯০

অধ্যায় ছয় . ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ

ডাইনি লাগা	১৯৯
সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস	২০৩
বাকুড়া জেলা হ্যান্ডবুক ১৯৫১ থেকে	২১১
ডাইনি	২১১
ওঝাকো (ওঝাবা)	২১৪
ঢাউবা বিং ‘ডাল’ পোতা	২১৬
জানকো (জানদেব)	২১৬
আদিবাসী সমাজ	২১৮
ধর্ম	২২১
আদিবাসী সাঁওতাল সমাজে নাবী	২২৩
ডাইনি, জানগুরু প্রথাব বিবন্ধে কী কবা উচিত	২২৪
ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব পবিকল্পনা এখনি সবকাবেব গ্রহণ কবা উচিত	২৩০
জানগুরুদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বহস্য সম্বন্ধে	২৩১
গুণীন কালীচরণ মূর্মু	২৩৩

অধ্যায় সাত আদিবাসী সমাজেব ঢুক-তাক, বাড-ফুক

চোব ধবে আটাব গুলি	২৩৮
হাতে ফুটে ওঠে চোবেব নাম	২৪০
চোবেব কলা কাটা পড়ে মস্ত্রে	২৪০
নখ-দর্পণ	২৪১
বাটি-চালান	২৪৩
কঞ্চি-চালান	২৪৫
কুলো-চালান	২৪৬
থালো-পডা	২৪৮
‘বিষ-পাথব’ ও ‘হাত চালান’ বিষ নামান	২৫১
পেট থেকে শিকড় তোলা	২৫৪

চাল-পড়া	২৫৬
বাণ-মাৰা	২৫৯
গৰুকে বাণ-মাৰা	২৬১
ভোলায় ধৰা	২৬১
জগুসেব মালা	২৬৩
জগুস খোয়ান	২৬৫

অধ্যায় আট ঈশ্বৰেব ভৱ

ঈশ্বৰেব ভব কখনও মানসিক ৰোগ, কখনও অভিনয়	২৬৭
হিস্টিবিয়া যখন ভব	২৬৮
কল্যাণী ঘোষণাডায় সতীমাৰেব মেলায় ভৱ	২৭০
হাড়োয়াব উমা সতীমাৰেব মন্দিৰে গণ-ভৱ	২৭২
যোগীপাডায় শ্ৰাবণী পূৰ্ণিমাৰ গণ-ভৱ	২৭২
সতী-মা মেলায় 'গদি'ৰ বাবুমশায় যুক্তিবাদী হলেন	২৭২
আব একটি হিস্টিবিয়া ভবেব দৃষ্টান্ত	২৭৪
চিত্তামণিৰ ভৱ মানসিক অবসাদে	২৭৫
মা মনসার ভব	২৭৬
মীনা সাই	২৭৮
তাৰা মা-ৰ ভব	২৭৯
দুপুৰ থেকে সন্ধে তাৰাপীঠ ছেড়ে 'মা' নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এব শৰীবে	২৮০
একই অঙ্গে সোম-শুক্লৰ 'বাবা' ও 'মা' য়েব ভব	২৮২
পূজাবিণীৰ শৰীৰ বেয়ে	২৮৭
অবাক মেয়ে মৌসুমীৰ মধ্যে সবস্বতীৰ অধিষ্ঠান (?) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ	২৯১
মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম	২৯১
প্রডিজি কী ? ও কিছু বিশ্বযকৰ শিশু-প্রতিভা	২৯৭
'আই কিউ' প্রসঙ্গে	৩০৪
বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা	৩০৬
বিশ্বযকৰ স্মৃতি নিয়ে দু-চাব কথা	৩০৮
দুৰ্বল স্মৃতি বলে কিছু নেই, ঘটতি শুধু স্মরণে	৩১০
মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পরিবেশেব প্রভাব	৩১১
মানবগুণ বিকাশে পৰিবেশেব প্রভাব	৩১২
মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশেব প্রভাব	৩১৪
সামাজিক পরিবেশেব দুটি ভাগ	৩১৬
মানবজীবনে আর্থ-সামাজিক পৰিবেশেব প্রভাব	৩১৬
মানবজীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পৰিবেশেব প্রভাব	৩২১
অবাক মেয়ে মৌসুমীৰ বহুসা সন্ধানে	৩২৩
বঞ্জিয়েব কিংবদন্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লার বিশ্বাসে	৩৪১
অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও জ্যোতিষীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ	৩৪৫
গ্রন্থটিৰ সাহায্যকারী সূত্র	৩৪৭